

तमसो मा ज्योतिर्गमय

SANTINIKETAN
VISWA BHARATI
LIBRARY

09: 65.19.14

३१

গরতচন্দ্রের প্রস্থাবলী।

অনদাগঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, চোরপঞ্চাশৎ,
রসমঞ্জরী, সত্যপীরের কথা, চণ্ডীনাটক,
নাগাষ্টক প্রভৃতি।

কলিকাতা,

৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ইলেক্ট্রো-মেসিন প্রেসে
শ্রীনটবর চক্রবর্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১২ সাল।

মূল্য ২, দুই টাকা

সুবিখ্যাত ভূম্যধিকারী ; তিনি রাজা উপাধিও পাইয়াছিলেন ।
বাটীর চারিদিকেই গড়বন্দী ছিল ।

ভারতের বাড়ী কোথা ? জীবনচরিত-লেখকগণ বলেন,—
বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভূরহুট পরগণাস্থ পেঁড়ো গ্রামে ভারতের
জন্ম হয় । কিন্তু সে পেঁড়ো গ্রাম কোথা ? হুগলীর অন্তর্গত হাব-
ডার অদূরবর্তী আমতার নিকটস্থ পেঁড়ো-বসন্তপুরই ভারতের জন্ম-
ভূমি । কাছেই ভবানীপুর গ্রাম । ঐ গ্রামও রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ
গড়বন্দী করেন । এখানেও তাঁহার আবাসবাটী ছিল ।

ভারতচন্দ্র কবে জন্মগ্রহণ করেন ? হুগলীর নিকটবর্তী দেবা-
নন্দপুর গ্রামে রামচন্দ্র মুনসীর বাটীতে অবস্থানকালে, ভারত
সত্যপীরের কথা রচনা করেন । ঐশ্বর গুপ্ত ১২৬১ সালে লিখিয়া-
ছেন ; “আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা কতিপয় প্রামাণ্য লোকের
প্রমুখ্যৎ জ্ঞাত হইলাম, যৎকালে ঐ পুস্তক (সত্যপীরের কথা)
প্ররচিত হয়, তৎকালে পুস্তককারকের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসরের
অধিক হয় নাই ।” ঐ সত্যপীরের কথার শেষভাগে আছে “সনে
রুদ্র চৌগুণা । ইহার অর্থ,—বাঙ্গালা ১১৩৪ সাল করা যাইতে
পারে । সুতরাং ভারতের জন্ম (১৮৩৪—১৫—) ১১১৯ সালে ।
আজ ১৩০৯ সালের বৈশাখ মাস । প্রায় ১১০ বৎসর হইল ভারত-
চন্দ্র ধরাধামে অবতীর্ণ হন ।

ঐশ্বর গুপ্ত বলেন, ৪০ বৎসর বয়সে ভারত, নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণ-
চন্দ্রের সভায় স্থান পান এবং সেই বৎসরই তিনি অন্নদামঙ্গল রচনা
করেন । অন্নদামঙ্গলেই ভারত এইরূপ কাল নির্দেশ করিয়াছেন ;—

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিতা ।

সেই শকে এই গীত ভারত রচিতা ॥

ইহার অর্থ,—১৬৭৪ শক, বাঙ্গালা ১১৫৯ সাল। স্মৃতরাং আজ
অন্নদামঙ্গলের বয়ঃক্রম ১৫১ বৎসর মাত্র ।

কৃত্তিবাস, কালীদাস, কবিকঙ্কণ, স্বনাম, রামেশ্বর, কেতকাদাস,
কবিরঞ্জন প্রভৃতি কবিগণ ভারতের বয়োজ্যেষ্ঠা । ভারতকে প্রাচীন
কবিদের শেষ কবি বলিলে অত্যুক্তি হয় না ।

ঈশ্বর গুপ্ত, জনরবের উপর নির্ভর করিয়া, লোকমুখে গল্প
শুনিয়া, প্রকৃত প্রামাণ্য ঘটনার অনুসন্ধান পাইয়া ভারতের জীবনী
সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহারই কতক অংশ উদ্ধৃত করিলাম ;—

এমত জনরব যে, অধিকারভুক্ত ভূমি সংক্রান্ত সীমা সম্বন্ধীয়
কোন এক বিবাদ সূত্রে নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ
কীর্তিচন্দ্র রায় বাহাদুরের জননী শ্রীমতী মহারানী বিষ্ণুকুমারীকে
কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। ঐ সময়ে মহারাজ কীর্তিচন্দ্র অভিষেক
শিল্প ছিলেন। তাঁহার মাতা মহারানী সেই দুর্ভাগ্য প্রবণে অত্যন্ত
কোপান্বিতা হইয়া আলমচন্দ ও ক্ষেমচন্দ্র নামক আপনাদের দুই জন
রাজপুত্র সেনাপতিকে কহিলেন, “হয় তোমরা এই ক্রোড়স্থ দুষ্ক-
পোষ্য শিশুটীকে এখনি বিনাশ কর, নয়, এই রাজ্যের মধ্যেই “ভূর-
সুট” অধিকার করিয়া আমার হস্তে প্রদান কর ; ইহা না হইলে
আমি কোনমতেই জল গ্রহণ করিব না, প্রাণ পরিত্যাগ করিব।”
এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত উক্ত সেনাপতিদ্বয় দশ সহস্র সৈন্য
লইয়া সেই রাজনীতেই “ভবানীপুরের গড়” এবং “পেঁড়ের গড়”
বল দ্বারা অধিকার করিয়া লইল ।

এতদবতনায় নরেন্দ্র রায় এক কালেই নিঃশ্ব হইলেন। সর্বস্বই
গেল, কোমরূপে কায়ক্রেপে দিনপাত করিতে লাগিলেন। এই
সময়ে কবির ভারতচন্দ্র পলায়ন করত মণ্ডলঘাট পরগণার অধীন

গাজীপুরের সম্মিহিত “নাওয়াপাড়া” নামক গ্রামে আপনার মাতুল-
লয়ে বাস করত রাজপুর গ্রামে সংজ্ঞাপ্রসার ব্যাকরণ এবং অভিধান
পাঠ করিতে লাগিলেন। চতুর্দশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে এই উভয়
গ্রন্থে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করিয়া নিজালায়ে প্রত্যাগত হইয়া ঐ
মণ্ডলঘাট পরগণার তাজপুরের সম্মিহিত সায়দা নামক গ্রামের
কেশরকুনি আচার্য্যদিগের একটী কন্যাকে বিবাহ করিলেন। সেই
বিবাহের পর তাঁহার অগ্রজ সহোদরেরা অতিশয় ভৎসনাপূর্ব্বক
কহিলেন, “ভারত ! তুমি আমাদের সকলের কনিষ্ঠ হইয়া এমন
অনিষ্টকর কার্য্য কেন করিলে ? সংস্কৃত পড়াতে কি ফলোদয়
হইবে ?” ভারত তদুত্তরে অতিশয় অভিমান-পরবশ হইয়া জিলা
হুগলীর অন্তঃপাতী বাঁশবেড়িয়ার পশ্চিম দেবানন্দপুর গ্রামনিবাসী
কায়স্থ-কুলোত্তর মাণ্ডবর ৩৭৪চন্দ্র মুন্সী মহাশয়ের ভবনে আগমন-
পূর্ব্বক পারস্ত ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। মুন্সী-
বাবুরা তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহপূর্ব্বক বাসা দিয়া, সিধা দিয়া,
সুনিয়মে সূচপদেশ করিতে লাগিলেন। এই কালে ভারতচন্দ্র
সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারেন, কিন্তু তাহা
কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না এবং রীতিমত কোন বিষয়েরই
বর্ণনা করেন না। সময় বিশেষে কেবল মনে মনে তাহার আন্দোলন
মাত্র করিয়া থাকেন। নচেৎ প্রতিনিয়তই শুদ্ধ বিদ্যাভ্যাসে
পরিশ্রম করেন, অপর কোন ব্যাপারের আয়োদ প্রয়োদে কালক্রয়
করেন না। দিবসে একবার মাত্র রন্ধন করিয়া সেই অন্ন দুই বেলা
আহার করেন, প্রায় কোন দিবস ব্যঞ্জন পাক করেন নাই। একটী
বেগুন পোড়ার অর্দ্ধভাগ এবেলা এবং অর্দ্ধভাগ ওবেলা আহার
করিয়া তাহাতেই তৃপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত মুন্সিবাবুদিগের বাটীতে এক দিবস সত্যনারায়ণের পূজার সিন্ধি এবং কথা হইবে, তাহার সমুদায় অনুষ্ঠান ও আয়োজন হইয়াছে । সত্যনারায়ণের পুঁথি পড়িতে ভারত অনুজ্ঞাত হইলে, তিনি স্বরচিত সত্যপীরের কথা পড়িয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন । আদেশক্রমে দুইখানি পুঁথি দুইবার প্রস্তুত করত পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । বিশেষতঃ চৌপদীছন্দের গ্রন্থখানির সৰ্ব্বশেষে ভণিতা স্থলে যেরূপ বর্ষের নির্দেশ হইয়াছে, তাহাতে সেই খানিকেই অনুজ বলিয়া ধার্য্য করিতে হইবে । যথা “সনে রুদ্র চৌগুণা” এতদ্বারা প্রমাণ হইতেছে, ১১৩৪ সালে এই কবিতা রচিত হয় । সুতরাং তৎকালে ভারতের বয়স ১৫ বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই, কারণ শকের সহিত সালের গণনা করাতেই নির্দিষ্ট হইল, তিনি বঙ্গাব্দ ১১১৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন । এতদ্রূপ তরুণ বয়সে যে প্রকার চমৎকার কবিতাশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এবং সংস্কৃত, পারস্য, হিন্দি ও বঙ্গভাষায় যদ্রূপ সংস্কার দর্শাইয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে যথেষ্টই প্রশংসা করিতে হইবে । জগদীশ্বরের বিশেষ অনুকম্পা ব্যতীত কোনক্রমেই এরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই ।

ভারতচন্দ্র রায় পারস্য ভাষায় বিশেষরূপে কৃতবিদ্য হইয়া অনুমান বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বাটী আসিয়া পিতা, মাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । তাঁহার অগ্রজগণ দেখিলেন, তিনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছেন । তাঁহারা কেহই তাঁহার জ্ঞান সন্নিধান ও কীর্ত্তিকুশল হইতে পারেন নাই, অনুজের এতদ্রূপ বিদ্যা ও বিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্তে তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন “ভাই হে ! সংপ্রতি পিতাঠাকুর

বর্ধমানেশ্বরের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ভূমি ইজারা লইয়াছেন, জগদীশ্বরের রূপায় এবং কর্তার আশীর্ব্বাদে তুমি সর্ব্বতোভাবে যোগ্য এবং কৃতী হইয়াছ, অতএব এই সময়ে তুমি আমাদিগের এই বিষয়ের “মোক্তার” স্বরূপ হইয়া বর্ধমানে গমন কর, রাজাকে রাজস্ব দিতে যেন বিলম্ব না হয় এবং রাজদ্বারে যেন কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত না হয় ; তুমি উপস্থিত মতে যখন যেরূপ পত্র লিখিবে, আমরা তদনুরূপ কার্য্য করিব । সেই আজ্ঞানুসারে ভারতচন্দ্র বর্ধমানে গমন করত কিছুদিন অবস্থানপূর্ব্বক কার্য্য পরিচালন করেন, এমত সময়ে তাঁহার সগোদরেরা যথানিয়মে নির্দিষ্ট কালে কবপ্রবেশে অঙ্কম হইলেন, ইহাতে রাজদরবারে বিবিধ প্রকার গোলযোগ হওয়াতে বর্ধমানাধিপতি সেই ইজারাটী খাসভুক্ত করিয়া লইলেন ; এবং ভারত তদ্বিষয়ে আপত্তি উপস্থিত করাতে তুর্ভাগ্য বশতঃ রাজকর্ম্মচারিগণের চক্রান্তে পড়িয়া কারারুদ্ধ হইলেন । কিন্তু কারাগারের কঠোর ক্রেশ তাঁহাকে অধিককাল ভোগ করিতে হয় নাই । কারারক্ষকের সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রণয় ছিল ; অতিশয় কাতরতা প্রকাশ করিলে কারাধ্যক্ষ প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, “আমি এই দণ্ডেই তোমাকে গোপনে গোপনে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারি, কিন্তু তুমি কোন্ ভাবে কোন্ স্থানে প্রস্থান করিয়া নিস্তার পাইবে, সে বিষয়ের কিছু উপায় স্থির করিয়াছ ? এই রাজার অধিকার অনেক দূর পর্য্যন্ত, ইহার মধ্যে তুমি যেখানে থাকিবে, সেই খানেই বিপদ ঝটিতে পারে ; রাজাও রাজকর্ম্মচারীরা জানিতে পারিলে ভবিষ্যতে বিস্তর দুঃখবস্থা করিবেন ।” ভারত উত্তর করিলেন, “আমাকে এই যাতনায়ুক্ত কারাভুক্ত দায় হইতে মুক্ত করিলে আমি আর ক্ষণকালের জন্ত এ অধিকারের ত্রিসীমানায়

বাস করিব না । অলংকার পাশ হইয়া “মারহাটোর” অধিকারে গিয়া নিবাস ফেলিব ।” কারাপালক অভিশয় দ্ব্যাদ্ৰ চিত্ত হইয়া রাত্রিকালে অতি প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহাকে নিরুত্তি দিলেন ।

ভারতচন্দ্র রঘুনাথ নামক একটী নাপিত ভৃত্য সঙ্গে লইয়া মহা-রাজ্যীয় অধিকারের প্রধান রাজধানী কটকে আসিয়া শিবভট্ট নামক দ্ব্যাদ্ৰীল সুবেদারের আশ্রয় লইলেন এবং আপনার সমুদয় অবস্থা নিবেদন করিয়া শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমধামে কিছুদিন বাস করণের প্রার্থনা করিলেন । সুবেদার তাঁহার প্রতি প্রীতিচিন্তে অনুকূল হইয়া কর্ণচারী, মঠধারী ও পাণ্ডাদিগের উপর এমত আজ্ঞা ঘোষণা করিলেন যে, ভারতচন্দ্র রায় ও তাঁহার ভৃত্য যে পর্য্যন্ত শ্রীক্ষেত্রে অধিবাস করিবেন, সে পর্য্যন্ত যেন কেহ ইহার নিকট কোনরূপ কর গ্রহণ না করে ; ইনি বিনা করে তীর্থবাসী হইবেন, যখন যে মঠে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন, তখন সেই মঠে মানপূর্ব্বক স্থান পাইবেন এবং ইহাদিগের আহারের নিমিত্ত প্রতিদিন এক একটী বলরাশী আর্হকে প্রদান করিবে, আর বিশেষরূপে সম্মান করিবে ।”

ভারত পুরুষোত্তমে গিয়া রাজপ্রসাদে প্রসাদ ভোগ করত শ্রীশ্রীভগবান শঙ্করাচার্যের মঠে বাসপূর্ব্বক শ্রীভাগবত এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়দিগের গ্রন্থ সকল পাঠ করেন; সর্ব্বদাই বৈষ্ণবদিগের সহিত আলাপ করিয়া সুখী হন । বেশ পরিবর্তন করিয়া উদাসীনের ছায় পেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন, তাঁহার ভৃত্যটিও সেই প্রকার আকার-প্রকার ও ভাব-ভঙ্গি ধারণ করিয়া চেলা সাজিল । প্রভুটী “মুনি গোসাই” হইলেন, দাসটী “বাসুদেব” হইল ।

এক দিবস বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনধাম দর্শনের প্রার্থনা করিয়া ভারতের নিকট ওদ্বিষয় প্রকাশ করাতে ভারত তাহাতে সম্মত

হইয়া তাঁহাদিগের সমুদ্ভিব্যাহারী হইতে অত্যন্ত ইচ্ছাকুল হইলেন। পরে সকলে একত্র হইয়া ত্রীক্ষেত্র হইতে যাত্রা করত পদ-ব্রজে জিলা হুগলীর অন্তঃপাতী খানাকুল কৃষ্ণনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথাকার শ্রীশ্রী গোপীনাথজীউর শ্রীমন্দিরে দর্শনার্থ গমন করিয়া দেখিলেন, কীর্তনকারী গায়কেরা “মনোহর সায়ি” কীর্তন করণের অনুষ্ঠান করিতেছেন। সেই দেবমন্দিরে বৈষ্ণব-দিগের সহিত একত্রে প্রসাদ পাইয়া কীর্তন শুনিতে বসিলেন। কৃষ্ণলীলারসামৃত পানপূর্বক তৎকালে গুণাকর কবির অতিশয় মুক্ত ও আত্ম-হইয়া প্রেমাক্রম পাতন করিতে লাগিলেন।

ঐ খানাকুল গ্রামে তাঁহার শ্রীপতি-ভ্রাতার বাটী, রঘুনাথ ভূত্য তাহা জ্ঞাত ছিল। এখানে ইনি মোহিত হইয়া সংকীৰ্তন শুনিতেছেন, ওদিকে রঘুনাথ গোপনে গোপনে গ্রামের ভিতর প্রবেশপূর্বক ভট্টাচার্য্যের ভবনে গিয়া তাঁহার শ্রীপতি এবং ভায়রা-ভাইকে বিস্তারিতরূপে সমুদয় বিবরণ অবগত করিল। তজ্জবণে ভট্টাচার্য্যেরা অনেকেই একত্র দেবালয়ে আগত হইয়া গানসমাপ্তির পর বিস্তর প্রবোধ দিয়া ভারতচন্দ্রকে আপনাদিগের বাটীতে আনয়ন করত তৎক্ষণাৎ নাপিত ডাকাইয়া দাড়ি গোপ ফেলিয়া দিলেন এবং গেরুয়া বস্ত্র পরিভ্যাগ করাইয়া উত্তমরূপ ধৌতবস্ত্র পরাইলেন, আর নানা প্রকার অনুরোধ ও উপরোধ দ্বারা তাঁহার মনস্ব ভাব পরিবর্তন করত পুনর্বার সংসারধর্ম্মে আসক্ত করিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহার পিতা ও ভ্রাতাদিগের নিকট লইয়া যাইতে পারিলেন না। রায় সেই প্রস্তাবে উত্তর করিলেন “আমি আপনাদিগের বিশেষ অনুরোধক্রমে তীর্থভ্রমণ, যোগসাধন প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণ পরিভ্যাগ করিয়াছি, কিন্তু যে পর্য্যন্ত বিবয়কর্ম্ম দ্বারা অর্থ

উপার্জন করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত কোনক্রমেই গৃহে গমন করিব না।”

কয়েক দিবস পরে ডাচাচার্য্য মহাশয়, ভায়ারাভাই ভারতকে সঙ্গে লইয়া তাজপুরের পার্শ্বস্থ সারদাগ্রামে স্থায়ী স্থগুর নরোত্তম আচার্য্যের ভবনে গমন করিলেন। ভারতচন্দ্র বিবাহ বাসর ব্যতীত অপর কোন দিবস আপনার প্রণয়িনী সহধর্ম্মিণীর সহিত আর সাক্ষাৎ করেন নাই; আজ দ্বিতীয় বার দর্শন। কয়েক দিবস স্থগুরসদনে অশেষবিধ আশ্রয় প্রমোদ করত আপনার স্ত্রীকে কহিলেন, “যদি আমার বাব কিংবা দাদারা তোমাকে নিতে আসেন, তবে তুমি কোনমতেই সেখানে যেও না” এবং স্থগুরকে কহিলেন, “মহাশয়! আপনার কণ্ঠ্যকে আমাদিগের বাটীতে কখনই পাঠইয়া দিবেন না, যদবধি আমি অর্থ আনিয়া স্বতন্ত্ররূপে স্বতন্ত্র স্থানে এক-একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিতে না পারি, তদবধি এইখানেই রাখিবেন”—এই কথা বলিয়া বিদায় লইয়া তিনি তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর তিনি ফরাসডাক্তার আসিয়া ফরাসি গবর্ণমেন্টের দেওয়ান বিখ্যাত ধনাঢ্য ও মাজবর জ্যোতিষ পালধিবংশ ইসলামারায়ণ চৌধুরীর (যাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইষ্টকনিষ্ঠিত ষাট অদ্যাবধি ফরাসডাক্তার গঙ্গাতীরে শোভা করিতেছে, নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক অতিশয় কাণ্ডগোল সহকারে নিবেদন করিলেন, “মহাশয়! আমি আপনার আশ্রয় লইলাম, যে প্রকারে হউক সদয় হইয়া আশ্রয় দিয়া আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবেক।” দেওয়ানজী ভারতের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ও পুরাতন ও বর্তমান অবস্থা সকল জানিতে পারিয়া এবং স্তবে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া

আশ্বাসবাক্যে সাহসপ্রদানপুরঃসর করিলেন, ‘তুমি অতি যোগ্য ও প্রধান বংশের মনুষ্য, তোমার উপকার করা সর্বতোভাবেই কর্তব্য । ভাল, তুমি এখানে থাকিয়া কিছুদিন অপেক্ষা কর, আমি বিহিত চেষ্টায় রহিলাম ; সুযোগযুক্ত সময় পাইলে ও কোন বিষয় উপস্থিত হইলে তোমার মঙ্গল-সাধনে কখনই সাধ্যের ক্রটি করিব না ।’ তৎকালে উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের জাতিসম্বন্ধীয় কোনরূপ অপবাদ থাকিতে তিনি তাঁহার বাসায় অবস্থান না করিয়া ওলন্দাজ গবর্ণমেন্টেব দেওয়ান গোলন্দপাড়া নিবাসী ঐরামেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের ভবনে থাকিয়া আহাতি করিতে লাগিলেন । প্রতি দিবস প্রাতে ও সন্ধ্যার সময়ে চৌধুরীবাবুর নিকট আসিয়া উদ্দেশ্য-দাৰি—অর্থাৎ উপাসনা করেন । কোন এক সময়বিশেষে কথোপকথন করিতে করিতে চৌধুরী করিলেন, “ভারত ! আমি তোমাকে ফরাসির স্বরে এখনি একটা কন্ম করিয়া দিতে পারি । কিন্তু তাহাতে তোমার কিছুমাত্র সুখোদয় হইবে না, কারণ গুণের গৌরব গোপন থাকিবে । আমি তোমার নিমিত্ত একটা প্রধান উপায় স্থির করিয়াছি, নবদ্বীপের অধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব আছে ; তিনি দুই চারি লক্ষ টাকা কর্জ করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে আমার নিকট আসিয়া থাকেন, তিনি এবারে যখন আসিবেন, তখন আমি তোমাকে তাঁহার নিকটে সমর্পণ করিয়া দিব, তুমি যেমন গুণিব্যক্তি, তিনি সেইরূপ গুণগ্রাহক ; সেইস্থান তোমার যথার্থরূপ উপযুক্ত স্থান বটে ।” এই বচনে ভারতচন্দ্র চাতকের স্থায় মহারাজের আগমনের প্রতি প্রতীক্ষণ প্রতীক্ষণ করিতে লাগিলেন । এক দিবস প্রাতে তিনি চৌধুরীর সভায় বসিয়া আছেন, এমন কালে দৈবাৎ প্রাতঃস্মরণীয়

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় তথায় শুভাগমন করিলেন। চৌধুরী মহাশয় পাত্ৰোপাখ্যাতপূর্বক যথাযোগ্য সম্মান-সহযোগে রাজাকে আসনোন্নত করত অশেষ প্রকার সন্মলাপ সমাপনান্তর করিলেন, “মহারাজ! আমার একটা নিবেদন আছে। এই ভারতচন্দ্র আমার অতি আত্মীয় ব্যক্তি; ইনি অমুক, অমুকের সন্তান, সংস্কৃত জানেন, পারস্ক জানেন, কবিতাশক্তি ভাল আছে, অধুনা দীনাবস্থায় অতিশয় ক্লেশ পাইতেছেন। বাহাতে প্রতিপালিত হন, এমনত অনুগ্রহ বিতরণ করিতে আশ্রয় হউক।” মহারাজ তাহাতে অঙ্গীকৃত হইয়া কহিলেন, “আমি এইক্ষণে কলিকাতায় চলিলাম, কালী দর্শন করিয়া কালীঘাট হইতে কৃষ্ণনগর রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে ইনি যেম তথায় গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন।”

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগরে গমন করিলে পর ভারতচন্দ্র তথায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা তাঁহাকে পাইয়া পরিতুষ্ট হইয়া ৪০ টাকা মাসিক বেতন নির্দিষ্ট করত বাস। প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, “তুমি প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যার পর আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবা।” তিনি ভলমুসারে তন্নগরে থাকিয়া প্রত্যাহ নিয়মিত সময়ে রাজসভায় উপস্থিত হন এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটা কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে দেখান; নবদ্বীপাধিপতি প্রফুল্ল হইয়া কবি-শ্রেষ্ঠ ভারতচন্দ্রকে “শুণাকর” উপাধি প্রদান করিলেন।

পাণ্ডিত্য এবং কবিত্ব, স্তম্ভে রাবণশুণাকর ভারতচন্দ্র, নৃপেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের অতিশয় প্রিয় সভাসদরূপে গণ্য হইলেন। এই ভাবে কিছু দিন গত হইতে হইতে রাজা এক দিবস জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এখানে রহিয়াছ, তোমার পরিবার কোথায়?

তুমি বাটী ব তত্ত্বাবধারণ কর কি না ?” ভারত কহিলেন, “আমার স্ত্রী আমার স্বস্তুরালয়ে আছেন, ভাতাদিগের সহিত আমার তাদৃশ সন্তান নাই, একমাত্র বাটী ঘাইবার অভিলাষ নাই, গঙ্গাতীরে কিঞ্চিৎ স্থান পাইলে স্বস্তুর একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিয়া তথায় পরিবার লইয়া স্বচ্ছন্দে বাস ও সংসারধর্ম করিতে পারি।” রাজা কহিলেন, “নবমীপ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত আমার অধিকার মধ্যে কোন্ স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা হয় ?” কবি কহিলেন, “ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের রূপায় আমি কল্লতরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব তাঁহার বাটীর নিকটে হইলেই ভাল হয়, যেহেতু তাঁহার সহিত সর্বদাই সাক্ষাৎ করিতে পারি।” রাজা কহিলেন, “তবে তুমি ‘মুলাঘোড়’ গিয়া বসতি কর।” ভারত কহিলেন, “যে আজ্ঞা মহারাজ ! ঐ স্থানটাই আমার অত্যন্ত মনোনীত হইয়াছে।” পরে উল্লিখিত পণ্ডিত ও কবি প্রতিপালক বিদ্যানুরাগী নরবর নৃপবর ভারতকে বাটীর নিমিত্ত ১০০ একশত টাকা এবং ৬০০ টাকা বার্ষিক রাজস্ব নির্দেশ-পূর্বক মুলাঘোড় খানি ইজারা দিলেন।

ভারত সেই টাকা এবং ইজারার সনন্দ লইয়া স্বস্তুরালয়ে গিয়া ভার্য্যাকে মুলাঘোড়ে আনয়ন করত প্রথমে তথাকার বোষাল মহাশয়দিগের ভবনে একটা ঘর লইয়া কিছুদিন তাহারই মধ্যে বাস করিলেন, পরে নূতন নিকেতন নির্মাণপূর্বক যথারীতিক্রমে অনুষ্ঠান করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে ভারত কখন ফরাস ডাক্তার গিয়া ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সহিত সাক্ষাৎ করত তথায় দুই চারি দিবস বাস করেন। এমত কালে রাঢ়দেশে “বর্গির” হেত্বেমা অভিশয় প্রবল হওয়াতে বর্জমানের অধীশ্বর মহারাজ তিলকচন্দ্র রায় বাহাদুরের গর্ভধারিণী পুত্র লইয়া বর্জমান হইতে পলায়নপূর্বক

মূলাঘোড়ের পূর্বদক্ষিণ “কাউগাছি” নামক স্থানে আসিয়া দোহারী পড়বন্দী বাটী নির্মাণ করত তন্মধ্যে বাস করিলেন ।

ঐ কাউগাছির রাজভবনে মহারাজ তিলকচন্দ্র রায় বাহাদুরের শুভ বিবাহকার্য্য অতি সমারোহপূৰ্ব্বক নির্বাহ হয় । ফ্রেঞ্চ গবর্ণ-মেন্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় সেই মাহুলিক কৰ্ম্মের অধ্যক্ষ হইয়া বিশেষরূপে নৃত্য গীতের সভায় শোভা বুদ্ধি করিয়া-ছিলেন এবং তাঁহার অনুবোধে ফরাসডাঙ্গা হইতে ৫০০ দৈত্য আসিয়া কয়েক দিবস রাজপুর ও দুৰ্গ রক্ষা করিয়াছিল ।

মহারাজ্ঞী দেবিলেন, ভারতচন্দ্র রায় মূলাঘোড় ইজারা লইয়া-ছেন । ইনি ব্রাহ্মণ ; আমার হস্তী, গো, অশ্ব প্রভৃতি পশাদি গ্রামের ভিতর গিয়া বৃক্ষাধি নষ্ট করিলে ব্রহ্মস্ব হরণ করা হইবে, অতএব মূলাঘোড় গ্রামখানি আমার পত্নি লওয়াই কর্তব্য হইতেছে ; এরূপ ধাৰ্য্য করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে পত্র লিখিলেন । নব-দ্বীপনাথ তৎপ্রদানে স্বীকৃত হইলে রাণী আপন কৰ্ম্মচারী রামদেব নাগের নামে পত্নি লইলেন ।

ভারতচন্দ্র এই পত্নির ব্যাপার অবগত হইয়া কৃষ্ণনগর-রাজের নিকট অনেক আপত্তি উপস্থিত করিলেন । রাজা কহিলেন, “বর্দ্ধমানেশ্বর যখন আমার অধিকারে বাস করিলেন, তখন আমার কত আত্মাদ বিবেচনা কর এবং পত্নির নিমিত্ত যখন রাণী স্বয়ং পত্র লিখিয়াছেন, তখন তাঁহার সম্মান ও অনুবোধ রক্ষা করা অগ্রেই উচিত হইতেছে ।” ভারত বলিলেন, “এরূপ হইলে আমার এ গ্রামে বাস করা কর্তব্য হয় না ।” রাজা তাঁহাকে কহিলেন, যদি “মূলাঘোড়ে থাকিতে নিতান্তই ইচ্ছা না হয়, তবে আনরপুরের অন্তঃপাতী “গুস্তে” নামক গ্রামে গিয়া বসতি কর ।” এই বলিয়া

তঁাহার সম্ভ্রাণের নিমিত্ত আনরপুরের গুপ্তবাসী মুখোপাধ্যায়ের বাটীর নিকট ১০৫/ বিঘা এবং মূলাঘোড়ের ১৬/ বিঘা ভূমি এক-কালে স্বত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মরূপে প্রদান করিলেন ।

রায় গুণাকর এই নিক্কর ভূমি প্রাপ্ত হইয়া মূলাঘোড় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গুপ্তে গ্রামে গমন করণের উদ্যোগ করিলে গ্রামস্থ সমস্ত লোক বিস্তর অনুরোধ করিয়া কহিলেন, “মহাশয়! কোনমতেই আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না, আপনি গমন করিলে মূলাঘোড় অন্ধকার হইবে।” এই অনুরোধে বাধ্য হইয়া তিনি আনরপুরে গমন করিলেন না, মূলাঘোড়েই বাস করিয়া রহিলেন ।

রামদেব নাগ পত্তনিদার হইয়া ভারতচন্দ্রের প্রতি ও আর আর লোকের উপর দৌরাভ্য করাতে রায় কবির ক্রোধাধীন হইয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব প্রকাশপূর্ব্বক কোতুকচ্ছলে সংস্কৃত কবিতায় “নাগাষ্টক” রচনা করত পত্রযোগে কৃষ্ণনগর প্রেরণ করেন, মহারাজ সেই পত্র এবং নাগাষ্টক পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভারতের রচনা কৌশলের প্রতি অনুরাগপূর্ব্বক অনেক গুণ ব্যাখ্যা করিলেন, আর অনুরোধ দ্বারা নাগের দৌরাভ্য নিবারণ করিয়া দিলেন ।

কাব্যকর্ত্তা কবিকেশরী ভারতচন্দ্র এইরূপ কয়েক বৎসর কাল হরণ করত ১৬৮২ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগে মানবলীলা সংবরণপূর্ব্বক যোগ্যধামে যাত্রা করিলেন । কেহ কেহ কহেন, তঁাহার প্রথম রোগের সূত্র বহুমূত্র, কিন্তু তৎপরে ভস্মকরোগ জন্মিয়াছিল ।

এই জীবন বৃত্তান্ত কবির ঐশ্বর্য্যশ্রু গুপ্ত সঙ্কলিত । গুপ্ত

কবি ইহাকে উপজ্ঞাসাকারে সাজাইয়াছেন—বাক্যবিশ্রাসও উপ-
জ্ঞাসের মত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন দ্বাযশুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত
জানিবার আর কোন বিশেষ উপায় নাই,—সুতরাং ইহার উপর
সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়; কিন্তু এই জীবন বৃত্তান্তের স্থানে
স্থানে গল্প গুজব কথা বলিয়া বোধ হয়, কেননা দুই এক স্থানে
এমন অসংলগ্ন ভাব দৃষ্ট হয় যে, তাহা উপজ্ঞাসবাচক কল্পনাসমূহ
বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে কবির ঐশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে বড় ধোঁষী
করা যাইতে পারে না; কেননা তাঁহাকে অনেক স্থানে জনপ্রবাদের
উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। অনেক সময় অনেক জনপ্রবাদ
অলৌকিক, অসম্ভব ঘটনা প্রসব কবিয়া থাকে।



সূচীপত্র ।



অন্নদামঙ্গল ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
গণেশ-বন্দনা	১
শিববন্দনা	২
সূর্য্যবন্দনা	৪
বিষ্ণুবন্দনা	৫
কৌষিকীবন্দনা	৭
লক্ষ্মীবন্দনা	৯
সরস্বতীবন্দনা	১০
অন্নপূর্ণাবন্দনা	১২
ঐশ্বর্য়চনা	১৪
কৃষ্ণচন্দ্রের সত্তাবর্ণন	১৮
গীতারম্ভ	২৩
সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ	২৫
সতীর দক্ষালয়ে গমন	৩০
শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ	৩২
শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা	৩৬
দক্ষযজ্ঞনাশ	৩৭
ঐশ্বর্য়ান্তবে দক্ষের জীবন	৩৯
পীঠমালা	৪৩
শিববিবাহের মন্ত্রণা	৪৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
নারদের গান	৪৯
শিববিবাহের সম্বন্ধ	৪৯
শিবের ধ্যানভঞ্জে কামভঙ্গ্য	৫২
রতিবিলাপ	৫৫
রতির প্রতি দৈববাণী	৫৭
শিবের বিবাহ-যাত্রা	৫৯
শিববিবাহ	৬৩
কন্দল ও শিবনিন্দা	৬৬
শিবের মোহনবেশ	৭০
সিক্কিষোটন	৭২
সিক্কিভক্ষণ	৭৪
হরগোরীর কথোপকথন	৭৬
হরগোরীরূপ	৭৯
কৈলাসবর্ণন	৮১
হরগোরীর বিবাহ-সূচনা	৮৩
হরগোরীর কন্দল	৮৫
শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্যোগ	৮৭
জয়ার উপদেশ	৮৯
অন্নপূর্ণা মূর্তি ধারণ	৯১
শিবের ভিক্ষাযাত্রা	৯৩
শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ	৯৫
শিবের অন্নদান	৯৭
অন্নপূর্ণা-মাহাত্ম্য	৯৮

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
ଶିବେର କାଳୀବିଷୟକ ଚିନ୍ତା	୧୦୧
ବିଷ୍ଣୁକର୍ମାର ଶ୍ରୀତି ପୁରୀନିର୍ଦ୍ଦାଣେର ଅନୁମତି	୧୦୩
ଅମ୍ଳପୂର୍ଣ୍ଣାର ପୁରୀନିର୍ଦ୍ଦାଣ	୧୦୫
ଦେବଗଣ-ନିମନ୍ତ୍ରଣ	୧୦୯
ଶିବେର ପଞ୍ଚତପ	୧୧୩
ବ୍ରହ୍ମାଦିର ତପ	୧୧୬
ଅମ୍ଳପୂର୍ଣ୍ଣାର ଅଧିଷ୍ଠାନ	୧୧୯
ଶିବେର ଅମ୍ଳଦାପୂଜା	୧୨୨
ଅମ୍ଳଦାର ବରଦାନ	୧୨୫
ବ୍ୟାସବର୍ଣ୍ଣନ	୧୨୭
ଶିବପୂଜା-ନିଷେଧ	୧୨୯
ଶିବନାମାବଳୀ	୧୩୨
ଶ୍ଵାସିନୀବେର କାଳୀଯାତ୍ରା	୧୩୩
ହରିନାମାବଳୀ	୧୩୫
ହରିମନ୍ତକୀର୍ତ୍ତନ	୧୩୬
ବ୍ୟାସେର ଶିବନିନ୍ଦା	୧୩୮
ବ୍ୟାସେର ଭିକ୍ଷା ବାରଣ	୧୪୧
କାଳୀତେ ଶାପ	୧୪୫
ଅମ୍ଳଦାର ଯୋହିନୀରୂପ	୧୪୭
ଶିବବ୍ୟାସେ କଥୋପକଥନ	୧୫୦
ବ୍ୟାସେର କାଳୀନିର୍ଦ୍ଦାଣୋଦ୍ୟୋଗ	୧୫୫
ଗଙ୍ଗାର ନିକଟ ବ୍ୟାସେର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା	୧୫୭
ବ୍ୟାସେର ଶ୍ରୀତି ଗଙ୍ଗାର ଉକ୍ତି	୧୫୯

বিষয়	পৃষ্ঠা
ব্যাসকৃত গঙ্গার তিরস্কার	১৬১
গঙ্গাকৃত ব্যাসের তিরস্কার	১৬৪
দ্বিষ্টকর্ষ্মার নিকট ব্যাসের অভিযর্থনা	১৬৭
ব্যাস ও ব্রহ্মার কথোপকথন	১৭০
ব্যাসের তপস্শ্রায় অন্নদার চাক্ষুশ	১৭৩
অন্নদার জরভীবেশে ব্যাস-ছলনা	১৭৫
ব্যাসের প্রতি দৈববাণী	১৮০
বশুন্ধরে অন্নদার শাপ	১৮৩
বশুন্ধরের বিনয়	১৮৬
বশুন্ধরের মর্ত্যলোকে জন্ম	১৮৮
হরিহোড়ের বৃন্তান্ত	১৯২
হরিহোড়ে অন্নদার দয়া	১৯৫
হরিহোড়ে বরদান	১৯৭
বশুন্ধরার জন্ম	২০০
নলকুবেরে শাপ	২০৩
নলকুবেরের প্রাণত্যাগ	২০০
ভুবানন্দের জন্মবৃত্তান্ত	২১০
অন্নদার ভুবানন্দ-ভবনে যাত্রা	২১৩

বিদ্যাসুন্দর ।

রাজা মানসিংহের বাজালায় আগমন	২১৮
বিদ্যাসুন্দরের কথারস্ত	২১৯
সুন্দরের বর্জমান যাত্রা	২২১

বিষয়	পৃষ্ঠা
সুন্দরের বর্জমান প্রবেশ	২২৩
গড়বর্ণন	২২৫
পূরবর্ণন	২২৮
সুন্দরদর্শনে নারীগণের খেদ	২৩১
সুন্দরের মালিনী সাক্ষাৎ	২৩৩
সুন্দরের মালিনীবাটী প্রবেশ	২৩৬
মালিনীর বেসাতির হিসাব	২৩৯
মালিনীর সহ সুন্দরের কথোপকথন	২৪১
বিদ্যার রূপবর্ণন	২৪২
মাল্যরচনা	২৪৬
পুষ্পময় কাম ও শ্লোক রচনা	২৪৭
মালিনীকে ভিরস্কার	২৪৯
মালিনীকে বিনয়	২৫১
বিদ্যার সুন্দর দর্শন	২৫৫
সুন্দর-সমাগমের পরামর্শ	২৫৯
সঙ্কীর্ণন	২৬২
বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি	২৬৪
সুন্দরের পরিচয়	২৬৭
বিদ্যাসুন্দরের বিচার	২৭০
বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকরস্তু	২৭৩
বিহাররস্তু	২৭৬
বিহার	২৭৮
সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রত্যাশা	২৮০

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিপরীত বিহারান্ত	২৮৫
বিপরীত বিহার	২৮৮
সুন্দরের সন্ন্যাসিবেশে রাজদর্শন	২৯০
বিদ্যাসহ সুন্দরের রহস্য	২৯৪
দিবাবিহার ও মানভঙ্গ	২৯৯
সারীশুকবিবাহ ও পুনর্বিবাহ	৩০২
বিদ্যার গর্ভ	৩০৬
গর্ভসংবাদশ্রবণে রাণীর তিরস্কার	৩০৮
বিদ্যার অনুনয়	৩১২
রাজার বিদ্যাগর্ভশ্রবণ	৩১৩
কোটালের শাসন	৩১৬
কোটালের চোর অনুসন্ধান	৩১৮
কোটালগণের স্ত্রীবেশ	৩২১
চোর ধরা	৩২৪
কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্কেপ	৩২৬
সুভঙ্গদর্শন	৩২৮
মালিনী-নিগ্রহ	৩২৯
বিদ্যার আক্কেপ	৩৩২
নারীগণের পতিনিন্দা	৩৩৪
রাজসভায় চোর আনয়ন	৩৪২
চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসা	৩৪৬
রাজার নিকট চোরের পরিচয়	৩৪৮
রাজার নিকট চোরের শ্লোকপাঠ	৩৫০

বিষয়	পৃষ্ঠা
শুকমুখে চোরের পরিচয়	৩৫৩
মশানে হুন্দরের কালীস্তুতি	৩৫৫
দেবীর হুন্দরে অভয়দান	৩৬০
ভাটের প্রতি রাজার উক্তি	৩৬২
ভাটের উত্তর	৩৬৩
হুন্দর-প্রসাদন	৩৬৪
হুন্দরের স্বদেশ-গমন-প্রার্থনা	৩৬৭
বিদ্যা হুন্দরের সন্ন্যাসিবেশ	৩৬৯
বারমাস বর্ণন	৩৭২
বিদ্যাসহ হুন্দরের স্বদেশ যাত্রা	৩৭৫

মানসিংহ।

বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান	৩৭৭
মানসিংহের সৈন্তে ঝড়-বৃষ্টি	৩৭৮
মানসিংহের বশোহর যাত্রা	৩৮২
মানসিংহ ও প্রতাপ-আদিত্যের যুদ্ধ	৩৮৪
মানসিংহের ভবানন্দবাটী আগমন	৩৮
ভবানন্দের দিল্লীযাত্রা	৩৮৮
দেশ-বিদেশ বর্ণন	৩৯১
জগন্নাথপুরীর বিবরণ	৩৯৩
মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি	৩৯৫
পাতিশাহের নিকট বাঙ্গালার বৃত্তান্ত কথন	৩৯৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
পাতশাহের দেবতানিন্দা	৩৯৮
পাতশাহের প্রতি মজুমদারের উত্তর	৪০২
দাসু বাসুর খেদ	৪০৫
মজুমদারের অনন্যদাস্তব	৪০৭
অন্যদার মজুমদারে অভয়দান	৪০৮
অন্নপূর্ণার-সৈন্ত্যবর্ণন	৪০৯
দিল্লীতে ভূতের উৎপাত	৪১১
পাতশাহের নিকটে উজিরের নিবেদন	৪১৫
অন্নপূর্ণার মাতাপ্রপঞ্চ	৪১৭
ভবানন্দের পাতশার বিনয়	৪২১
গঙ্গাবর্ণন	৪২৪
অবোধ্যাবর্ণন	৪২৬
রামায়ণ কথন	৪২৮
ভবানন্দের কালীগমন	৪৩১
ভবানন্দের স্বদেশে উপস্থিতি	৪৩৩
ভবানন্দের বাটী উপস্থিতি	৪৩৫
বড় রাণীর নিকটে সাধীর বাক্য	৪৩৭
ছেল্ট রাণীর নিকটে সাধীর বাক্য	৪৩৮
ভবানন্দের অন্তঃপুর প্রবেশ	৪৪০
সাধীকৃত সাধীর নিন্দা	৪৪২
পতি লয়ে দুই সতীনের ব্যঙ্গোক্তি	৪৪৩
ভবানন্দের উভয় রাণী সম্ভোগ	৪৪৬
মজুমদারের রাজ্য	৪৪৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
অন্নদার এরোজাত	৪৫০
রঞ্জন	৪৫৫
অন্নদা পূজা	৪৫৭
অষ্টমঙ্গলা	৪৫৯
রাজার অন্নদার সহিত কথা	৪৬৩
মজুন্দারের স্বর্গযাত্রা	৪৬৭



চোরপকাশং	৪৬৯
রসমঞ্জরী	৫৫১
সত্যপীরের কথা	৬০০
বিবিধ-বিষয়িনী-কবিতা	৬০৭
চণ্ডী নাটক	৬১৫
নাগাষ্টকম্	৬২০



সূচীপত্র সমাপ্ত ।

অন্নদামঞ্জল ।

গণেশবন্দনা ।

গণেশায় নমঃ নমঃ আদি ব্রহ্ম নিরুপম

পরমপুরুষ পরাংপর ।

ঈর্ষ-মূলকলেবর গজমুখ লম্বোদর

মহাযোগী পরমসুন্দর ॥ ১

বিঘ্ননাশ কর বিঘ্নরাজ ।

পূজা হোম যোগ বাগে তোমার অর্চনা আগে

তব নামে সিদ্ধ সর্বকাজ ॥ ২

স্বরগ পাতাল ভূমি বিশ্বের জনক তুমি

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল ।

শিবের তনয় হয়ে দুর্গারে জননী করে

ক্রীড়া কর হয়ে অনুকূল ॥ ৩

হেলে শুণ্ড বাড়াইয়া সংসার-সমুদ্র পিয়া

খেলাছলে করহ প্রলয় ।

কুংকারে করিয়া বৃষ্টি পুন কর বিশ্বসৃষ্টি

ভাল খেলা খেল দয়াময় ॥ ৪

বিধি বিমু শিব শিবা ত্রিভুবন রাত্রি দিবা

করহ সংহার ।

বেদে বলে তুমি ব্রহ্ম তুমি জপ কোন্ ব্রহ্ম

তুমি সে জানহ মর্ষ্য তার ॥ ৫

যে তুমি সে তুমি প্রভু জানিতে নারিনু কভু

বিধি হ'লি হ'ল নাহি জানে ।

তব নাম লয় যেই আপদ এড়ায় সেই

তুমি দাতা চতুর্বিংগদানে ॥ ৬

আমি চাহি এই বর তুমি প্রভু গণেশ্বর

অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিত ।

কুপাবজোকন কর বিঘ্নরাজ বিঘ্ন হর

ইথে পার তবে সে পাইব ॥ ৭

আপনি আসরে উর নায়কের আশা পূর

নিবেদিনি বন্দনা-বিশেষে ।

কৃষ্ণ-চন্দ্র-ভক্তি-আশে ভারত সরস ভাষে

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥ ৮



शिववन्दना ।

শঙ্করায নমঃ নমঃ

বৃষভবাহন যোগধারী ।

চন্দ্র স্বর্ষ্য হতাশন সুশোভিত ত্রিনয়ন

ত্রিগুণ ত্রিশূলী ত্রিপুরারি ॥ ৯

হর হর মোর দুঃখ হর ।

হর রোগ হর তাপ হর শোক হর পাপ

हिमकरशेखर शङ्कर ॥ १०

গলে দোলে মুণ্ডমাল পরিধান বাসছাল
 হাতে মুণ্ড চিতাভস্ম গায় ।
 ডাকিনী যোগিনীগণ শ্রেত ভূত অগণন
 সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া বেড়ায় ॥ ১১
 অতি দীর্ঘ জটাজুট কণ্ঠে শোভে কালকূট
 চন্দ্রকলা ললাটে শোভিত ।
 ফণী বালা ফণী হার কণিময় অলঙ্কার
 শিরে ফণী ফণী উপবীত ॥ ১২
 যোগীর অগম্য হয়ে সদা থাক যোগ লয়ে
 কি জানি কাহার কর ধ্যান ।
 অনাদি অনন্ত মায়া দেহ যারে পদছায়া
 সেই পায় চতুর্কর্গদান ॥ ১৩
 মায়াযুক্ত তুমি শিব মায়াযুক্ত তুমি জীব
 কে বুঝিতে পারে তব মায়া ।
 অজ্ঞান তাহার যায় অনায়াসে জ্ঞান পায়
 যারে তুমি দেহ পদছায়া ॥ ১৪
 নারকের হুঃখ হর মোর গীত পূর্ণ কর
 নিবেদিনু বন্দনা-বিশেষে ।
 কৃষ্ণ-চন্দ্র-ভক্তি-আশে ভারত সরস ভাষে
 রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥ ১৫

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ।

ঐনিবাস দামোদর ভগদীশ যজ্ঞেশ্বর
 বাসুদেব ত্রীবৎসলাঙ্গন ॥ ২৭
 শম্ভু-চক্র গদাশূজ সুশোভিত চারি ভূজ
 মনোহর মুকুট মাধার ।
 কিবা মনোহর পদ নিরুপম কোকনদ
 রতন-নুপুর বাজে তার ॥ ২৮
 পরিধান পীতাম্বর অধর বান্ধুলীবর
 মুখসুধা করে সুধাহাস ।
 সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী নাভিপদ্মে প্রজাপতি
 রূপে ত্রিভুবন পরকাশ ॥ ২৯
 ইন্দ্র আদি দেব সব চারি দিকে করে স্তব
 সনকাদি যত ঋষিগণ ।
 নারদ বীণার তানে মোহিত যে গুণগানে
 পঞ্চমুখে গান পঞ্চানন ॥ ৩০
 কদম্বের কুঞ্জবনে বিহর সানন্দমনে
 শীতল সুগন্ধ মন্দ বায় ।
 ছয় ঋতু সহচর বসন্ত কুসুমশর
 নিরবধি সেবে রাজা পায় ॥ ৩১
 ভূদেব হংকার রব কুহরে কোকিল সব
 পূর্ণচন্দ্র শরদ-যামিনী ।
 বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে গান করে কামতন্ত্রে
 ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী ॥ ৩২
 উর প্রভু ঐনিবাস নায়কের পূর আশ
 নিবেদিলু বন্দনা-বিশেষে ।

ভারত ওপদ আশে নৃতন মঙ্গল ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥ ৩৩

কৌষিকীবন্দনা ।

কৌষিকি কালিকে চণ্ডিকে অম্বিকে
প্রসীদ নগনন্দিবি ।
চণ্ডবিনাশিনি মৃণুনিপাতিনি
শুভনিস্তম্বাতিনি ॥ ৩৪
শঙ্করি সিংহবাহিনি ।
মহিষমর্দ্দিনি দুর্গবিষাতিনি
রক্তবীজনিরুত্তিনি ॥ ৩৫
দিনমুখরবি কোকনদছবি
অতুল পদ হুখানি ।
রতন-নুপুর বাজয়ে মধুর
সমররত্নকার মানি ॥ ৩৬
হেমকরিকর উরু মনোহর
রতন-কদলী কায় ।
কাঁচি ক্ষীণতর নাভি সরোবর
অমূল্য অম্বর তায় ॥ ৩৭
কমল-কোরক কদম্ব-নিন্দক
করিসুতকুন্ত উচ ।
কাঁচলি রঞ্জিত অতি সুশোভিত
অমৃতপুরিত কুচ ॥ ৩৮

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ।

সুবলিত ভুজ সহিত অনুজ
 কনক-মৃণাল রাজে ।
 নানা আভরণ অতি সুশোভন
 কনক-কঙ্কণ বাজে ॥ ৩৯
 কোটি শশবর বদন সুন্দর
 ঈষৎ মধুর হাস ।
 সিন্দূরমার্জিত মুকুতারঞ্জিত
 দশনপীতি প্রকাশ ॥ ৪০
 সিন্দূব চন্দন ভালে সুশোভন
 ববি শশী এক ঠাই ।
 কেবা আছে সমা কি দিব উপমা,
 ত্রিভুবনে হেন নাই ॥ ৪১
 শিরে জটাজুট রতন-মুকুট
 অর্ধ শশী ভালে শোভে ।
 মালতী-মালায় বিজলি খেলায়
 ভ্রমর ভ্রময়ে লোভে ॥ ৪২
 কহি জোড়করে উরহ আসরে
 ভারতে করহ দয়া ।
 কৃষ্ণচন্দ্র রাধে রাধ রাঙ্গা পায়ৈ
 অভয় দেহ অন্তরা ॥ ৪৩

লক্ষ্মীবন্দনা ।

উব লক্ষ্মি কর দয়া ।

বিষ্ণুর স্বরগী ব্রহ্মার জননী

কমলা কমলালয়া ॥ ৪৪

সনাল কমল সনাল উৎপল

হুখানি করে শোভিত ।

কমল আসন কমল ভূষণ

কমলমাল ললিত ॥ ৪৫

কমল চরণ কমল বদন

কমল নাভি গভীর ।

কমল হৃদয় কমল অধর

কমলময় শরীব ॥ ৪৬

কমলকোরক কদম্বানন্দক

সুধার কলস কুচ ।

কর-অরি মাজে জিনি করিরাজে

কুন্তযুগ চাক উচ ॥ ৪৭

সুধাময় হাস সুধাময় ভাষ

দৃষ্টিতে সুধাপ্রকাশ ।

ল্যঙ্কার কাঁচুলী চমকে বিজুলী

বসন লক্ষ্মীবিলাস ॥ ৪৮

কণ গুণ জ্ঞান যত তত স্থান

তুমি সকলের শ্রেষ্ঠা ।

সদা ভুঞ্জে সুখ নাহি জানে দুঃখ

যে তব ভকতিলোভা ॥ ৪৯

বেদ বিদ্যা তত্ত্ব মজ্জা বেণু বীণা আদি যজ্ঞ
 নৃত্য গীত বাদ্যের ঈশ্বরী ।
 গন্ধর্ব্ব অপসরগণ সেবা করে অনুকণ
 ঋষি মুনি কিন্নর কিন্নরী ॥ ৫৫
 আগমের নানা গ্রন্থ আর যত গুণগন্থ
 চারি বেদ আঠার পুরাণ ।
 ব্যাস বাণীকাদি যত কবি সেবে অবিরত
 তুমি দেবী প্রকৃতিপ্রদান ॥ ৫৬
 ছত্রিশ রাগিণী মেলে ছয় রাগ সদা খেলে
 অনুরাগ যে সব রাগিণী ।
 সপ্ত স্বর তিন গ্রাম মুর্চ্ছনা একুশ নাম
 শ্রুতি কলা সতত সঙ্গিনী ॥ ৫৭
 তানমান বাদ্য তাল নৃত্য গীত ক্রিয়াকাল
 তোমা হৈতে সকল নির্ণয় ।
 যে আছে ভুবন তিনে তোমার করুণা বিনে
 কাহার শক্তি কথা কর ॥ ৫৮
 তুমি নাহি চাহ যারে সবে মৃঢ় বলে তারে
 ধিক্ ধিক্ তাহার জীবন ।
 তোমার করুণা যারে সবে ধন্য বলে তারে
 শুনিগণে তাহার গণন ॥ ৫৯
 দয়া কর মহামায়া দেহ মোরে পদছায়া
 পূর্ণ কর নৃত্য মঙ্গল ।
 আসরে আসিরা উর নায়কের আশা পূর
 দূর কর কুজ্ঞান সকল ॥ ৬০

কৃষ্ণচন্দ্র ন রূপতি গীতে দিলা অম্লমতি
করিলাম আবস্ত সহসা ।
মনে বড় পাই ভয় না জানি কেমন হয়
ভারতের ভারতী ভরসা ॥ ৬১

অন্নপূর্ণাবন্দনা ।

অন্নপূর্ণা মহামায়া দেহ মোরে পদছায়া
চোখি কোটি করি এ প্রণাম ।
আসরে আসিয়া উর নায়কের আশা পূব
শুন আপনার গুণগ্রাম ॥ ৬২
কুপাবলোকন কর ভক্তের হুরিত হর
দারিদ্র্যদুর্গতি কর চর্ণ ।
তুমি দেবী পরাং পরা সুখদাত্রী দুঃখহরা
অন্নপূর্ণা অন্নে কর পূর্ণ ॥ ৬৩
রক্তসরসিজোপরি বসি পদ্মাসন করি
পদতলে নবরবি দেখা ।
রক্তজবাপ্রভাহর অতি মনোহরতর
ধ্বজ-বজ্রাকুশ উদ্ধরেখা ॥ ৬৪
কিবা সুবলিত উরু কদলীকাণ্ডের গুরু
নিরুপম নিতম্বে কিঙ্করী ।
শোভে নিরুপম বাস দশ দিশ পরকাশ
ত্রিভুবনমোহনকারিণী ॥ ৬৫

কটি অতি স্বীণতর নাভি সুধাসরোবর

উচ্চ কুচ সুধার কলস ।

কণ্ঠ কম্বুরাজরাজে নানা অলঙ্কার সাজে

প্রকাশে ভুবন চতুর্দশ ॥ ৬৬

কিবা মনোহর কর মৃণালের গর্ভহর

অঙ্গুলি চম্পকচাতুর্দল ।

ফণিরাজফণমণি কঙ্কণের কণকণি

নানা অলঙ্কার ঝলমল ॥ ৬৭

বামকরতলে ধরি কারণ অমৃত ভরি

পানপাত্র রতননির্মিত ।

রত্নহাতা ডানি হাতে সহস্র পলান্ন তাতে

কিবা দুই ভুজ সুললিত ॥ ৬৮

চর্য্য চূষ্য লেহ্য পেয় নানা রস অপ্রমেয়

বিবিধ বিলাসে পরশিয়া ।

ভুঞ্জাইয়া কুন্তিবাস মধুর বধুর হাস

মহেশের নাচন দেখিয়া ॥ ৬৯

দেবতা অম্বর রক্ষ অপসর কিন্নর যক্ষ

সবে ভোগ করে নানা রস ।

গন্ধর্ব্ব ভুজঙ্গ নর সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর

নব গ্রহ দিকপাল দশ ॥ ৭০

জিনি কোটি শশধর কিবা মুখ মনোহর

মণিময় মুকুট মণ্ডায় ।

ললিত কবরীভার তাহে মালতীর হার

ভ্রমর ভ্রমরী কল গায় ॥ ৭১

বিধি বিষ্ণু ত্রিলোচন আদি দেব ঋষিগণ
 চৌদিকে বেড়িয়া করে গান ।
 আগম পুরাণ বেদ না জানে তোমার ভেদ
 তুমি দেবী পুরুষপ্রধান ॥ ৭২
 স্বটে কর অধিষ্ঠান শুন নিজ গুণগান
 নায়কের পূর্ণ কর আশ ।
 রাজার মঙ্গল কর রাজ্যেব আপদ হব
 গায়কের কণ্ঠে কর বাস ॥ ৭৩
 স্বপনে রক্তনীশেবে বসিয়া শিয়র দেশে
 কহিল মঙ্গল রচিবারে ।
 সেই আজ্ঞা শিরে বহি নূতন মঙ্গল কহি
 পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে ॥ ৭৪
 বিস্তর অন্নদাক্ষে কত গুণ কব অঙ্গে
 নিজ গুণে হবে বরদায় ।
 নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে
 রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় ॥ ৭৫

গ্রন্থসূচনা ।

অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভূজা ।
 অভয়া অপরাঙ্গিতা অচ্যুত-অমুজা ॥
 অনাদ্যা অনন্তা অম্বা অম্বিকা অজয়া ।
 অপরাধ ক্রম অগো অব গ্নো অব্যয়া ॥ ৫ ॥
 শুন শুন নিবেদন সভাজন সব ।
 যেরূপে ঐকাশ অন্নপূর্ণা-মহোৎসব ॥ ১

হুজাখাঁ নবাবহুত সন্নকরাজ খাঁ ।
 দেয়ান আলমচন্দ্র দ্বায় রায়রায়া ॥ ২
 ছিল আলিবর্দিখাঁ নবাব পাটনায় ।
 আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তার ॥ ৩
 তদবধি আলিবর্দি হইল নবাব ।
 মহাবদজ্জ দিলা পাতসা খেতাব ॥ ৪
 কটকে মুরসীদ কুলি খাঁ নবাব ছিল ।
 তারে গিয়া আলিবর্দি খেদাইয়া দিল ॥ ৫
 কটকে হইল আলিবর্দির আমল ।
 তাইপো সৌন্দজ্জ দিলেন দখল ॥ ৬
 নবাব সৌন্দজ্জ রহিল কটকে ।
 মুরাদবাখর তারে ফেলিল ফাটকে ॥ ৭
 লুঠি নিল নারী-গায়ী দিল বেড়ি তোক ।
 জুনি মহাবদজ্জ চলে পেয়ে শোক ॥ ৮
 উত্তরিল কটকে হইয়া তরাপর ।
 যুদ্ধে হারি পলাইল মুরাদবাখর ॥ ৯
 তাইপো সৌন্দজ্জ খালাস করিয়া ।
 উড়িয়া করিল ছার লুঠিয়া পুড়িয়া ॥ ১০
 বিস্তর লক্ষ্য সঙ্গে অভিশয় জুম ।
 আসিয়া ভুবনেশ্বরে করিলেক ধুম ॥ ১১
 ভুবনে ভুবনেশ্বর মহেশ্বর স্থান ।
 দুর্গা সহ শিবের সর্বদা অধিষ্ঠান ॥ ১২
 দুরাশ্রা মোগল তাহে দৌরাশ্রা করিল ।
 দেখিয়া নন্দীর মনে ক্রোধ উপজিল ॥ ১৩

মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল ।
 করিতে যবন সব সমূল নিশূল ॥ ১৪
 ১৭ যৈধ করিল শিব ত্রিশূল মারিতে ।
 বিস্তর হইবে নষ্ট একেরে বধিতে ॥ ১৫
 অকালে প্রলয় হৈল কি কর কি কর ।
 না ছাড় সংহার-শূল সংহর সংহর ॥ ১৬
 আছয়ে বর্গির রাজা গড় সেতারায় ।
 আমার ভক্ত বড় স্বপ্ন কহ তায় ॥ ১৭
 সেই আসি যবনেরে করিবে দমন ।
 শুনি নন্দী তারে গিয়া কহিলা স্বপন ॥ ১৮
 স্বপ্ন দেখি বর্গিরাজা হইল ক্রোধিত ।
 পাঠাইল রঘুবাজ ভাস্কর পণ্ডিত ॥ ১৯
 বর্গি মহারাজ আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি ।
 আইল বিস্তর সৈন্ত বিকৃতি আকৃতি ॥ ২০
 লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল ।
 গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল ॥ ২১
 কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি ।
 লুঠিয়া লইল ধন নিউড়ী বহুড়ী ॥ ২২
 পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল ।
 কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল । ২৩
 লুঠিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী ।
 সেই পাপে তিন সুবা হইল নরকী ॥ ২৪
 নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ।
 বিস্তর ধার্মিক লোক ঠেকে গেল দায় ॥ ২৫

নদীয়া প্রভৃতি চারি সমাজের পতি ।
 কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধ শাস্ত্রমতি ॥ ২৬
 প্রতাপ-তপনে কীর্ত্তিপদ্য বিকাশিয়া ।
 রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া ॥ ২৭
 রাজা রাজচক্রবর্তী ঋষি ঋষিরাজ ।
 ইন্দ্রের সমাজ সম যাহার সমাজ ॥ ২৮
 কাশীতে বান্ধিলা জ্ঞানবাপীব সোপান ।
 উপমা কোথায় দিব না দেখি সমান ॥ ২৯
 দেবীপুত্র বলি লোক যার গুণ গায় ।
 এহ পাপে সেহ রাজ্য ঠেকিলেন দায় ॥ ৩০
 মহাবদজ্ঞ তারে ধরে লয়ে যায় ।
 নজরান বলে বার লক্ষ টাকা চায় ॥ ৩১
 নিখি দিলা সেই রাজ্য দিব বার লক্ষ ।
 সাজোয়াল হইল সৃজন সর্বভক্ষ ॥ ৩২
 বগিতে লুঠিল কত কত বা সৃজন ।
 নানামতে রাজ্যের প্রজার গেল ধন ॥ ৩৩
 বন্ধ করি রাখিলেক মুরসিদাবাদে ।
 কত শত্রু কত মতে লাগিল বিবাদে । ৩৪
 দেবীপুত্র দয়াময় ধরাপতি ধার ।
 বিবিধ প্রকারে পূজা করিলা দেবীর ॥ ৩৫
 চৌত্রিশ অক্ষরে বর্ণাইয়া কৈল স্তব ।
 অনুকম্পা স্বপনে হইল অনুভব ॥ ৩৬
 অন্নপূর্ণা ভগবতী মুরতি ধরিয়া ।
 স্বপন कहিলা মাতা শিয়রে বসিয়া ॥ ৩৭

শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয় ।
 এই মূর্তি পূজা কব দুঃখ হবে ক্ষয় ॥ ৩৮
 আমাব মঙ্গল গীত করহ প্রকাশ ।
 কষে দিলা পদ্ধতি গীতের ইতিহাস ॥ ৩৯
 চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী-নিশায় ।
 করিহ আমার পূজা বিধি-ব্যবস্থায় ॥ ৪০
 সত্যসদ তোমাব ভারতচন্দ্র রায় ।
 মহাকবি মহাভক্ত আমার দ্বন্দ্বায় ॥ ৪১
 তুমি তারে বায় গুণাকর নাম দিও ।
 রচিতে আমার গীত সাদবে কহিও ॥ ৪২
 আমি তারে স্বপ্ন কব তার মাতৃবেশে ।
 অষ্টাহ গীতেব উপদেশ সবিশেষে ॥ ৪৩
 সেই আজ্ঞা মত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ।
 অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিলা সে দায় ॥ ৪৪
 সেই আজ্ঞা মত কবি রায় গুণাকর
 অন্নদামঙ্গল কহে নব বসন্তর ॥ ৪৫



কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-বর্ণন ।

বেদনে অবধান কর সভাজন ।
 রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার বিবরণ ॥ ১
 চন্দ্রে সবে খোলকলা হাস বৃদ্ধি তায় ।
 কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষটি কলায় ॥ ২

পদ্মিনী মুখযে আখি চন্দ্রে দেখিলে ।
 কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আখি মিলে ॥ ৩
 চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল ।
 কৃষ্ণচন্দ্রে হৃদে কালী সর্বদা উজ্জ্বল ॥ ৪
 দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয় ।
 কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময় ॥ ৫
 প্রথম পক্ষেতে পাঁচ কুমার সৃজন ।
 পঞ্চদেহে পঞ্চমুখ হৈলা পঞ্চানন ॥ ৬
 প্রথম সাক্ষাৎ শিব শিবচন্দ্র রায় ।
 দ্বিতীয় ভৈরবচন্দ্র ভৈরবের প্রায় ॥ ৭
 তৃতীয় যে হরচন্দ্র হর-অবতার ।
 চতুর্থ মহেশচন্দ্র মহেশ-আকার ॥ ৮
 পঞ্চম ঈশানচন্দ্র তুল্য দিতে নাই ।
 ফুলের মুখটি জয়গোপাল জামাই ॥ ৯
 দ্বিতীয় পক্ষের যুবরাজ রাজকায় ।
 মধ্যম কুমার খ্যাত শঙ্কুচন্দ্ররায় ॥ ১০
 জামাতা কুলীন রামগোপাল প্রথম ।
 সদানন্দময় নন্দগোপাল মধ্যম ॥ ১১
 ত্রীগোপাল ছোট সবে ফুলের মুখটি ।
 আদান প্রদানে খ্যাত ত্রিকূলে পালটি ॥ ১২
 রাজার ভগিনীপতি দুই গুণধাম ।
 মুখটি অনন্তরাম চট বলরাম ॥ ১৩
 বলরামচটমুত ভাগিনা রাজার ।
 শদাশিব রায় নাম শিব-অবতার ॥ ১৪

দ্বিতীয় অনন্তরাম মুখ্যের স্মৃতি ।

রায় চন্দ্রশেখর অশেষগুণযুক্ত । ১৫

ভূপতির ভাগিনী-জামাই গুণধাম ।

বাঁড়ুরি গোকুল কৃণারাম দয়্যারাম ॥ ১৬

মুখ কৃষ্ণজীবন কৃষ্ণভক্তের সার ।

পাঠকেন্দ্র গদাধর তর্ক অলঙ্কার ॥ ১৭

ভূপতির পিসা শ্যামসুন্দর চাটুতি ।

তঁার কৃষ্ণদেব রামাকশোর সন্ততি ॥ ১৮

ভূপতির পিসার জামাই তিন জন ।

কৃষ্ণানন্দ মুখ্য্য পরম যশোধন ॥ ১৯

মুখ্য্য আনন্দ্রাম কুলের আগর ।

মুখ রাজকিশোর কবিত্বকলাধর ॥ ২০

প্রিয়জ্ঞাতি জগন্নাথ রায় চাঁদ রায় ।

শুকদেব রায় ঋষি শুকদেবপ্রায় ॥ ২১

কালিদাস সিদ্ধান্ত পণ্ডিত সভাসদ ।

কন্দর্প সিদ্ধান্ত আদি কত পারিষদ ॥ ২২

কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কুশীন প্রিয় বড় ।

কুরাম মুখ্য্য গোবিন্দভক্ত দড় ॥ ২৩

গণক বাঁড়ুর্য্য অনুকূল বাচস্পতি ।

আর যত গণক গণিতে কি শক্তি ॥ ২৪

বৈদ্যমধ্যে প্রধান গোবিন্দরাম রায় ।

জগন্নাথ অনুজ নিবাস সুগন্ধার ॥ ২৫

অতিপ্রিয় পারিষদ শঙ্কর তরঙ্গ ।

হরহিত রামবোল সদা অঙ্গসঙ্গ ॥ ২৬

চক্রবর্তী গোপাল দেয়ান সহবতি :
 রাঘ বক্সী মদনগোপাল মহামতি ॥
 কিস্কব লাহিড়ী দ্বিজমুনসীপ্রধান ।
 তাঁর ভাই গোবিন্দ লাহিড়ী গুণবান্ ॥ ২৮
 কালোয়াত গাঘন বিশ্রাম খাঁ প্রভৃতি ।
 মদনসী সমজ খেল কিন্নরআকৃতি ॥ ২৯
 নর্তকপ্রধান শেরামমুদ সভায় ।
 মোহন খোয়ালচন্দ্র শিদিয়াধরপ্রায় ॥ ৩০
 ষড়িয়াল কার্তিক প্রভৃতি কত জন ।
 চেলা খানেজাদ যত কে কবে গণন ॥ ৩১
 সেফাহীর ওমাদার মামুদ জাফর ।
 জগন্নাথ শিবপ' 'বিনা যার পব ॥ ৩২
 ভূপতির তীরেব ওস্তাদ নিরুপম ।
 মুজঃফর হুসেন যোগনা কর্ণসম ॥ ৩৩
 হাজারি পঞ্চমসিংহ ইন্দ্রসেনসুত ।
 ভগবন্তসিংহ কতি যুদ্ধে মজবুত ॥ ৩৪
 যোগরাজ হাজ্রাবি প্রভৃতি আর যত ।
 ভোজপুরে সায় ব খোদেলা শত শত ॥ ৩৫
 কুল্লমাংল রঘুনন্দন গিত্র দেয়ান ।
 তার ভাই র মচন্দ বাঘা ধীমান্ ॥ ৩৬
 আমীন রাটীয় দ্বিজ নীলকণ্ঠ রায় ।
 দুই পুত্র তাহার শাহাব তুল্যকায় ॥ ৩৭
 বড় রামলাচন আশেষ গুণধাম ।
 ছোট রামকৃষ্ণ রায় অভিনব কাম ॥ ৩৮

দেয়ানের পেশকার বহু বিশ্বনাথ ।

আমীনের পেশকার কৃষ্ণসেন সাধ ॥ ৩৯

রত্নগজ আদি গজ দিগ্‌গজ সংখ্যায় ।

উট্টৈঃশ্রবা উট্টৈঃশ্রবা অশ্বের লেখায় ॥ ৪০

হাবসী ইমামবক্স হাবসীপ্রধান ।

হাতী ঘোড়া উট আদি তাহার যোগদান ॥ ৪১

অধিকার রাজার চৌরাসী পরগণা ।

খাড়ি জুড়ী আদি করি দপ্তরে গণনা ॥ ৪২

রাজ্যের উত্তর সীমা মুরসিদাবাদ ।

পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথীধাদ ॥ ৪৩

দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার ।

পূর্ব সীমা ধূল্যাপুর বড় গাজ পার ॥ ৪৪

করমানী মহারাজ মনসবদার ।

সাহেব নহবৎ আর কানগোই ভার ॥ ৪৫

কোঠায় কান্দুরা ষড়ী নিশান নহবৎ ।

পাতসাহী শিরপা সুলতানী সুলতানৎ ॥ ৪৬

ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল ।

সরপেচ মোরছা কলগী নিরমল ॥ ৪৭

দেবীপুত্র নামে রাজা বিদিত সংসারে ।

ধর্ম্যচন্দ্র নাম দ্বিলা নবাব যাহারে ॥ ৪৮

সেই রাজা এই অন্নপূর্ণার প্রতিমা ।

প্রকাশিয়া পূজা কৈল অনন্তমহিমা ॥ ৪৯

কবি রায় গুণাকর খ্যাতি নাম দিয়া ।

ভারতেরে আঙ্কা দিলা গীতের লাগিয়া ॥ ৫০

অন্নপূর্ণা ভারতেরে রজনীর শেষে ।
 স্বপন কহিলা মাতা তার মাতৃবেশে ॥ ৫১
 অরে বাছা ভারত শুনহ মোর বাণী ।
 তোমার জননী আমি অন্নদা ভবানী ॥ ৫২
 কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমায়ে ।
 মোর ইচ্ছা গীতে তুমি ভোষহ আমায়ে ॥ ৫৩
 ভারত কহিলা আমি নাহি জানি গীত ।
 কেমনে রচিব গীত একি বিপরীত ॥ ৫৪
 অন্নদা কহিলা বাছা না করিহ ভয় ।
 আমার কুপার বলে বোবা কথা কয় ॥ ৫৫
 গ্রন্থ আরম্ভিয়া মোর কৃপা সাক্ষী পাবে ।
 যে কবে সে হবে গীত আনন্দে শিখাবে ॥ ৫৬
 এত বলি অমৃতান্ন মুখে তুলি দিলা ।
 সেই বলে এই গীত ভারত রচিলা ॥ ৫৭

গীতারম্ভ ।

অন্নপূর্ণা মহামায়া সংসার ঘাঁহার মায়া
 পরাংপরা পরমা প্রকৃতি ।
 অনির্বাচ্য নিরুপমা আপনি আপন সমা
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আকৃতি ॥ ১
 অচক্ষু সর্ষত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান
 অপদ সর্ষত্র গতাগতি ।
 কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি
 সবে দেন কুমতি স্মৃতি ॥ ২

বিন ।চন্দ্রানল রবি প্রকাশি আপন ছবি

অঙ্ককার প্রকাশ করিল ।।

প্লাবিত কারণজলে বসি স্থল বিনা স্থলে

বিনা গর্ভে প্রসব হইলা ॥ ৩

গুণ সত্ত্বতমোরজে হরি হর কমলজে

কহিলেন তপ তপ তপ ।

গুনি বিধি হরি হর তিন জনে পরস্পর

করেন কীর্ত্তিকারণজলে জপ ॥ ৪

জানিতে সত্ত্ব জানাইতে নিজ তত্ত্ব

শবরূপা হইলা কপটে ।

পচাগন্ধ মাংস গলে ভাসিয়া কারণজলে

আগ্নে গেলা বিষ্ণুর নিকটে ॥ ৫

হরি উঠি গেলা ঘৃণা করি

বিধিরে ছলিতে গেলা মাতা ।

পচাগন্ধে ভাবি দুখ ফিরিয়া ফিরিয়া মুখ

চারিমুখ হইলা বিধাতা ॥ ৬

বিধির বুকিয়া সত্ত্ব শিবের জানিতে তত্ত্ব

শিব-অঙ্গে লাগিল ভাসিয়া ।

ঘৃণা নাই বসিতে হইল ঠাই

ষত্রে ধরি বসিলা চাপিয়া ॥ ৭

দেখিয়া শিবের কন্ম তাহাতে বসিল মন্ম

ভাষ্যারূপা ভবানী হইলা ।

পতিরূপ পশুপতি দুজনে ভুক্তিয়া রতি

ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা ॥ ৮

বিধির মানসসুত দক্ষমুনি তপযুত
 প্রসূতি তাহার ধর্মজায়া ।
 তাব গর্ভে সতী নাম অশেষ-মঙ্গলবাম
 জনম লভিল! মহামায়া ॥ ৯
 নারদ ষটক হয়ে নানামত বলে কয়ে
 শিবেরে বিবাহ দিলা সতী ।
 শিবের বিকট সাজ দেখি দক্ষ ঋষিরাজ
 বামদেবে হৈলা বামমতি ॥ ১০
 সদা শিব নিন্দা করে মহা ক্রোধ হৈল হরে
 সতী লয়ে গেলেন কৈলাসে ।
 দক্ষেরে বিধাতা বাম না পয় শিবের নাম
 সদা নিন্দা করে কট ভাষে ॥ ১১
 আরন্তিল দেবযাগ নিমন্ত্রি দেবভাণ্ড
 নিমন্ত্রণ না কৈল শঙ্করে ।
 যাইতে দক্ষের বাস সতীর হইল আশ
 ভাবত কহিছে জোড় করে ॥ ১২

সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ ।

সাহানা-মল্লার—ক্রতব্রিতালী ।
 কালীরূপে কত শত পরাংপর। গো ।
 অন্নদা ভুবনবালা মাতঙ্গী কমলা
 দুর্গা উমা কাণ্ড্যায়নী বাণী সুরাবরা গো ॥

সুন্দরী ভৈরবী তারা জগতের সারা
 উন্মুখী বগলা ভীমা ধূমা ভীতিহরা গো ।
 রাধানাথের দুখভরা নাশ গো সাহসী
 কালের কামিনী কালী করুণাসাহসী গো ॥ ১ ॥
 নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন ।
 যজ্ঞ দেখিবারে যাব বাপার ভবন ॥ ১
 শঙ্কর কহেন বটে বাপঘরে যাবে ।
 নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে ॥ ২
 যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্শ্ব ।
 আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্শ্ব । ৩
 সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা ।
 বাপঘরে কত যেতে নিমন্ত্রণ চিহ্ন ॥ ৪
 যত কন সতী শিব না দেন আদেশ ।
 ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভরুঙ্গরবেশ ॥ ৫
 মুক্তকেশী মহাদেব-বরণা দক্ষিণা ।
 শ্যামাকট্য বরকাণ্ঠী শবকর্ণপুরা ॥ ৬
 গলিত-কুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে ।
 গলিতকুধির-মুণ্ড বাম করতলে ॥ ৭
 আর বাম করেতে রূপাণ খরশাণ ।
 দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বর দান ॥ ৮
 লোলজিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে ।
 ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে ॥ ৯ ॥
 দেখি ভয়ে মহাদেব কিরাইলা মুগ্ধ ।
 তারারূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ ॥ ১০

নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদন ।

সর্পবান্ধা উর্দ্ধ এক জটাবভূষণা ॥ ১১

অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল ।

ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল ॥ ১২

নীলপদ্ম খড়্গা কাতি সমুণ্ড খর্পর ।

চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর ॥ ২ ॥ ১৩

দেখি ভয়ে পলাইতে চান পশুপতি ।

রাজরাজেশ্বরী হয়ে দেখা দিলা সতী ॥ ১৪

রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর ।

চারি হাতে শোভে পাশাক্ষুশ ধনুঃশর ॥ ১৫

দ্বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ রুদ্র পঞ্চ ।

পঞ্চ প্রেত নিয়মিত বসিবার মঞ্চ ॥ ১৬

দেখিয়া শঙ্কর ভয়ে মুখ ফিরাইলা ।

হইয়া ভুবনেশ্বরী সতী দেখা দিলা ॥ ১৭

রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অমুজ ।

পাশাক্ষুশ বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ ॥ ১৮

ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল ।

মণিময় নানা অলঙ্কার বালমল ॥ ৪ ॥ ১৯

দেখি ভয়ে মহাদেব গেলা এক ভিতে ।

ভৈরবী হইয়া সতী লাগিলা হাসিতে ॥ ২০

রক্তবর্ণা চতুর্ভূজা কমল-আসন ।

মুণ্ডমালা গলে নানা ভূষণ-ভূষণা ॥ ২১

অক্ষমালা পুঁখী বরাভয় চারি কর ।

ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাট-উপর ॥ ৫ ॥ ২২

দেখি ভয়ে বিশ্বনাথ হইলা কল্পিত ।
 ছিন্নমস্তা হৈলা সতী অতি বিপরীত ॥ ২৩
 বিকসিত-পুণ্ডরীক-কণিকার মাজে ।
 তিন গুণে ত্রিকোণমণ্ডল ভাল সাজে ॥ ২৪
 বিপরীতরতে রত রতিকামোপরি ।
 কোকনদবরণা দ্বিভুজা দিগম্বরী ॥ ২৫
 নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে ।
 খড়্গে কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে ॥ ২৬
 কণ্ঠ হৈতে রুধির উঠিছে তিন ধার ।
 এক বার নিজ মুখে করেন আহার ॥ ২৭
 হুই দিকে হুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী ।
 হুই ধারা পিয়ে তারা শব-আরোহিণী ॥ ২৮
 চন্দ্র সূর্য্য অনল শোভিত ত্রিনয়ন ।
 অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে সুশোভন ॥ ৬ ॥ ২৯
 দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিল লোচন ।
 ধুমাবতী হয়ে সতী দিল দরশন ॥ ৩০
 অতি বৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন ।
 কাকধ্বজ-রথারূঢ়া ধূমের বরণ ॥ ৩১
 বিস্তারবদনা কুশা ক্ষুধায় আকুল ।
 এক হস্ত কম্পমান আর হস্তে কুলা ॥ ৭ ॥ ৩২
 ধুমাবতী দেখি ভীম সভয় হইলা ।
 হইয়া বগলামুখী সতী দেখা দিলা ॥ ৩৩
 রত্নগৃহে রত্নসিংহাসনমধ্যস্থিত ।
 পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণভূষিতা ॥ ৩৪

এক হস্তে এক অমুরেব জিহ্বা বরি ।
 আর হস্তে মুদগর ধরিয়া উৰ্দ্ধ কবি ॥ ৩৫
 চন্দ্র সূর্য্য অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন ।
 ললাটমণ্ডলে চন্দ্রখণ্ড সুশোভন ॥ ৮ ॥ ৩৬
 দেখি ভয়ে ভে লানাত যান পলাইয়া ।
 পথ আঙুলিলা সতী মাতঙ্গী হইয়া ॥ ৩৭
 রত্নপদ্মাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি ।
 চতুর্ভুজা খড্গা চর্ম্ম পাশাকুশ ধরি ॥ ৩৮
 ত্রিলোচনা অক্ষচন্দ্র কপাল-ফলকে ।
 চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে ॥ ৯ ॥ ৩৯
 মহাভয়ে মহাদেব হৈলা কম্পমান ।
 মহালক্ষ্মীরূপে সতী কৈলা অধিষ্ঠান ॥ ৪০
 সুবর্ণ সুবর্ণ-বর্ণ আসন অমুজ ।
 হুই পদ্য ববাতয়ে শোভে চারি ভূজ ॥ ৪১
 চতুর্দন্ত চাবি শ্বেতবাবণ হরিষে ।
 রত্নষটে অভিষেকে অমৃত ববিষে ॥ ১০ ॥ ৪২
 ভাবত কহিছে মাগো এই দশ রূপে ।
 দশ দিকে বক্ষা কব কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে ॥ ৪৩

— — —

সতীর দক্ষালায়ে গমন ।

ইমনভগালী—একতালা ।

এ কি মায়া এ কি মায়া কব মণামায়া ।
 সংসাবে যে কিছু দেখি তব মায়া ছায়া ,
 নিগম আপমে তুমি নিরুপমকায়া ।
 ত্রিগুণভনী পুনা ত্রিদেবের জায়া ॥
 ইহলোকে পবলোকে তুমি সে সহায় ।
 ভাবিত কহি'ছ মোরে দেহ গদছায়া ॥ ১ ॥
 পলাইতে না গেবে স্বর্গের হৈলা হর ।
 কহিতে লাগিলা কম্পমান-কণোবব ॥ ২ ॥
 তোমরা কে মে'বে দেহ পাইয়াছি ভব
 কোথ। দেহ মোর সতী বধু নিশ্চয় ॥ -
 কালীগুণিত কা'তে লাগিলা মা'দেবে
 পূর্ক্স সর্ক্স জান কেন পাসবিলা এবে । ৩
 পরমা প্রকৃতি আমি ভেবে যাব মনে
 প্রসবিনু তুমি বিম্ব বিদিতিন জনে ॥ ৪ ॥
 তিন জনে তোমরা কারণভলে ছিল ।
 তপ তপ তপ বাক্য কহিনু শুনিল ॥ ৫ ॥
 তিন জন পরস্পর লা'লি, জপিতে ।
 শবরূপে আইলাম ভাসিতে ভাসিতে । ৬
 পচাগন্ধে উঠি দেলা বিম্ব ভাবি দুখ ।
 বিধি হৈলা চতুর্মুখ ফিরি ফিরি মুখ ॥ ৭ ॥

তুমি ঘৃণা না করিয়া করিলা আসন ।
 প্রকৃতিরূপেতে তোমা করিছু ভজন ॥ ৮
 পুরুষ হইলা তুমি আমার ভজনে ।
 সেই আমি সেই তুমি ভেবে দেখ ননে ॥ ৯
 এত শুনি শিবের হইল চমৎকার ।
 প্রকাশ করিলা তত্ত্ব মন্ত্র সবাকার ॥ ১০
 লুকাইয়া দশমূর্তি সতী হৈলা সতী ।
 গৌরবণ ছাড়ি হৈলা কালায়নূরতি ॥ ১১
 মোহিত মহেশ মহামাধার গায়ায় ।
 যে ইচ্ছা করহ বলি দিলেন বিদায় ॥ ১২
 রথ আনি দিতে শিব কহিলা নন্দীয়ে ।
 রথে চড়ি গেলা সতী দক্ষের মন্দিরে ॥ ১৩
 প্রস্তুতি সতীরে দেখি কালীঃ বরুণ ।
 কহিল দেখিছাছিনা যেমন স্বপ্নম ॥ ১৪
 আহা মরি বাছা সতী কালী হইয়াছ ।
 ছাড়িবে আমারে বুঝি ননে করিয়াছ ॥ ১৫
 স্বপ্নে দেখেছি দক্ষ শিবেরে নিন্দিবে ।
 শিবনিন্দা শুনি তুমি শরীর ছাড়িবে ॥ ১৬
 শিব করিবেন দক্ষে যজ্ঞ সহ নাশ ।
 তোমা দেখি স্বপ্নে মোর হইল বিপ্লব ॥ ১৭
 জগন্মাতা হয়ে মাতা বলেছ আমি ।
 জন্মশোধ খাও কিছু চাহিয়া এ মায় ॥ ১৮
 মার বাক্যে মাতা কিছু আহা করিয়া ।
 যজ্ঞ দেখিবারে গেলা সত্বর হইয়া ॥ ১৯

কৃষ্ণবর্ণা দেখি সতী দক্ষ কোপে জলে ।
 শিবনিন্দা করিয়া সভার আগে বলে ॥ ২০
 ভারত শিবের নিন্দা কেমনে বর্ণিবে ।
 নিন্দাছলে স্তুতি করি শঙ্কর বুঝিবে ॥ ২১



শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ ।

সভাজন শুন জামাতার গুণ
 বয়সে বাপের বড় ।
 কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাই
 সিদ্ধিতে নিপুণ দড় ॥ ১
 মান অপমান সুস্থান কুস্থান
 অজ্ঞান জ্ঞান সমান ।
 নাহি জানে ধর্ম নাহি মানে কর্ম
 চন্দনে ভস্ম জেগ্যান ॥ ২
 যবনে ব্রাহ্মণে কুকুরে আপনে
 শ্মশানে স্বর্গে সম ।
 গরল খাইল তবু না মরিল
 ভাঙ্গড়ের নাহি যম ॥ ৩
 সুখে দুঃখ জানে দুঃখে সুখ মানে
 পরলোকে নাহি ভয় ।
 কি জাতি কে জানে কারে নাহি মানে
 সদা কদাচারময় ॥ ৪

কহিতে ব্রাহ্মণ কি আছে লক্ষণ
বেদাচার-বহিষ্কৃত ।

ক্ষত্রিয়কণন না হয় ষটন
জটা ভস্ম আদি ধৃত ॥ ৫

যদি বৈশ্য হয় চাষি কেন নয়
নাহি কোন ব্যবসায় ।

শূদ্র বলে কেবা দ্বিজ দেয় সেবা
নাগের পৈতা গলায় ॥ ৬

গৃহী বলা দায় ভিক্ষা মাগি খায়
না করে অতিথি-সেবা ।

সতী কি আমার গৃহিণী তাহার
সন্ন্যাসী বলিবে কেবা ॥ ৭

বনস্থ বলিতে নাহি লয় চিতে
কৈলাস নামেতে স্বর ।

ডাকিনী-বিহারী নহে ব্রহ্মচারী
একি মহাপাপ হর ॥ ৮

সতী কি আমার বিদ্যুত-আকার
বাতুলের হৈল জায়া ।

আমি অভাজন পরম ভাজন
ষটক নারদ ভায়া ॥ ৯

আহা মরি সতি কি দেখি দুর্গতি
অন্ন বিনা হৈলা কালী ।

তোমার কপাল পর বাঘছাল
আমার রহিল গালি ॥ ১০

শিবনিন্দা শুনি রোষে যত মুনি

দবীচি অগস্ত্য আদি ।

দক্ষে গালি দিয়া চলিল উঠিয়া

শ্রবণে কর আচ্ছাদি ॥ ১১

তবু পাপ দক্ষ নিন্দা কত লক্ষ

সতী সম্বোধিয়া কহে ।

তার মৃত্যু নাই তোরা নাহি ঠাই

আনার মরণ নহে ॥ ১২

মোর কত্কা হয়ে প্রেত সঙ্গে রয়ে

ছি ছি একি দশা তোরা ।

আমি মহারাজ তোরা এই সাজ

মাথা ধেতে আলি মোরা ॥ ১৩

বিধবা যখন হইবি তখন

অন্ন-বস্ত্র তোরে দিব ।

সে পাপ থাকিতে নারিব রাখিতে

তার মুখ না দেখিব ॥ ১৪

শিবনিন্দা শুনি মহা দুঃখ গুণি

কহিতে লাগিল সতী ।

শিবনিন্দা কর কি শক্তি ধর

কেন বাপা হেন গতি ॥ ১৫

যারে কালে ধরে সেই নিন্দে হরে

কি কহিব তুমি বাপ ।

তব অঙ্গজন্ম ত্যজিব এ তনু

তবে যাবে মোর পাপ ॥ ১৬

তিনি মৃত্যুঞ্জয় গালিতে কি হয়
মোর যেতে আছে ঠাঁই ।

কর্শু-মত ফল যজ্ঞ যাবে তল
তোর রক্ষা আর নাই ॥ ১৭

যে মুখে পামর নিন্দিলে শঙ্কর
সে মুখ হবে ছাগল !

এতেক কহিয়া শরীর ছাড়িয়া
উত্তরিলা হিমাচল ॥ ১৮

হিম-গিরিপতি ভাগ্যবান্ অতি
মেনকা তাঁহার জায়া ।

পূর্ব-তপোবরে তাহার উদরে
জনমিলা মহামায়া ॥ ১৯

সতী-দেহত্যাগে নন্দী মহারাগে
সংরে গেল কৈলাসে ।

শ্রুত্বার্থ লয়ে শোকাকুল হয়ে
নিবেদিল কৃতিবাসে ॥ ২০

ভূনিয়া শঙ্কর শোকেতে কাতর
বিস্তর কৈলা রোদন ।

লয়ে নিজ গণ করিলা গমন
করিতে দক্ষদমন ॥ ২১

কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা ইন্দ্রপ্রায়
অশেষ-গুণসাগর ।

তাঁর অভিমত রচিল ভারত
কবি রায় গুণাকর ॥

শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা ।

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে ।
 ভভস্তম্ ভভস্তম্ সিঙ্গা ঘোর বাজে ॥ ১
 লটাপট্ জটাজুটসজ্জট্ গঙ্গা ।
 ছলচ্ছল্ টলটল্ কলকল্ তবঙ্গা ॥ ২
 দণাফণ্ ক্ষণাফণ্ ফণী ফল্ গাজে ।
 দিনেশপ্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥ ৩
 ধকধ্বক্ ধকধ্বক্ জলে বহিঁ ভালে ।
 ববস্বম্ ববস্বম্ মহাশব্দ গালে ॥ ৪
 দলম্বল দলম্বল গলে মুণ্ডমালা ।
 কটী কট্ সাদ্যামরা হস্তি-ছালা ॥ ৫
 পচা চণ্ডী খুলী করে লোল খুলে ।
 মহাঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে ॥ ৬
 ধিয়া তা ধিয়া তা ধিয়া ভূত নাচে ।
 উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে ॥ ৭
 হস্ত্রে সহস্ত্রে চলে ভূত দানা ।
 হুহুঙ্কার হাঁকে উড়ে সর্পবাণ ॥ ৮
 চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভূঙ্গী ।
 মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশঙ্কী ॥ ৯
 চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোরবেশে ।
 চলে সাঁথিনী পেতিনী মূক্তকেশে ॥ ১০
 গিয়া দক্ষযজ্ঞে সবে বজ্র নাশে ।
 কথা না সরে দক্ষব্রাজে ওরাসে ॥ ১১

অদ্রে মহারুদ্র ডাকে গভীরে ।

অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে ॥ ১২

ভূজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে ।

সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে ॥ ১৩

দক্ষযজ্ঞনাশ ।

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে ।

যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট ৩ট হাসিছে ॥ ১

প্রোতভাগ সানুরাগ বাম্প বাম্প বাঁপিছে ।

ষোর রোল গঙগোল চৌদলোক বাঁপিছে ॥ ২

সৈন্তস্বত মন্ত্রপুত দক্ষ দেয় আলতি ।

জন্মি তায় সৈন্ত ধায় অশ ঢালি মাছতি ॥ ৩

বৈরিপক্ষ যক্ষ রক্ষ রুদ্রবর্গ ডাকিয়া ।

যাও যাও হুঁদি খাও দক্ষ দেই হাকিয়া ॥ ৪

সে সভায় আত্মগায় রুদ্র দেন নিবৃতি ।

দক্ষরাজ পায় লাজ আর নাহি নিক্ষতি ॥ ৫

রুদ্রদূত ধায় ভূত নন্দ-ভৃঙ্গিসঙ্গিয়া ।

ধোরবেশ মুক্তকেশ যুদ্ধরঙ্গ রঙ্গিয়া ॥ ৬

ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ি গোঁফ ছিণ্ডিল ।

পুষ্পের ভূষণের দন্তপাঁতি পাড়িল ॥ ৭

বিপ্রসর্ক দেখি ধর্ম ভোজ্যবস্ত্র সারিছে ।

ভূতভাগ পায় ল'গ লাখি কীল মারিছে ॥ ৮

ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্তকেশ পায় রে ।
 হায় হায় প্রাণ যায় পাণ দক্ষদায় রে ॥ ৯
 যজ্ঞগেহ ভাঙ্গি কেহ হব্য কব্য খাইবে ।
 উদ্ধাহাত বিশ্বনাথ নাম গীত গাইছে ॥ ১০
 মার মার ঘের ঘার হান হান হাকিছে ।
 হূপ হাপ হুপ দাপ আশ পাশ বাঁকিছে ॥ ১১
 অট অট ষট ষট ঘোব হাস হাসিছে ।
 হুম হাম খুম খাম ভৌম শব্দ ভাষিছে ॥ ১২
 উদ্ধবাহ যেন রাহ চন্দ্র সর্বা পাড়িছে ।
 লম্প ঝম্প ভূমিকম্প নাগ কৃষ্ণ পাড়িছে ॥ ১৩
 অগ্নি জালি সর্পি ঢালি দক্ষদহ পুড়িছে ।
 ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে ॥ ১৪
 হাম্বতুও বজ্রকুণ্ড পূরি পুরি মতিছে ।
 পাদবায় ঠায় ঠায় অশ্ব হস্তি পুতিছে ॥ ১৫
 রাজ্যধণ্ড লণ্ডভণ্ড বিফুলিঙ্গ ছুটিছে ।
 হুল খুল কুল কুল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে ॥ ১৬
 মৌনতুও হেটমুও দক্ষ মৃত্যু জানিছে ।
 কেহ ধায় মুষ্টিবায় মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে ॥ ১৭
 মৈল দক্ষ ভূত ষক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে ।
 ভারতের তুণকের ছন্দবন্ধ বাড়িছে ॥ ১৮

প্রসূতিস্তুবে দক্ষজীবন ।

রামকেলি মিশ্র—দ্রুত ত্রিতালী ।
 শিবনাম বল রে জীব বদনে ।
 যদি আনন্দে যাবে শিবসদনে ॥
 শিবনাম লগ্নে মুখে তরিস সকল ভুখে
 দমন করিব সুখে শমনে ।
 শিবগুণ কি কহিব কোথায় তুলনা দিব
 জীব শিব হয় শিবসেবনে ॥
 শিব শিব বলে যেই এই দেহে শিব সেই
 শিব নিজ পদ দেই সে জনে ।
 কাতরে করুণা কর পাপ-তাপ সব হর
 ভারতে রাখহ হর ভজনে ॥ ধ্রু ॥

এইরূপে যজ্ঞ সহ দক্ষ নাশ পায় ।
 প্রসূতি বাঁচিলা মাত্র সতিব কুপায় ॥ ১
 বিধি বিয়ু হুই জন নিজ স্থানে ছিলা ।
 দেখিয়া শিবের ক্রোধ অস্থির হইলা ॥ ২
 অকালে প্রজয় জানি করেন শঙ্কর ।
 দক্ষধামে শিবপাশে আইলা সত্বর ॥ ৩
 মতীশোকে পতিশোকে লজ্জা তেয়াগিয়া ।
 প্রসূতি শিবের কাছে আইলা কান্দিয়া ॥ ৪
 গল-বস্ত্রা হয়ে এল শিবের সম্মুখ ।
 খাণ্ডুড়ী দেখিয়া শিব লাজে হেটমুখ ॥ ৫

দর গেল রুদ্রভাব শিবভাব হয় ।
 প্রস্তুতি বিস্তর স্মৃতি করে সবিনয় ॥ ৩
 বিশ্বের জলক তুমি বিশ্বমাতা সতী ।
 অসীম মহিমা জানে কাহার শক্তি ॥ ৫
 আমি জানি আমার ভাগ্যের সীমা নাই ।
 সতী মোর কণ্ঠা তুমি আমার জামাই ॥ ৮
 বেদেতে মহিমা তব পরম নিগূঢ় ।
 সেই বেদ পড়ি মোর পতি হৈল মুঢ় ॥ ৯
 আপনি বিচার কর পরিহর রোষ ।
 দক্ষের এ দোষ কেন হুঁবেদের এ দোষ ॥ ১০
 যেমন তোমার নিন্দা করিল পাগল ।
 যে করিলো সেহ নহে তার মত ফল ॥ ১১
 কি করিবে পরিণামে বুঝিতে না পারি ।
 ভাগ পেতে হয় মোরে আমি তার নারী ॥ ১২
 সতীর জননী আমি স্বাগুড়ী তোমার ।
 ওথাপি বিধবা দশা হইল আমার ॥ ১৩
 ছাড়িয়া গেলেন সতী মরিলেন পতি ।
 তোমার না হয় দয়া! কি হইবে গতি ॥ ১৪
 তোমার স্বাগুড়ী বালি যম নাহি লয় ।
 আমারে কাহারে দিবা কহ দয়াময় ॥ ১৫
 প্রস্তুতির বাক্যে শিব সজ্জ হইল ।
 রাজ্য সহ দক্ষরাজে বাঁচাইয়া দিল ॥ ১৬
 ধড়ে মুণ্ড নাহি দক্ষ দেখিতে না পায় ।
 উঠে পড়ে ফিরে ঘুরে কবকের ত্রায় ॥ ১৭

দক্ষের দুর্গতি দেখি হাসে ভূতগণ ।
 প্রস্তুতি বলিহে প্রভু এ কি বিডম্বন ॥ ১৮
 বিধাতা বিষ্ণুর সহ করিয়া যন্ত্রণা ।
 করিলেন খণ্ডিবারে দক্ষের যন্ত্রণা ॥ ১৯
 ঋগুর তোমার দক্ষ সম্বন্ধগৌরব ।
 ইহায়ে উচিত নহে এতেক রোরব ॥ ২০
 অপরাধ ক্ষমিয়া যদ্যপি দিলা প্রাণ ।
 সুপা করি মুণ্ড দেহ কর জ্ঞানবান ॥ ২১
 গুনিয়া নন্দিরে শিব কহিলা হাসিয়া ।
 কাব মুণ্ড দিবা দক্ষে দেখহ ভাবিয়া ॥ ২২
 নন্দী বলে তব নিন্দা করিযাছে পাপ ।
 ছাগমুণ্ড হইবে সত্যর অ'ছে শাপ ॥ ২৩
 গুনিয়া সন্ততি দিলা শিব মহাশয় ।
 যেমন করিল। কস্মি উপযুক্ত ২য় ॥ ২৪
 শিববাক্যে নন্দী এক ছাগল কাটিয়া ।
 মুণ্ড আনি দক্ষসঙ্গে দিলেন আটিয়া ॥ ২৫
 মিলন হইল ভাল হর দিলা বর ।
 শঙ্করের স্তুতি দক্ষ করিল বিস্তর ॥ ২৬
 তুমি ব্রহ্ম তুমি ব্রহ্মা তুমি হরি হর ।
 তুমি জল তুমি বায়ু তুমি চরাচর ॥ ২৭
 তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি মধ্য হও ।
 পঞ্চভূতময় পঞ্চভূতময় নও ॥ ২৮
 নিরাকার নির্ভুগ নিঃসীম নিরূপম ।
 না জানি করিনু নিন্দা অপরাধ ক্ষম ॥ ২৯

বন্দিবার ফলে হৈল পূর্বের সকল ।
 নিন্দিবার চিহ্ন রৈল বদন ছাগল ॥ ৩০
 বিধি বিষ্ণু আদি সব দক্ষেরে লইয়া ।
 যজ্ঞ পূর্ণ কৈল শিবে অগ্রহাগ দিয়া ॥ ৩১
 যজ্ঞস্থানে সতী-দেহ দেখিয়া শঙ্কর ।
 বিস্তর রোদন কৈল কহিতে বিস্তর ॥ ৩২
 শিরে লয়ে সতী-দেহ করিলা গমন ।
 গুণ গেয়ে স্থানে স্থানে করেন ভ্রমণ ॥ ৩৩
 বিধিসম্মে মন্ত্রণা করিলা ওদাধর ।
 সতী-দেহ থা কিতে না ছাড়িবেন হয় ॥ ৩৪
 তথায় সতীর দেহ গিয়া চক্রেপাণি ।
 কাটিলেন চক্রেধারে করি খানি খানি ॥ ৩৫
 যেখানে যেখানে অঙ্গ পড়িল সতীর ।
 মহাপীঠ সেই স্থান পূজিত বিধির ॥ ৩৬
 করিয়া একান্ন খণ্ড কাটিল কেশব ।
 বিধাতা পূজিলা ভব হইলা ভৈরব ॥ ৩৭
 একমত না হয় পুরাণমত যত ।
 আমি কহি মন্ত্রচূড়ামণিতন্ত্রমত ॥ ৩৮
 আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঐশ্বর ।
 রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ৩৯

পীঠমালা ।

শ্রী—একতালা ।

ভবসংসার-ভিতরে ভবভবানী বিহরে ।

ভূতময় দেহ নবদ্বার গেহ

নর-নারী কলবরে ।

গুণাভীত হয়ে নানা গুণ লয়ে

দৌড়ে নানা খেলা করে ॥

উত্তম অধম স্থাবর জঙ্গম

সব জীবের অন্তরে ।

চেতনাচেতনে মিলি ছুই জনে

দেছি-দেহরূপে চরে ॥

অভেদ হইয়া ভেদ প্রকাশিয়া

এ কি করে চরাচরে ।

পাইয়াছে টের কি করে এ ফের

কবি রায় গুণাবরে ॥ ১ ॥

হিঙ্গুলায় ব্রহ্মরজ্জ্ব খেলিয়া কেশব ।

দেবতা কোটুবা ভীমলোচন ভৈরব ॥ ১

শর্করারে তিন চক্ষু ত্রিগুণ ভৈরব ।

মহিমমর্দিনী দেবী ক্রোধীশ ভৈরব ॥ ২

অগস্ত্য নামিকা পড়িল চক্রেহতা ।

ত্র্যম্বক ভৈরব তাহে সুনন্দা দেবতা ॥ ৩

জ্বালামুখে জিহ্বা তাহে অগ্নি অনুভব ।

দেবীর অম্বিকা নাম উন্নত ভৈরব ॥ ৪

ভৈরবপৰ্শ্বতে ষষ্ঠ পড়ে চক্রবায় ।
 নম্রকর্ণ ভৈরব অবন্তী দেবী তায় ॥ ৫
 প্রভাসে অধর দেবী চন্দ্রভাগা তাহে ।
 বক্রতুণ্ড ভৈরব প্রত্যাক্ষরূপ যাহে ॥ ৬
 জনস্থানে চি বুক পড়িল অভিরাম ।
 বিকৃতাক্ষ ভৈরব ভ্রামরী দেবী নাম ॥ ৭
 গোদাবরী-তীরে পড়ে বামগণ্ডখানি ।
 বিশেষ ভৈরব বিশ্বমাতৃকা ভবানী ॥ ৮
 গণ্ডকীতে ডানি গণ্ড পড়ে চক্রবায় ।
 চক্রপাণি ভৈরব গণ্ডকী চণ্ডী তায় ॥ ৯
 উৰ্দ্ধদন্তপাঁতির অনলে হইল ধাম ।
 সংক্রুর ভৈরব দেবী নারায়ণী নাম ॥ ১০
 পঞ্চ সাগরেতে পড়ে অধোদন্ত সার ।
 মহাক্রুদ্ধ ভৈরব বারাগীঃ দেবী তার ॥ ১১
 করতোয়া-তটে পড়ে বামকর্ণ তাঁর ।
 বামেশ ভৈরব দেবী অপর্ণা তাঁহার ॥ ১২
 শ্রীপৰ্শ্বতে ডানি কর্ণ ফেলিলেন হরি ।
 ভৈরব হৃন্দরানন্দ দেবতা হৃন্দরী ॥ ১৩
 কেশজাল নাম স্থানে পড়ে তাঁর কেশ ।
 উমা নামে দেবী তাহে ভৈরব ভূতেশ ॥ ১৪
 কিরীটকোণায় পড়ে কিরীট সুরূপ ।
 ভুবনেশী দেবতা ভৈরব সিদ্ধরূপ ॥ ১৫
 শ্রীহটে পড়িল গ্রীবা মহালক্ষ্মী দেবী ।
 সৰ্বানন্দ ভৈরব বৈভব যাহা সেবি ॥ ১৬

কাশ্মীরেতে কণ্ঠ দেবী মহামায়া তায় ।
 ত্রিসঙ্খ্য-ঈশ্বর নাম ভৈরব তথায় ॥ ১৭
 রত্নাবলী স্থানে ডানি-স্কন্ধ অভিরাম ।
 কুমার ভৈরব তাহে দেবী শিবা নাম ॥ ১৮
 মিথিলায় বামস্কন্ধ দেবী মহাদেবী ।
 মহোদর ভৈরব সর্কার্থ যারে সেবি ॥ ১৯
 চট্টগ্রামে ডানি-হস্ত অর্দ্ধ অনুভব ।
 ভবানী দেবতা চল্লিশেখর ভৈরব ॥ ২০
 আর অর্দ্ধ ডানি-হস্ত মানসরোবরে ।
 দেবী দাক্ষায়ণীহর ভৈরব বিহরে ॥ ২১
 উজানীতে ককোণি মঙ্গলচণ্ডী দেবী ।
 ভৈরব কপিলাস্বর শুভ যারে সেবি ॥ ২২
 মণিবেদে মণিবন্ধ পড়িল তাঁহার ।
 স্থাণু নামে ভৈরব সাবিত্রী দেবী তাঁর ॥ ২৩
 প্রয়াগেতে দুহাতের অঙ্গুলী সরস ।
 তাহাতে ভৈরব দশ মহাবিদ্যা দশ ॥ ২৪ ইং ৩৩
 বাহলায় বামবাহ ফেলিলা কেশব ।
 বাহলা চণ্ডিকা তাহে ভীষ্মক ভৈরব ॥ ৩৪
 মণিবন্ধে বাম মণিবন্ধ অভিরাম ।
 সর্কানন্দ ভৈরব গায়ত্রী দেবী নাম ॥ ৩৫
 জালন্ধরে তাঁহার পড়িল এক স্তম্ভ ।
 ত্রিপুরমালিনী দেবী ভৈরব ভীষণ ॥ ৩৬
 আর স্তন পড়ে তাঁর রামগিরি স্থানে ।
 শিবানী দেবতা চণ্ড ভৈরব সেখানে ॥ ৩৭

বৈদ্যনাথে জ্জয় ভৈবব বৈদ্যনাথ ।
 দেবী তাহে জয়ভূগা সন্মসিক্তি সাথ ॥ ৩৮
 উৎকলে পড়িল নাভি মাক্র যাহা দেবি ।
 দ্য নামে ভৈবব বিজয়া নামে দেবী
 কাকিদেবে পড়িল কাঁকালি অভিসাম ।
 দেবগর্ভা দেবতা ভৈবব কক নাম ॥ ৪০
 নিতম্বেব অর্দ্ধ কালমাধবে গ্রাহ্য ।
 অসিতাজ্জ ভৈবব দেবতা কাণী তার ॥ ৭১
 নিতম্বেব গ্রাণ অর্দ্ধ পড়ে নর্ম্মদায় ।
 ভদ্রসেন ভৈবব শোণাক্ষী দেবী তায ॥ ৪২
 মহামুদ্রা কামরূপে বজ্রোযোগ যায ।
 রামানন্দ ভৈবব কামাখ্যা দেবী তায ॥ ৪৩
 নেপালে দক্ষিণ জজ্জ্বা কপালী ভৈবব ।
 দেবী তায মহামায়া নদী নহোৎসব ॥ ৪৪
 সনন্তায় নাম জজ্জ্বা ফেসিল। বেশব
 দ্ব্যস্তী দেবতা ক্রমদীপ্ত্য ভৈবব ॥ ৪৫
 দক্ষিণ চরণখানি পড়ে ত্রিপুরায় ।
 নল নামে ভৈবব ত্রিপুরা দেবী তায ॥ ৪৬
 ক্ষীরগ্রামে ডানি-পার অক্ষুষ্ঠ-বৈভব ।
 যুগাদ্যা দেবতা ক্ষীরখণ্ডক ভৈবব ॥ ৪৭
 কালীষাটে চাবিটী অজুলি ডানি-পা ।
 নকুলেশ ভৈবব কালিকা দেবী তাব ॥ ৪৮
 কুবক্ষেত্রে ডানি-পার গুল্ফ অনুভব ।
 বিমলা তাহাতে দেবী সংবর্ত্ত ভৈবব ॥ ৪৯

বিভালেতে বাম গুল্ফ ফেলিলা কেশব ।
 ভামরূপা দেবী তাহে কপালী ভৈরব ॥ ৫০
 তিরোতায় পড়ে বামপদ-মনোহর ।
 অমরী দেবতা তাহে ভৈরব অমর ॥ ৫১
 শূন্য শির দেখি শিব হৈলা চিন্তাবান ।
 হিমালয় পর্বতে বসিলা করি ধ্যাম ॥ ৫২
 রুক্ষচন্দ্র-আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গার ।
 হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥ ৫৩
 ইতি শুক্রবারের প্রথম নিশা-পালা ।

শিববিবাহের মন্ত্রণা ।

টোড়ি—আড়া ।

উমা দয়া কর গো । বিষম শমন ভয় হর গো ॥
 পাপেতে জড়িতমতি কাতর হয়েছি অতি
 পতিতপাবনী নাম ধর গো ॥
 মা বলিয়া ডাকি ঘন গুনিয়া না দেহ মন
 গুহ-গজাননে বুকি ডর গো ।
 তুমি গো তারিণী তারা অসারসংসারসারা
 নানারূপে চরাচরে চর গো ॥
 রাধানাথ তব দাস পুরাণ তাহার আশ
 তবে ঋণিচক্রবর্ণে ওর গো ॥ ৬ ॥
 উদাসীন দেখি হরে বিধি গন্ধাধর ।
 মন্ত্রণা করিলা লয়ে যতেক অমর ॥ ১

ত্রিদিবে প্রধান দেব দেবদেব শিব ।
 শিব হৈলা শক্তিহীন কেবা কি করিব ॥ ২
 নানামত মন্ত্ৰণা করিয়া দেব সব ।
 মহামায়া-উদ্দেশে বিস্তর কৈলা স্তব ॥ ৩
 হইল আকাশবাণী সকলে শুনিলা ।
 মহামায়া-হিমালয়-আলয়ে জন্মিলা ॥ ৪
 উ শব্দে বুঝি শিব মা শব্দে ত্রীতীর ।
 বুঝিয়া মেনকা উম নাম কৈলা সার ॥ ৫
 তাঁহার সহিত হবে শিবের বিবাহ ।
 তবে সে শব্দের হবে সংসার নির্বাহ ॥ ৬
 আকাশবাণীতে পোষে দেবীর উদ্দেশ ।
 নারদেরে ডাকিয়া কহিলা ভীষ্মকেশ ॥ ৭
 ষটক হইয়া তুমি হিমালয় যাও ।
 উমা সহ মহেশের বিবাহ বটাও ॥ ৮
 একেত নারদ আরো বিষ্ণুর আদেশ ।
 শিবের বিবাহ তাহে বাড়িল আবেশ ॥ ৯
 জনকের জননীর দেখিব চরণ ।
 আর কবে হবে হেন ভাগ্যের ভঞ্জন ॥ ১০
 মাজিয়া বীণার তার মিশাইয়া তান ।
 ভারতের অভিমত গৌরীগুণ গান ॥ ১১

নারদের গান ।

মালকোষ—ঝাঁপতাল ।

জয় দেবি জগন্ময়ী দীনদয়াময়ী
শৈলস্রুতে করুণানিকরে ।
জয় চণ্ড-বিনাশিনি মুণ্ড-নিপাতিনি
হুর্গবিধ্বাতিনি মুখ্যতরে ॥
জয় কালি কপালিনি মস্তকমাগিনি
ধ্বংসধারিণি শূলধরে ।
জয় চণ্ডি দিগম্বরী ঈশ্বরী শঙ্করী
কৌম্বিকে ভারতভীতিহরে ॥

শিববিবাহের সম্বন্ধ ।

এরূপে নারদ মুনি বীণা বাজাইয়া ।
উত্তরিল। হিমালয়ে নাচিয়া গাইয়া ॥ ১
দেখেন বাহিরে গৌরী খেলিছেন রঙ্গে ।
চৌষটি যোগিনী কুমারীর বেশ সঙ্গে ॥ ২
মৃত্তিকার হর-গৌরী পুস্তলি গড়িয়া ।
সহচরীগণ মেলি দিতেছেন বিয়া ॥ ৩
দেখি নারদের মনে হৈল চমৎকার ।
এ কি কৈলা মহামায়া মারী অবতার ॥ ৪
দণ্ডবৎ হয়ে মুনি করিলা প্রণাম ।
আজি বুঝিলাম সিদ্ধ হৈল হরিনাম ॥ ৫

অতীষ্ট হউক সিদ্ধ বরদিয়া মনে ।
 নারদে কহিলা দেবী গঙ্গিত ভব'সনে ॥ ৬
 শুন বুদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুব মহাশয় ।
 আমারে প্রণাম করা উপযুক্ত নয় ॥ ৭
 অন্নায়ু করিবে বুঝি ভাবিয়াছ মনে ।
 দেখিয়া এমন কৰ্ম্ম কা'ল কেমনে ॥ ৮
 মুনি বলে এভয় দেখাও তুমি কায়ে ।
 তোমার কৃপায় ভয় না কবি তোমারে ॥ ৯
 আমারে বুঝিলা বুদ্ধ বালিকা আপনি ।
 ভাবি দেখ তুমি মোর বাপের জননী ॥ ১০
 নাতি জ্ঞানে বুড়া বলি চাসিহু আমারে ।
 পাকা দাড়ি বুড়া বর ষটাব তোমারে ॥ ১১
 আনিব এমন বর বায়ে লড়ে দাত ।
 ষটক তাঁহার আমি জানিবা পশ্চাৎ ॥ ১২
 বিবাহের নামে দেবী ছলে লজ্জা পেয়ে ।
 কহি গিয়া মায়ে বলি স্বরে গেলা ধেয়ে ॥ ১৩
 আল্যা করি কোলে বসি ছেঁদে ধরে গলে ।
 ওমা ওমা বলি উম' কথা কন ছলে ।
 সখী মেলি খেলিহু বাহির বাড়ী গিয়া ।
 ধূলা স্বরে দিতেছিহু পুতুলের বিষয়া ॥ ১৫
 কোথা হৈতে বুড়া এক ডোকরা বামন ।
 প্রণাম করিল মোরে একি অলক্ষণ ॥ ১৬
 নিষেধ করিহু তারে প্রণাম করিতে ।
 কত কথা কহে বুড়া না পারি কহিতে ॥ ১৭

দুটা লাউ বান্ধা কান্ধে কাঠ এক খান ।
 বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া করে গান ॥ ১৮
 ভাবে বুঝি সে বামন বড় কুন্দলিয়া ।
 দেখিবে যদ্যপি চল বাপারে লইয়া ॥ ১৯
 শুনিয়া মেনকা মনে জানিলা নারদ ।
 সম্মুখে বাহিরে আসি বন্দিলেন পদ ॥ ২০
 হিমালয় শুনিয়া আইলা ক্রভ হয়ে
 সিংহাসনে ব্রসাইলা পদবুলি লয়ে ॥ ২১
 নারদ কহেন শুন শুন হিমালয় ।
 কি কহিব অগাম তোমার ভাগ্যোদয় ॥ ২২
 এই যে তোমার উমা কহা বল যায়ে ।
 অখিল-ভুবনমাতা জানিত কে পারে ॥ ২৩
 বিবাহ কাহারে দিবা ভাবিয়াছ কিবা ।
 শিব পতি ইহার ইহার নাম শিবা ॥ ২৪
 হিমালয় বলে কি এমন ভাগ্য হবে ।
 ভবানী হবেন উমা পার পাব ভবে ॥ ২৫
 নারদ কহিছে ভাগ্য হয়েছে তখনি ।
 জনক জননী ভাবে জন্মিলা যখনি ॥ ২৬
 হিমালয় মেনকা যদ্যপি দিলা সায় ।
 লগ্নপত্র করিয়া নারদ মুনি যায় ॥ ২৭
 অজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর ।
 রচিলা ভবরতনু রায় গুণাকর ॥ ২৮

শিবের ধ্যানভঙ্গে কামভঙ্গ্য ।

শিবের সম্বন্ধ করিয়া নির্বন্ধ
আইলা নারদ মুনি ।

কমললোচন আদি দেবগণ
পরম আনন্দ শুনি ॥ ১

সকলে মিলিয়া শিব কাছে গিয়া
বিস্তর করিলা স্তব ।

নাহি ভাঙ্গে ধ্যান দেখি চিন্তাবান
হইলা বিধি কেশব ॥ ২

মন্ত্রণা করিয়া মদনে ডাকিয়া
সুরপতি দিলা পান ।

সম্মোহন বাণ করিয়া সন্ধান
শিবের ভাঙ্গহ ধ্যান ॥ ৩

ইন্দ্রের আজ্ঞায় রতিপতি ধায়
পুষ্পশরাসন হাতে ।

সমুখে সামন্ত ধাইল বসন্ত
কোকিল ভ্রমর সাথে ॥ ৪

মলয় পবন বহে ঘন ঘন
নীতল সুগন্ধ মন্দ ।

তরুলতাগণ ফুলে সুশোভন
জগতে লাগিল ধন্দ ॥ ৫

যত দেবগণ হৈলা অদর্শন
হরের ক্রোধের ভয় ।

পূৰ্ণ নিয়োজন নিকট মরণ

মদন সমুখে রয় ॥ ৬

আকর্ষণ পুরিয়া সঙ্কান করিয়া

সম্মোহন বাণ লয়ে ।

ভূমে হাঁটু পাড়ি দিল বাণ ছাড়ি

অনলে পতঙ্গ হয়ে ॥ ৭

কিবা করে ধ্যান কিবা করে জ্ঞান

যে করে কামের শর ।

শিহরিল অঙ্গ ধ্যান হৈল ভঙ্গ

নয়ন মিলিল হর ॥ ৮

কামশরে ত্রস্ত নারী লাগি ব্যস্ত

নেহালেন চারি পাশে ।

সমুখে মদন হাতে শরাসন

মুচকি মুচকি হাসে ॥ ৯

দেখি পুষ্পশরে ক্রোধ হৈল হরে

অটল অচল চলে ।

ললাট-লোচন হৈতে হতাশন

ধক্ ধক্ ধক্ জলে ॥ ১০

মদন পলায় পিছে অগ্নিধায়

ত্রিভুবন পরকাশি ।

চৌদিকে বেড়িয়া মদনে পুড়িয়া

করিল ভস্মের রাশি ॥ ১১

মরিল মদন তবু পঞ্চানন

মোহিত তাহার বাণে ।

দ্বাপরে হবেন হরি কৃষ্ণ অবতার ।
 কৎস বধি করিবেন দ্বারকা-বিহার ॥ ৩
 রুক্মিণীকে লইবেন বিবাহ করিয়া ।
 তাঁর গর্ভে এই কাম জনমিবে গিয়া ॥ ৪
 শম্বর দানব বড় হইবে দুর্জয়ন ।
 মদনের হাতে তার মৃত্যু নিম্নোজন ॥ ৫
 দাসী হয়ে তুমি গিয়া থাক তার ধামে ।
 লুকাইয়া এইরূপ মায়াবতী নামে ॥ ৬
 কহিবেন শম্বরে নারদ তপোধন ।
 জন্মিল তোমার শত্রু কৃষ্ণের নন্দন ॥ ৭
 শুনিয়া শম্বর বড় মনে পাবে ভয় ।
 মায়া করি দ্বারকায যাবে দুঃশয় ॥ ৮
 মোহিনী বিদ্যায় সবে মোহিত করিবে ।
 হরিয়া লইয়া কামে সমুদ্রে ফেলিবে ॥ ৯
 মৎস্যে গিলিবেক তারে আহ্নার বলিয়া ।
 না মরিবে কাম ভবিতব্যের লাগিয়া ॥ ১০
 সেই মৎস্য জালিয়া ধরিয়া লগ্নে জালে ।
 ভেট লয়ন্তুদিবেক শম্বর মহীপালে ॥ ১১
 কুটিবাবে সেই মৎস্য দিবেক তোমায়ে ।
 তাহাতে পাঠিবে তুমি কৃষ্ণের কুমারে ॥ ১২
 পুত্রবৎ পালিবা আপন প্রাণনাথ ।
 ম' বলে যদ্যপি তবে কর্ণে দিবে হাত ॥ ১৩
 শেষে তারে সম্মোহন আদি পঞ্চবাণ ।
 শিখাইয়া পরিচয় দিয়া দিও জ্ঞান ॥ ১৪

শম্বরে বধিয়া কাম দ্বারকায় যাবে ।
কহিনু উপায় এইরূপে পতি পাবে ॥ ১৫
শুনি রতি সাত পাঁচ ভাবনা করিয়া ।
নিবায় অনলকুণ্ড রোদন ত্যজিয়া ॥ ১৬
কাগের উদ্দেশে চলে শম্বরের দেশ ।
দেশ ভূষা রূপ ছাড়ি ধরি দাসীবেশ ॥ ১৭
শিবের বিবাহ হবে শুনি ইতঃপর ।
রাচলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ১৮

শিবের বিবাহযাত্রা ।

শিবের বিবাহ পরম উৎসাহ
সবে হৈল যত্নবান ।
পরম সন্তোষে হৃদ্ভুতি নির্ঘোষে
ইন্দ্র হৈল আগুয়ান ॥ ১
নিজগণ লয়ে বরযাত্রী হয়ে
চলিল যত অমর ,
অপরা নাচিছে কিন্নর গাইছে
পুলকিত মহেশ্বর ॥ ২
ব্রহ্মা পুরোহিত চলিলা ত্বরিত
বরকর্তা নারায়ণ ।
ইন্দ্রের শাসনে মরুত-ভুবনে
চলে যত রাজগণ ॥ ৩

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ।

কুবের ভাণ্ডারী যক্ষগণ ভাণ্ডারী

নানা আয়োজন সাজি ।

বায়ু করি বল আপনি অনল

হইলা আতসবাজি ॥ ৪

নারদ বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া

সাজাইতে গেলা বর ।

বসি ছিলা হর উঠিলা সত্ত্বর

নারদ কহে তৎপর ॥ ৫

জটাভূটে চূড়া সাপে বান্ধ খুড়া

মুকুটে কি দিবে শোভা ।

কি কাজ মুক্তায় হাড়ের মালায়

কঙ্কার মা হবে লোভা ॥ ৬

কন্তুরী কেশরে চন্দনে কি করে

ঘন করে মাখ ছাই ।

কি করে মণিতে যে শোভা ফণিতে

হেন বর কোথা পাই ॥ ৭

ফুলমালা যত শোভা দিবে কত

যে শোভা মুণ্ডের মালে ।

কাপড়ে কি শোভা জগমনোলোভা

যে শোভা বাষ্মের ছালে ॥ ৮

রথ হস্তী আর কি কাজ তোমার

যে বুড়া বলদ আছে ।

তোমার যে গুণ ১ কব কোটি গুণ

আমি মেনকার কাছে ॥ ৯

অধিক করিয়া সিদ্ধি মিশাইয়া

ধুতুরা খাইতে হবে ।

যাবৎ বিবাহ না হবে নির্বাহ

উপবাস তবে সবে ॥ ১০

এরূপ করিয়া বর সাজাইয়া

হর লয়ে মুনি যায় ।

প্রোত্ত-ভূতগণ ধায় অগণন

আন্ধার কৈল ধ্বাশ ॥ ১১

ঝুপ ঝুপ ঝাপ ছুপ ছুপ দাপ

লক্ষ্য রক্ষা দিয়া চলে ।

মহা ধূমধাম হাঁকে হুম হাম

জয় মহাশেব বলে ॥ ১২

সহজে সবার বিকট আকার

সহিতে না পারে আল ।

ধাবায় ধাবায় মমাল নিবাস

আন্ধারে শোভিল ভাল ॥ ১৩

করতালি দিয়া বেড়ায় নাচিয়া

হাসে হিহি হিহি হিহি ।

দস্ত কড়মড়ি করে জড়াজড়ি

লক লক লক জিহি ॥ ১৪

করে চড়াচড়ি ধায় রড়ারড়ি

কিলাকিনি গগনগোল ।

কে করে আছাড়ে কে করে পাছাড়ে

কে মানে কাহার বোল ॥ ১৫

তরু উপাড়িয়া গিরি উথাড়িয়া

কৈল প্রাণের বড় ।

লইয়া জীবন

পলাইল দিঘা রড় ॥ ১৬

ইলাদি পলায় অথ কেবা তায়

দেখিয়া আনন্দ হরে ।

আগে ভাগে হরি বিধি সঙ্গে কবি

গেল। হেমন্তের স্বরে ॥ ১৭

হিমগিরিরাজ করিয়া সমাজ

বসি পুরোহিত সাথ ।

বলদে চড়িয়া। শিঙ্গ। বাজাইয়া।

এলা বর ভুতনাথ ॥ ১৮

যত কল্যাণাত্ম দেখিয়া সুপাত্ম

বলে এ কেমন বর ।

বরষাত্রগণে দেখি ভয় মনে

ন। সবে কাব উত্তর ॥ ১৯

কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা ইন্দ্রপ্রাস

অশেষ গুণমাগর ।

তাঁর অভিমত রচনা ভারত

कवि ब्राह्म शुभाकर ॥ २०



শিববিবাহ ।

বসন্ত—দাদরা ।

জয় জয় হর রঙ্গিয়া ।
 করবিলসি ত নিশিত পরশু
 অভয় বর কুরঙ্গিয়া ॥
 লক্ লক্ ফনি জট-বিরাজ
 তক্ তক্ তক্ রজনীরাজ
 ধক্ ধক্ ধক্ দহন সাজ
 বিমল চপল গঙ্গিয়া ।
 ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল
 ভলু হলু হলু যোগিনী-রোল
 কুলু কুলু কুলু ডাকিনী-বোল
 প্রমদ প্রমথ সঙ্গিয়া ॥
 ভভম্ ভববম্ বম্ ভাল
 স্বন বাজে শিঙ্গা ডমরু গাল
 রুদ্রতালে তাল দেয় বেতাল
 ভৃঙ্গী নাচে অঙ্গ ভাঙ্গিয়া ।
 সুরগণ কহে জয় মহেশ
 পূলকে পুরিল সকল দেশ
 ভারত যাচত ভকতিলেশ
 সরস অবশ অঙ্গিয়া ॥ ৫ ॥

সভা মারো হিমালয় পূর্বমুখ হয়ে ।
 বসিয়াছে দান-সজ্জা বাম দিকে লয়ে ॥ ১

উত্তরাস্ত্র রাধিয়াছে বরের আসন ।
 পরস্পর শাস্ত্রকথা কহে ধীরগণ ॥ ২
 হেন কালে বর আসি কৈলা অধিষ্ঠান ।
 সন্তমে উঠিয়া সবে কৈলা অভ্যুত্থান ॥ ৩
 বর দেখি হিমালয় হৈলা হতবুদ্ধি ।
 ভূতগণে দেখিয়া উড়িল ভূতভুদ্ধি ॥ ৪
 কহিতে না পারে দক্ষযজ্ঞ ভাবি মনে ।
 ভুলিয়া বসিলা গিরি বরের আসনে ॥ ৫
 ভবানীর ভাবে ভব চুলিয়া চুলিয়া ।
 গিরির আসনে গিয়া বসিল ভুলিয়া ॥ ৬
 বিধি তাহে বিধি দিলা এ এক নিয়ম ।
 তদবধি বিবাহেতে হৈল ব্যতিক্রম ॥ ৭
 *কুশহস্ত হিমালয় বিধির বিহিত ।
 হেনকালে জিজ্ঞাসা করিল পুৰোহিত ॥ ৮
 কে পিতা কে পিতামহ কে প্রপিতামহ ।
 কিবা গোত্র কয় বা প্রবর বর কহ ॥ ৯
 হেটমুখে পঞ্চানন ভাবিতে লাগিলা ।
 বিষয় বুঝিয়া বিধি বিশেষ কহিলা ॥ ১০
 স্মরহর বর বরপিতা পুরহর ।
 পিতামহ সংহর প্রপিতামহ হর ॥ ১১
 শিবগোত্র শস্ত্র শৰ্ব্ব শঙ্কর প্রবর ।
 শুনিয়া বিধিরে চাহি হাসিলেন হর ॥ ১২
 এক্রূপে গিরিশে গিরি গৌরী দান দিলা ।
 স্ত্রী-আচার করিবারে মেনকা আইলা ॥ ১৩

কেশব কোতুকী বড় কোতুক দেখিতে ।
 নারদেরে কহিলা কন্দল লাগাইতে ॥ ১৪
 গরুড়ে কহিলা তুমি ভয় দেখাইয়া ।
 শিব-কটিবন্ধ সাপ দেহ খেদাইয়া ॥ ১৫
 এয়োগণ সঙ্গে করি প্রদীপ ধরিয়া ।
 লইয়া নিছনী ডালা হলাহলি দিয়া ॥ ১৬
 বয়ের সমুখে মাত্র মেনকা আইলা ।
 পলাবার পথে গিয়া হরি দাঁড়াইলা ॥ ১৭
 গরুড় হস্তার দিয়া উত্তরিল গিয়া ।
 মাথা ঝুঞ্জে যত সাপ যায় পলাইয়া ॥ ১৮
 বাষাছাল খদিল উলঙ্গ হৈলা হর ।
 এয়োগণ বলে ওমা এ কেমন বর ॥ ১৯
 মেনকা দেখিলা চেয়ে জামাই লেহটা ।
 নিবাসে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা ॥ ২০
 নাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই ।
 মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে জামাই ॥ ২১
 দেখিয়া সকল লোক অশ্রু নিবাস ।
 শিবভালে টান যথি আলেকরে যায় ॥ ২২
 লাজে মরে এয়োগণ কি হৈল আপদ ।
 মেনকার কাছে গিয়া কহিছে নারদ ॥ ২৩
 শুন এয়ো এয়োগণ ব্যস্ত কেন হও ।
 কেমন জামাই পেলে বুঝে শুঝে লও ॥ ২৪
 মেনকা নারদ-বাক্যে হুনা মনোহুখে ।
 পলাইতে গোবিন্দের পড়িলা সমুখে ॥ ২৫

দশনে রসনা কাটি গুড়ি গুড়ি যায় ।
 আই আই কি লাজ কি লাজ হায় হায় ॥ ২৬
 বরে গিয়া মহাক্রোড়ে ত্যজি লাজ ভয় ।
 হাত লাড়ি গলা তাড়ি ডাক ছাড়ি কয় । ২৭
 ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদা অগ্নেয়ে ।
 হেন বর কেমনে আনিপি চক্ষু খেয়ে ॥ ২৮
 বুড়া হয়ে পাগল হয়েছে গিরিরাজ ।
 নারদার কথায় করিল হেন কাজ ॥ ২৯
 ভারত কহিছে আর কি আছে আটক ।
 কন্দলের অভাব কি নারদ ঘটক ॥ ৩০



কন্দল ও শিবনিন্দা ।

আই আই ওই বুড়া কি এই গোরীর বর লো ।
 বিয়ার বেলা এয়ার মাঝে হৈল দিগন্তর লো ॥
 উমার কেশ চামরছটা তামার শলা বুড়ার জটা ।
 তাম্র বেড়িয়া ফোঁফায় ফণী দেখে আসে জ্বর লো ॥
 উমার মুখ চাঁদের চূড়া বুড়ার দাড়ী শবের লুড়া ।
 ছারকপালে ছাই কপালে দেখে পায় ডর লো ॥
 উমার গলে মণির হার বুড়ার গলে হাড়ের ভার ।
 কেমন করে ওমা উমা করিবে বুড়ার স্বর লো ॥
 আমার উমা মেয়ের চূড়া ভাঙড় পাগল ওই না বুড়া ।
 ভারত কহে পাগল নহে ওই ভুবনেশ্বর লো ॥ ৩১

কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুব জগে ভাসে ।
 নখে নখ বাজাষে নাবদ মুনি হাসে ॥ ১
 কন্দলে পরমানন্দ নারদের টেকী ।
 আঁকশলী পোয়া মোনা গড়ে মেকামেকী ॥ ২
 পাখা নাহি তবু টেকী উড়িয়া বেড়ায় ।
 কোণেব বহুড়ী লয়ে কন্দলে জড়ায় ॥ ৩
 সেই টেকী চড়ে মু'ন' কান্ধ বীণায়ন্ত ।
 দাড়ী লড়ে স্বন পড়ে কন্দলেব মন্ত ॥ ৪
 আয়বে কন্দল তে'বে ডাকে সদাশিব ।
 মেয়েগুলি মাথা কোড়ে তোরে রক্ত দিব ॥ ৫
 বেণা-ঝোড়ে দুটি বান্ধি কি কর বসিয়া ।
 এয়ো সূয়া এক ঠাই দেখবে আসিয়া ॥ ৬
 দুফলে বাতাস গয়ে জলেব ঘুরুলে ।
 সেহাকুল কাঁটা হাতে কাঁট এসে চলে ॥ ৭
 এক ঠাই এত মেঘে দেখা নাহি যায় ।
 দোহাই চণ্ডীর তোরে আয় আয় আয় ॥ ৮
 নারদের মন্ততন্ত্র না হয় নিষ্ফল ।
 পরস্পর এষোগণে বাজিল কন্দল ॥ ৯
 এ বলে উহাবে সহি ওটা বড় ঠেটা ।
 আর জন বলে সহি এই বটে সেটা ॥ ১০
 যেই মাত্র বুড়া বড় হইল লেঙ্গটা ।
 আই মা লো চেখে রৈল ফেলিয়া ষোমটা ॥ ১১
 সে বলে লো বটে বটে আমি বড় ঠেটা ।
 গোবিন্দে সুন্দর দেখি চেয়ে রৈল কেটা ॥ ১২

তার সহী বলে থাক জানিলো উহারে ।
 পথিকেরে ভুলাইয়া আনে আঁধি ঠারে ॥ ১৩
 ইহার হইয়া কহে উহার মকর ।
 গোবিন্দেবে দেখিয়াছে এ বড় পামর ॥ ১৪
 চারি মুখা রাজাটা বরের ভাই হেন ।
 তার দিকে তোর দিদি চেয়ে রৈল কেন ॥ ১৫
 সে বলে নাফানী আলোনা জান আপনা ।
 চাঁদে দেখি দেখিয়াছি তোর সতীপনা ॥ ১৬
 এইরূপে কন্দলে লগিল খুটাকুটি ।
 ডাকাডাকি গালাগালি মাথা কুটাকুটি ॥ ১৭
 দাঁড়াইয়া পিঁড়ায় হ সেন পশুপতি ।
 হেটমুখে মৃদু-মন্দ হাসেন পার্শ্বতী ॥ ১৮
 হর হর বলিয়া ডাকিছে ভূত যত ।
 হরিষ-বিষাদে হিমালয় জ্ঞান-হত ॥ ১৯
 ভূত-ভষে এয়োগণ নীরব রহিছে ।
 ডুকরিয়া ফুকরিয়া মেনকা কহিছে ॥ ২০
 আহা মরি ওমা উমা সেনার পুতুল ।
 বুড়ারে কে বলে বর কেবল বাতুল ॥ ২১
 পায়ে পড়ে আমার উমার কেশপাশ ।
 বুড়ার বিকট জটা পরশে আকাশ ॥ ২২
 আমার উমাব দস্ত মুকুতাগঞ্জন ।
 বায়ে লড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দশন ॥ ২৩
 উমার বদনচাঁদে পরকাশে রাকা ।
 বুড়ার বিকট মুখে দাড়ী গোফ পাকা ॥ ২৪

কি শোভা উমার গায়ে সুগন্ধি চন্দন ।
 ছাই মাখা অঙ্গে বুড়া একি অলঙ্কণ ॥ ২৫
 উমার গলায় জাতী-মালতীর মালা ।
 বুড়ার গলায় হাড়মালা একি জ্বালা ॥ ২৬
 বিচিত্র বসন উমা পরে কত বন্ধে ।
 বাষ্পহাল পরে বুড়া আঁত উঠে গন্ধে ॥ ২৭
 উমার রতন-কাঞ্চী ভ্রমর-গুঞ্জরে ।
 বুড়ার কোমরবন্ধ-ফণী ফৌস ধরে ॥ ২৮
 নিছনি করিতে গেন্নু লয়ে তৈল কুড় ।
 সাপে ধৈর্যেছিল প্রায় বাঁচালে গরুড় ॥ ২৯
 আই মা এ লাজ কি রাখিতে ঠাই আছে ।
 কেমনে উলঙ্গ হইল ষাণ্ডড়ীর কাছে ॥ ৩০
 আলো নিবাইলু সবে নারুণ লজ্জায় ।
 কপালে আগুন তার আলো করে ভায় ॥ ৩১
 আহা মরি বাছা উমা কি তপ করিলে
 সাপুড়ের ভূতুড়ের কপালে পড়িলে ॥ ৩২
 বরষাত্র ষেতভূত দাঁড়াইয়া মুতে ।
 ভাপ্যবলে এরোগণে না পাইল ভূতে ॥ ৩৩
 কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ।
 স্বকথজ্ঞ মনে করি নিন্দিত শঙ্কর ॥ ৩৪

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ।

শিবের মোহন বেশ ।

মূলতান—ঠুং বা ।

আমার শঙ্কর করুণাকর গো ।

নিন্দা কর না ত্রিভুবনে মহেশ্বর ॥

কালকূট পিয়া বিশ্ব বাঁচাইয়া

মৃত্যুঞ্জয় হৈলা হব ।

কপালে অনল শিরে গঙ্গাজল,

অনলে জলে সেরে ॥

ভালে সুধাকর, গলে বিষভর,

সুধা বিষে বরাবর ।

ভারত কহিছে মোরে না সহিছে,

এ শিবে নিন্দে পামর ॥ ১ ॥

শিবনিন্দা করিয়া মেনকা যত কহে ।

দক্ষেরে ছুইল মনে উমারে না সহে ॥ ১

যে দুঃখে দক্ষের স্বরে তান্ত্রিকাম কায় ।

এখানে মেনকা বুঝি ফেলে সেই দায় ॥ ২

হর লয়ে নরলীলা করিবারে চাই ।

তাহে হয় শিবনিন্দা এ ব' বালাই ॥ ৩

কি জানি শিবের মনে পাছ হয় ক্রোধ ।

রূপা করি মেনকারে উমা দিলা বোধ ॥ ৪

মেনকার হৈল জ্ঞান দেশীর দয়ায় ।

মনোহর বর হরে দেখিবারে পায় ॥ ৫

জটাজুট মুকুট দেখিলা ফণিমণি ।
 বাষছাল দিব্য সজ্জ দিব্য পৈতা ফণী ॥ ৬
 ছাই দিব্য-চন্দন বদন কোটি চাঁদ ।
 মুগ্ধ হৈল মনুজন দেখিয়া সুহাঁদ ॥ ৭
 হরগুণ বরগুণ হৈল এক ঠাই ।
 যেনকা আনন্দে ধরে লইলা জামাই ॥ ৮
 এইরূপে হরগৌরী বিবাহ হইল ।
 হিমালয় মনকার আনন্দ বাড়িল ॥ ৯
 কুতূহলে হল তলি দেয় এয়োগণ ।
 ঋষিগণ বেদগানে পুরিল ভুবন ॥ ১০
 কিস্তর করয়ে গান নাচয়ে অপসর ।
 অশেষ কৌতুক করে যত বিদ্যাধর ॥ ১১
 উমা লষে উমাপতি গেলেন কৈলাস ।
 বিধি বিধু আ দ সব গেলো নিজ বাস ॥ ১২
 নিত্যসখী শাসি জয়া বিজয়া মিলিল ।
 ডাকিনী যোফিনী আদি যে যেখানে ছিল ॥ ১৩
 আন্তা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ১৪



সিক্কিষোটন ।

পরজ—পোস্তা ।

বড় আনন্দ উদয় ।

বহু দিনে ভগবতী আইল আলয় ॥

শঙ্খ-স্বর্গারব, মহামহোৎসব,

জিভুবনে জয় জয় ।

নাচিছে নাটক গাইছে গায়ক,

রাগ তাল মান লয় ॥

যত চরাচর, হরিষ-অস্তর,

পরম আনন্দময় ।

বায় গুণাকর, কহে পুটকর,

মোরে যেন দয়া হয় ॥ ১

উমা পেয়ে মহেশ্বর বাড়িল আনন্দ ।

নন্দীরে কহেন কথা হাসি মুহুমন্দ ॥ ২

শুন শুন অরে নন্দী তুমি বড় ভক্ত ।

সিক্কি ঘুটি দিতে মোরে তুমি বড় শক্ত ॥ ৩

এত বেলা হৈল দেখ সিক্কি নাহি খাই ।

বুদ্ধিহারা হইয়াছি শুদ্ধি নাহি পাই ॥ ৪

কাঁকর হইল দেখ মুখে উড়ে ফেকো ।

ভেড়াচাকা লাগিল ভুলিয়া হইল ভেকো ॥ ৫

নূতন ঘোটনা কঁড়া দিয়াছে, বিশাই ।

আজি বড় শুভ দিন বায় করুতাই ॥ ৬

এমন আনন্দ মোর কবে হবে আর ।
 সতী নিবসতি এল গেল অন্ধকার ॥ ৬
 যদবধি এই সতী দক্ষযজ্ঞে গিয়া ।
 ছাড়ি গিয়াছিল মোরে শরীর ছাড়িয়া ॥ ৭
 তদবধি গৃহ শূন্য সিদ্ধি নাহি জানি ।
 আজি হৈল ইষ্টসিদ্ধি সিদ্ধি দেহ আনি ॥ ৮
 অন্ন কণি সিদ্ধি গহ মণ লক্ষ বার ।
 বৃত্তরার ফল তাহে যত দিতে পার ॥ ৯
 মজ্জ্বী মরাচ লক্ষ প্রভৃতি মসলা ।
 অধিক বরিয়া দিয়া করহ রসলা ॥ ১০
 দুধ দিয়া ঘন করি ঘুরাও ঘোটনা ।
 দুধ কুসুমায় আজি হয়েছে বাসনা ॥ ১১
 ভূঙ্গী মহাকাল ভূত ভৈরবাদি যত ।
 সকলে প্রসাদ পাবে পোট তারি মত ॥ ১২
 গনি নন্দী আহানন্দে বন্দি পকাননে ।
 নতন ঘোটনা কঁড়া আনিল যতনে ॥ ১৩
 বাছিয়া সিদ্ধির রাশি উড়াইয়া ঊড়া ।
 দুইয়া গজার শলে পূর্ণ কৈল কঁড়া ॥ ১৪
 দুই হাতে ঘোটনা দু পায়ে কঁড়া ধরি ।
 ত্রি পুরমর্দন নাম মনে মনে স্মরি ॥ ১৫
 তাকে পাকে ঘোটনায় আরস্তিলা পাক ।
 স্বর্ঘর ঘুরান ঘোর ঘন ঘন ডাক ॥ ১৬
 রাশি রাশি তাল তাল পর্বতপ্রমাণ ।
 গজাজলে ঘুলি কৈল সমুদ্র সমান ॥ ১৭

সিদ্ধি ঘোটা হৈলে হর হাসেন হরিষে ।
 বস্ত্র বিনা ব্যস্ত হৈলা ছাকিবেন কিসে ॥ ১৮
 হৈমবতী হাসিছেন বদনে অঞ্চল ।
 ভারত কহিছে আর ছাকিয়া কি ফল ॥ ১৯

সিদ্ধিভক্ষণ ।

খুঁট—ঋতুত্রিতালী ।

মহাদেবের আঁধি ঢুলু ঢুল ।
 সিদ্ধিতে মগন বুদ্ধি-গুদ্ধি হইল ভুল ।
 নয়নে ধরিল রত্ন, অলসে অবশ অঙ্গ,
 লট পট জটাজুট গজা হল খুল ॥
 খসিল বাঁধের ছাল, আলু খালু হাড়মাংস,
 ভুলিল ডমরু শিক্কা পিনাক ত্রিশূল ।
 হাসি হাসি উতরোল, আধ আধ আধ বোল,
 ন ন নন্দি নন্দি আ আ আন ন নকুল ॥
 ভারতের অনুভবে, ভাঙ্গে কি ভুলাবে ভবে,
 ভবানী ভাবেন ভব ভাবভরাফুল ॥ ঐ
 সিদ্ধি ঘুটি আনি নন্দী অন্তরে দাঁড়ায় ।
 বেতাল ভৈরবগণ নাচিয়া বেড়ায় ॥ ১
 সমুখে খুঁইয়া সিদ্ধি মুদ্রিয়া নয়ন ।
 বিজয়ার বীজমন্ত্র অপি পঞ্চানন ॥ ২
 অঙ্গুলির অগ্রভাগে অগ্রভাগ লয়ে ।
 ভবানীর নামে দিলা একভাব হয়ে ॥ ৩

ছোয়াইয়া চক্ষে মন্ত পড়িয়া বিশেষ ।
 একই নিবাসে গিয়া করিলা নিঃশেষ ॥ ৪
 হুঙ্কার ছাড়িয়া বসে মগন হইয়া !
 আকুল হইলা বড় নকুল লাগিয়া ॥ ৫
 নকুল করিব কি রে কহেন নন্দীয়ে ।
 ভৃঙ্গী কহে মহাপ্রভু কি আছে মন্দিরে ॥ ৬
 তাল বলে আজি বসে মাতা উপস্থিত ।
 মেনকা মেলানী ভার দিয়াছে কিকিৎ ॥ ৭
 হাসিয়া কহেন হর ভালা মোর ভাই ।
 বড় কথা মনে কৈলি আন দেখি তাই ॥ ৮
 অসংখ্য মেলানীভার নকুলে উড়িল । ।
 সহচরগণে সবে ভাবিতে লাগিল ॥ ৯
 শঙ্কর কহেন নন্দি সবারে ডাকাও ।
 সকলে সিদ্ধির শেষে পরসাদ পাও ॥ ১০
 সকলে বাঁটিয়া লও কিকিত কিকিত ।
 সাবাধান কেহ যেন না হয় বকিত ॥ ১১
 আজ্ঞামত পূর্ণ করি সকলে পাইলা ।
 নকুলের শেষ নাহি ভাবিতে লাগিলা ॥ ১২
 ভবানীর কাছে গিয়া নন্দী দেয় লাজ ।
 অগো মাতা তোমার মায়ের দেখ কাজ ॥ ১৩
 এমন মেলানীভার দিল আই বুড়ি ।
 জামাইর সিদ্ধির নকুলে গেল উড়ি ॥ ১৪
 আমরা নকুল করি এমন কি আছে ।
 তুমি আজ্ঞা দিলে বাই মেনকার কাছে ॥ ১৫

হাসিয়া কহেন দেবী অরে বাছা সব ।
 তোমা সবাঁকার কেবা সহে উপদ্রব ॥ ১৬
 আই বলি যাহ যদি মোর মার ঠাই ।
 যে বুঝি তাঁহার চালে খড় রবে নাই ॥ ১৭
 তোমরা আমার মায়ে কি দোষ পাইলে ।
 খুঁরাইবে নাহি দ্রব্য বৎসর থাইলে ৭
 কে বলে মেলানীভায়ে নাহি আয়োজন ।
 আনরে মেলানীভার দেখিব কেমন ॥ ১৯
 মায়ী কৈল মহামায়ী মায়েব কারণ ।
 পুরিল মেলানীভার পূর্কের যেমন ॥ ২০
 দেখিয়া আনন্দ ভূত ভৈরব সকল ।
 খাইতে লাগিল সবে মহাকুতুহল ॥ ২১
 জয় জয় হর-গৌরী বলিয়া বলিয়া ।
 নাচিয়া বেড়ায় সবে করতালি দিয়া ॥ ২২
 আশ্রা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ২৩

হরগৌরীর কথোপকথন ।

পুরবী—একতাল ।

আমারে ছাড়িও না । ভবানি ।

সুশীলা হইয়া শিলায় জন্মিয়া

শিলাময় হিয়া হইও না ॥

এবার পাখারে ফেলিয়া আমারে

দোষ বারে বারে লইও না ।

শিশুগণ মিলা যেন খেলা দিলা

তেমন এখানে খেলিও না ॥

তব মায়া ছান্দে বিশ্ব পড়ি কান্দে

ভারতে এ ফেরে ফেলিও না ॥ ধ ॥

আনন্দ-সাগরে হর মগন হইলা ।

বিনয়ে দেবীর প্রতি কহিতে লাগিলা ॥ ১

তুমি মূলপ্রকৃতি সকল বিশ্বসার ।

কৃপা করি আমারে করিলে অঙ্গীকার ॥ ২

দক্ষযজ্ঞে আমার নিন্দায় দেহ ছাড়ি ।

এত দিন ছিলে গিয়া হেমন্তের বাড়ী ॥ ৩

ভাগ্যে সে তোমার দেখা পানু আরবার ।

সত্য করি কহ মোরে না ছাড়িবে আর ॥ ৪

হাসিয়া কহেন দেবী তোমা ছাড়া নই ।

শঙ্কর কহেন তবে এস এক হই ॥ ৫

অঙ্গে অঙ্গে তোমার আমার অঙ্গে অঙ্গে ।

হরগৌরী একতনু হয়ে থাকি রঙ্গে ॥ ৬

হাসিয়া কহেন দেবী এমন কি হয় ।

সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয় ॥ ৭

নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন ।

পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন? ॥ ৮

পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাধ করে ।

তার সাক্ষী মৃতপতি সঙ্গে পুড়ে মরে ॥ ৯

পুরুষেরা দেখ যদি নারী মরি যায় ।
 অস্ত্র নারী স্বরে আনে নাহি স্বরে তার ॥ ১০
 নিজ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা ।
 কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা ॥ ১১
 শুনিয়া কহেন শিব পাইয়া সরম ।
 তোমার সহিত নহে এমন মরম ॥ ১২
 তোমার শরীর আমি মাথায় করিয়া ।
 দেখিয়াছি ফিরিয়াছি পৃথিবী ঘুরিয়া ॥ ১৩
 চক্র করি চক্রপাশি চক্রেতে কাটিয়া ।
 মোর মাথা হইতে তোমা দিলা ছাড়াইয়া ॥ ১৪
 অঙ্গ প্রতি-অঙ্গ তবে পড়িল যেখানে ।
 ভৈরব হইয়া আমি রয়েছে সেখানে ॥ ১৫
 তবে মোরে হেন কথা কহ কি লাগিয়া ।
 আরবার যাবে বুঝি আমারে ছাড়িয়া ॥ ১৬
 শুনিয়া কহেন দেবী সহাসবদনে ।
 সমভাবে দৌহে এক হইবে কেমনে ॥ ১৭
 পাঁচ মুখ তোমার আমার এক মুখ ।
 সমভাবে অর্দ্ধভাগে তুমি পাবে দুখ ॥ ১৮
 দশ হাত তোমার আমার দুটী হাত ।
 সমভাগে অর্দ্ধভাগে হইবে উৎপাত ॥ ১৯
 শঙ্কর কহেন শুন পূর্ব সমাচার ।
 এক মুখ দুই হাত আছিল আমার ॥ ২০
 উর্দ্ধমুখে আগমে তোমার গুণ পাই ।
 দুই ভুজ উর্দ্ধ করি তোমায়ে ধোয়াই ॥ ২১

চারিবেঁচে তব গুণ গান করিবারে ।
 চারি মুখ দিল। তুমি অধিক আমারে ॥ ২২
 চারি তাল ধরিতে অধিক আট হাত ।
 দিয়াছ আপনি পূর্বে নিদ্রাহ পশ্চাৎ ॥ ২৩
 এত বলি এক মুখ দ্বিভুজ হইল।
 সাক্ষী করি এক মুখ রুদ্রাক্ষে রাখিল। ॥ ২৪
 হাসিয়া কহেন দেবী হইলা সমান ।
 হরগৌরী এক হই ইথে নাহি আন ॥ ২৫
 হুই জনে সহাসবন্ধনে রসরঞ্জে ।
 হরগৌরী এক হৈলা হুই অর্দ্ধ অঙ্গে ॥ ২৬
 এইরূপে হরগৌরী করেন বিহাব ।
 গজানন ষড়ানন হইল কুমার ॥ ২৭
 আজ্ঞা দিল। কৃষ্ণচন্দ্র ধনীর-ঈশ্বর ।
 বচিল ভারতচন্দ্র রাঘ গুণাকর ॥ ২৮

হরগৌরীরূপ ।

বিস্মিট—চুংরী ।

কি এ নিরুপম শোভা মনোরম
 হরগৌরী এক শরীরে ।
 খেত পীত বার রাজা হুটীপায়
 নিছনি লইয়া মরি রে ॥ ৬

আধ বাবুহাল ভাল বিবাজে

আধ পটাস্বর সুন্দর সাজে

আধ ফণিময় বিক্ষিণী বাজে

আধ ফণিফণ ধনি বে ।

আবই জুদয়ে হাডেব মালা

আব মণিময় হাব উজলা

অব গলে শোভে গবল কাল

আবই সুধামাপুতী বে ॥

এক হাতে শোভে বর্ণভূষণ

এক হাতে শোভে মণিবরণ

আব মুখে ভাস্কর্য্য ধূতবা ভক্ষণ

আবই তাম্বল পূরি রে ॥

ভাস্ক্রে তুলু তুলু এক লোচন

কজ্জলে উল্লস এক নয়ন

আধ গলে হরিতাল যুশোভন

আবই সিন্দূর পূরি রে ॥

কপাল লোচন আবই আধে

মিলন হইল বডই সাধে

দুই ভাগ অগ্নি এক অবোধে

হইল প্রণয় করি বে ॥

দৌহার আধ আধ আধশালী

শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি

আধ জটাজুট গজা সরসী

আবই চাকর কবরী রে ॥

এক কাণে শোভে ফণিমণ্ডল
 এক কাণে শোভে মণিকুণ্ডল
 আধ অঙ্গে শোভে বিভ্রতি ধবল
 আধই গন্ধ কল্লুবী রে ॥
 ভাবত কবি গুণাকর বায়
 কৃষ্ণচন্দ্র প্রেম ভকতি চায়
 হরগৌরীবিষা হইল সায়
 সনে বন হরি হরি হরিরে ॥
 ইতি শনিবাবের নিশাপা- ॥

কৈলাসবর্ণন ।

কৈলাস ভূধর অতি মনোহর
 কোটি-শলী পদ্মকাশ ।
 গন্ধর্ব্ব কিম্বর যক্ষ বিদ্যাধর
 অপরোগণেব বাস ॥ ১
 বজ্রনী বাসর মাস সংবৎসর
 দুই পক্ষ সাত বার ।
 তন্ত্র মন্ত্র বেদ কিছু নাহি ভেদ
 সুখদুঃখ একাকার ॥ ২
 তরু নানা জাতি লতা নানাভাতি
 ফলে ফুলে বিকসিত ।
 বিবিধ বিহঙ্গ বিবিধ ভূজঙ্গ
 নানা পশু অশোভিত ॥ ৩

অতি উচ্চতরে শিখরে শিখরে
সিংহ সিংহনাদ করে ।

কোকিল হুকারে ভ্রমর বাঁকারে
মুন্নির মানস হরে ॥ ৪

ভ্রম পালে পাল শাদুল-রাখাল
 কেশরী হস্তিরাখাল ।

ময়ূর ভুজঙ্গে ক্রীড়া করে রঙ্গে
ইন্দরে পোষে বিড়াল ॥ ৫

সবে পিয়ে সুখ। নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা।
কেহ না হিংস্র করে ।

যে যার ভক্ষক সে তার রক্ষক
সার অসার-সংসারে ॥ ৬

সম ধর্ম্মাধর্ম্ম সম কর্ম্মাকর্ম্ম
 শত্রু মিত্র সমতুল ।

জরা মৃত্যু নাই অপরূপ ঠাই
কেবল সুখের মূল ॥ ৭

চৌদিকে হস্তর সুখের সাগর
কলতরু সারি সারি ।

অগ্নিবেদোপরে চিত্তামণি-স্বরে
বসি গৌরী-ত্রিপুরারী ॥ ৮

শিব শক্তি মেলা। নানা রসে খেলা।
দিগম্বরী দিগম্বর ।

বিহার যে সব সে সব কি কব
 বিধি-বিমু-অগোচর ॥ ১

নন্দী দ্বারপাল ভয়ব বেতাল

কার্ত্তিকেশ গণপতি ।

ভূত প্রেত ষষ্ঠ ব্রহ্মদৈত্য রক্ষ

গণিতে কার শক্তি ॥ ১০

এক দিন হর ক্ষুধায় কাতর

গৌরীয়ে কহিল হাসি ।

ভারত ব্রাহ্মণ করে দিবেদন

দয়াকর কান্দীবাসি ॥ ১১

হর-গৌরীর বিবাদ সূচনা ।

গৌড়মাংস—ঋতত্রিতালী :

বিধি মোরে লাগিল রে বাদে ।

বিধি যার বিবাদী কি সাদ তার সাদে ॥

এ বড় বিষম ধন্দ যত করি ছন্দ বন্দ

ভাল ভাবি হয় মন্দ পড়িলু প্রমাদে ।

ধর্ম্মে জানি সুখ হয় তবু মন নাহি লয়

অধর্ম্মে বিবিধ ভয় তবু তাই স্বাদে ॥

মিছা দারা স্মৃত-লয়ে মিছা স্মৃথে সুখী হয়ে

যে রহে আপনা করে সে মজে বিবাদে ।

সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের আর সব মিছা ফের

ভারত পেয়েছে টের গুরুর প্রমাদে ॥ ১ ॥

শকর কহেন শুন শুনহ শকরি ,

ক্ষুধায় কাপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি ॥ ১

ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆନିଆ ଯୋଗାହି ।
 ସାଦ କରେ ଏକଦିନ ପେଟ ଭରେ ଖାହି ॥ ୨
 ସକଳେବ ଷରେ ଷରେ ନିତ୍ୟ ବିରି ମେଗେ ।
 ସରମ ଭରମ ଗେଲ ଉଦବେଗ ଲେଗେ ॥ ୩
 ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଭିକ୍ଷା ମାଗି କାଟିଲାମ ବାଳ
 ତବୁ ଘୁଟାଇତେ ନାରିଲାମ ବାଷଛାଣ ॥ ୪
 ଆବ ସବେ ଭୋଗ କବେ ଏତ ମତ ଶୁଖ
 କପାଳେ ଆଞ୍ଜନ ଯୋବ ନା ଘୁଟିଲ ଘୁଷ ॥ ୫
 ନୀଚ ଲୋକେ ଘଟ୍ଟ ଡାକେ ସହିତେ ନା ପାରି
 ଭିକ୍ଷା ମାଗି ନାମ ହେଲ ଶବ୍ଦର ଭିତ୍ତାରି ॥ ୬
 ବିଧାତାର ଲିଖନ କାହାର ସାବ୍ୟ ଖିଞ୍ଜି ।
 ଗୃହିଣୀ ଭାଗ୍ୟେବ ମତ ପାହିଁଛାଛି ଚଣ୍ଡୀ ॥ ୭
 ସର୍ବଦା କନ୍ଦଳ ବାଜେ କଥାସ୍ କଥାସ୍ ।
 ବସ-କଥା କହିତେ ବିବସ ହସେ ଥାୟ ॥ ୮
 କିବା ଶୁଭକ୍ଷଣେ ହୋଇ ଶୁଭକ୍ଷଣ ସବ ।
 ଖାହିତେ ନା ପାନ୍ଧୁ କହୁ ପୁରିୟା ଉଦର ॥ ୯
 ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ଗୃହିଣୀ ଗୃହିଣୀ ଆଛେ ଯାବା ।
 କତ ମତେ ସ୍ବାମୀବ ସେବନ କରେ ତାବା ॥ ୧୦
 ଅନିର୍ବାହେ ନିର୍ବାହ କରସେ ଏତ ଦାସ ।
 ଆହା ମରି ଦେଖିଲେ ଚକ୍ରୁର ପାପ ଯାସ ॥ ୧୧
 ପରମ୍ପରା ପରମ୍ପର ଶୁନି ଏହି ଶୁଦ୍ର ।
 ଶ୍ରୀଭାଗ୍ୟେ ଧନ ପୁରୁଷେବ ଭାଗ୍ୟେ ପୁତ୍ର ॥ ୧୨
 ଏହିରୂପେ ଦୁଇ ଜନେ ବାଢ଼ିଛେ ବାକୁଛଳ ।
 ଭାରତେ ବିଦିତ ଭାଲ ଘୁଞ୍ଚେର କନ୍ଦଳ ॥ ୧୩

হরগৌরীর কন্দল ।

শুম্ বিঁঝিট—একতালা ।

কেবা এমন ঘরে থাকিবে । জয় !

এ দুঃখ সহিতে কেবা পারিবে ॥

আপনি মাথেন ছাই আমারে কহেন তাই
কেবা বালাই ছাই মাখিবে ।

দামাল ছাবাল দুটি অন্ন চাচে ভূমে লুটি
কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে ॥

বিষপানে নাচি ভয় কথা কৈতে ভয় হয়
উচিও কহিলে স্বন্দ্ব বাড়িবে ।

মা বাপ পাষণ হিয়া হেন ঘরে দিল বিয়া
ভারত এ দুখে ঘর ছাড়িবে ॥ ৪

শিবায় হইল ক্রোধ শিল্পে বচনে ।

ধক্ ধক্ জলে অগ্নি ললাট-লোচনে ॥ ১

গুনিলি বিজয়া জয়্য বুড়াটির বোল ।

আমি যদি কই তবে হবে গোণুগোল ॥ ২

হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী ।

চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী ॥ ৩

গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোবিক ।

বয়সে না দেখি গাছ পাথর বস্ত্রীক ॥ ৪

সম্পদেও সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি ।

রসনা কেবল কথা সিন্দূকের কুঁজি ॥ ৫

কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া ।
 কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া ॥ ৬
 আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন ।
 উহার কপালে সবে হয়েছে নন্দন ॥ ৭
 কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয় ।
 কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয় ॥ ৮
 অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই ।
 মোর আসিবার পূর্বকালি ধন কই ॥ ৯
 গিয়াছিলে বুড়াটী যখন বর হয়ে ।
 গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে ॥ ১০
 বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ পাড়ু ।
 খুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড়ু ॥ ১১
 তখন যে ধন ছিল এখন সে ধন ।
 তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ ॥ ১২
 উহার ভাগ্যের বলে হইয়াছে বেটা ।
 কারে কব এ কোতুক বুঝিবেক কেটা ॥ ১৩
 বড় পুত্র গজমুখ চারি হাতে খান ।
 সবে শুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান ॥ ১৪
 ভিক্ষা মাগি খুলকণা যে পান ঠাকুর ।
 তাহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর ॥ ১৫
 ছোট পুত্র কার্তিকেশ্বর ছয় মুখে খায় ।
 উপায়ের সীমা নাই ময়ূরে উড়ায় ॥ ১৬
 উপযুক্ত দুই পুত্র আগনি যেমন ।
 সবে বরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ ॥ ১৭

করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে ।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে ॥ ১৮
শাঁখা শাড়ী সিন্দূর চন্দন পান গুয়া ।
নাহি দেখি আশ্রয় কেবল আচাভুয়া ॥ ১৯
ভারত কহিছে মাগো কত বল আর ।
শিবের যে তিরস্কার সেই পুরস্কার ॥ ২০

শিবের ভিক্ষায় গমনোদযোগ ।

ভবানীর কণ্ঠ ভাষে লজ্জা হইল কৃতিবাসে
 ক্ষুধানলে কলেবর দহে ।
 বেলা হৈল অতিরিক্ত পিণ্ডে হৈল গলা তিক্ত
 বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে ॥ ১৮
 হেটমুখে পঞ্চানন নন্দীরে ডাকিয়া কন
 বৃষ আন যাইব তিক্কায় ।
 আন শিল্পা হাড়মাল ডমরু বাধের ছাল
 বিভূতি লেপিয়া দেহ গায় ॥ ২
 আন রে ত্রিশূল ঝুলি প্রমথ সকল গুলি
 যত গুলি ধুত্বার ফল ।
 বলি ভরা সিদ্ধিগুঁড়া লহ রে ষোটনা কুঁড়া
 জটায় আছয়ে গজাজল ॥ ৩
 স্বর উজড়িয়া বাব তিক্কায় যে পাই খাব
 অদ্যাবধি ছাড়িছু কৈলাস ।

নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা

তাহার উচিত বনবাস ॥ ৪০

বৃদ্ধকাল আপনার নাহি জানি রোজগার

চাষবাস বাণিজ্য ব্যাপার ।

সকলে নির্গুণ কয় ভূলায়ে সর্বস্ব লয়

নাম মাত্র রহিয়াছে সার ॥ ৫

যত আনি তত নাই না ঘুটিল খাই খাই

কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া ।

এত বলি দিগম্বর আরোহিয়া বৃষবর

চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া ॥ ৬

শিবের দেখিয়া গতি শিবা কন ক্রোধমতি

কি করিল একা ঘরে রয়ে ।

বৃথা কেন দুঃখ পাই বাপের মন্দিরে ঘাই

গণপতি কার্তিকৈয় লয়ে ॥ ৭

যে ঘরে গৃহস্থ হেন সে ঘরে গৃহিণী কেন

নাহি ঘরে সদা খাই খাই ।

কি করে গৃহিণীপনে খন খন ঝান ঝানে

আসে লক্ষ্মী বেড় বান্ধে নাই ॥ ৮

—বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ

রাজসেবা কত খচ মচ ।

গৃহস্থ আছয়ে যত সকলের এই মত

ভিক্ষা মাগা নৈব চ নৈব চ ॥ ৯

হইয়া বিরস-মন লয়ে গুহ-গজানন

হিমালয়ে চলিলা অভয়া ।

ভারত বিনশে কয়

এমত উচিত নয়

নিষেধ করিয়া বহে জয়া ॥ ১০

জয়ার উপদেশ ।

কহে সখী জয়া শুন গো অভয়

একি কব ঠাকুরালি ।

ক্রোধে করি ভর যাবে বাপ-স্বর

খেয়াতি হবে কাঙ্গালি ॥ ১

মিছা ক্রোধ করি আপনা পাসরি

কি কর ছাবা খেলা ।

সুখ-মোক্ষ-বাম অন্নপূর্ণা নাম

সংসারসার-ভেলা ॥ ২

অন্নপূর্ণা হয়ে অন্ন দেহ কয়ে

দাঁডাবে ক হার বাছে ।

দেখিয়া কাঙ্গালি সবে দিবে গালি

রহিতে না দিবে নাছে ॥ ৩

জননী ব আশে যাবে পিতৃবাসে

ভাজে দিবে সদা তাড়া ।

বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সন্তাবে ৷

যদি দেখে লক্ষ্মী ছাড়া ॥ ৪

যা বলি তা কর নিজ মূর্তি ধর

বস অন্নপূর্ণা হয়ে ।

কৈলাসশিখর অঙ্গে পূর্ণ কর

অগ্নিতেব অন্ন লয়ে ॥ ৫

তিন ভূমণ্ডলে যে স্থলে যে স্থলে

যত যত অন্ন আছে ।

কটাক্ষ করিয়া আন আহরিয়া

রাখ আপনার কাছে ॥ ৬

কমল-আসন আদি দেবগণ

কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ ।

কমলা প্রভৃতি যতেক প্রকৃতি

এই স্থানে দেহ তরু ॥ ৭

কিরি বরে বর হইয়া ফাঁকর

কোথাও না গেয়ে অন্ন ।

আপনি শঙ্কর আসিবেন বর

হইয়া অতি বিষর ॥ ৮

অন্ন দিয়া তাঁরে সকল সংসারে

আপনা প্রকাশ কর ।

প্রকাশিয়া তন্ত্রে অন্নপূর্ণা-মন্ত্রে

লোকের যন্ত্রণা হর ॥ ৯

তিন ভূমণ্ডলে পূজিবে সকলে

চৈত্রশুক্ল-অষ্টমীতে ।

দ্বিতীয়া-অম্বিত অষ্টাহ সঙ্গীত

বিসর্জন নবমীতে ॥ ১০

পূজিবে যে জনে তাহার ভবনে

হইবে লক্ষী অচলা ।

আর যত আছে সব হবে পাছে

কহিবে অষ্টমঙ্গলা ॥ ১১

কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ দেবী-পুত্ররূপ

অন্নপূর্ণাব্রতদাস ।

ভারত ব্রাহ্মণ কহে শ্রবচন

অন্নদা পুরাণ্ড আশ ॥ ১২

— — —

অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তিধারণ ।

বেহাগ—একতালা ।

অন্নপূর্ণা জয় জয় দূর কর ডবডয় ।

তুমি সৰ্ব্বময় তোমা হইতে হয়

সৃজন পালন লয় ।

কত মায়া কর কত কায়া ধর

বেদের গোচর নয় ॥

বিধি হরি হর আদি চরাচর

কটাক্ষেতে কত হয় ।

ছাড় ছায়া মায়া দেহ পদছায়া

ভারত বিনয়ে কয় ॥ ৫ ॥

জয়ার বচনে দেবী মানিয়া প্রবোধ ।

বসিলেন হস্তমুখী দূরে গেল ক্রোধ ॥ ১

বিশাই বিশাই বলি করিলা স্মরণ ।

যোড়হাতে বিশ্বকর্মা দিলা দরশন ॥ ২

শুনরে বিশাই বাছা লহ মোর পান ।
 পানপাত্র হাতা দেহ করিয়া নিৰ্ম্মাণ ॥ ৩
 মর্ষ্য বুঝি বিশ্বকর্ষা আক্কা পাবামাত্র ।
 রতন-নিৰ্ম্মিত দিল হাতা পানপাত্র ॥ ৪
 রতন-মুকুট দিল নানা অলঙ্কার ।
 অমূল্য কাঁচুণী শাড়ী উড়ানী যে আর ॥ ৫
 বসিবারে মণিময় দিলা কোকনদ ।
 আলীষ করিলা মাতা হও নিরাপদ ॥ ৬
 মায়া কৈল মহামায়া কহিতে কে পারে ।
 হবিল যতেক অন্ন আছিল সংসারে ॥ ৭
 কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি নারায়ণ ।
 কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি পদ্মাসন ॥ ৮
 কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি মৃত্যুঞ্জয় ।
 কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি হরি হয় ॥ ৯
 দেব দেবী ভুজঙ্গ কিন্নর আদি যত ।
 সৃষ্টি কৈল কোটি কোটি কোটি কোটি শত ॥ ১০
 কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড হইল এক ঠাই ।
 কেমন হইল মেনে মনে আসে নাই ॥ ১১
 অন্নের-পৰ্কষিত পরমান্ন-সরোবর ।
 হুও মধু দুগ্ধ আদি সাগর সাগর ॥ ১২
 কে রাখে কে বাড়ে কেবা দেয় কেবা খায় ।
 কোলাহল গণ্ডমোল কহা নাহি যায় ॥ ১৩
 অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কলরব এক ঠাই ।
 জয় জয় অম্লপূর্ণা বিনা শব্দ নাই ॥ ১৪

অস্ত্র দিল। কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর ।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ১২

শিবের ভিক্ষাযাত্রা ।

ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া ।
ত্রিলোক ভ্রমেন অন্ন চাহিয়া চাহিয়া ॥ ১
যেখানে যেখানে হর অন্ন হেতু যান ।
হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান ॥ ২
এবম্‌ এবম্‌ বম্‌ বন বাজে গাল ।
ভভম্‌ ভভম্‌ ভম্‌ শিঙ্গা বাজে ভাল ॥ ৩
ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজিছে ।
তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া পিশাচ নাচিছে ॥ ৪
দূরে হৈতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা ।
শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গচিঙ্গা ॥ ৫
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ ।
কেহ বলে বুড়াটা খেলাও দেখি সাপ ॥ ৬
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল ।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল ॥ ৭
কেহ বলে ভাল করি সিঙ্গাটা বাজাও ।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও ॥ ৮
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া ।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া ॥ ৯

কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুল ফল ।
 কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিস্ত গরল ॥ ১০
 আর আর দিন তাহে হাসেন গোসাঁই ।
 ওদিন ওদন বিনা ভাল লাগে নাই ॥ ১১
 চেত রে চেত রে চেত ডাকে চিদানন্দ ।
 চেতনা যাহার চিতে সেই চিদানন্দ ॥ ১২
 যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী ।
 যে জন অচেতচিত্ত সেই সদা দুখী ॥ ১৩
 এত বলি অন্ন দেহ কহিছেন শিব ।
 সবে বলে অন্ন নাই বলহ কি দিব ॥ ১৪
 কি জানি কি দৈব আজি হৈল প্রতিকূল ।
 অন্ন বিনা সবে আজি হযেছি আকূল ॥ ১৫
 কান্দিছে আপন শিশু অন্ন না পাইয়া ।
 কোথায় পাইব অন্ন তোমার লাগিয়া ॥ ১৬
 আজি মেনে ফিরি মাগ শঙ্কর ভিখারি ।
 কালি আস দিব অন্ন আজি ত না পারি ॥ ১৭
 এইরূপে শঙ্কর ফিরিয়া ঘর ঘর ।
 অন্ন না পাইয়া হৈলা বড়ই কাতর ॥ ১৮
 ক্রমে ক্রমে ত্রিভুবন করিয়া ভ্রমণ ।
 বৈকুণ্ঠে গেলেন যথা লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥ ১৯
 অসি লক্ষ্মী অন্ন দেহ ডাকেন শঙ্কর ।
 ভারত কহিছে লক্ষ্মী হইলা কাঁকর ॥ ২০

শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ ।

কহে লক্ষ্মী শুন গৌরীপতি ।

কহিতে না বাক্য সরে অন্ন নাহি মোর ঘরে

আজি বড় দৈবের দুর্গতি ॥ ১

আমি লক্ষ্মী সর্ব ঠাই মোর ঘরে অন্ন নাই

ইহাতে প্রত্যয় কেবা কবে ।

শুনিয়া শঙ্কর কন ফিরিলাম ত্রিভুবন

এই কথা সকলের হবে ॥ ২

গুমান হইল গুঁড়া না মিলিল খুন্ কুঁড়া

ফিরিলু সকল পাড়া পাড়া ।

হাভাতে বদ্যাপি চার সাগর শুকায়ে যায়

হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মী ছাড়া ॥ ৩

লক্ষী বলে অন্ন নাই আর যাব কার ঠাই

ভুবনে ভাবিয়া নাহি পাই ।

গলে সাপ বাকি চাই তবু অন্ন নাহি পাই

কপালে দিলেক বিধি ছাই ॥ ৪

কত সাপ আছে গায় হাভাতেরে নাহি খায়

গলে বিষ সেহ নাহি বধে ।

কপালে অনল জ্বলে সেহ না পোড়ায় বলে

না জানি মরিব কি ঔষধে ॥ ৫

ঘরে অন্ন নাহি যার মরণ মঙ্গল তার

তার কেন বিলাসের সাধ ।

যার নারী সূতা সূত সদা অন্নকষ্টযুত

সর্বদা তাহার অবসাদ ॥ ৬

দেখিয়া শিবের খেদ লক্ষ্মী কয়ে দিলা ভেদ

কেন শিব করহ বিষাদ ।

অন্নপূর্ণা ধার স্বরে সে কান্দে অন্নের তরে

এ বড় মায়া'র পরমাদ ॥ ৫

গৌরী অন্নপূর্ণা হয়ে জগতের অন্নলয়ে

কৈলাসে পাতিয়াছেন খেলা ।

এতক ব্রহ্মাণ্ড আছে সকলি তাঁহার কাছে

তাঁরে কেন করিয়াছ হেলা ॥ ৮

আমার যুক্তি ধর কৈলাসে গমন কর

আমি আদি সকলি সেখানে ।

তোনারে কবার তরে আমি আছিলাম ববে

এই আমি যাই সেই খানে ॥ ৯

এত বলি চন্দ্রশ্রিয়া কৈলাসে রহিল গিয়া

শিব গেলা ভাবিয়া চিন্তিয়া ।

দেখি অন্নদার ক্রোডা শিবের হইল রাডা

তত্ত্ব কিছু না পান ভাবিয়া ॥ ১০

কত কোটি হরিহর পদ্মাসনে পুরন্দর

কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মিলিত ।

সুখে নানা বসুধায় স্তুতি পড়ে নাচে গায়

দেখি শিব হইল মোহিত ॥ ১১

বেশি কোটি কোটি হরে স্থাণু স্থাণু হৈলা ডরে

অন্নপূর্ণা অন্তরে জানিয়া ।

ভারতের উপরোধে বিসর্জিয়া দিয়া ক্রোধে

অন্নদালা নিকটে আনিয়া ॥ ১২

শিবে অন্নদান ।

অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অন্ন ।
 অন্ন খান শিব সুখসম্পন্ন ॥ ১
 কারণ-অমৃত পূরিত করি ।
 বহু-পানপাত্র দিলা ঈশ্বরী ॥ ২
 সমুত্ত-পলানে পুরিয়া হাতা ।
 পরশেন হরে হরিষে মাতা ॥ ৩
 পঞ্চমুখে শিব খাবেন কত ।
 পূরেন উদর সাধের মত ॥ ৪
 পায়স-পয়োধি সপুসপিয়া ।
 পিষ্টক-পর্কিত কচমচিয়া ॥ ৫
 চুহু চুহু চুহু চুষ্য চুষিয়া ।
 কচর মচর চর্ক্য চিবিয়া ॥ ৬
 লিহ লিহ লিহে লেহ লেহিয়া ।
 চুমুকে চকচক পেয় পিয়া ॥ ৭
 জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া ।
 নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া ॥ ৮
 হরিষে অবশ অলস অঙ্গে ।
 নাচেন শঙ্কর রঙ্গ-তরঙ্গে ॥ ৯
 লটপট জটা লপটে পায় ।
 কঁর কঁর করে জাহ্নবী তায় ॥ ১০
 গর গর গরজে ফণী ।
 দপ্ দপ্ দপ্ দীপয়ে মণি ॥ ১১

ধক্ ধক্ ধক্ তালে অনল ।

তর্ তর্ তর্ চাঁদমণ্ডল ॥ ১২

সরু সরু সরে বাষ্পের ছাল ।

দলমল দোলে মুণ্ডের মাল ॥ ১৩

তাধিয়া তাধিয়া বাজয়ে তাল ।

তাতা থেই থেই বলে বেতাল ॥ ১৪

ববম্ ববম্ বাজয়ে গাল ।

ডিমি ডিমি বাজে ডমরু ভাল ॥ ১৫

ভভম্ ভভম্ বাজয়ে শিঙ্গা ।

মৃদঙ্গ বাজয়ে তাধিঙ্গা-ধিঙ্গা ॥ ১৬

পঞ্চমুখে গেয়ে পঞ্চমতালে ।

নাচেন শঙ্কর বাজায়ে গালে ॥ ১৭

নাটক দেখিয়া শিবঠাকুর ।

হাসেন অন্নদা মূহ মধুর ॥ ১৮

অন্নদা অন্ন দেহ এই যাচে ।

ভারত ভুলিল ভবের নাচে ॥ ১

অন্নপূর্ণামাহাত্ম্য ।

ভূপালী—ক্রত ত্রিতালী ।

জয় জগদীশ্বর জয় জগদম্বে ।

ভব ভবরাণী ভব-অবলম্বে ॥

শিব শিবকায় হর হরজায়া

পরিহর মায়া অব অবিলম্বে ॥

যদি করি মমতা হত হয় যমতা

দিবি ভুবি সমতা গুহহের্ষে ॥

তব জন যবা সুরপতি কেবা

যম দেই সেবা শিবপরিলম্বে ॥

ভব-জল তরণে রাখহ চরণে

ভারত চরণে করি কাদম্বে ॥ ৫ ॥

এইরূপে অন্নপূর্ণা আপনা প্রকাশি ।

হরিল। যতেক মায়া মহামায়া হাসি ॥ ১

বসিলা গিরিশ গৌরী কৌতুক অশেষ ।

সমুখে করেন ক্রৌড়া কার্তিক গণেশ ॥ ২

দু দিকে বিজয়া জয়া নন্দী দ্বারপাল ।

ডাকিনী যোগিনী ভূত ভৈরব বেতাল ॥ ৩

অন্নপূর্ণামহিমা দেপিয়া মহেশ্বর ।

প্রকাশ করিলা তনু : স বস্ত্রতর ॥ ৪

উপাসনা পূজা ধ্যান কবচ সাধন ।

ধন্য অর্থ কাম মোক্ষ ফলে নিয়োজন ॥ ৫

বিস্তর অন্নদাকল্পে অল্পে কব কত ।

কিঞ্চিৎ কহিহু নিজ বুদ্ধিশুদ্ধি মত ॥ ৬

যে জন করষে অন্নপূর্ণা-উপাসনা ।

বিধি হরি হর তার করয়ে মাননা ॥ ৭

ইহলোকে নানা ভোগ করে সেই জন ।

পরলোকে মোক্ষ পায় শিবের লিখন ॥ ৮

অন্নপূর্ণা মহামায়া মহাবিদ্যা মাজ ।

যাঁর বরে স্বর্গে লক্ষ্মী ইন্দ্র দেবরাজ ॥ ৯

ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব ঘাঁর করি উপাসনা ॥
 বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব ঘাঁর করিয়া মাননা ॥ ১০
 শিবের শিবত্ব ঘাঁর উপাসনাফলে ।
 নিগম আগমে ঘাঁরে আদ্যাশক্তি বলে ॥ ১১
 দয়া কর দয়াময়ী দানব-দমনী ।
 দক্ষসুতা দাক্ষায়ণী দরিদ্র্যদলনী ॥ ১২
 হৈমবতী হরপ্রিয়া হেরম্বজননী ।
 হেম-হীরাহারময়ী হিরণ্যবরণী ॥ ১৩
 হইলা নন্দের সুতা হরিসহায়িনী ।
 হেরি হাহাকার হর হরিণহেরিণী
 কামরিপু কামিনী কামলা কামেশ্বরী ।
 করুণা-কটাক্ষ কর কিছু কৃপা করি ॥ ১৫
 রাজার আনন্দ কর রাজ্যের কুশল ।
 যে শুনে এ গীত তার করহ মঙ্গল ॥ ১৬
 গায়নে বায়নে মা গো মাগি এই বর ।
 অঙ্গে পূর্ণ কর স্বর গলে দেহ স্বর ॥ ১৭
 শুনিতে মঙ্গল তব যার ভক্তি হয় ।
 ধন পুত্র লক্ষ্মী তার স্থির যেন রয় ॥ ১
 কৃষ্ণচন্দ্র-আদেশে ভারতচন্দ্র গায় ।
 হরিহরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥ ১৯
 ইতি রবিবারের দ্বিবাঙ্গালা ॥

শিবের কাণীবিষয়ক চিন্তা ।

পুণ্যভূমি বারাণসী বেষ্টিত বরণা অসি
যাহে গঙ্গা আসিয়া মিলিত ।

আনন্দকানন নাম কেবল কৈবল্য-ধাম
শিবের ত্রিশূলোপরি স্থিত ॥ ১

বাপী বাহে জ্ঞানবাণী নামে মোক্ষ পায় পাণী
মহিমা কহিতে কেবা পারে ।

মণিকণী পুষ্করিণী মোক্ষপদ-বিধায়িনী
সার বস্তু অসার-সংসারে ॥ ২

দশাশ্বমেধের ষাট চৌষাট্টি যোগিনী পাট
নানা স্থানে নানা মহাস্থান ।

তীর্থ তিন কোটি সাড়ে এক ঋণ নাহি ছাড়ে
সকল দেবের অধিষ্ঠান ॥ ৩

মহেশের রাজধানী দুর্গা বাহে মহারাণী
যাহে কালভৈরব প্রহরী ।

শমনের অধিকার না হয় স্মরণে যার
ভবসিদ্ধ তরিবার তরি ॥ ৪

যাহে জীব ত্যজি জীব সেইরূপে হয় শিব
পুনঃ নহে জঠর-যাতনা ।

দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ দম্বজ মন্বজ রক্ষ
সবে যার করয়ে কামনা ॥ ৫

শিবলিঙ্গ সংখ্যাতীত যাহে সদা অধিষ্ঠিত
তাহাতে প্রধান বিশেষ্বর ।

যত যত যশোধাম প্রকাশি আপন নাম
 শিবলিঙ্গ স্থাপিতা বিস্তর ॥ ৬
 দেবতা কিন্নর নর সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর
 তপস্তা করয়ে মোক্ষ-আশে ।
 দেখিয়া কালীর শোভা মহেশের মনোলোভা
 বিহরেন ছাড়িয়া কৈলাসে ॥ ৭
 সর্ব সুখময় ঠাই সবে মাত্র অন্ন নাই
 দেখিয়া ভাবেন সদাশিব ।
 অনেকের হৈল বাস সকলের অন্নআশ
 কি প্রকারে অন্ন যোগাইব ॥ ৮
 আপন আহার বিষ ধ্যানে যায় অহর্নিশ
 অন্নসনে নাহি দরশন ।
 এখানে বসিবে যারা অন্নজীবী হবে তারা
 অন্ন বিনা না রবে জীবন ॥ ৯
 এত ভাবি ত্রিলোচন সমাধিতে দিয়া মন
 বসিলেন চিন্তাযুক্ত হয়ে ।
 অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠানে অন্নে পূর্ণ কর স্থানে
 ভারত দিলেন যুক্তি কয়ে ॥ ১০



বিশ্বকর্ম্মার প্রতি পুরী নিৰ্ম্মাণের অনুমতি ।

ভব ভাবি চিতে পুরী নিৰ্ম্মাইতে

বিশ্বকর্মে কৈলা ধ্যান ।

বিশ্বকর্মা আসি প্রবেশিলা কালী

জোড়হাতে সাবধান ॥ ১

বিশ্বকর্মে হর কহিলা বিস্তর

শুন রে ব'ছা বিশাই ।

অন্নপূর্ণা আসি বসিবেন কালী

দেউল দেহ বানাই ॥ ২

বিশ্বকর্মা শুনি নিজ পুণ্য গুণি

দেউল কৈলা নিৰ্ম্মাণ ।

অন্নদা-মুরতি নিরুপম অতি

নিরমায় সাবধান ॥ ৩

রতন দেউল ভুবনে অতুল

কোটি রবি প্রকাশ ।

বিবিধ বন্ধান অপূৰ্ণ নিৰ্ম্মাণ

দেখি স্থখী কুন্তিবাস ॥ ৪

দেউল ভিতরে মণিবেদীপরে

চিন্তামণির প্রতিমা ।

চতুর্ভুজপ্রদা গড়িল অন্নদা

অনন্ত নাম মহিমা ॥ ৫

মণিময়চ্ছদ গড়ে কোকনদ

অরুণকিরণ শোভা ।

ভুবনমণ্ডল করয়ে উজ্জ্বল

মহেশ্বরে মনোলোভা ॥ ৬

তাহার উপরি পদ্মাসন করি

অন্নদা-মূর্তি গড়ে ।

পদতল রঞ্জে দেখি অষ্ট অঙ্গ

অরুণ চরণে পড়ে ॥ ৭

অতি নিরমল চরণযুগল

সুশোভিত নথ হুঁদে ।

দিনে দিনে ক্ষীণ কলঙ্কে মলিন

কত শোভা হবে চাঁদে ॥ ৮

মণিকরিকর উরু মনোহর

নিতম্বে রত্নকিঙ্কিণী ।

ত্রিবলীর ভঞ্জে অনন্তের অঙ্গে

বাকি রাখে মাত্রা ক্ষীণি ॥ ৯

সুখ-সরোবর নাভি মনোহর

মদনশফরীধাম ।

কামের কুন্তল অতি সুকোমল

রোমাবলী অভিরাম ॥ ১০

স্বয়ম্ভু শঙ্কর উচ কুচবর

সুধাসিদ্ধু বিশ্বরাজে

রত্নকমল মৃণাল কোমল

সুবলিত ভুজ সাজে ॥ ১১

কারণ-অমৃত পলান্ন সমুত্ত

পানপাত্র হাতা শোভে ।

মুখে শঙ্কর নাচেন সুন্দর
 অন্ন খেয়ে অন্নলোভে ॥ ১২
 (পাটি সুধাকর বদন সুন্দর
 রতন মুকুট শিরে ।
 অর্দ্ধশলী ভালে কেশ মল্লীমালা
 অলি মধুলোভে ফিরে ॥ ১৩
 অন্নদা মুবতি দেখি পশুপতি
 বিশাইরে দিলা বর ।
 কৃষ্ণচন্দ্র-মত বচিলা ভারত
 কবি বায় গুণাকর ॥ ১৪

অন্নপূর্ণার-পুরীনির্ম্মাণ ।

দেউলের শোভা দেখি বিশাই মোহিল ।
 চৌদিকে প্রাচীর দিয়া পুরী নির্ম্মাইল ॥ ১
 সমুখে করিল। সরোবর মনোহর ।
 মাণিকে বান্ধিল। ষাট দেখিতে সুন্দর ॥ ২
 সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত আদি মণিগণ ।
 দিয়া কৈল চারি পাড় অতি সুশোভন ॥ ৩
 তুলিল পাতালগঙ্গা । ভাগবতীজল ।
 সুশীতল সুবাসিত গভীর নির্ম্মল ॥ ৪
 গড়িল স্ফটিক দিয়া রাজহংসগণ ।
 প্রবালে গড়িলা ঠোঁট সুরঙ্গ চরণ ॥ ৫

সূর্য্যকান্তমণি দিয়া গড়িল কমল ।
 চন্দ্রকান্তমণি দিয়া গড়িল উৎপল ॥ ৬
 নীলমণি দিয়া গড়ে মধুকরপাঁতি ॥
 নানা পক্ষী জলচর গড়ে লানা তাঁতি ॥ ৭
 ডাহকা ডাহকী গড়ে খঞ্জনী খঞ্জন ।
 সারসা সারসী গড়ে বক বকীগণ ॥ ৮
 তিস্তিরী তিস্তিরা পানিকাক পানিকাকী ।
 কুরলী কুরল চক্রেবাক চক্রেবাকী ॥ ৯
 কাদাখোঁচা দলপিপী কামি কোড়া কঙ্ক ।
 পানিতর বেণেবউ গড়ে কংসুরঙ্গ ॥ ১০
 হাঙ্গর কুস্তীর গড়ে শুশুক মকর ।
 নানাজাতি মৎস্ত গড়ে নানা জলচর ॥
 চীতল ভেকুট রুই কাতল মুগাল ।
 বানি লাটা গড়ুই উলকা শোল শাল ॥ ১২
 পাকাল খয়রা চেল তেচক্ষা এলেক্সা ।
 গুতিয়া ভাঙ্গন রাগি ভোলা ভোলচেঙ্গা ॥ ১৩
 মাগুর গাগর আড়ি বাটা বাচা কই ।
 কালবসু বাঁশপাতা শঙ্কর ফলই ॥ ১৪
 শিজি ময়া পাবদা বোয়ালি ডানিকোণা ।
 চিঙ্গড়ী টেঙ্গরা পুঁটী চান্দাগুঁড়ো সোণা ॥ ১৫
 গাজদাড়া ভেদা চেন্স কুড়িশা খলিশা ।
 খরশুলা তপসিয়া পাঁজাস ইলিশা ॥ ১৬
 চারি পাড়ে বিশ্বকর্মা নির্ম্মায় উদ্যান ।
 নানাজাতি বৃক্ষ গড়ে সুন্দর বন্ধান ॥ ১৭

অশোক কিংশুক চাপা পুন্নাগ কেশর ।
 করবীর গন্ধবাজ বকুল টগর ॥ ১৮
 শেহলী পীয়লী দোনা পাকল রঙ্গণ ।
 মাগতী মাধবীলতা মল্লিকা কাঞ্চন ॥ ১৯
 জবা জুতা জাতী চন্দ্রমল্লিকা মোহন ।
 চন্দ্রমণি সূর্য্যমণি অতি সুশোভন ॥ ২০
 কনকচম্পক ভ্রমিচম্পক কেতকী ।
 চন্দ্রমুখী সূর্য্যমুখী অতসী ধাতকী ॥ ২১
 কদম্ব বাকস বক কৃষ্ণকোঁকী কুন্দ ।
 পারিজাত মধুমল্লী বিঁটী মুচুকুন্দ ॥ ২২
 আম জাম নারিকেল জাম্বীর কাঁটাল ।
 খাজুর গুঁবাক শাল পিয়াল তমাল ॥ ২৩
 হিজোল তেঁতুা তাল বিন্ন আমলকী ।
 পাকুড় অশ্বথ বট বাল্য হরীতকী ॥ ২৪
 ইত্যাদি বিবিধ বৃক্ষ ফুল-ফলধর ।
 তার শোভা হেতু গড়ে বিহঙ্গ বিস্তর ॥ ২৫
 ময়না শালিকা টিয়া তোতা কাকাতুয়া ।
 চাতক চকোব হুরী তুরী রাস্তচুয়া ॥ ২৬
 ময়ূব ময়ূরী সারী শুক আদি ধগ ।
 কোকিল কোকিলা আদি ময়াল বিহগ ॥ ২৭
 সীকরা বহরী বাসা বাজ তুরমুতী ।
 কাহাকুহী লগড় বগড় জোড়াধুতী ॥ ২৮
 শকুনি গৃধ্রী হাড়গিলা মেটেচিল ।
 শঙ্খচিল নীলকর্ণ শ্বেত রক্ত নীল ॥ ২৯

ঠেটী ভেটী ভাটা হরিতাল গুড়গুড় ।
 নানাজাতি কাক পের্চা বাবুই বাহুড় ॥ ৩০
 বাকচা হারীত পারাবত পাকরাল ।
 ছাতারিয়া করকটে ফিঙ্গা দহিয়াল ॥ ৩১
 চড়ই মনিয়া পাবহুয়া টুনটুনি ।
 বুলবুল জল আদি পক্ষী নানা গুণি ॥ ৩২
 বউ-কথা-কহ আর দেশের কি হবে ।
 বনশোভা যে সব পক্ষির কলরবে ॥ ৩৩
 ভীমরুল ডাঁশ মশা বোরলা প্রভৃতি ।
 গড়িয়া গড়িছে পশু বিবিধ আকৃতি ॥ ৩৪
 সরভ কেশরী বাঘ বানর গণ্ডার ।
 ষোড়া উট মহিষ হরিণ কালসার ॥ ৩৫
 বানর ভালুক গরু ছাগল শশারু ।
 বরাহ কুক্কুর ভেড়া খটাস সজারু ॥ ৩৬
 ঢোলকান খেঁকি খেঁকুশৈয়ালি ষোড়ারু ।
 রারশিঙ্গা বাওটাঙ্গি কস্তুরী তুলারু ॥ ৩৭
 গাধা মোধা হাপা হাউ চমরী শৃগাল ।
 হোড়ার নকুল শোলা গবয় বিড়াল ॥ ৩৮
 কাকলাস ধেড়ে মুষা ছুঁচা আজ নাই ।
 সৃষ্টি হেতু জোড়ে জোড়ে গড়িলা বিশাই ॥ ৩৯
 বনমানুষাদি গড়ি মনে বাড়ে রঙ্গ ।
 নানামতে নানা জাতি গড়িছে ভুজঙ্গ ॥ ৪০
 কেউটে খয়িল কালীগোখুরা ময়াল ।
 বোড়া চিড়ি শঙ্খচূড় সূচে ব্রহ্মজাল ॥ ৪১

শাঁখিনী চামর কোষা হুতার সকার ।
 খড়ীচোঁচ অজগর বিষের ভাণ্ডার ॥ ৪২
 তক্ষক উদয়কাল ডাড়াশ কানাড়া ।
 লাউডগা কাউশর কুয়ে বেতাছাড়া ॥ ৪৩
 ছাতারে শীঘড়চাঁদা নানাজাতিবোড়া ।
 ঢেমনা মেটিলী পুঁয়ে হেলে চিতি বোড়া ॥ ৪৪
 বিছা বিছু পিপীড়া প্রভৃতি বিষধর ।
 ২ ষ্টি হেতু জোড়ে জোড়ে গড়িল বিস্তর ॥ ৪৫
 সরোবর বনশোভা দেখি সুখী শিব ।
 জীবন্তাসমন্ত্রেতে সবার দিলা জীব ॥ ৪৬
 আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ৪৭

দেবগণ-নিমন্ত্রণ ।

পুরষী—ক্রত ত্রিতালী ।

চল কালীমাবো সবে খাব ।
 অন্নদা পুজিবে শিব দেখিবারে পাব ॥
 মণিকর্ণিকার জলে স্নান করি কুতূহলে
 অন্নদামঙ্গল ছলে হরগুণ গাব ।
 পাপ তাপ হবে ছন্ন নানারস সুসম্পন্ন
 অন্নদা দিবেন অন্ন মহাসুখে খাব ॥
 শিব শিব শিব কয়ে জ্ঞানবাগী-কূলে রয়ে
 সুখে রব শিব হয়ে কোথায় না খাব ।

শিবের করুণা হবে দেখিব ভবানী ভবে
ভারত কহিছে তবে হরিভক্তি চাব ॥ ১ ॥

শিবের আনন্দ অল্পপূর্ণ আরাধনে ।

নিমজ্জন করিলা সকল দেবগণে ॥ ১

হংসপৃষ্ঠে আইলা সগণ প্রজাপতি ।

গণসহ বিষ্ণু সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী ॥ ২

গণসহ গণেশ আইলা গজানন ।

দেবসেনা সঙ্গে লয়ে দেব ষড়ানন ॥ ৩

দেবগণ সঙ্গে লয়ে ইন্দ্র দেবরাজ ।

ইন্দ্রাণী আইলা সঙ্গে দেবীর সমাজ ॥ ৪

নিজগণ সঙ্গে করি অনল আইলা ।

পরিবার সঙ্গে যম আসিয়া মিলিলা ॥ ৫

নৈঋত আইলা সঙ্গে লয়ে নিজ গণ ।

অর্তি পেয়ে বরুণ আইলা ততক্ষণ ॥ ৬

সগণ পবন-বেগে আইলা পবন ।

কুবের আইলা সঙ্গে লয়ে নিজগণ ॥ ৭

শিবের বিশেষমূর্তি আইলা ঈশান ।

মূর্তিভেদে প্রজাপতি আইলা বেগবান ॥ ৮

আইলা ভূজঙ্গপতি থাকিয়া পাতালে ।

আদর করিলা শিব দেখি দিগ্গজ ॥ ৯

দ্বাদশমূর্তি সহ আইলা ভাস্কর ।

বোলকলা সহিত আইলা শশধর ॥ ১০

আপন মঙ্গল হেতু মঙ্গল আইলা ।

ধর সহিত বুধ আসিয়া মিলিলা ॥ ১১

দেবগণ-গুরু আইলা গুরু ভট্টাচার্য্য ।
 দৈত্যগুরু মহাকবি আইলা শুক্ৰাচার্য্য ॥
 মন্দগতি মহাবেগে আইলা শনৈশ্চর ।
 আইল রাহু কেতু অর্দ্ধ অর্দ্ধ কলেবর ॥ ১৩
 সিদ্ধ সাধ্য পিতৃ বিশ্বদেব বিদ্যাধর ।
 অপর গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস ঐশ্বর ॥ ১৪
 দেবঋষি ব্রহ্মঋষি রাজঋষিগণ ।
 একে একে সবে শিবে দিল দরশন ॥ ১৫
 চারি ভাই সনক সনন্দ সনাতন ।
 সনৎকুমার দেখা দিল ততক্ষণ ॥ ১৬
 বশিষ্ঠ প্রচেতা ভৃগু পুলস্ত্য পুন্ডহ ।
 নারদ অঙ্গির অত্রি দক্ষ ক্রতু সহ ॥ ১৭
 আইলেন পিতা পুত্র পরাশর ব্যাস ।
 শুকদেব আইলা যাহে পুরণপ্রকাশ ॥ ১৮
 যম আপস্তম্ব শঙ্খা সিংহিত গৌতম ।
 হুর্কাসা জৈমিনি গর্গ কপিল কর্দম ॥ ১৯
 কাত্যায়ন যাজ্ঞবল্ক্য অসিত দেবল ।
 জামদগ্ন্য ভরদ্বাজ ধেয়ানে অটল ॥ ২০
 দধীচি অগস্ত্য বর্ণ মোভরি লোমশ ।
 বিশ্বামিত্র ঋষ্যশৃঙ্গ বাহ্মকি তাপস ॥ ২১
 ভার্গব চব্যান ঔষি নু শাতাতপ ।
 উত্তঙ্ক ভরত ধৌম্য কণ্ঠ্যপ কাণ্ঠ্যপ ॥ ২২
 নৈমিষারণ্যের ঋষি শৌনকাদিগণ ।
 বালখিল্যগণ আইল না হয় গণন ॥ ২৩

জয়শঙ্ক নমঃশঙ্ক শঙ্ক-ঘণ্টারব ।
 বেদগান স্তুতিপাঠ মহামহোৎসব ॥ ২৪
 অন্তর্পূর্ণা-পুরী আর মূর্তি দেখিয়া ।
 পরস্পর সকলে কহেন বাখানিয়া ॥ ১৫
 তোমার কৃপার কথা শঙ্কর কি কব ।
 তোমা হৈতে অন্তর্পূর্ণা দেখি সুখী হব ॥ ২৬
 ব্রহ্মময়ী অন্তর্পূর্ণা ধ্যানে অগোচর ।
 পরমেশ্বর পরম পুরুষ পরাংপর ॥ ২৭
 এত দিন যার মূর্তি না দেখি নয়নে ।
 এত দিন যার নাম না শুনি শ্রবণে ॥ ২৮
 নিগমে আগম্বে গুঢ় যাহার ভজন ।
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে নিয়োজন ॥ ২৯
 ইহ লোক ভোগ পরলোকে মোক্ষ হয় ।
 কেবল কৈবল্যরূপ সর্বশাস্ত্রে কয় ॥ ৩০
 হেন মূর্তি প্রকাশ করিলা তুমি শিব ।
 তোমার মহিমা সীমা কেমনে কহিব ॥ ৩১
 ভব-দুঃখসাগর সকলে কৈলা পার ।
 বিশ্বনাথ বিনা কারে লাগে বিশ্বভার ॥ ৩২
 তন্মৈ অন্তর্পূর্ণা মন্ত্র তুমি প্রকাশিলা ।
 মূর্তি প্রকাশি তাহা পূরণ করিলা ॥ ৩৩
 মূর্তি দেখি পরস্পর কহেন সকলে ।
 নির্মাণসম্পূর্ণ ফল হয় ভাগ্যবলে ॥ ৩৪
 শঙ্কর কহেন সবে কহিলা উত্তম ।
 এখন আমার মনে নাহি ঘুচে ভ্রম ॥ ৩৫

যদি মোর ভাগ্যে অন্নপূর্ণা দয়া করে ।
 তবেত সার্থক নহে চেষ্টায় কি করে ॥ ৩৬
 করিয়াছি পুরী বটে হয়েছে প্রতিমা ।
 তাঁর অধিষ্ঠান হয় তবেত মহিমা ॥ ৩৭
 এত বলি মহাদেব আরস্তিলা তপ ।
 কৈলা পুরশ্চরণ কতেক কত জপ ॥ ৩৮
 তপস্তায় মহাযোগী বসিলা শঙ্কর ।
 রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ৩৯

শিবের পঞ্চতপ ।

তপস্বী হইলা হর অন্নদা ভাবিয়া ।
 লোভ মোহ কাম ক্রোধ আদি তেয়াগিয়া ॥ ১
 জটা ভস্ম হাড়মালা শোভা হৈল বড় ।
 ব্রহ্মরূপ অন্নপূর্ণা ধ্যানে হৈলা দড় ॥ ২
 বিছাইয়া মৃগছাল বসিলা আসনে ।
 করে লয়ে ন্যপমালা মুদ্রিতনয়নে ॥ ৩
 দিগম্বর বিভূতিভূষিত কলেবর ।
 গলে যোগপট উপবীত বিষধর ॥ ৪
 বৈশাখে দারুণ রৌদ্রে তপস্তা হুঙ্কর ।
 চৌদিকে জালিয়া অগ্নি উপরে ভাস্কর ॥ ৫
 জ্যৈষ্ঠমাসে এইরূপে পঞ্চতপ করি ।
 অন্নপূর্ণা-ধ্যানে যায় দিবসশরীরী ॥ ৬

আশাঢ়ে বরষে মেঘ শিলা বজ্রাবাত ।
 একাসনে বসিয়া রজনী-দিনপাত ॥ ৭
 শ্রাবণে দারুণ রুষ্টি রজনী বাসর ।
 একাসনে অনশনে ধ্যান নিরন্তর ॥ ৮
 ভাদ্রমাসে আট দিকে পরিপূর্ণ বান ।
 রজনী-দিবস বসি একাসনে ধ্যান ॥ ৯
 আশ্বিনে অশেষ কষ্টে করেন কঠোর ।
 ছাড়িয়া আহার নিদ্রা তপ শ্রুতি ঘোর ॥ ১০
 কার্তিকে কঠোর বড় কহিবারে দায় ।
 অনশনে দিবস-রজনী কত যায় ॥ ১১
 অতিশয় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার ।
 উগ্র তপ করে উগ্র কহিতে অপার ॥ ১২
 পৌষমাসে দারুণ চিমানী পরকাশ ।
 রাত্রিদিন জলে বসি নিত্য উপবাস ॥ ১৩
 বাষেব বিক্রম সম মাঘেব শিশির ।
 রাত্রিদিন জলে বসি কম্পিত-শরীর ॥ ১৪
 ফাল্গুনে দারুণ তপ করেন শঙ্কর ।
 উদয়াস্ত অস্তোদয় করিলা বিস্তর ॥ ১৫
 চৈত্রেব বিচিত্র তপ কহিবেক কেবা ।
 উর্দ্ধপদে অধোমুখে অনপের মেবা ॥ ১৬
 ভাবিয়া ভাবিয়া অনুভব করি ভব ।
 পঞ্চমুখে বিবিধ বিদ্যানে কৈলা স্তব ॥ ১৭
 অন্নপূর্ণা অন্নদাত্রী অবতীর্ণা হও ।
 কানীতে প্রকাশ হয়ে বিশ্বপূজা লও ॥ ১৮

আনন্দকানন কাশী করিয়াছি স্থান ।
 তব অধিষ্ঠান বিনা কেবল শ্বাশান ॥ ১৯
 তুমি মূলপ্রকৃতি সকল বিশ্বমূল ।
 সেই ধন্য তুমি যারে হও অনুকূল ॥ ২০
 তুমি সকলের সার অসার সকল ।
 যেখানে তোমার দয়া সেখানে মঙ্গল ॥ ২১ ✓
 ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তোমার ভঞ্জে ।
 সেই ধন্য তুমি দয়া কর যেই জনে ॥ ২২
 সত্ত্ব রজ তমোগুণে প্রবেশিয়া তুমি ।
 সৃষ্টি কৈলা সুরলোক রসাতল তুমি ॥ ২৩
 বিধি বিষ্ণু আমি আদি নানা মূর্তি ধর ।
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় নিত্য কর ॥ ২৪
 আনন্দকানন কাশী সানন্দ করিয়া ।
 বিহার করহ মোরে সদয়া হইয়া ॥ ২৫
 এইরূপ তপশ্চাষ গেল কত কাল ।
 শরীরে জন্মিল শাল পিয়াল তমাল ॥ ২৬
 চর্ম্ম মাংস আদি গেল অস্থিমাত্র শেষ ।
 তথাপি না হয় অন্নদার দয়ালেশ ॥ ২৭
 এইরূপ তপ করে যত সহচর ।
 রচিত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ২৮

ব্রহ্মাদির তপ ।

শিবের দেখিয়া তপ করিতে অনন্যদম

ব্রহ্মা হইলেন ব্রহ্মচারী ।

একাসনে অনশনে অনন্যদম ধ্যান মনে

অক্ষসূত্র কামণ্ডলুধারী ॥ ১

গদা চক্র তেয়াগিয়া পাঞ্চজন্ত বাজাইয়া

অনন্যদম-উদ্দেশে পদ্য দিয়া ।

অনশনে যোগ ধরি তপস্তা করেন হরি

রমা বাণী সংহতি করিয়া ॥ ২

স্বধর্ম্মে হানি বাজ তপ করে দেবরাজ

সহস্রলোচনে জল ঝরে ।

সঙ্গে লয়ে দেবীগণে অনন্যদম ভাবিয়া মনে

ইন্দ্রাণী দারুণ তপ করে ॥ ৩

উর্দ্ধে দুই পদ ধরি হেটে অগ্নি দীপ্ত করি

অগ্নি করে অগ্নিসেবা তপ ।

একাসনে অনশনে অনন্যদম-ধ্যান মনে

সম লীত বরিষা আতপ ॥ ৪

ছাড়ি নিজ অধিকার সঙ্গে লয়ে পরিবার

শমন দারুণ তপ করে ।

দারুণ তপের ক্রেশ অস্থি হৈল অবশেষ

বল্লীক জ্বলিল কলেবরে ॥ ৫

নৈঋত রাক্ষসরীত কর্তার তপেতে প্রীত

নিজ মুণ্ড দেয় বলিদান ।

পুনর্ব্বার মাথা হব নিজ রক্ত মাংসময়

বলি দিয়া করয়ে ধেয়ান ॥ ৬

বরুণ আপন পাশ গলায় বান্ধিয়া ফাঁস

প্রাণ বলিদান দিতে মন ।

অন্নকার অমুগ্রহে পরাণ বিরোগ নহে

অস্থিমধ্যে অন্ত্যথ জীবন ॥ ৭

পবন আহার করি নিয়মে পরাণ ধরি

পবন করয়ে ষোর তপ ।

উনপঞ্চাশত ভাগে একভাবে অনুরাগে

দিবানিশি অন্নপূর্ণ-জপ ॥ ৮

কুবের ছাড়িয়া ভোগ আশ্রয় কবিত্তা যোগ

অহর্নিশ একাসনে ধ্যান ।

দারুণ তপের ক্রেশ অস্থি চর্ম্ম অবশেষ

সমাধি ধরিয়া আছে জ্ঞান ॥ ৯

শিবের বিশেষ কায় ঈশানের তপস্তায়

ত্রিলোক হইল টলমল ।

কপালে অনল জ্বালি শিরোধৃত হৃত ঢালি

ধ্যানধারণায় অচঞ্চল ॥ ১০

প্রজাপতি রূপভেদে উচ্চারিয়া চারি বেদে

উর্দ্ধপতি উর্দ্ধমুখে জপে ।

দিকাদিক ভেদ নাই টলমল সর্ব্ব ঠাই

ষোর অঙ্ককার ষোর তপে ॥ ১১

সহস্র মুখের স্তবে নিজগণ-কলরবে

তপস্তা করয়ে নাগব্রাজ ।

গ্রহ তারা রাশিগণ ব্রহ্মঋষি যত জন

বিদ্যাধর কিন্নর সমাজ ॥ ১২

যত দেবঋষিগণ সিদ্ধ সাধ্য পুণ্যজন

রাজঋষি মহর্ষি সকল ।

একাসনে অনশনে তপস্যা অনগ্রমনে

দেহে তরু জন্মিল সকল ॥ ১৩

সকলের তপস্যায় দয়া হৈল অন্নদায়

অবতীর্ণ হইলা কাশীতে ।

সকলেরে দিতে বর প্রতিমায় কৈলা ভর

সুধাদৃষ্টে হাসিতে হাসিতে ॥ ১৪

সকলে চেতনা পেয়ে চৌদিকে দেখেন চেয়ে

অনুকম্পা হৈল অনুভব ।

দূরে গেল হাহাকার জয়শব্দ নমস্কার

ভুবন ভরিল কলরব ॥ ১৫

চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি

বিজ-রাজকেশরী রাঢ়ীয় ।

তঁার সভাসদবর কহে রায় গুণাকর

অন্নপূর্ণা পদছায়া দিয় ॥ ১৬

অন্নপূর্ণাব অধিষ্ঠান ।

মোহিনী বসন্ত—ঠুংরী ।

বলকোকিল অলিকুল বকুলফুলে
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি-দেউলে ॥
কমল-পরিমল লয়ে নীতল জল
পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে ॥
বসন্ত বাজা আনি ছয় রাগিণী রাণী
কবিল রাজধানী অশোকমূলে ॥
কুসুমের পুনঃপুন ভ্রমব গুন গুন
মদন দ্বিল গুণ ধনুক-হলে ॥
যতেক উপবন কুসুমের অশোভন
মধুমুদিত-মন ভারত ভূলে ॥ ৬ ॥

মধুমাস প্রফুল্ল কুসুম উপবন ।
সুগন্ধি মধুব মন্দ মলয়-পবন ॥ ১
কুহ কুহ কুহ কুহ কোকিল বৃষ্কারে ।
গুন গুন গুন গুন ভ্রমর বৃষ্কারে ॥ ২
অশোভিত ওরুলতা নবদলপাতে ।
তর তর থর থর বর বর বাতে ॥ ৩
অলি পিয়ে মকরন্দ কমলিনী-কোলে ।
অধে দোলে মন্দবায়ের জলের হিল্লোলে ॥ ৪
বরে বরে নানা ছন্দে বসন্তের গান ।
সঙ্গে ছয় রাগিণী বসন্ত মূর্তিমান ॥ ৫

শুকতরু শুকলতা রসেতে মুঞ্জরে ।
 মুঞ্জরীতে মুকুল আকুল মন করে ॥ ৬
 তরুকুল প্রফুল্ল কুসুমছলে হাসে ।
 তাহে শোভে মধুকর মধুকরী-পাশে ॥ ৭
 ধন্ত ঋতু বসন্ত সুধন্ত চৈত্রমাস ।
 ধন্ত শুক্লপক্ষ যাহে জগত-উল্লাস ॥ ৮
 তাহাতে অষ্টমী ধন্তা ধন্ত নাম জয়া ।
 অর্দ্ধচন্দ্র ভালে শোভে সাক্ষাত অভয়া ॥ ৯
 অবতীর্ণা অন্নপূর্ণা হইলা কানীতে ।
 প্রতিমায় ভর করি লাগিলা হাসিতে ॥ ১০
 মণিবেদীপরে চিত্তামণির প্রতিমা ।
 বিশ্বকর্ষ্মসুনির্মিত অপারমহিমা ॥ ১১
 চন্দ্র সূর্য্য অনল জিনিয়া প্রভা যার ।
 দেবী অধিষ্ঠানে হৈল কোটিগুণ তার ॥ ১২
 প্রতিমাপ্রভাবে যত দেবঋষিগণ ।
 ভূতলে পড়িলা সবে হয়ে অচেতন ॥ ১৩
 দৃষ্টিহুধাবৃষ্টিতে সকলে জ্ঞান দিয়া ।
 কহিতে লাগিলা দেবী ঐবদ্ হাসিয়া ॥ ১৪
 শুন শুন যত দেবঋষি-আদিগণ ।
 এতেক কঠোর তপ কৈলা কি কারণ ॥ ১৫
 কম্পমান কলেবর করি জোড়কর ।
 সমুখে রহিলা সবে ভয়ে নিকৃষ্টর ॥ ১৬
 করুণা-আঁকর মাতা দয়া হৈল চিতে ।
 কহিতে লাগিলা দেবী হাসিতে হাসিতে ॥ ১৭

চিরদিন তপস্তায় পাইয়াছ দুখ ।
 অনশনে সকলের শুখায়েছে মুখ ॥ ১৮
 এস এস বাছা সব সুখে অন্ন খাও ।
 শেষে মনোনীত বর দিব যাহা চাও ॥ ১৯
 এত বলি অন্নদা সকলে দেন অন্ন ।
 অন্ন খান সবে সুখে আনন্দসম্পন্ন ॥ ২০
 গামকরে পানপাত্র রতন-নির্মিত ।
 কারণ-অমৃত-পরিপূর্ণ অভুলিত ॥ ২১
 সমুতপলান্নে পরিপূর্ণ রত্নহাতা ।
 ডানি করে ধরি অন্ন পরশেন মাতা ॥ ২২
 কোথায় রন্ধন কেহ দেখিতে না পান ।
 পরশেন কখন না হয় অনুমান ॥ ২৩
 সকলে ভোজন-কালে দেখেন এমনি ।
 আমারে দিচ্ছেন অন্ন অন্নদা জননী ॥ ২৪
 পিষ্টক-পর্বত পরমান্ন-সরোবর ।
 দ্বত মধু দুগ্ধ আদি সাগর সাগর ॥ ২৫
 চক্ষ্য চূষ্য লেহ্য পেয় আদি নানা রস ।
 সকলে ভোজন করি আনন্দে অবশ ॥ ২৬
 জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া বলিয়া ।
 সকলে করেন স্তুতি নাচিয়া গাইয়া ॥ ২৭
 আনন্দসাগরে সবে মগন হইয়া ।
 প্রণতি করিয়া কন বিনতি করিয়া ॥ ২৮
 অন্নে পূর্ণ কর বিশ্ব বিশেষত কাম্বী ।
 করিব তোমার পূজা এই অভিলাষী ॥ ২৯

পূজিতে তোমার পদ কাহার শক্তি ।
 তবে পূজা করি যদি দেহ অনুমতি ॥ ৩০
 তোমার সামগ্রী দিয়া পূজিব তোমায়ে ।
 লাভে হৈতে বর পাব তরিব সংসারে ॥ ৩১
 অঙ্গীকার কৈলা দেবী সহাস অন্তর ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ৩২

শিবের অন্নদাপূজা ।

আনন্দে ত্রিনয়ন সহিত দেবগণ
পূজেন নানা আয়োজনে ।
সুধত্ব চৈত্র মাস অষ্টমী সুপ্রকাশ
বিশদ পক্ষ শুভক্ৰমে ॥ ১
বিরিকি পুরোহিত বিধান সুবিদিত
পূজক আপনি মহেশ ।
আপনি চক্রপাণি যোগান জব্য আমি
নৈবেদ্য অশেষ বিশেষ ॥ ২
সূর্যাঙ্গি নবগ্রহ আপন গণসহ
ইন্দ্ৰাদি দিকৃপাল দশ ।
কিন্নরগণ গায় অপ্সর নাচে তায়
গন্ধর্ব্ব করে নানা রস ॥ ৩
নারদ আদি যত দেবার্ষি শত শত
চৌদিকে করে বেদগান ।
বিবিধ উপচার অশেষ উপহার
অনেকবিধ বলিদান ॥ ৪

অন্নদা জয় জয় সকল দেবে কয়

ভুবন ভরি কোলাহল ।

আনন্দে শূলপাণি করিয়া ষোড়পাণি

পূজেন চরণ-কমল ॥ ৫

দেউল-বেদীপর প্রতিমা মনোহর

তাহাতে অধিষ্ঠিত মাতা ।

সর্বতোভদ্র নাম মণ্ডল চিত্রধাম

লিখিল আপনি বিধাতা ॥ ৬

সমুখে হেমঘট আচ্ছাদি চারুপট

পড়িরা স্বস্তি ঋদ্ধি-বিধি ।

সকল সমাচরি গন্ধাধিবাস করি

বিধানবিজ্ঞ ভাল বিধি ॥ ৭

পূজিয়া গজানন ভাস্কর ত্রিলোচন

কেশব কৌমিকীচরণ ।

পূজিয়া নবগ্রহ ঋদিকুপালদশসহ

বিবিধ আবরণগণ ॥ ৮

চরণ-সরসিজ পূজিয়া জপি বীজ

নৈবেদ্য দিয়া নানামত ।

মহিষ মেঘ ছাগ প্রভৃতি বলিভাগ

বিবিধ উপচার যত ॥ ৯

সমাপি হোমক্রিয়া অন্নাদি নিবেদিয়া

মঙ্গল ইতিহাস গানে ।

বাজায়ে বাদ্যগণ করিয়া জাগরণ

দক্ষিণা বিবিধ বিধান ॥ ১০

পূজার সমাধানে প্রণমি সাবধানে
 সকলেই পাইগেন বর ।
 অন্নদাপদতলে বিনয় করি বলে
 ভারত রায় গুণাকর ॥ ১১

অন্নদার বরদান ।

ভবানী বাণী বল একবার ।
 ভবানী ভবানী স্নমধুর বাণী
 ভবানী ভবের সার ॥ ১ ॥
 দেবগণে দিয়া দেবী মনোনীত বর ।
 শিবেরে কহেন শিবা স্তমহ শঙ্কর ॥ ১
 এই বারাণসী পুরী করিয়াছ তুমি ।
 ইহার পরশপুণ্যে ধন্ত হৈল ভূমি ॥ ২
 এই যে প্রতিমা মোর করিলা প্রকাশ ।
 এই স্থানে সর্বদা আমার হৈল বাস ॥ ৩
 কলিকালে এ পুরী হইবে অদর্শন ।
 মোর অবলোকন রহিবে সর্বক্ষণ ॥ ৪
 এই চৈত্রমাস হৈল মোর ব্রতমাস ।
 গুরুপক্ষ মোর পক্ষ তুমি ব্রতদাস ॥ ৫
 এই তিথি অষ্টমী আমার ব্রততিথি ।
 ধন্ত সে এ দিনে মোরে যে করে অতিথি ॥ ৬
 অষ্টাহমঙ্গল যেই শুনে ইতিহাস ।
 তাহার নিবাসে সদা আমার নিবাস ॥ ৭

একমনে মোব গীত যে কবে মাননা
 আমি পূর্ণ করি তার মনেব কামনা ॥ ৮
 চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী পাইবা ।
 গাইবে সঙ্গীত মোর সঙ্গ করিয়া ॥ ৯
 দ্বিতীয়ায় দেখি নবশশির উদয় ।
 আবন্ত কবিরে গীত দিয়া জয় জয় ॥ ১০
 অষ্টমীব বজ্রনাতে গেঘে আগরণ ।
 নবমীতে অষ্টমঙ্গলায় সমাপন ॥ ১১
 অচলা প্রতিমা মোর স্বরে যে রাখিবে ।
 বন পুত্র লক্ষ্মী তার অচলা হইবে ॥ ১২
 বাতুমণী মোব বারি প্রতিষ্ঠা করিয়া ।
 যেই জন রাখে হবে প্রত্যহ পূজিয়া ॥ ১৩
 তার স্বরে সদা হয় আমার বিশ্রাম ।
 করতলে তাব ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম ॥ ১৪
 কামনা কবিয়া কেহ আম'র মঙ্গল ।
 গাষায় যদ্যপি শুন তার ক্রমফল ॥ ১৫
 আরন্তিয়া শুক্রবাবে বিদি ব্যবস্থায় ।
 সমাপিবে শুক্রবাবে অষ্টমঙ্গলায় ॥ ১৬
 পালা কিস্বা আগরণ যে কবে মাননা ।
 গাইবে যে দিন ইচ্ছা পূরিবে কামনা ॥ ১৭
 যেই জন উপাসনা কবিরে আমার ।
 বর্ম অর্থ কাম মোক্ষ কবতলে তাব ॥ ১৮
 বর পেয়ে মহানন্দ হইলা মহেশ ।
 করিলা বিস্তর স্তুতি অশেষ বিশেষ ॥ ১৯

বিদায় হইয়া যত দেবঋষিগণ ।
 আপন আপন স্থানে করিলা গমন ॥ ২০
 নিজ নিজ ঘরে সবে মহাকুতূহলে ।
 করিলা অনন্যপূজা অষ্টাহমঙ্গলে ॥ ২১
 অন্তে পূর্ণ হইল তুবনচতুর্দশ ।
 সকলে করয়ে ভোগ নানামত রস ॥ ২২
 কৃপা কর কৃপাময়ি কাতর-কিঙ্করে ।
 করুণা-সাগর বিনা কেবা কৃপা করে ॥ ২৩
 মহামায়া মহেশমহিলা মহোদরী ।
 মহিষমর্দিনী মোহরূপা মহেশ্বরী ॥ ৩১
 নন্দনন্দনের প্রতি হইয়া সহায় ।
 নন্দের নন্দিনী হয়ে গেলা মথুরায় ॥ ২৫
 কুরুক্ষেত্রে হৈল কুরু-পাণ্ডবের রণ ।
 যাহে অবতরি হরি ভার্য্যবতারণ ।
 আর্ধ্যা বলি তোমারে অর্জুন কৈলা স্তব ।
 যে কালে সারথি তার হইল কেশব ॥ ২৫
 সত্ত্ব রজ তম তিন গুণের জননী ।
 অপার সংসারপারে তুগি নারায়ণী ॥ ২৮
 রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল ।
 যে শুনে মঙ্গল তার করহ মঙ্গল ॥ ২৯
 কৃষ্ণচন্দ্র-আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায় ।
 হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥ ৩০
 ইতি রবিবারের নিশাপালা ॥

ব্যাসবর্ণন ।

ব্যাস নারায়ণ-অংশ ঋষিগণ-অবতংস
 যাহা হৈতে আঠার পুরাণ ।
 ভারত পঞ্চম বেদ নানা মত পরিস্ফুট
 বেদভাগ বেদান্ত বাখান ॥ ১
 সদা বেদপরায়ণ প্রকাশিলা নারায়ণ
 শিষ্যগণ ঐশ্বর্যসংহতি ।
 পিতা ঐশ্বর্য পরাশর শুকদেব বংশধর
 জননী যাহার সত্যবতী ॥ ২
 দাড়াইলে জটাতার চরণে লুঠায় তাঁর
 কঙ্কলোমে আচ্ছাদয়ে হাঁটু ।
 পাকার্গোফ পাকাদাড়ি পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি
 চলনে কতক আঁটুবাঁটু ॥ ৩
 কপালে চড়ক কোঁটা গলে উপবীত মোটা
 বাহুমূলে শঙ্খচক্রে-রেখা ।
 সর্কাস্ত্রে শোভিত ছাবা কলি-মৃগ বাঘথাবা
 সারি সারি হরিনাম লেখা ॥ ৪
 তুলসীর কণ্ঠী গলে লস্কি মালা করতলে
 হাতে কাণে ধরে ধরে মালা ।
 'কোশা কুশী কুশাসন কঙ্কতলে সুশোভন
 তাহে কৃষ্ণসারমৃগছালা ॥ ৫
 কটিতটে ডোর ধরি তাহাতে কোঁপীন পরি
 বহির্বাসে করি আচ্ছাদন ।

ভব সৰ্ব বোমকেশ বিশ্বনাথ প্রমথেশ
 দেবদেব ভৌম গঙ্গাধর ॥ ১২
 ঈশ্বর ঈশান ঈশ কালীধর পার্কতাশ
 মন্দোদেব উগ্র শূলধব ।
 বিকপাক্ষ দিগম্বর, ত্র্যম্বক গিরিশ হন
 রুদ্র পুরহর স্মরহর ॥ ১৩
 এইরূপে ঋষি যত শিবের সেবায় রত
 দেখি ব্যাস নিবেবিয়া কন ।
 ভাবত পুবাণে কথ ব্যাসেব কি ভাস্তি হয়
 বুঝা যাবে ভাস্তি সে কেমন ॥ ১৪

শিবপূজা-নিষেধ ।

বিভাস—দ্রুত ত্রিতালী ।

কি কব নর হরি ভজ রে ।
 ছাড়িয়া হরিব নাম কেন মজ রে
 তরিবারে পরিণাম হর জপে হরিনাম
 হরি ভজি পূর্ণকাম কমলজ রে ।
 ভব ষোর পারাবার হরিনাম তরি তার
 হরিনাম লগ্নে পার হৈল গজ রে ।
 ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম এ চারি বর্গের ধাম
 বেদে বলে হরিনাম স্মখে যজ রে ।
 গুরুবাক্য শিরে ধরি রহিয়াছি সার করি
 ভারতের ভূষা হরিপদরজ রে ॥ ১৫ ॥

বেদব্যাস কহেন শুনহ ঋষিগণ ।
 কি ফলে বিফল কর শিবের সেবন ॥ ১
 সৰ্বশাস্ত্র দেখিয়া সিদ্ধান্ত কৈলু এই ।
 ভজনীয় সে জন যে জন মোক্ষ দেই ॥ ২
 অস্ত্রের ভজনে হয় ধর্ম অর্থ কাম ।
 মোক্ষ ফল কেবল কৈবল্য হরিনাম ॥ ৩
 অশ্রু অশ্রু ফল পাবে ভক্তি অশ্রুজনে ।
 মোক্ষপদ পাবে যদি ভজ নারায়ণে ॥ ৪
 নিরাকার ব্রহ্ম তিন-রূপেতে সাকার ।
 সত্ত্ব রজ্জু তমোগুণ প্রকৃতি তাঁহার ॥ ৫
 রজোগুণে বিধি তাহে লোভের উদয় ।
 তমোগুণে শিবরূপ অহঙ্কারময় ॥ ৬
 সত্ত্বগুণে নারায়ণ কেবল চিন্ময় ।
 যুক্তি করি দেখি বিষ্ণু বিনা মুক্তি নয় ॥ ৭
 তমোগুণে অধোগতি অজ্ঞানের পাকে ।
 মধ্যগতি রজোগুণে লোভে বান্ধা থাকে ॥
 সত্ত্বগুণে তত্ত্বজ্ঞান করতলে মুক্তি ।
 অতএব হরি ভজ এই সার যুক্তি ॥ ৯
 সত্য সত্য এই সত্য আরো সত্য করি ।
 সৰ্বশাস্ত্রে বেদ মুখ্য সৰ্বদেবে হরি ॥ ১০
 বেদে রামায়ণে আর সংহিতা পুরাণে ।
 আদি অন্তে মধ্যে হরি সকলে বাখানে ॥ ১১
 এত শুনি শৌনকাদি লাগিলা কহিতে ।
 কি কহিলা ব্যাসদেব না পারি সহিতে ॥ ১২

নয়ন মুদিয়া দেখে বিশ্ব তমোময় ।
 ইথে বুঝি ব্রহ্মরূপ তম বিনা নয় ॥ ১৩
 তমোগুণে অহঙ্কার দোষ কিবা দিবে ।
 অহঙ্কার নহিলে কি ভেদ ব্রহ্ম ধীবে ॥ ১৪
 সত্ত্ব রজঃ প্রভাব ক্ষণেক বিনা নয় ।
 তমের প্রভাব দেখে চিরকাল রয় ॥ ১৫
 রজোগুণে সৃষ্টি তাহে কেবল উদ্ভব ।
 সত্ত্বগুণে পালন বিবিধ উপদ্রব ॥ ১৬
 তমোগুণে প্রলয় কৈবল্য পরিণাম ।
 বুঝহ লক্ষণে আর মোক্ষ কার নাম ॥ ১৭
 রজোগুণে কোমার যৌবন সত্ত্বগুণে ।
 তমোগুণে জরা দেখে গুরু কোটি গুণে ॥ ১৮
 রজোগুণে বিধি তাঁর নাভিতটে স্থান ।
 সত্ত্বগুণে বিষ্ণুর হৃদয়ে অধিষ্ঠান ॥ ১৯
 তমোগুণে শিব তাঁর ললাটে আলয় ।
 ভাবি দেখে তমোগুণ কত উচ্চ হয় ॥ ২০
 তুমি ব্যাস রচিয়াছ আঠার পুরাণ ।
 তথাপি এমন কহ এ বড় অজ্ঞান ॥ ২১
 সকলে প্রত্যয় করি তোমার কথায় ।
 তোমার এমন কথা এ ত বড় দার ॥ ২২
 এই কথা কহ যদি কাশীমাকো গিয়া ।
 তবে সবে হরি ভজি হরেরে ছাড়িয়া ॥ ২৩
 এত বলি শৌনকাঙ্গি নিজগণ লয়ে ।
 বারাণসী চলিল শিবের নাম কয়ে ॥ ২

আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরনীঈশ্বর ।

রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ২৫

শিব-নামাবলী ।

ভৈরবী—ঠুংরী ।

জয় শিবেশ শঙ্কর সর্বস্বধ্বজেশ্বর

মৃগাক্ষশেখর দিগম্বর ।

জয় শ্মশাননাটক বিষাণবাদক

হতাশভাগক মহত্তর ॥

জয় সুরারিনাশন বুবেশবাহন

ভূজঙ্গভূষণ জটাধর ।

জয় ত্রিলোককারক ত্রিলোকপালক

ত্রিলোকনাশক মহেশ্বর ॥

জয় রবীন্দ্রপাবক ত্রিনেত্রধারক

খলাঙ্গকান্তক হতস্মর ।

জয় কৃতাস্তকেশব কুবেরবান্ধব

ভবাজ ভৈরব পরাংপর ॥

জয় বিষাক্তকণ্ঠক কৃতান্তবধক

ত্রিশূলধারক হতাস্বর ।

জয় পিনাকপণ্ডিত পিশাচমণ্ডিত

বিভূতিভূষিত-কলেবর ॥

জল কপালধারক কপালমাকিল

চিতাভিসারক শুভঙ্কর ।

জয় শিবামনোহর সতীসদীশ্বর
 গিরিশ শঙ্কর কৃতজ্ঞর ॥
 জয় কুঠারমণ্ডিত কুরঙ্গরঞ্চিত
 বরাভয়াবিত চতুষ্কর ।
 জ্বর সরোরুহাশ্রিত ঋবিধি-প্রতিষ্ঠিত
 পুরন্দরার্চিত পুরন্দর ॥
 জয় হিমালয়ালয় মহামহোময়
 বিলোকনোদয়-চরাচর ।
 জয় পুনীহি ভারত মহীশভারত
 উমেশ পর্জতস্থ ভাবর ॥

— — —

ঋষিগণের কাশীযাত্রা ।

এইরূপে শৌনকাদি ষত শৈবগণ ॥
 শিবগুণ গান করি করিলা গমন ॥ ১
 হাতে কাণে কণ্ঠে শিরে রুদ্রাক্ষের মালা ।
 বিভূতিভূষিত-অঙ্গ পরি বাসছালা ॥ ২
 রক্তচন্দনের অর্দ্ধচন্দ্র ফোঁটা ভালে ।
 ববম্ ববম্ বম্ ঘনরব গালে ॥ ৩
 কোশা কুশী কুশাসন শোভে কঙ্কতলে ।
 কমণ্ডলু করঙ্গ পুরিত গঙ্গাজলে ॥ ৪
 অতিদীর্ঘ কঙ্কলোম পড়ে উরুপর ।
 নাভি ঢাকে দাড়ি গোঁফে বিষদ চামর ॥ ৫

করেতে ত্রিশূল শোভে চরণে খড়ম ।
 চলে মাহেশ্বরী সেনা ভয়ে কাঁপে যম ॥ ৬
 ব্যাসদেব চলিল বৈষ্ণবগণ লয়ে ।
 উদ্ধভুজে উচ্চৈঃস্বরে হরিগুণ কথে ॥ ৭
 একেবারে হরি হরি হর হর রব ।
 ভাবেতে আখির ধারা মানি মহোৎসব ॥ ৮
 বৈষ্ণল শৈবেব দ্বন্দ্ব হরি হর লয়ে ।
 দেবগণ গগনে শুনে গুপ্ত হয়ে ॥ ৯
 অভেদে হইল ভেদ এ বড় বিরোধ ।
 কি জানি কাহারে আজি কার হয় ক্রোধ ॥ ১০
 ভারত কহিছে ব্যাস চলিলা কাশীতে ।
 ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত এই ভ্রান্তি বুচাইতে ॥ ১১

হরিনামাবলী ।

বীকিট—কাঁপতাল ।

জয় কৃষ্ণ কেশব রাম রাঘব বৎসদানবধাতন ।
 জয় পদ্মলোচন নন্দনন্দন কুণ্ডকানন-রঞ্জন ॥
 জয় কেশিমর্দন কৈটভার্দন গোপিকাগণমোহন ।
 জয় গোপবালক বৎসপালক পুতনাবক-নাশন ।
 জয় গোপবল্লভ ভক্তসল্লভ দেবদুর্ভ-বন্দন ।
 জয় বেণুবাদক কুঞ্জনাটক পদ্মনন্দক মণ্ডন ॥
 জয় শান্তকালিয় রাধিকাশ্রিয় নিত্যনিষ্ক্রিয় মোচন
 জয় সত্য চিত্রায় পোকুলায়ঃ প্রৌপদীভয়ভঞ্জন ॥

জয় দৈবকীশ্বত মাধবাচ্যত শঙ্করস্তুত বামন ।
জয় সৰ্ব্বতোজয় সজ্জনোদয় ভারতাত্ময় জীবন ॥

হরিসঙ্কীৰ্তন ।

এইরূপে ব্যাস গিয়া বারাণসী প্রবেশিয়া
আদিকেশবেশে প্রণমিয়া ।
সংহতি বৈষ্ণবগণ হরিনাম সঙ্কীৰ্তন
নানারসে নাচিয়া গাইয়া ॥ ১
কীৰ্ত্তনিয়াগণসঙ্গে গান করে নানা রঙ্গে
বাল্য-গোষ্ঠ দানবেশ রাঙ্গ ।
পূৰ্ব্বরঙ্গ রসোদ্যায় মাথুর বিরহ আর
হরিভক্তি যাহাতে প্রকাশ ॥ ২
বাজে খোল করতাল কেহ বলে ভাল ভাল
কেহ কাঁদে ভাবে গদগদ ।
বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে বেদ পুরাণাদি তন্ত্রে
নানামতে গান বিহুপদ ॥ ৩
কীৰ্ত্তনে ঢালিয়া দেহ গড়াগড়ি দেয় কেহ
কেহ তারে ধরে দেয় কোল ।
উৰ্দ্ধভুজে উৰ্দ্ধপদে কেহ নাচে প্রেম-মদে
কেহ বলে হরি হরি বোল ॥ ৪
গোপকুলে অবতরি যে যে ক্রীড়া কৈলা হরি
আদি অন্ত মধ্যে সে সকল ।

একমনে ব্যাস কন শুনেন ভকতগণ

আনন্দে লোচনে ঝরে জল ॥ ৫

গোলোকেতে গোপীনাথ রাধা আদি গোপীস থ

শ্রীদামাদি সহচরগণ

নন্দ যশোদাদি যত সবে নিত্য অনুগত

কপিলাদি যতেক গোধন ॥ ৬

সুধাসমুদ্রের মাঞ্জে চিস্তামণিবেদী সাধে

কল্পতরু কদম্বকানন ।

নানা পুষ্প বিকসিত নানা পক্ষী সুশোভিত

সদানন্দময় বৃন্দাবন ॥ ৭

কাম সদা মূর্তিমান্ ছয় ঋতু অধিষ্ঠান

রাগিণী ছত্রিণ আর যত ।

ব্রজাঙ্গনাগণ সঙ্গে সদা রাসরস-বক্ষে

নৃত্য গীত বাদ্য নানামত ॥ ৮

গোলোক-সম্পদ লয়ে ভকতে সদয় হয়ে

অবতীর্ণ হৈলা ভ্রমণ্ডলে ।

কংস আদি দুষ্টগণ করিবারে নিপাতন

দৈবকীজঠরে জন্ম ছলে ॥ ৯

বসুদেব কংসভয় নন্দের মন্দিরে লয়

খ্যাত হৈলা নন্দের নন্দন ।

পুতনা বধিতে চলে বিষস্তন-পান ছলে

কৃষ্ণ তার বধিলা জীবন ॥ ১০

শকট ভাঙ্গিয়া রজি যমল-অর্জুন ভঙ্গি

তৃণাবর্তে নিধন করিলা ।

নৃত্তিকাভঙ্কণ ছলে যশোদারে কুতূহলে
 বিশ্বরূপ মুখে দেখাইলা ॥ ১১
 ননী চুরি কৈলা হরি যশোদা আনিল ধরি
 উদূখলে করিলা বন্ধন ।
 গোচারণে বনে গিয়া বকাসুরে বিনাশিয়া
 অব অরিষ্টের বিনাশন ॥ ১২
 বধ কৈলা বৎসাসুর কেশীরে করিলা চুর
 বলহাতে ঞ্জলম্ব বধিলা ।
 ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করি গোবর্দ্ধন গিরি ধরি
 বৃষ্টিজলে গোকুল রাখিলা ॥ ১৩
 ব্রজ পোড়ে দাবানলে পান করিলেন ছলে
 করিলেন কালিয়দমন ।
 সহচর পাঠাইয়া যাজ্ঞিকান্ন আনাইয়া
 করিলেন কাননে ভোজন ॥ ১৪
 বিধাতা মন্ত্রণা করি শিশু বৎসগণ হরি
 রাখিলেন পর্ষতগুহায় ।
 নিজ দেহ হৈতে হরি শিশু বৎসগণ করি
 বিধাতারে মোহিলা মায়ায় ॥ ১৫
 গোপের কুমারী যত করে কাত্যাবনীব্রত
 হরি লৈলা বসন হরিয়া ।
 কার্তিকী পূর্ণিমা পেয়ে মধুর মুরলী গেয়ে
 রাসক্লাড়া গোপিনী লইয়া ॥ ১৬
 করিতে আপন ধ্বংস অকুরে পাঠায়ে কংস
 হরি লয়ে গেল মথুরায় ।

ধোপা বধি বস্ত্র পরি কুজারে সুন্দরী করি
 সুশোভিত মালীর মালায় ॥ ১৭
 দ্বারে হস্তী বিনাশিয়া চাণুরাদি নিপাতিয়া
 কংসাসুরে করিলা নিধন ।
 বসুদেব দৈবকীরে নতি কৈলা নতশিরে
 দূর করি নিগড়বন্ধন ॥ ১৮
 উগ্রসেনে রাজ্য দিয়া পড়িলা অবস্তী গিয়া
 দ্বারকাবিহার নানামতে ।
 অপার এ পারাবার কতেক কহিব তার
 বিখ্যাত ভারত ভাগবতে ॥ ১৯

ব্যাসের শিবনিন্দা ।

আশা ভৈরবী—হুংরী ।

হরি হরে করে ভেদ ।

নর বুঝে না রে । অভেদ কহে চারি বেদ
 অভেদ ভাবে যেই পরম জ্ঞানী সেই
 তারে না লাগে পাপক্লেদ ।
 যে দেহে হরি হরে অভেদরূপে চরে
 সে দেহে নাহি তাপশ্বেদ ॥
 একই কলেবর হইলা হরিহর
 বুঝিতে প্রেম পরিচ্ছেদ ।
 যে জানে দুই রূপে সে মজে মোহকুপে
 ভারতে নাহি এই খেদ ॥ ১ ॥

এইরূপে বেদব্যাস কয়ে হরিগুণ ।
 উর্দ্ধভুজে কহেন সকল লোক শুন ॥ ১
 সত্য সত্য এই সত্য কহি সত্য করি ।
 সৰ্ব্বশাস্ত্রে বেদ সার সৰ্ব্বদেবে হরি ॥ ২
 হর আদি আর যত ভোগের গোসাঁই ।
 মোক্ষদাতা হরি বিনা আর কেহ নাই ॥ ৩
 এই বাক্যে ব্যাস যদি নিন্দিল শঙ্করে ।
 শিবের হইল ক্রোধ নন্দী আগ্রসরে ॥ ৪
 ক্রোধদৃষ্টে নন্দী যেই ব্যাসেরে চাহিল ।
 ভূজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ ব্যাসের হইল ॥ ৫
 চিত্রের পুত্তঙ্গী প্রায় রহিলেন ব্যাস ।
 শৈবগণে কত মত করে উপহাস ॥ ৬
 চারি দিকে শিষ্যগণ কাঁদিয়া বেড়ায় ।
 কোন মতে উদ্ধারের উপায় না পায় ॥ ৭
 গোবিন্দ জানিলা ব্যাস পড়িল সঙ্কটে ।
 শিবের অজ্ঞাতে আইলা ব্যাসের নিকটে ॥ ৮
 বিস্তর ভৎসিয়া বিষ্ণু ব্যাসেরে কহিলা ।
 আমার বন্দনা করি শিবেরে নিন্দিলা ॥ ৯
 যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব ।
 শিবের করিলা নিন্দা কি আর বলিব ॥ ১০
 শিবের প্রভাববলে আমি চক্রধারী ।
 শিবের প্রভাব হৈতে লক্ষ্মী মোর নারী ॥ ১১
 শিবেরে যে নিন্দা করে আমি তাহে কুণ্ঠ ।
 শিবেরে যে পূজা করে আমি তাহে তুণ্ঠ ॥ ১২

মোর পূজা বিনা শিবপূজা নাহি হয় ।

শিবপূজা না করিলে মোর পূজা নয় ॥ ১৩

যে কৈলা সে কৈলা ইতঃপর মান শিবে ।

শিবস্তব কর তবে উদ্ধার পাইবে ॥ ১৪

শুনিয়া ইঞ্জিতে ব্যাস কহিলা বিষ্ণুরে ।

কেমনে করিব স্তুতি বাক্য নাহি ক্ষুরে ॥ ১৫

গোবিন্দ ব্যাসের কণ্ঠে অঙ্গুলী ঝুঁইয়া ।

বৈকুণ্ঠে গেলেন কণ্ঠরোধ ঘুচাইয়া ॥ ১৬

শঙ্করে বিস্তর স্তুতি করিলেন ব্যাস ।

কতেক কহিব কালীখণ্ডেতে প্রকাশ ॥ ১৭ ॥

প্রত্যক্ষ হইয়া নন্দী ব্যাসে দিলা বর ।

যে স্তব করিলা ইথে বড় তুষ্ট হর ॥ ১৮

এই স্তব যে জন পড়িবে একমনে ।

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ হবে সেই জনে ॥ ২১

এত শুনি ব্যাসদেব পরম উল্লাস ।

তদবধি শিবভক্ত হইলেন ব্যাস ॥ ২০

মুছিয়া ফেলিলা হরিমন্দির-তিলকে ।

অর্দ্ধচন্দ্র ফোঁটা কৈলা কপালফলকে ॥ ২১

ছিঁড়িয়া তুলসীকণ্ঠী লাম্বিমাল্য যত ।

পরিলা রুদ্ৰাক্ষমালা শৈব-অনুগত ॥ ২২

ফেলিয়া তুলসীপত্র বিষ্ণুপত্র লয়ে ।

ছাড়িলা হরির গুণ হরগুণ কয়ে ॥ ২৩

ব্যাস কৈলা প্রতিজ্ঞা যে হোক পরিণাম ।

অদ্যাবধি আর না লইব হরিনাম ॥ ২৪

এইরূপে ব্যাসদেব কাশীতে রহিল ।

অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিনা ॥ ২৫

ব্যাসের ভিক্ষা বারণ ।

আশা ভৈরবী—ঠুংরী ।

হর শশাঙ্কশেখর দয়া কর ।

বিভূতিভূষিত-কলেবর ॥

তরঙ্গভঙ্গিত

ভূজঙ্গরঙ্গিত

কপর্দমর্দিত জটাধর ।

গণেশশৈশব

বিভূতিবৈভব

ভবেশ ভৈরব দিগম্বর ॥

ভূজঙ্গকুণ্ডল

পিশাচমণ্ডল

মহাকুতূহল মহেশ্বর ।

বজঃপ্রভায়ত

পদাম্বুজানত

সুদীন-ভারত শুভঙ্কর ॥ ৫ ॥

এইরূপে বেদব্যাস রহিল কাশীতে ।

নন্দীরে কহেন শিব হাসিতে হাসিতে ॥ ১

দেখ দেখ অহে নন্দি ব্যাসের দুর্দৈব ।

ছিল গোড়া বৈষ্ণব হইল গোড়া শৈব ॥ ২

যবে ছিল বিষ্ণুভক্ত মোরে না মানিল ।

যদি হইল মোর ভক্ত বিষ্ণুরে ছাড়িল ॥ ৩

কি দোষে মুছিল হরিমন্দিরফৌটায় ।

কি দোষে ফেলিল ছিঁড়ি তুলসীমালায় ॥ ৪

হেব দেখ তুলসীপত্রের গডাগডি ।
 বিমপত্র লইয়া দেখহ রড়াবডি ॥ ৫
 হের দেখ টানিয়া ফেলিল শালগ্রাম ।
 রাগে মত্ত হইয়া ছাড়িল হবিনাম ॥ ৬
 মোব ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানেন হরি ।
 আমি ত তাহার পূজা গ্রহণ না কবি ॥ ৭
 ভবিভক্ত হয়ে যেবা ন মানে আমাবে ।
 ঐদাচ কমলাকান্ত না চাহেন তাবে ॥ ৮
 হবি হর দুই মোবা অভদ শবাব ।
 গভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীব ॥ ৯
 রুদ্রাক্ষ-তুলসীমালা যেই ধরে গলে ।
 তার গলে হবিহবে থাকি গলে গলে ॥ ১০
 অভেদ দুজনে মোবা ভেদ করে ব্যাস ।
 উচিত না হয় যে কালীতে কবে বাস ॥ ১১
 চঞ্চল ব্যাসের মন শেষে যাবে জানা ।
 কালীতে ব্যাসের ভিক্ষা শিব কৈলা মানা ॥ ১২
 স্নান পূজা সমাপিয়া ব্যাসঋষিবর ।
 ভিক্ষা হেতু গেলা এক গৃহস্থের ঘর ॥ ১৩
 ব্যাসে ভিক্ষা দিতে গৃহী হইল উদ্যত ।
 কিঞ্চিৎ না পায় দ্রব্য হৈল বুদ্ধিহত ॥ ১৪
 ভিক্ষার নিলম্ব দেখি ব্যাস তপোধন ।
 গৃহস্থেরে গালি দিয়া করিলা গমন ॥ ১৫
 বালক কুকুর লয়ে কবে তাড়াতাড়ি ।
 ব্যাসদেব গেলা অগ্ন গৃহস্থের বাড়ী ॥ ১৬

ব্যাসেরে দেখিয়া গৃহী করিয়া যতন ।
 ভিক্ষা দিতে বর হৈতে আনে আয়োজন ॥ ১৭
 শিবের মায়ায় কেহ দেখিতে না পায় ।
 হাত হৈতে হরিয়া ভৈরবে লয়ে যায় ॥ ১৮
 রিক্তহস্ত গৃহস্থ দাঁড়ায় বুদ্ধিহত ।
 মগ্ন না বুঝিয়া ব্যান কটু কন কত ॥ ১৯
 এইরূপে ব্যাসদেব যান যার বাড়ী ।
 ভিক্ষা নাহি পান আর লাভ তাড়াতাড়ি ॥ ২০
 সবে বলে ব্যাস তুমি বড় লক্ষ্মীছাড়া ।
 অন্ন উড়ি যায় তুমি যাহ যেই পাড়া ॥ ২১
 কেহ বলে যাও মেনে মুখ না দেখাও ।
 কেহ বলে আপনার নামটী লুকাও ॥ ২২
 এইরূপে গৃহস্থের সঙ্গে গণ্ডগোল ।
 ক্ষুধায় ব্যাকুল ব্যাস হৈলা উত্তরোল ॥ ২৩
 পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে ফিরিয়া ফিরিয়া ।
 শিষ্যগণ ঠাঁই ঠাঁই পড়িছে বুরিষা ॥ ২৪
 আশ্রমে নিশ্বাস ছাড়ি চলিলেন ব্যাস ।
 শিষ্য সহ সে দিন করিল উপবাস ॥ ২৫
 পর দিন ভিক্ষা হেতু শিষ্য পাঠাইল
 ভিক্ষা না পাইয়া সবে ফিরিয়া আইলা ॥ ২৬
 মহাক্রোধে ব্যাসদেব অজ্ঞান হইলা ।
 কালীথণ্ডে বিখ্যাত কালীতে শাপ দিল ॥ ২৭
 আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ২৮

কাশীতে শাপ ।

শঙ্কর—দ্রুত ত্রিতালী ।

আমারে শঙ্কর দয়া কর হে ।

শরণ লয়েছি শুনি দয়াকর হে ॥

তুমি দীনদয়াময়	আমি দীন অতিশয়
তবে কেন দয়া নয়	দেখিয়া কাতর হে ।
তব পদে আশ্রিতোষ	পদে পদে মোর দোষ
জানি কেন কর রোষ	পামর-উপর হে ॥
পিশাচে তোমার প্রীতি	মোর পিশাচের রীতি
তবে কেন মোর নীতি	দেখে ভাব পর হে ।
ভারত কাতর হয়ে	ডাকে শিব শিব কয়ে
ভবনদীপারে লয়ে	দূর কর ডর হে ॥ ১ ॥

ধন বিদ্যা মোক্ষ অহঙ্কারে কাশীবাসী ।

আমারে না দিল ভিক্ষা আমি উপবাসী ॥ ১

তবে আমি বেদব্যাস এই দিহু শাপ ।

কাশীবাসী লোকের অক্ষয় হবে পাপ ॥ ২

অন্ততঃ যে পাপ হয় তাহা ধণ্ডে কাশী ।

কাশীতে যে পাপ হবে হবে অবিনাশী ॥ ৩

ক্রমে তিন পুরুষের বিদ্যা না হইবে ।

ক্রমে তিন পুরুষের ধন না রহিবে ॥ ৪

ক্রমে তিন পুরুষের মোক্ষ না হইবে ।

যদি বেদ সত্য তবে অশ্রুথা নহিবে ॥ ৫

শাপ দিয়া পুনরপি চলিলা ভিক্ষায় ।
 ভিক্ষা না পাইয়া বড় ঠেকিলেন দায় ॥ ৬
 ধরে ধরে ফিরি ফিরি ভিক্ষা না পাইয়া ।
 আশ্রমে চলিলা ভিক্ষপাত্র ফেলাইয়া ॥ ৭
 হেনকালে অন্নপূর্ণা দেখিতে পাইলা ।
 ব্যাসদেবে অন্ন দিতে আপনি চলিলা ॥ ৮
 জগতজননী মাতা সবারে সমান ।
 শক্তিরূপে সকল শরীরে অধিষ্ঠান ॥ ৯
 আকাশ পবন জল অনল অবনি ।
 সকলে সমান যেন অন্নদা তেমনি ॥ ১০
 সকলে সমান যেন চন্দ্র সূর্য্য তারা ।
 তেমনি সকলে সমা অন্নপূর্ণা সারা ॥ ১১
 মেষ করে যেমন সকলে জলদান ।
 তেমনি অন্নদা দেবী সকলে সমান ॥ ১২
 তরু যেন ফল ধরে সবার লাগিয়া ।
 তেমনি সকলে অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়া ॥ ১৩
 হরি হর প্রভৃতির শত্রু মিত্র আছে ।
 শত্রু মিত্র একতাব অন্নদার কাছে ॥ ১৪
 চলিলেন অন্নপূর্ণা ব্যাসে করি নয়া ।
 আগে আগে যায় জয়া পশ্চাতে বিজয়া ॥ ১৫
 হেন কালে পথে আসি কহেন মহেশ ।
 কোথায় চলেছ তুমি কার্তিক-পবেশ ॥ ১৬
 ক্রোধভরে কন দেবী গিছু কেন ডাক ।
 ব্যাসে অন্ন দিয়া আসি ধরে বসি থাক ॥ ১৭

একে বুড়া তাহে ভাস্কী ধুতুরায় ভোল ।
 অন্ন অপরাধে কর মহা গগুগোল ॥ ১৮
 তিন দিন ব্যাসেরে দিয়াছ উপবাস ।
 ব্রহ্মহত্যা হইবে তাহাতে নাহি ত্রাস ॥ ১৯
 একবার ক্রোধেতে ব্রহ্মার মাথা লয়ে ।
 অদ্যাপি সে শাপে ফির মুণ্ডধারী হযে ॥ ২০
 কি হেতু করিলে মান্য ব্যাসে অন্ন দিতে ।
 সে দিল কালীতে শাপ কে পাবে খণ্ডিতে ॥ ২১
 এখন যদিপি ব্যাস অন্ন নাহি পায় ।
 আরবার দিবে শাপ পেটের জ্বালায় ॥ ২২
 আমি অন্নপূর্ণা আছি কালীতে বসিয়া ।
 আমার দুর্নাম হবে না দেখ ভাবিয়া ॥ ২৩
 এত বলি অন্নপূর্ণা ক্রোধভরে যান ।
 সঙ্গে সঙ্গে যান শিব ভয়ে কম্পমান ॥ ২৪
 সভয় দেখিয়া ভীমে হাসেন অভয়া ।
 বুড়াটীর ঠাট হেঁদে দেখ লো বিজয়া ॥ ২৫
 ভারত কহিছে ইথে সাক্ষী কেন মান ।
 তোমার স্বরের ঠাট তোমরা সে জান ॥ ২৬

অন্নদার মোহিনীকপ ।

কালান্ডা—একতালা ।

এ কি কপ অপকপ ভঙ্গিমা ।

চরণে অরুণরঙ্গিমা ॥

হইতে মৌগর শঙ্কু হৈলা হর

দেখি পয়োধরভুঙ্গিমা ।

ধাকিতে অধরে সুধা সাধ করে

সুধাকণে ধরে কালিমা ॥

ফুলধনু ওনু লাজে তেজে ধনু

দেখি ভুরু-ধনুবজ্রিমা ।

রূপ অনুভবে মোহ হয় ভবে

ভারত কি কবে মহিমা ॥ ৫ ॥

মায়া করি জয়াবিজয়াবে লুকাইয়া ।

দেখা দিলা ব্যাসদেবে মোহিনী হইয়া ॥ ১

কোটি শশী জিনি মুখকমলের গন্ধ ।

কাঁকে কাঁকে অলি উড়ে মধুলোভে অন্ধ ॥ ২

ভুরু দেখি ফুলধনু ধনু ফেলাইয়া ।

লুকার মাঝার মাঝে অনঙ্গ হইয়া ॥ ৩

উন্নত স্বয়ম্ভু শঙ্কু কুচ ছাড়ি মূলে ।

ধরেছে কামের কেশ রোমাবলি ছলে ॥ ৪

অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা লয়ে ।

পদনখে রহিয়াছে দশরূপ হয়ে ॥ ৫

মুকুতা যতনে তনু সিন্দূরে মাজিয়া ।
 হার হয়ে হারিলেক বুক বিজ্জাইয়া ॥ ৬
 বিননিয়া চিকণিয়া বিনোদ কবরী ।
 ধরাতেলে ধায় ধরিবারে বিষধরী ॥ ৭
 চক্ষে জিনি মৃগ ভালে মৃগমদ-বিন্দু ।
 মৃগ কোলে করিয়া কলঙ্কো হৈল ইন্দু ॥ ৮
 অরুণেরে বঙ্গ দেয় অধঃবজ্রিয়া ।
 চকলা চকলা দেখি হাস্তেব ভজিয়া ॥ ৯
 বতন কাঁচুলী শাড়ী বিজুলী চমকে ।
 মণিময় আভরণ চমকে কামকে ॥ ১০
 কথায় পঞ্চম স্বব শিখিবার আশে ।
 কাঁকে কাঁকে কোকিল কোকিলা চারিপাশে ॥ ১১
 কঙ্কণকঙ্কার হৈতে শিখিতে কঙ্কাব ।
 কাঁকে কাঁকে ভ্রমর-ভ্রমরী অনিবার ॥ ১২
 চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি ।
 কাঁকে কাঁকে নাচে কাছে খঞ্জনখঞ্জনী ॥ ১৩
 নিরুপম সে রূপ কিরূপ কব আমি ।
 যে রূপ দেখিয়া কামবিপু হন কামী ॥ ১৪
 এই রূপে অনপূর্ণা সদয়া হইয়া ।
 দেখা দিলা ব্যাসদেবে নিকটে আসিয়া ॥ ১৫
 মায়াময় একখানি পুরী নিষ্ঠাইয়া ।
 অতিবুদ্ধ করি হরে তাহাতে বাখিয়া ॥ ১৬
 আপনি দাঁড়য়ে দ্বারে পরমসুন্দরী ।
 কহিতে লাগিলা ব্যাসে ভক্তিতাব করি ॥ ১৭

শুন ব্যাস গোসাই আমার নিবেদন ।
 নিমন্ত্ৰণ মোর বাড়ী কবিবা ভোজন ॥ ১৮
 বুদ্ধ মোর গৃহস্থ অতিথিভক্তিমান ।
 অতিথি-সেবন বিনা জল নাহি খান ॥ ১৯
 উপস্থী তোমারে দেখি অতিথি ঠাকুর ।
 ত্বরায় আইস বেল। হইল প্রচুর ॥ ২০
 শুনিয়া ব্যাসেব মনে আনন্দ হইল ।
 কোথা হৈতে হেন জন কালীতে আইল ॥ ২১
 অন্ন বিনা তিন দিন মোর। উপবাসী ।
 কোথা হৈতে পুণ্যকথা উত্তবিল। আসি ॥ ২২
 নিরুপমরূপা তুমি নিরুপমবয়।
 নিরুপমগুণ। তুমি নিরুপমদয়া ॥ ২৩
 তখনি পাইলু ভিক্ষা কহিলা যখনি ।
 পরিচয় দেহ যোবে কে বট আপনি ॥ ২৪
 বিষ্ণুর বৈষ্ণবী কিবা ভবের ভবানী ।
 ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥ ২৫
 দেখিয়াছি এ সকলে সে সকলে জানি ।
 ততোধিক প্রভা দেখি তাই অনুমানি ॥ ২৬
 শুনিয়াছি অন্নপূর্ণা কালীর ঈশ্বরী ।
 সেই বুঝি হবে তুমি হেন মনে করি ॥ ২৭
 প্রতিঘরে ফিরি ভিক্ষা নাহি পায় সেই ।
 অন্নপূর্ণা বিনা তারে অন্ন কেবা দেই ॥ ২৮
 এত শুনি অন্নপূর্ণাঃসহাস্ত-অন্তরে ।
 কহিতে লাগিলা ব্যাসে মৃদুমধু স্বরে ॥ ২৯

কোথা অন্নপূর্ণা কোথা তুমি কোথা আমি ।
 লীল আসি অন্ন খাও দুঃখ পান স্বামী ॥ ৩০
 এত বলি ব্যাসদেবে শিষ্যে লইয়া ।
 অন্ন দিলা অন্নপূর্ণা উদর পূরিয়া ॥ ৩১
 চৰ্য্য চূষ্য লেহ পেয় আদি রস যত ।
 ভোজন করিলা সবে বাসনার মত ॥ ৩২
 ভো জনান্তে আচমন সকলে করিলা ।
 হরপ্রিয়া হরিতকী মুখ শুদ্ধি-দিলা ॥ ৩৩
 বসিলেন ব্যাসদেব শিষ্যগণ সঙ্গে ।
 হেনকালে বৃদ্ধ গৃহী জিজ্ঞাসেন রঙ্গে ॥ ৩৪
 ভারত বহিছে ব্যাস স বধান হৈও ।
 বুড়া নহে! বিশ্বনাথ বুঝে কথা কৈও ॥ ৩৫

শিবব্যাসে কথোপকথন ।

ভৈরবী—১২৮১ ।

নগনন্দিনি সুরবন্দিনি রিপুনন্দিনি গো ।

জয়কারিণি ভংহারিণি ভবতারিণি গো ॥

জটজালিনি শিরমালিনি

শশিভালিনি সুখশালিনি করবালিনি গো ।

শিবগেহিনি শিবদেহিনি

শিবরোহিণি শিবমোহিণি শিবসোহিণি গো ॥

গণতোষিণি স্বনস্বোষিণি

হঠদোষিণি শঠরোষিণি গৃহপোষিণি গো ।

মৃদ্ধহাসিনি মধুভাষিনি
 খলনাশিনি গিরিবাসিনি ভারতানিনি গো ॥ ৫ ॥
 বুড়াটী কহেন ব্যাস তুমিত পণ্ডিত ।
 কিঞ্চিত্ত জিজ্ঞাসা কবি কহিবে উচিত ॥ ১ ॥
 তপস্বী কাহাবে বল কিবা ধর্ম তার ।
 কি কর্ম কবিলে পায় পরলোকে পার ॥ ২ ॥
 শুন বুদ্ধ ব্রাহ্মণ কহেন বেদব্যাস ।
 তপস্তার নানা ধর্ম প্রধান সন্ন্যাস ॥ ৩ ॥
 মর্ক্স জীবে সমভার জযাজয় তুল্য ।
 স্তুতি নিন্দা মৃত্তিকা মানিক্য তুল্যমূল্য ॥ ৪ ॥
 ইত্যাদি অনেক মত কহিলেন ব্যাস ।
 কতক কহিব কানীথগুণেতে প্রকাশ ॥ ৫ ॥
 শুনিয়া বুড়াটী কন সন্তোষ হইয়া ।
 আপনি ইহার আছ কি ধর্ম লইয়া ॥ ৬ ॥
 এক বাক্যে বুঝিয়াছি জ্ঞানেতে যেমন ।
 শিব হৈতে মোক্ষ নহে কয়েছ যখন ॥ ৭ ॥
 দয়া ধর্ম ক্রমা আদি জপ তপ ক্রিয়া ।
 জানাইলা সকলি কানীতে শাপ দিয়া ॥ ৮ ॥
 বহিতে কহিতে হৈল ক্রোধের উদয় ।
 সেইকপ হৈলা যাহে করেন প্রলয় ॥ ৯ ॥
 উর্দ্ধে ছুটে জটা বনযটা জর জর ।
 উছলিয়া গজাজল বাধে বার বার ॥ ১০ ॥
 গর গর গর্জনে ফণী জিহ লক্ লক্ ।
 অর্জুণী কোটী সূর্য্য অগ্নি ধক্ ধক্ ॥ ১১ ॥

হল হল জ্বলিছে গলায় হলাহল ।
 অট্ট অট্ট হাসে মুণ্ডমালা দলমল ॥ ১২
 দেহ হৈতে বাহির হইল ভূতগণ ।
 ভৈরবের ভীমনাথে কাঁপে ত্রিভুবন ॥ ১৩
 মহাক্রোধে মহারুদ্ধ ধরিয়া পিনাক ।
 শূল আন শূল আন বন দেন ডাক ॥ ১৪
 ধরিতে নারেন অন্নপূর্ণার কাবণে ।
 ভৎসিয়া ব্যাসেরে কন তর্জনে গর্জনে ॥ ১৫
 হরি হর দুই মোরা অভেদ শরীর ।
 অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্তধীর ॥ ১৬
 বেদব্যাস নাম পেয়ে নাহি মান বেদ ।
 কি মর্ম্ম বুঝিবা হরিহরে বর ভেদ ॥ ১৭
 সেই পাপে তোব বাস না হবে কালীতে ।
 আমি মানা করিলাম তোরে তিঙ্কা দিতে ॥ ১৮
 মনে ভাবি বুঝিলে জানিতে সেই পাপ ।
 কোন্ দোষে আমার কালীতে দিলি শাপ ॥ ১৯
 কি দোষ করিল তোর কালীবাসিগণ ।
 কেন শাপ দিলি অরে বিটলা বামণ ॥ ২০
 এ স্থানে বাসের যোগ্য তুমি কভু নও ।
 এই ক্ষণে বারাণসী হৈতে দূর হও ॥ ২১
 অরে রে ভৈরবগণ ব্যাসে কর দূর ।
 পুন যেন আসিতে না পায় কালীপুর ॥ ২২
 ব্যাসদেব রুদ্ররূপী দেখি মহেশ্বরে ।
 ভয়ে কম্পমান-তনু কাঁপে থয় থরে ॥ ২৩

অন্নপূর্ণা ভগবতী দাঁড়াইয়া পাশে ।
 চরণে ধরিয়া ব্যাস কহে মূঢ়ভাষে ॥ ২৪
 অন্ন দিয়া অন্নপূর্ণা বাঁচাইলা প্রাণ ।
 বাঁচাও শিবের ক্রোধে নাহি দেখি ত্রাণ ॥ ২৫
 জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া ।
 মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া ॥ ২৬
 জগতের পিতা শিব তুমি জগন্নাথ ।
 হরি হর বিধাতার তুমি সে বিধাতা ॥ ২৭
 শিবের হইল তমোগুণের উদয় ।
 যেই তমোগুণোদয়ে করেন প্রলয় ॥ ২৮
 পশুবুদ্ধি শিশু আমি কিবা জানি মর্শ্ব ।
 বুঝিতে নারিনু কিবা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম ॥ ২৯
 পড়িনু পড়'ন্তু যত মিছা সে সকল ।
 সত্য সেই সত্য তব ইচ্ছাই কেবল ॥ ৩০
 শিব কৈলা অন্ন মানা তুমি অন্ন দিলে ।
 এ সঙ্কটে কে রাখিবে তুমি না রাখিলে ॥ ৩১
 শঙ্করের ক্রোধ হৈল না জানি কি স্বটে ।
 শঙ্করি করুণা কর এ ঘোর সঙ্কটে ॥ ৩২
 তোমার কথার বশ শঙ্কর সর্বদা ।
 কালীবাস যায় মোর রাখ গো অন্নদা ॥ ৩৩
 ব্যাসের বিনয়ে দেবী সদয়া হইলা ।
 শিবেরে করিয়া শান্ত ব্যাসে বর দিলা ॥ ৩৪
 অলঙ্ঘ্য শিবের আজ্ঞা না হয় অগ্রথা ।
 কালীবাস ব্যাস তুমি না পাবে সর্বথা ॥ ৩৫

আমার আজ্ঞায় চতুর্দশী অষ্টমীতে ।
 মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে ॥ ৩৬
 এত বলি হর লয়ে কৈলা অন্তর্দান ।
 নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যাস কানী ছাড়ি যান ॥ ৩৭
 ছাড়িয়া যাইতে কানী মন নাহি যায় ।
 লুকায়ে রহেন যদি ভৈরবে খেদায় ॥ ৩৮
 বেতাল ভৈরবগণ করে তাড়াতাড়ি ।
 শিষ্যসহ ব্যাস দেব গেলা কানী ছাড়ি ॥ ৩৯
 আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ৪০

ব্যাসের কানীনির্মাণোদ্যোগ ।

কানীতে না পেয়ে বাস মনোহুঃখে বেদব্যাস
 বসিলেন ছাড়িয়া নিশ্বাস ।
 তুচ্ছ লোক আছে যারা কানীতে রহিল তারা
 আমার না হৈল কানীবাস ॥ ২
 এ বড় দাক্ষণ শোক কলঙ্ক ঘূষিবে লোক
 ব্যাস হৈলা কানী হৈতে দূর ।
 নাম ডাক ছিল যত সকল হইল হত
 ভাঙড় করিল দর্প চুর ॥ ২
 তেজোবধ হয় যার প্রাণবধ ভাল তার
 কোন খানে সমাদর নাই ।

ইনি সেই বেদবাস

সবে করে উপহাস
কাশীতে না হৈল যার ঠাই ॥ ২

যদি করি বিষ পান
তথাপি না যাবে প্রাণ
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই ।

সাথে বাধে যদি খায়
মরণ না হবে তাশ
চিরজীবী করিয়া গোসাই ॥ ৪

ভবিষ্য ছিঃ যাখা
অদৃষ্টে করিল তাহা
কি হবে ভাবিলে আর বসি ।

তবে আমি বেদবাস
এইখানে পরকাশ
করিঃ দ্বিতীয় বারাণসী ॥ ৫

করিয়ছি যত তপ
করিয়ছি যত জপ
সকল করিনু ইথে পণ ।

নিজ নাম জাগাইব
এইখানে প্রকাশিব
কাশীর যে কিছু আয়োজন ॥ ৬

কাশীতে মরিলে জীব
রাম নাম দিয়া শিব
কত কষ্টে মোক্ষ দেন শেষে ।

এখানে মরিবে ঘেই
সদ্যমুক্ত হবে সেই
না ঠেকিবে আর কোন ক্লেশে ॥ ৭

অসাহ্য সাধন যত
তপস্তায় হয় কত
তপোবলে রাত্রি হয় দিবা ।

বিধি-সঙ্গে বিরোধিয়া
তপস্তায় ভয় দিয়া
বিশ্বামিত্র না করিল কিবা ॥ ৮

মোরে খেদাইল শিব
তার সেবা না করিব
বর না মানিব তার ঠাই ।

বিষ্ণুর দেখেছি গুণ নন্দী করেছিল খুন

কিকিত যোগ্যতা তার নাই ॥ ৯

বিধাতা সবার বড় তাঁহারে করিব দড়

যাঁহা হৈতে সকলের সৃষ্টি ।

তিনি পিতামহ হন সন্তানে বিমুখ নন

অবশ্য দিবেন কৃপাদৃষ্টি ॥ ১০

তাঁরে তুষি তপস্কার বর মাগি তাঁর পায়

সকল পাইব যথা বসি ।

পুরী করি মোক্ষধাম জাগাইব নিজ নাম

নাম খুব ব্যাসভারাবসী ॥ ১১

গঙ্গা মহাতীর্থ জানি গঙ্গারে এখানে আনি

আগে ত গঙ্গার কাছে যাই ।

গঙ্গা সে শিবের পুঁজি মোক্ষ-কপাটের কুঁজি

গঙ্গারে অবশ্য আনা চাই ॥ ১২

গঙ্গা গঙ্গা মোক্ষধাম জানিত কে তার নাম

আমা হৈতে তাহার প্রকাশ ।

আমি যদি ডাকি তারে অবশ্য আসিতে পারে

ইথে কিছু নাহি অবিশ্বাস ॥ ১৩

এত করি অনুমান গঙ্গারে আনিতে ধান

বেদব্যাস মহাবেগবান্ ।

গঙ্গার নিকটে গিয়া ধ্যান কৈলা দাঁড়াইয়া

গঙ্গা আসি কৈলা অধিষ্ঠান ॥ ১৪

কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি করিলেন অনুমতি

রচিবারে অন্নদামঙ্গল ।

ভারত সরস ভণে

শুন সবে এক মনে

ব্যাসদেব গঙ্গার কোন্দল ॥ ১৫

গঙ্গার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা ।

ব্যাস কন গঙ্গে চল মোর সঙ্গে

আমি এই অহিলাষী ।

কালীমাবে ঠাই শিব দিল নাই

করিব দ্বিতীয় কালী ॥ ১

তমোগুণ শিব তারে কি বলিব

মত্ত ভাস্ক-ধুতুরায় ।

ডাকিনীবিহারী সদা কদাচারী

পাপ সাপগুলা পায় ॥ ২

শ্মশানে বেড়ায় ছাই মাথে পায়

গলে মুণ্ড-অস্থিমালা ।

বলদ বাহন সঙ্গে ভূতগণ

পরে ব্যাত্র-হস্তি-ছালা ॥ ৩

যত অমঙ্গল সকল মঙ্গল

তাহারে বেড়িয়া ফিরে ।

কেবল আপনি পতিত-পাবনী

গঙ্গা আছে যেহু শিরে ॥ ৪

জটায়ু তাহার তব অবতার

তাই সে সকলে মানে ।

তোমার মহিমা বেধে নাহি সীমা

অন্ত জন কিবা জানে ॥ ৫

যত অমঙ্গল শিবে সে সকল

মঙ্গল তোমার প্রেম ।

নানা দোষময় লোহা যেন হয়

পরশ পরশি হেম ॥ ৬

যে কারণ-নীর ব্রহ্মাণ্ড-বাহির

যাহাতে ব্রহ্মাণ্ড ভাসে ।

বিধি হরি হর আদি চরাচর

কত হয় কত নাশে ॥ ৭

সে কারণ-নীর তোমার শরীর

তুমি ব্রহ্ম সনাতন ।

সৃজন পালন নাশের কারণ

তোমা বিনা কোন জন ॥ ৮

সেই নিরঞ্জন চিৎস্বরূপী জন

জনार्দন যারে কয় ।

অবরূপে সেই গঙ্গা তুমি এই

ইহাতে নাহি সংশয় ॥ ৯

তোমা দরশনে মোক্ষ সেই ক্রমে

না জানি স্নানের ফল ।

প্রায়শ্চিত্ত-ভয় ধানে কি হয়

যেখানে তোমার জল ॥ ১০

তুমি নারায়ণী পতিতপাবনী

কামনা পূরাও মোর ।

মোর সঙ্গে আসি প্রকাশহ কানী

তারহ সঙ্কট ঘোর ॥ ১১

যে মরে কানীতে তারে মোক্ষ দিতে

রাম নাম দেন শিব ।

আর কত দায় ভোগ হয় তার

তবে মোক্ষ পায় জীব ॥ ১২

কানীতে আমার কৃপায় তোমার

এমনি হইতে চাহে ।

যে মরে যখনি নির্দ্বাণ তখনি

বিচার না রহে তাহে ॥ ১৩

ব্যাসের এগন শুনিয়া বচন

গঙ্গার হইল হাসি

ভারত কহিছে মোরে না সহিছে

তুমি কি কবিরে কানী ॥ ১৪

ব্যাসের প্রতি গঙ্গার উক্তি ।

কহিছেন গঙ্গা শুন হে ব্যাস ।

কেন করিয়াছ হেন প্রধাস ॥ ১

কে তুমি কি কীর্তি আছে তোমার ।

শিব বিনা কানী কে করে আর ॥ ২

কণ্ঠে কালকূট যেই ধরিল ।

লীলায় অঙ্কক সেই বধিল ॥ ৩

কটাক্ষে কামেরে নাশিল যেই ।
 কামিনী লইয়া বিহরে সেই ॥ ৪
 অদ্য অন্নপূর্ণা য়ার গৃহিনী ।
 গিরিবর ধনু শেষ শিজিনী ॥ ৫
 ক্ষিতি বধ ইন্দ্র সারথি য়ার ।
 চক্রপাণি বাণ শানিতধার ॥ ৬
 চন্দ্র সূর্য্য রথচক্রে আকার ।
 ত্রিপুর এক বাণে মৈল য়ার ॥ ৭
 সেই বিশ্বনাথ বিশ্বের সার ।
 ভব নাম ভব করিতে পার ॥ ৮
 যাহার জটায় পাইয়া ধাম ।
 গঙ্গা গঙ্গা মোর পবিত্র নাম ॥ ৯
 কারণ-জল মোরে বলে যেই ।
 কারণ-জলের কারণ সেই ॥ ১০
 না ছিল সৃষ্টির আদি যখন ।
 কালীপতি কালী কৈলা তখন ॥ ১১
 খুইলা আপন শূলের আগে ।
 পৃথিবীর দোষ গুণ না লাগে ॥ ১২
 করিবেন যবে প্রলয় হর ।
 রাখিবেন কালী শূল-উপর ॥ ১৩
 তবে যে দেখেহ ভূমিতে কালী ।
 পদপদ্মে যেন জল বিলাসি ॥ ১৪
 জলে মিশি থাকে পদ্মের পাত ।
 জল-নাশে নহে তাহার নিপাত ॥ ১৫

তবে যে कहिला তারক নামে ।
মোক্ক দেন শিব কাশীর ধামে ॥ ১৬
তুমি কি বুঝিবে তার চলানি ।
আপনার নাম দেন আপনি ॥ ১৭
আমার বচন শুন হে ব্যাস ।
কদাচ না কর হেন প্রয়াস ॥ ১৮
শিবনিন্দা কর এ দায় বড় ।
শিবপদে মন করহ দড় ॥ ১৯
শিবনিন্দা তুমি কর কেমনে ।
দক্ষযজ্ঞ বুঝি পড়ে না মনে ॥ ২০
পুনঃ না কহিও আমাব কাছে ।
যে শুনে তাহার পাতক আছে ॥ ২১
জানেন সকল শঙ্কর স্বামী ।
এ সব কথাই না থাকি আমি ॥ ২২
শুনিয়া ব্যাসের হইল রোষ ।
ভারত কহিছে এ বড় দোষ ॥ ২৩

বাসকৃত গঙ্গার তিরস্কার ।

ব্যাসের হইল ক্রোধ তেজাগ্নিরা উপরোধ
গজারে কহেন কটু ভাষে ।
কালের উচিত কর্ম জানিহু তোমার মৰ্ম
তুমি মোরে হাস উপহাসে ॥ ১

তোরে অন্তরঙ্গ জানি করিহু যুগল পাণি

উপকারে আসিতে আমার ।

তাহা হৈল বিপরীত

আর কহ অনুচিত

দৈবে করে কি দোষ তোমার ॥ ২

আমি যারে প্রকাশিহু

আমি যারে বাড়াইহু

সেহ মোরে তুচ্ছ করি কহে ।

মাতঙ্গ পড়িলে ধরে

পতঙ্গ গ্রহাব করে

এ দুঃখ পরাণে নাহি সহে ॥ ৩

উচিত কহিব যদি

নদীমধ্যে তুমি নদী

পুণ্যতীর্থ বলি কে জানি ৩ ।

প্ৰাণে বর্ষিহু যেই

পুণ্যতীর্থ হলে তেঁই

নৈলে তোমাকে কোথা মানিত ॥ ৪

জহু-মুনি করে ধরি

পিলেক গণ্ড কবি

কোথা ছিল তোর গুণগ্রাম ।

সে দোষ খুঁইয় দূরে

জানাইহু তিন পুরে

জাহ্নবী বলিয়া তোর নাম ॥ ৫

শাস্ত্রনু রাজারে লয়ে

ছিল তার নাবী হরে

তার সাক্ষী ভীষ্ম তোর বেটা ।

শাস্ত্রনুরে করি সারা

হয়েছ শিবের দাস

তোর সমা পুণ্যবতী কেটা ॥ ৬

পেয়েছ শিবের জটা

তাহাতে সাপের দটা

কপালে বহির তাপ লাগে ।

চণ্ডী করে গণ্ডগোল

ভূত-ভৈরবের রোল

কোন্ পৃষ্ঠে আছ কোন্ রাগে ॥ ৭

স্বভাবতঃ নীচগতি সতত চঞ্চলমতি
 কভু নাহি পতির নিয়ম ।
 যে ভাল ভজিতে পারে পতিভাব কর তারে
 সিন্ধুসঙ্কে সম্প্রতি সঙ্গম ॥ ৮
 বেশাধর্ম লয়ে আছ জাতি কুল নাহি বাছ
 রূপ গুণ যৌবন না চাও ।
 মা বলিয়া সেবা দেই ক্ষীর পান করে যেই
 পতি কর কোলে মাত্র পাও ॥ ৯
 আপনার পক্ষ জানি কহিলাম তোরে আনি
 তুমি তাহে বিপরীত কহ ।
 তুমি মোর কি করিবা তোমার শকতি কিবঃ
 বিষ্ণুপাদোদক বিনা নহ ॥ ১০
 শাপ দিয়া করি ছাই অথবা গুণে ঝাই
 ব্রাহ্মণেরে তোর অন্ন জ্ঞান ।
 সিন্ধু তোর পতি যেই ব্রহ্মভেজ জানে সেই
 অগস্ত্য করিয়াছিল পান ॥ ১১
 ব্যাসদেব এইরূপে মজিয়া কোপের কূপে
 গঙ্গার করিলা অপমান ।
 ভারত সভয়ে কহে মোরে যেন দয়া রহে
 স্ত্রীতি নিন্দা গঙ্গার সমান ॥ ১২

গঙ্গাকৃত ব্যাসতিরস্কার ।

গঙ্গার হইল ক্রোধ ব্যাসের বচনে ।
 ব্যাসেরে তৎসিদ্ধা কন মহাক্রোধ-মনে ॥ ১
 শুন শুন ওহে ব্যাস বিস্তর কহিলা ।
 এই অহঙ্কারে কান্দীবাস না পাইলা ॥ ২
 নর হয়ে নারায়ণ হৈতে চায় যেবা ।
 শিবনিন্দা যে করে তাহার গঙ্গা কেবা ॥ ৩
 তোর প্রকাশিতা আমি কেমনে কহিলি ।
 বেদ-মত পুরাণেতে আমারে বর্ণিলি ॥ ৪
 যতেক প্রসঙ্গ লয়ে কহেছ পুরাণ ।
 আমার প্রসঙ্গ আছে তেঁই সে প্রমাণ ॥ ৫
 তুমি বুঝিয়াছ আমি শান্তনুর নারী ।
 সমুদ্রে মিলেছি বলি নারী হৈলু তারি ॥ ৬
 সংসারে যতেক নারী মোর অংশ তারা ।
 শিব-অংশ সংসারে পুরুষ আছে যারা ॥ ৭
 প্রকৃতি-পুরুষ মোরা তুই কি জানিবি ।
 আর কত দিন পড় তবে সে বুঝিবি ॥ ৮
 আমার জাতির দায় কে ধরিবে তোরে ।
 কোন জাতি তোমার বুঝাও দেখি মোরে ॥ ৯
 বেদের পঞ্চ দিয়া ভারত পুরাণ ।
 রচিয়াছ আপনি পরম জ্ঞানবান্ ॥ ১০
 তাহে কহিয়াছ আপনার জন্ম কর্ম ।
 ভাবিয়া দেখহ দেখি তাহার কি মর্ম ॥ ১১

পরাশর ব্রহ্মধ্বজি তোর পিতা যেই ।
 অবিগীত ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-জ্ঞাত সেই ॥ ১২
 মৎস্তগন্ধা দাসকন্যা ব্রাহ্মণী ত নহে ।
 তার গর্ভে জন্ম তোর ব্রাহ্মণ কে কহে ॥ ১৩
 পরাশর অপসর তোর জন্ম দিয়া ।
 শান্তনু তোমার মায়ে পুন কৈল বিয়া ॥ ১৪
 বৈপিত্র দু-ভাই তাহে জন্মিল তোমার ।
 একটী বিচিত্রবার্ধা চিত্রাঙ্গদ আর ॥ ১৫
 অশ্বালিকা অশ্বিকা বিবাহ কৈল তারা ।
 যৌবনে মরিল দুটী বউ রৈল সারা ॥ ১৬
 পুত্র হেতু সত্যবতী তোমার জননী ।
 তোমারে দিলেন আজ্ঞা যেমন আপনি ॥ ১৭
 তুমি রণা ভ্রাতৃবধু করিলা গমন ।
 জন্মাইল' পররাষ্ট্র পাণ্ডু দুই জন ॥ ১৮
 কুন্তী মাদ্রী দুই নারী পাণ্ডু কৈল বিয়া ।
 সন্তোগ-রহিত হৈল শাপের লাগিয়া ॥ ১৯
 ভেবে মরে কুন্তী-মাদ্রী করিব কেমন ।
 তুমি তাহে বিধি দিলা আপনি যেমন ॥ ২০
 ধর্ম বায়ু ইন্দ্র আর অশ্বিনীকুমার ।
 উপপত্তি হৈতে পাঁচ পুত্র হৈল তার ॥ ২১
 যুধিষ্ঠির ভীম আর অর্জুন নকুল ।
 সহদেব এই পঞ্চ পাণ্ডব অতুল ॥ ২২
 তুমি তাহে আপনার মত বিধি দিয়া ।
 পাঁচ বরে এক দ্রৌপদীকে দিলা বিয়া ॥ ২৩

ব্রহ্মশাপ কি দিবি কি তোরে মোর ভয় ।
 ব্রহ্মশাপ সেই দেয় ব্রাহ্মণ যে হয় ॥ ২৪
 ব্রহ্মশাপ কিবা দিবি কে তোরে ডরায় ।
 ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ মোর নামে যায় ॥ ২৫
 তুই কি জানিবি ব্রহ্মা তোর পিতামহ ।
 সে জানে মহিমা কিছু তারে গিয়া কহ ॥ ২৬
 এত বলি ক্রোধে গঙ্গা কৈলা অস্ত্রকান
 গালি খেয়ে ব্যাসদেব হৈলা হতজ্ঞান ॥ ২৭
 ভারত কহিছে ব্যাস ধিরি ধিরি ধিরি ।
 গিয়াছিল যথা হৈতে তথা সেলা ফিরি ॥ ২৮
 দীনদয়াময়ী দেবী দয়া কর দীনে ।
 দারিদ্র্য দুর্গতি দূর কর দিনে দিনে ॥ ২৯
 ধর্ম তার ধরা তার দন তার ধ্যান ।
 ধ্যানে ধরে যে তোমারে সেই সে ধীমান ॥ ৩০
 নারসিংহ নৃমুণ্ডমালিনী নারায়ণী ।
 নগেন্দ্রনন্দিনী নীলনলিননয়নী ॥ ৩১
 কৃষ্ণচন্দ্র-আশ্রয় ভারতচন্দ্র গায় ।
 হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥ ৩২
 ইতি সোমবারের দিবাপালা ॥

বিশ্বকর্ম্মার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা ।

আসনে বসিয়া উন্ননা হইয়া

ভাবেন ব্যাস গোসাই ।

এই বড় শে'ক হাসিবেক লোক

মোন কালী হৈল নাই ॥ ১

বিশ্বকর্মা আছে তাবে আনি কাছে

সে দিবে পুরী গড়িয়া ।

মোক্ষের উপায় শেষে কবা যায়

ব্রহ্মার বর গাইয়া ॥ ২

কবি আচমন যোগে দিয়া মন

বিশ্বকর্মে কৈল ধ্যান ।

জানিয়া অন্তরে বিশাই সত্তরে

আসি কৈলা অবিষ্টান ॥ ৩

বিশাই দেখিল সানন্দ হইয়া

বিনয়ে বহেম ব্যাস ।

তুমি বিশ্বকর্মা জান বিশ্বকর্মা

তোমাতে বিশ্ব প্রকাশ ॥ ৪

তুমি বিশ্বে গড় তুমি বিশ্বে বড়

তাই বিশ্বকর্মা নাম ।

তোমার মহিমা কেবা জানে সীমা

কেবা জানে গুণগ্রাম ॥ ৫

বিধাতা হইয়া বিশ্ব নিরমিত

পালহ হইয়া হরি ।

শেষে হয়ে হর তুমি লয় কর

তুমি ব্রহ্ম অবতরি ॥ ৬

আমারে কালীতে না দিল রহিতে

ভূতনাথ কালীবাসী ।

সেই অভিমানে আমি এইখানে

করিব দ্বিতীয় কালী ॥ ৭

ঠেকিয়াছি দায় চাহিয়া আমার

নির্ম্মাহ পুরী হুসার ।

মোক্ষের নিধান করিতে বিধান

সে ভার আছে আমার ॥ ৮

এ সঙ্কট ঘোরে তার যদি মোরে

তবেত তোমারি হব ।

ত্রিদেবে ছাড়িয়া ব্রহ্মপদ দিয়া

তোমা'রে পুরাণে কব ॥ ৯

বিশাই শুনিয়া কহিছে হাসিয়া

তুমি নাহি পার কিবা ।

ব্যাসবারাণসী গড়ি দেব বসি

আমারে ব্রহ্ম করিবা ॥ ১০

যে হয় পশ্চাৎ দেখিবে সাক্ষাৎ

মোরে পুরী-ভার লাগে ।

কালীর ঈশ্বর খ্যাত বিশ্বেশ্বর

তার পুরী গড়ি আশে ॥ ১১

বিশেষ্বর নাম সর্ব গুণধাম

বিশাই যেই কহিল ।

দৈব রুষ্ট যার বুদ্ধি নাশে তার

ব্যাসের ক্রোধ হইল ॥ ১২

আরে রে বিশাই তুই ত বালাই

কে বলে আনিতে তায় ।

এ বড় প্রমাদ যার সঙ্গে বাদ

তাহারে আনিতে চায় ॥ ১৩

সভয়-অন্তর নহ স্বতন্তর

ভয়েতে সবারে মান ।

নান। গুণ জানি যারে তারে মানি

বেগার খাটিতে জান ॥ ১৪

তপোবলে কানী দেখ পরকাশি

দূর হ রে দূরাচার ।

তোর গুণধর ষত কারিকর

হইবে দুঃখী বেগার ॥ ১৫

বিশাই গুনিয়া কহিছে হাসিয়া

বড় ভ্রান্ত তুমি ব্যাস ।

শিবেরে লজিবা কানী প্রকাশিবা

কেন কর হেন আশ ॥ ১৬

নাহি জান তত্ত্ব নাহি বুঝ সত্ত্ব

শিব ব্রহ্ম সনাতন ।

অজ্ঞাত অমর অনন্ত অজর

আদ্য বিভূ নিরঞ্জন ॥ ১৭

কার্য সাধিবারে এই যে আমারে

এখনি ব্রহ্ম কহিলে ।

ব্রহ্ম বলিবার কি দেখে আমাং
কেমনে ব্রহ্ম বলিলে ॥ ১৮
যাহারে যখন দেখেছ দুর্জয়
তাহারে ব্রহ্ম বলহ ।
এইরূপে কত কথো নানা মত
লিখিল যত কলহ ॥ ১৯
বিশাই ধীমান গেল নিজ স্থান
ব্যাসেন হইল দায় ।
কহিছে ভারত এ নহে ভারত
করিবে কথা মাথায ॥ ২০

— — — — —

ব্যাস ও ব্রহ্মার কথোপকথন ।

হর হব শঙ্কর স'হর প'ম মু ।
জগৎকরণময় নাশয় ত'পম ॥
ব্রহ্মতরঙ্গিত-গাঙ্গজটাচন অর্পণ সর্গকলাপম ।
মহিষবিষাণব্রহ্ম নিবারয় মম দ্বিপুশমনলুপম ।
কনককুম্মপরিশোভিতকর্ণে কণ্ঠ ভক্তবিলাপম ।
নিগদতি ভারতচন্দ্র উমাধব দেহি পদং দুঃখাপম ॥ ১
ব্রহ্মার করিলা ধ্যান ব্যাস তপোধন ।
অবিলম্বে প্রজাপতি দিল দরশন ॥ ২
আপন দুর্দশা আর শিবেরে নিম্নিষা ।
বিস্তর কহিলা ব্যাস কাণ্ডিয়া কাণ্ডিয়া ॥ ৩

স্নেহেতে চক্ষুব জল অঞ্চলে মুছিয়া ।
 কহিছেন প্রজাপতি পিরোতি করিয়া ॥ ৩
 ওবে বাছা ব্যাস তুমি বড়ই ছাবাল ।
 শিব সঙ্গে বাদ কব এ বড় জঞ্জাল ॥ ৪
 কালীতে বহিতে শিব ন দিলে না রবে ।
 শিব সঙ্গে বাদে তে'ম সৈতে কিবা হবে ॥ ৫
 শিবনাম প কর যেরা সেথা বসি ।
 যেখানে শিবের নাম সেই বার'গদী ॥ ৬
 তুমি কি কবিবা কালী সজ্জিয়া তাঁতারে ।
 কালীপতি বিন কালী কে কবিতে পাবে । ৭
 শিব গাজ্য আমি কি হইব বরদাতা ।
 আমি যে বিবাতা শিব আমাবো বিবাত ॥ ৮
 য মার আছিল বাছ পাচটা বদন ।
 এক মাথা কাটিয়া লইল পকানন ॥ ৯
 কি কবিতে ত হে আমি গাবিলাম শাব
 হৃষ্টি স্থিতি প্রস্থ লীলায় হুয় পাব ॥ ১০
 কিসে অনুগ্রহ তাঁর নিগ্রহ বা কিসে ।
 কবিতে কে পাবে বাব তুল্য সুবা বিধে ॥ ১১
 ভালো বার সুধাকব গলায় গরল ।
 কপালে অনল যার শিবে গঙ্গাজল ॥ ১২
 সন্ম ধীর সুধা বিধে হত্যাশন জল ।
 অস্তুর যে অমঙ্গল তাঁবে সে মঙ্গল ॥ ১৩
 তাঁর সঙ্গে তোর বাদ আমি ইথে নাই ।
 জানেন অন্তর্যামী শঙ্কর গোসাই ॥ ১৪

এত বলি প্রজাপতি গেল নিজ স্থানে ।
 ব্যাসের ভাবনা হৈল কি হবে নিদানে ॥ ১৫
 যে হোক সে হোক আরো করিব যতন ।
 মস্তুর সাধন কিসা শরীর পতন ॥ ১৬
 অন্নপূর্ণা ভগবতী সকলের সার ।
 কালীর ঈশ্বরী যিনি বিশ্ব মায়া দার ॥ ১৭
 যার অধিষ্ঠানে বারানসীর মহিমা ।
 বিধি হরি হর দাঁর নাহি জানে সীমা ॥ ১৮
 শঙ্কর আমার অন্ন মানা করেছিল।
 শিবের না মানিয়া তিনি মোরে অন্ন দিল। ॥ ১৯
 তদবধি জানি তিনি সকলের বড় ।
 অতএব তাঁর উপাসনা করি দড় ॥ ২০
 তিনি মোক্ষ দিবেন সকলে এথা বসি ।
 তবে সে হইবে মোর ব্যাস-বারানসী ॥ ২১
 এত ভাবি ব্যাসদেব মন কৈলা স্থির ।
 অন্নপূর্ণা ধ্যান করি বসিলেন ধীর ॥ ২২
 বিস্তর কঠোর করি করিলেন তপ ।
 কত পুরস্করণ করিলা কত জপ ॥ ২৩
 আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর ।
 রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ২৪

ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্য ।

গজানন-ষড়ানন সজে কবি পকানন
কৈলাসেতে কবেন ভোজন ।

অন্নপূর্ণা ভগবতী অন্ন দেন ঋষ্টমতি
ভোজন কনিছে ভ্রতগণ ॥ ১

ছন্নমুখ কাণ্ডিকের গজমুখ গণেশের
মহেশের নিজ মুখ পক ।

কতমুখ কত জন বেতাল ভৈববগণ
ভাস্ত্র খেয়ে ভোজনে প্রপক ॥ ২

গোগেছে সিদ্ধির লাগি খেতে বড় অন্নরাগী
বারমুখ তিন বাপে-পুতে ।

অন্নদার হস্ত দুটী অন্ন দেন গুটি গুটি
থাকে নাহি পাত্রে খুতে খুতে ॥ ৩

অন্নদা বুঝিলা মনে কোতুক আমাব মনে
বুঝা যাবে কেবা কত খান ।

চক্ষ্য চক্ষ্য লেহ পেয পাতে পাতে অপ্রমের
পরোনিধি-পর্যন্ত-প্রমাণ ॥ ৪

খাইবেন কেবা কত সব হৈলা বুদ্ধিহত
অন্নপূর্ণা কহেন কি চাণ্ড ।

অন্ন-ব্যঞ্জনের রাশি কে রাখিবে করি বাসি
খেতে হবে খাও খাও খাও ॥ ৫

এইরূপে অন্নপূর্ণা খেলারমে পরিপূর্ণা
নারীভাবে পতি-পুত্র লয়ে ।

ব্যাসের তপের গাছ অন্নদার লগ্নে পাচ
 ফলিলেক বিষবৃক্ষ হয়ে ॥ ৬
 ব্যাস জপে অনশনে অন্নদা জানিয়া মনে
 ব্যাসের তপের অনুবলে ।
 কপাণে টনক নড়ে হাতে হৈতে শাতা পড়ে
 উছট লাগিয়া পদ টলে ॥ ৭
 হুর্দৈব যখন ধরে ভাল বর্ষ্য মন্দ বরে
 অন্নদার উপজিল রোষ ।
 অনুগ্রহ গেল নাশ নিগ্রহে সৈকিল ব্যাস
 ভাগ্যবশে গুণ হৈল দোষ ॥ ৮
 তাবে বুঝি ক্রোধভব জিজ্ঞাসা ববিলা হৈ
 কেন দেবি দেখি ভাষান্তর ।
 অন্নদা কহেন হরে ব্যাস মুনি তপ কৈ
 অনশন কৈল বহুতর ॥ ৯
 ভুমি ঠাই নাহি দিলে কালী হৈতে খেদাই
 তাহাতে হয়েছে অপমান ।
 করিতে দ্বিতীয় কালী হইয়াছে অভিলষা
 সেই হেতু করে মোর ধ্যান ॥ ১০
 হাসিয়া কহেন হর বুঝি তাবে দিল বর
 মোরে মেনে দয় না ছাড়িও ।
 আমি বুদ্ধ তাই কই জানি নাই তোমা বই
 এক মুটা অন্ন মেনে দিও ॥ ১১
 সক্রোধে কহেন শিবা কৌতুক করহ কিবা
 কি হয় তাহার দেখ বসি ।

এত বড় তাঁর সাদ তোমা সনে করি বাদ
করিবেক ব্যাস-বারাণসী ॥ ১২

তবে যে কহিবে মোর তপস্যা করিল ঘোব
কি দোমে হইব কুণ্ড তারে ।

অসময় সুসময় না বুঝিয়া ছুরাশয়
বিবর্ত্ত করিল অত্যাচারে ॥ ১৩

বলি বাজা ভগবানে ত্রিপাদ ধরণী-দানে
অধোগতি পাইল যেমন ।

ভেমনি ব্যাসেরে দিয়া শাপ দিব বর দিয়
শুনিয়া সানন্দ পঞ্চামন ॥ ১৪

মহামায়া মায়া কবি জরতী-শরীর ধরি
ব্যাসদেবে ছলিতে চলিলা ।

অন্নপূর্ণা-পদতলে ভারত বিনয়ে বনে
রাজ্য কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞা দিলা ॥ ১৫

অন্নদার জরতীবেশে ব্যাস-ছলনা

হাস্তীর—একতালা ।

কে তোমা চিনিতে পারে । গো মা ।

বেদে সীমা দিতে নারে ॥

কত মায়া কর কত মায়াধর

হেরি হরি হর হারে ।

জিত-জরামর হয় সেই নর

ভুমি দয়া কর যারে ॥

এ ভব সংসারে যে ভজে তোমাধে

যম নাহি পারে তারে ।

যদি না তাবিবে যদি না চাহিবে

ভারত ডাকিবে কারে ॥ ১ ॥

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী ।

ডানি করে ভান্ধা লড়ি বাম কক্ষে বুড়ী ॥ ১

ঝাঁকড-মান্দ চুল ন গি আদি সাদি ।

হাত দিলে পুশা উড়ে যেন কেয়ার্কাঙ্গি ॥ ২

ডেঙ্গর উকুন নিক করে ইলিবিলা ।

কোটি কে'টি কাণকে'টারিরা কিলিকিলি ॥ ৩

কোটরে নয়ন দুটী মিটি মিটি কবে ।

চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢ কিল অধরে ॥ ৪

ঝর ঝব ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে ।

শুনিতে না পান কাণে শত শত ডাকে ॥ ৫

বাতে বাঁক সঙ্গ অঙ্গ পিঠে কঁজভাব ।

অন্ন বিনা অন্নদাব অস্থি চর্ম্ম সার ॥ ৬

শত গাঁ টি ছিঁড়া টেনা কবি পরিধান ।

ব্যাসের নিকটে গিয়া কৈলা অধিষ্ঠান ॥ ৭

ফেলিয়া বুপডী লড়া আহা উহু কয়ে ।

• জানু ধরি বসিলা বিরসমুখী হয়ে ॥ ৮

ভূমে ঠেকে থুথি হাট কাণ ঢেকে যায় ।

কঁজভবে নিষ্ঠাড়া ভূমিতে লুটায় ॥ ৯

উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল ।

চক্ষু মুদি হই হাতে চুলকান চুল ॥ ১০

মৃদুস্বরে কথা কন অন্তরে হাসিয়া ।
 অরে বাছা বেদব্যাস কি কর বসিয়া ॥ ১১
 তিনকাল গিয়া মোর এক কাল আছে ।
 পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাহি কাছে ॥ ১২
 বাচিতে বাসনা নাই মরিবারে চাই ।
 কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই ॥ ১৩
 কাশীতে মরিলে তাহে পাপভোগ আছে ।
 তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে ॥ ১৪
 এই ভয়ে সেখানে মরিতে সাদ নাই ।
 মৃত্যুমাত্র মোক্ষ হয় কোথা হেন ঠাই ॥ ১৫
 তুমি নাকি কাশী কবিরাজ মহাশয় ।
 সত্য করি কহ এথা মরিলে কি হয় ॥ ১৬
 ব্যাস কন এই পুরী কাশী হৈতে বড় ।
 মৃত্যুমাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড় ॥ ১৭
 বুদ্ধি যদি থাকে বুড়ি এথা বাস কর ।
 সদ্য মুক্ত হবে যদি এইখানে মর ॥ ১৮
 ছলেতে অন্নদা দেবী কহেন ক্রমিয়া ।
 মরণ টাকিলি যেটা অনাথা দেখিয়া ॥ ১৯
 তোম মনে আমি বুড়ী এখনি মরিব ।
 সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব ॥ ২০
 উর্দ্ধগ-বিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত ।
 অন্ন বিনা অন্ন বিনা শুকায়েছে ঋত ॥ ২১
 বায়ুতে পাকিয়া চুল হইল শণ-লুড়ি ।
 বাতে করিয়াছে খোঁড়া চলি গুড়ি গুড়ি ॥ ২২

শিরঃশূলে চক্ষু গেল কুঁজা কৈল কুঁজে ।
 কতটা বয়স মোর যদি কেহ বুজে ॥ ২৩
 কাণকোটোরিতে মোর কাণ গৈল কালা ।
 কেটা মোরে বুড়ী বলে এত বড় জ্বালা ॥ ২৪
 এত বলি ছলে দেবী ক্রোধভরে যান ।
 আরবার ব্যাসদেব আরম্ভিল ধ্যান ॥ ২৫
 জগতে যে কিছু আছে অধীন দেবের ।
 শাস্ত্রে বলে সেই দেব অধীন মন্ত্ৰের ॥ ২৬
 ধ্যানের প্রভাবে দেবী চলিতে নারিয়া ।
 পুনঃ ব্যাসের কাছে আইলা ফিরিয়া ॥ ২৭
 বুড়ী দেখি অরে বাছা অনুকূল হও ।
 এথা মৈলে কি হইবে সত্য করি কও ॥ ২৮
 বুড়া-বয়সের ধর্ম অঙ্গে হয় রোষ ।
 ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি হয় এই বড় দোষ ॥ ২৯
 মনে পড়ে না রে বাছা কি কথা कहিলে ।
 পুনঃ কি হইবে এখানে মরিলে ॥ ৩০
 ব্যাসদেব কন বুড়ী বুদ্ধিতে নারিলে ।
 সদ্য মোক্ষ হইবেক এখানে মরিলে ॥ ৩১
 বুড়ী কন হায় বিধি করিলেক কালা ।
 কি বল বুদ্ধিতে নারি এত বড় জ্বালা ॥ ৩২
 পুনঃ চলিল দেবী ছলে ক্রোধ করি ।
 ব্যাসদেব পুনঃ বসিল ধ্যান ধরি ॥ ৩৩
 ধ্যানের অধীনা দেবী চলিতে নারিল ।
 পুনঃ ব্যাসের কাছে ফিরিয়া আইলা ॥ ৩৪

এইরূপে দেবী বার পাঁচ ছয় সাত ।
 ব্যাসের নিকটে করিলেন যাতায়াত ॥ ৩৫
 দৈব-দোষে ব্যাসদেবে উপজিল ক্রোধ ।
 বিরক্ত করিল মাগী কিছু নাহি বোধ ॥ ৩৬
 একে বুড়ী আরো কালা চক্ষে নাহি স্নেহে ।
 বারে বারে ধ্যান ভাঙ্গে কহিলে না বোধে ॥ ৩৭
 ডাকিয়া কহিল। ক্রোধে কাণের কুহরে ।
 গর্দভ হইবে বুড়ি এখানে যে মরে ॥ ৩৮
 বুদ্ধিহীন বুদ্ধিহীন বলি করে ঢাকি কাণ ।
 তথাস্থ বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দান ॥ ৩৯
 বুড়ী না দেখিয়া ব্যাস আধার দেখিলা ।
 হায় বিধি অন্নপূর্ণা আসিয়া ছলিলা ॥ ৪০
 নিকটে পাইয়া নিধি চিনিতে নারিনু ।
 হায় রে আপনা খেঁষে কি কথা কহিনু ॥ ৪১
 বিধি বিহীন শিব আদি তোমার মায়ায় ।
 মণালের তন্তুমধ্যে সদা আসে যায় ॥ ৪২
 প্রকৃতি-পুরুষ-রূপা তুমি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ।
 কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি বিশ্বমূল ॥ ৪৩
 বাক্যাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব ।
 শক্তিয়োগে শিবসংজ্ঞা শক্তি-লোপে শব ॥ ৪৪
 নিজ আত্মতত্ত্ব বিদ্যাভক্ত শিবতত্ত্ব ।
 তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞানে ঈশের ঈশত্ব ॥ ৪৫
 শরীর করিনু ক্ষয় তোমাতে ভাবিয়া ।
 কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছায়া ॥ ৪৬

বাস-বারাণসী হবে ত বিলাম বসি ।
 বাক্যদোষে হইল গর্দভ-বারাণসী ॥ ৪৭
 অলঙ্ঘ্য দেবীর বাক্য অগ্ৰথা না হয় ।
 ভবিতবাং ভবত্যেব গুণাকর কর ॥ ৪৮

— — —

বাসের প্রতি দৈববাণী ।

কেদারা—দ্রুত ত্রিতালী ।

ভুলনা রে ওরে নর শঙ্কর সার কর ।
 শমনেরে কেন ডা ॥
 দূর হবে পাপ চূর হবে তাপ
 গঙ্গাধরে ধ্যানে ধর ।
 শঙ্কর শঙ্কর এ তিন অক্ষর
 মালা করি গলে পর ॥
 এ ভবসাগরে না ভজিয়া হরে
 কেন মিছা ডুবি মর ।
 ভারতের মত শুনরে ভকত
 ভব ভজি ভব তর ॥ ক্ষ ॥
 বিরস-বদন দেখি বাস-তপোধনে ।
 কহিলেন অন্নপূর্ণা আকাশ-বচনে ॥ ১
 শুন শুন ব্যাসদেব কেন ভাব তাপ ।
 এ হুংখ তোমাকে দিল শিবনিন্দাপাপ ॥ ২
 জ্ঞান-অহকারে বারাণসীমাকে গিয়া ।
 শিব হৈতে মোক্ষ নহে কহিলা ডাকিয়া

ভুজস্তু কণ্ঠরোধ হয়েছিল বটে ।
 শিবে স্তুতি করি পার পাইলা সঙ্কটে ॥ ৪
 তার পর শৈব হয়ে বিষ্ণুরে ছাড়িলে ।
 সেই দোষে কালীমাকো ভিক্ষা না পাইলে ॥ ৫
 এক পাপে দুঃখ পেয়ে আর কৈলা পাপ ।
 না বুঝিয়া কালীবাসিগণে দিলা শাপ ॥ ৬
 অন্ন বিনা শিষ্যসহ উপবাসী ছিলে ।
 আমি গিয়া অন্ন দিনু তেঁই সে বাঁচিলে ॥ ৭
 মোর উপরোধে তোরে মহেশ ঠাকুর ।
 নষ্ট না করিয়া কৈলা কালী হৈতে দ্র ॥ ৮
 আমি দিনু বর চতুর্দশী অষ্টমীতে ।
 মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে ॥ ৯
 এইরূপে আমি তোরে বর দান দিয়া ।
 সে দিন রুদ্রের ক্রোধে দিনু বাঁচাইয়া ॥ ১০
 তথাপি শিবের সঙ্গে করিয়া বিরোধ ।
 কালী করিবা র চাহ এ বড় দুর্কোষ ॥ ১১
 আমার দ্বিতীয় কন্যা দ্বিতীয় শূলীর ।
 যদি থাকে তবে হবে দ্বিতীয় কালীর ॥ ১২
 ইতঃপর ভেদবন্দ ছ'ডহ সকল ।
 জ্ঞানের সন্ধান কর অজ্ঞানে কি ফল ॥ ১৩
 হরি হর বিধি তিন আগার শরীর ।
 অভেদে যে জন ভজে সেই তত্ত্ব ধীর ॥ ১৪
 তুমি কি জানিবে তত্ত্ব কি শক্তি তোমার ।
 নিগম আগম আদি কেবা জানে পার ॥ ১৫

অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত ।
 খুঁয়ে তাঁতি হইয়ে দেহ তসরেতে হাত ॥ ১৬
 করিবে দ্বিতীয় কানী না কর এ আশ ।
 অভিমান দূর করি চল নিজ বাস ॥ ১৭
 আমার আক্কায়ে চতুর্দশী অষ্টমীতে ।
 মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে ॥ ১৮
 এখানে যে মরিবে সে গর্দভ হইবে ।
 এ হৈল গর্দভকালী অন্তথা নহিবে ॥ ১৯
 শুনিয়া আকাশবাণী ব্যাস তপোধন ।
 উদ্দেশে প্রণাম করি করিলা গমন ॥ ২০
 কৈলাসেতে অন্তর্পূর্ণা শঙ্কর লইয়া ।
 বিহারে রহিলা বড় সানন্দ হইয়া ॥ ২১
 জয়া-বিজয় রে কন সত্যস বদনে ।
 নরলোকে মোর পূজা প্রকাশে কেমনে ॥ ২২
 কহিছে বিজয়া-জয়া ভবিনাত-ব'ণী ।
 কুবের তোমার পূজা করিবেক জানি ॥ ২৩
 বসুন্ধর নামে তার আছে সহচর ।
 দিবেক পুষ্পের ভার তাহার উপর ॥ ২৪
 রমণী-সন্তোষ তার কাননে হইবে ।
 সেই অপরাধে তুমি তারে শাপ দিবে ॥ ২৫
 মনুষ্য হইবে সেই হরিহোড় নামে ।
 ধন বর দিবা তুমি গিয়া তার ধামে ॥ ২৬
 তাহা হৈতে হইবেক পূজার সঞ্চার ।
 কুবেরের স্তূপে শাপ দিবা পুনর্বার ॥ ২৭

ব্রাহ্মণ হইবে সেই ভবানন্দ নামে ।
 হরিহোড়ে ছাড়ি তুমি যাবে তার ধামে ॥ ২৮
 দিল্লী হৈতে রাজ্য দিয়া পূজা লবে তার ।
 তাহা হৈতে হইবেক পূজার প্রচার ॥ ২৯
 তার বংশে হবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ।
 সন্মুখে তারিবে তুমি দেখা দিয়া তার ॥ ৩০
 তাহা হৈতে পূজার প্রচার হবে বড় ।
 হাসিয়া কহেন দেবী এই কথা দড় ॥ ৩১
 কহিছে ভাবতচন্দ্র রায় গুণাকর ।
 হরিহোড়-প্রদক্ষ শুনহ ইত্যপর ॥ ৩২

বহুকরে অন্নদার শাপ ।

কুবেরের অনুচর নাম তার বহুকর
 বহুকর নামে তার জায়া ।
 দুই জনে ষষ্ঠ মনে জৌড়া করে কুঞ্জবনে
 নানা রস জানে নন মায়া ॥ ১
 চৈত্র-শুক্ল-অষ্টমীতে অন্নদার পূজা দিতে
 নানা দ্রব্য অগ্নি নীধগতি ।
 তুল আনিবার তরে ডাক দিয়া বহুকরে
 কুবের দিলেন অনুমতি ॥ ২
 কুবেরের আজ্ঞা পায় বহুকর বেগে ধায়
 কুঞ্জবনে হৈল উপনীত ।

নানাজাতি তুলে ফুল যাহে মস্ত অলিকুল

যার গন্ধে মদন মোহিত ॥ ৩

দেখিয়া পুষ্পের শোভা বসুন্ধরা রতিলোভা

বসুন্ধরে কহিতে লাগিল ।

ফুলগুণে ফুলবাণ ফুলধনু দিগ্বা টান

ফুলবাণে আম'বে বিক্লিল ॥ ৪

আলিঙ্গন দিয়া কান্ত কামানল কর শান্ত

মোরে আর বিলম্ব না সহে ।

কোকিল-ভঙ্কাব কাল ভ্রমর-বাক্যাব শাল

মলয়পবনে তনু দহে ॥ ৫

বসুন্ধর বলে প্রিয়া আগে আসি দুল দিব

অন্নপূর্ণা পূজিবে কুবের ।

পূজা-সাজে তোমা সঙ্গে বিচাব করিব রঙ্গে

এ সময়ে নাহি দিও ফের ॥ ৬

অষ্টমীরে পর্ক কর ইথে রাত যুক্ত নয়

অন্নদাব ব্রততিথি তাষ ।

আমার বচন ধর আজি রতি পবিহর

পূজা কর অন্নদাব পায় ॥ ৭

বসুন্ধরা বলে প্রভু এমন না শুনি কভু

এ কথা শিখিলা কার কাছে ।

সাপে যারে কামড়ায় রোকা গিরা কাড়ে তার

তাহে কি অষ্টমী আদি বাছে ॥ ৮

কাম-কালবিবধর নিষে আমি জ্বরজর

তুমি সে ঔষধ জ্ঞান তার ।

অষ্টমীরে পর্ক করে অন্নদার নাম লয়ে

আরস্তিলা কত ফের ফার ॥ ৯

অন্নপূর্ণা কি করিবে অষ্টমী কি সুখ দিবে

যে সুখ পাইবে রতিসুখে ।

দেবাসুরে সুধা লাগি সিদ্ধু মধি দুঃখভাগি

সে সুধা সম্বনে পেও মুখে ॥ ১০

এই যে তুলিলা ফুল কে জানে ইহার মূল

রুখা হবে জলে ডাসাইলে ।

দেখ দেখি মহাশয় সম্বোদে কি সুখ হয়

তোমায় আমায় গলে দিলে ॥ ১১

মালা গাঁথি এই ফুলে দিয়া দেখ মোর চুলে

মেঘে যেন বিজুলী খেলিবে ।

বিপরীত-রতিরঙ্গে পড়িলে তোমার অঙ্গে

ভাব দেখি কিবা শোভা দিবে ॥ ১২

এইরূপে বসুন্ধরে বিক্রিয়া কটাক্ষ-শরে

বসুন্ধরা মোহিত করিল ।

কিবা করে ধ্যানে জ্ঞানে যে করে কামের বাণে

বসুন্ধর মদনে মাতিল ॥ ১৩

সেই ফুলে শয়্যা করি সেই ফুলে মালা পরি

রতিরসে হুজনে রহিল ।

এখায় যক্ষের পতি অন্নদাপূজায় মতি

একমনে ধ্যান আরস্তিল ॥ ১৪

সংহতি বিজয়া জয়া কুবেরে করিয়া দয়া

অন্নদা করিলা অধিষ্ঠান ।

দেখিয়া পুষ্পের ব্যাজ কুবের বন্ধের রাজ

সভয় হইল কম্পমান ॥ ১৫

অন্নদা অন্তরে জানি কুবেরে নিকটে আনি

দয়ায় অভয়দান দিলা ।

বসুন্ধরা-বসুন্ধ ব বান্ধি আনিবার তরে

ডাকিনী যোগিনী পাঠাইলা ॥ ১৬

ডাকিনী-যোগিনীগণ প্রবেশিয়া বৃঙ্কলন

বসুন্ধরা-বসুন্ধরে ধরে ।

সেই ফুলমালা সঙ্গে বৃকে বৃকে বান্ধি রুখে

আনি দিল অন্নদা-গোচরে ॥ ১৭

অন্নপূর্ণা ক্রোধ-মনে শাপ দিলা তুই জনে

যেমন করিলি ছরাচার ।

মরত-ভুবনে যাও মনুষ্য-শরীর পাও

ভারতের এই বৃদ্ধ সার ॥ ১৮

— — —

বসুন্ধরের বিনয় ।

কান্দে বসুন্ধর বসুন্ধরা ।

অন্নপূর্ণা মহামায়া দেহ চরণের ছায়া

শাপে কৈলা জীয়েছেতে মরা ॥ ১

অজ্ঞানে করিলু দোষ ক্ষমা কর অতিরোষ

তুমি দেবী ভগত-জননী ।

ভয় না করিলে কেন কেন শাপ দিলে হেন

কোন স্থখে যাইব ধরণী ॥ ২

অপরাধ অন্ন মোর শাপ দিলা অতি বোর
নরলোকে কেমনে যাইব ।

গর্ভবাস মহাতুখে উর্দ্ধপদে হেটমুখে
মলমূত্রে ভষিত থাকিব ॥ ৩

ভূঞ্জিব অশেষ ক্রেশ না পাব ক্ষানের লেশ
পরহুখে হইব দুঃখিত ।

মহাপাপ থাকে যার গর্ভবাস হয় তার
নিগম-আগমে সুবিদিত ॥ ৪

গর্ভবাস পাছে হয় ব্রহ্মদীবো এই ভ-
সেই ভয়ে তোমারে সে ভজে ।

ভব বোর পারাবারে তোমা বিনা কেবা পাবে
যে তোমা না ভজে সেই মজে ॥ ৫

অপরাধ হইয়াছে আর কত শাস্তি আছে
কুস্তীপাক বোরব প্রভৃতি ।

তাহে যেতে মন লয় মরতে খাইতে ভয়
বড় দুষ্ট নরেন প্রকৃতি ॥ ৬

ক্রন্দনেতে দৌহাকার দয়া হৈল অন্নদার
কহিলেন করিয়া সান্ত্বনা ।

চল স্থখে মর্ত্যলোক না পাইবে রোগ শোক
না পাইবে গর্ভের যাতনা ॥ ৭

হয়ে মোর ব্রতদাস মোর পূজা পরকাশ
মরত-ভুবনে গিয়া কর ।

লোকে ব্রত পরকাশি পুন হবে স্বর্গবাসী
আমি সঙ্গে রব নিরন্তর ॥ ৮

শুনি বসুন্ধর কয় ইহা যদি সত্য হয়
 তবে মোর মরতে কি ভয় ।
 ওব অনুগ্রহ যথা কৈলাস-কৌশল তথা
 চতুর্দর্গ সেইখানে হয় ॥ ৯
 যদি সঙ্গে যাহ তুমি তবে আমি যাই ভূমি
 এই বর দেহ দাঁড়াইয়া ।
 পাতালেতে গিয়া বলি ছিল যেন কুতূহলী
 গোবিন্দের দ্বারী পাইয়া ॥ ১০
 এত বলি বসুন্ধর যোগাসনে করি ভর
 জামা সহ শরীর ত্যজিল ।
 অন্নপূর্ণা তুষ্ট হইবে চলিলা দুজনে লয়ে
 বায় গুণাকর বিরচিল ॥ ১১

— — —

বসুন্ধরের মর্ত্যলোকে জন্ম ।

বসুন্ধর বসুন্ধরা অন্নদায় শাপে
 সমাধিতে দিয়া মন তনু ত্যজে তাপে ॥ ১
 বসুন্ধর বসুন্ধরা বসুন্ধরা চলে ।
 আগে আগে অন্নপূর্ণা যান কুতূহলে ॥ ২
 কৰ্ম্মভূমি ভূমণ্ডল ত্রিভুবনে সার ।
 কৰ্ম্ম হেতু জন্ম গৈতে আশা দেবতার ॥ ৩
 দগুদীপমাঝে ধন্ত ধন্ত অম্বুদীপ ।
 তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রদীপ ॥ ৪

তাহে ধন্ত গোড় যাহে ধর্মের বিধান ।
 সাদ করি যে দেশে গঙ্গার অধিষ্ঠান ॥ ৫
 'বান্ধালায় ধন্ত পরগণা বাণ্ডয়ান ।'
 তাহে বড়গাছি গ্রাম গ্রামের প্রধান ॥ ৬
 পশ্চিমে আপনি গঙ্গা পূর্বেতে গাঙ্গিনী ।
 সেই গ্রামে উত্তরিলে অন্নদা তারিণী ॥ ৭
 জয়ারে কহিলা দেবী হাসিয়া হাসিয়া
 এ গ্রামে কে বড় দুঃখী দেখহ ভাবিয়া ॥ ৮
 তার ঘরে জন্মিবে আমার বহুধর ।
 বড় সুখী করিব পশ্চাতে দিয়া বর ॥ ৯
 হেন কালে এক রামা স্নান করি যায় ।
 তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায় ॥ ১০
 নতা-বান্ধা পদ্মপাতে কটি-আচ্ছাদন ।
 ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন ॥ ১১
 অন্ন বিনা কলেবরে অস্থি চর্শ্ব সার ।
 গোঁয়ে লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার ॥ ১২
 আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা একগাছি ।
 পান বিনা পদ্মিনীর মুখে উড়ে মাছি ॥ ১৩
 তারে দেখি অন্নদার উপজিল দয়া ।
 হের আস বলি তারে ডাক দিল জয়া ॥ ১৪
 অভিমানে সেই রামা কারেহ না চায় ।
 মনুষ্য দেখিলে পথে বনে বনে যায় ॥ ১৫
 নিকটে বিজয়া গিয়া কহিল তাহারে ।
 হের এই ঠাকুরাণী ডাকেন তোমারে ॥ ১৬

শুনিয়া কহিছে রামা করিয়া ক্রন্দন ।
 কে ডাকিলে অভাগীয়ে কে আছে এমন ॥ ১৭
 পদ্মগন্ধ যার গায় সে হয় পদ্মিনী ।
 পদ্মপাত পরি আমি হয়েছি পদ্মিনী ॥ ১৮
 বঁটে কুড়াইয়া স্বামী বেচেন বাজারে ।
 যে পান খাইতে তাহা না আঁটে তাঁহারে ॥ ১৯
 মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড় ।
 কত কষ্টে মিলে এটে নাহি মিলে থোড় ॥ ২০
 বাহুরে কায়স্থ বলিয়া গালি আছে ।
 বসিতে না পান ভাল কায়স্থের কাছে ॥ ২১
 এমন হুঃখিনী আমি আমারে কে ডাকে ।
 সূখী লোক আমার বাতাসে নাহি থাকে ॥ ২২
 যে বল সে বল আমি যাব নাহি কাছে ।
 অভাগীর কাছে বল কিবা কার্য্য আছে ॥ ২৩
 বড়ই হুঃখিনী এই অন্নদা জানিলা ।
 কাছে গিয়া আপনি যাচিয়া বর দিলা ॥ ২৪
 আমার আশিষে তুমি পুত্রবতী হবে ।
 সেই পুত্র হৈতে তুমি বড় সুখে রবে ॥ ২৫
 ধন-ধাত্রে পরিপূর্ণ হইবেক বর ।
 কুলীন কায়স্থ সব দিবে কন্তা বর ॥ ২৬
 অন্নপূর্ণা ভবানীয়ে তুষিও পূজায় ।
 হইবেক নাম ডাক রাজায় প্রজায় ॥ ২৭
 মায়াময় শ্রীফলের ফুল দিলা হাতে ।
 বৌদ্ধরূপে বসুন্ধরে রাখিলা তাহাতে ॥ ২৮

কাণে কাণে কহিলেন যতনে রাখিবে ।
 ঋতুস্নান-দিনে ইহা বাটিয়া খাইবে ॥ ২৯
 এতেক বলিয়া দেবী কৈল অস্তর্দান ।
 দেখিতে না পেয়ে রামা হৈল হতজ্ঞান ॥ ৩
 ক্রণেকে সম্বিত পেয়ে লাগিল কান্দিতে ।
 হায় রে দারুণ বিধি নারিনু চিনিতে ॥ ৩১
 পেয়েছিলা মাণিক আঁচলে না বাঁধিনু ।
 নিকটে পাইয়া নিধি হেলে হারাইনু ॥ ৩২
 কেমন দেবতা মেনে দেখা দিয়াছিল ।
 অভাগীর ভাগ্যদোষে পুন নুকাইলা ॥ ৩৩
 হরিষ-বিষাদে বামা গেল নিজালয় ।
 দেবীর দয়ায় ঋতু সেই দিনে হয় ॥ ৩৪
 স্নান-দিনে সেই তুল বাটিয়া খাইল ।
 পতিসঙ্গে রতিরঞ্জে গর্ভিনী হইল । ৩৫
 শুভ ক্রণে বসুন্ধর কৈল গর্ভবাস ।
 এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশ মাস ॥ ৩৬
 গর্ভবেদনার হৈল পদ্মিনী কাতরা ।
 দ্রুত হয়ে বসুন্ধর ধরে বসুন্ধরা ॥ ৩৭
 পুত্র দেখি সুখ রাখিবারে নাহি ঠাই ।
 ধরি তোলে তাপ দেয় হেন জন নাই ॥ ৩৮
 আপনি দিলেন ছলু নাড়ীচ্ছেদ করি ।
 হৃৎক্ষেতে স্মরিয়া হরি নাম দিলা হরি ॥ ৩৯
 আঞ্জা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর ।
 রচিল আরওচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ৪০

হরিহোড়ের বৃত্তান্ত ।

অন্নদার দাস হয়ে হবিহোড় নাম লয়ে
বহুক্রম ভূমিষ্ঠ হইল ।

দেখিয়া পুত্রের মুখ বিম্বহোড় পায় মুখ
পদ্মিনীব আনন্দ বাড়িল ॥ ১

ষষ্ঠী-পূজা হৈল সার ছয় মাসে অন্ন খায়
যুবা হৈল নানা দুঃখ পায়ে ।

বনে মাঠে বেড়াইয়া কাঠ ঘুঁটে কুড়াইয়া
বেচিয়া পোষয়ে বাপ-মায়ে ॥ ২

এক দিন শূন্য পথে অন্নপূর্ণা সিংহবধে
কুতূহলে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।

জয়া-বিজয়াব সঙ্গে কপোপকণন-রঙ্গে
হরিহোড়ে পাইল দেখিতে ॥ ৩

মনে হৈল পূর্বকথা আপনি আসিয়া ওখা
মায়া করি হইলেন বুড়ী ।

কাঠ খড় জড়াইয়া সব ঘুঁটে কুড়াইয়া
রাখিলেন ভরি এক বুড়ী ॥ ৪

হরিহোড় দেখা যান কাঠ ঘুঁটে নাহি পান
আট দিক আধার দেখিলা ।

বিস্তর রোদন করি হরি হরি শব্দে হরি
বুড়ীটীরে দেখিতে পাইলা ॥ ৫

দেখেন বুড়ীর কাছে বুড়ী ভরা ঘুঁটে আছে
বোকা বাক্য কাঠ আছে তার ।

হরিহোড় কান্দি কহে বুড়ী মজাইল দহে

আজি বড় দেখি অনুপায় ॥ ৬

কোথা হৈতে আসি বুড়ী খুঁটে লয় ভ'রে বুড়ী

সর্বনাশ করিল আমার ।

কাড়ি নিলে হবে পাপ বুড়ী পাছে দেয় শাপ

এ দুঃখের নাহি দেখি পার ॥ ৭

বুদ্ধ পিতা-মাতা বরে আকুল অন্তর তরে

খুঁটে-বেচা আমার সম্বল ।

কিছু খুঁটে না পাইলু মিছা বেলা মজাইলু

এ ছার জীবনে কিবা ফল ॥ ৮

দয়া করি হরপ্রিয়া হরিহোড়ে ডাক দিয়া

ছল করি লাগিলা কহিতে ।

কাঠ খুঁটে কুড়াইয়া রাখিয়াছি সাজাইয়া

ওরে বাছা না পারি বহিতে ॥ ৯

মঙ্গল হইবে তোর অতি দূরে বর মোর

খুঁটেগুলি যদি দেহ বয়ে ।

অন্ধেক আমার হবে অন্ধেক আপনি লবে

দয়া করি চন মোরে লয়ে ॥ ১০

হরিহোড় এত শুনি অন্ধ লাভ মনে গুণি

মাথায় লইলা খুঁটে-বুড়ী ।

বাতে কুঁজে বেকে বেকে লাড়ি ধরে থেকে থেকে

আগে আগে চলিলেন বুড়ী ॥ ১১

নিকটে হরির বর নহে অতি দূরতর

সাঁঝ কৈলা সেইখানে যেতে ।

তঁাহারি উঠানে গিয়া বসিলেন হরপ্রিয়া।

কহেন চলিতে নারি যেতে ॥ ১২

কহিলা মধুর স্বরে থাকিলাম তোর স্বরে

হরি বলে এ হবে কেমনে ।

ভাঙ্গা কুঁড়ে ছাওয়া পাতে বুদ্ধ পিতা-মাতা তাতে

ঠাই নাহি হয় চারিজন ॥ ১৩

অতিথি আপনি হবে উপোষি কেমনে রবে

অন্নের সংযোগ মোর নাই ।

হেন ভাগ্য নাহি ধরি অতিথি সেবন করি

এই বেলা দেখ আর ঠাই ॥ ১৪

এই দেখ বুদ্ধ বাপ অন্ন বিনা পান তাপ

বুদ্ধ মাতা অন্ন বিনা মরে ।

গেল চারিপয় দিন অন্ন বিনা আমি ক্রীণ

যমযোগ্য অতিথি এ স্বরে ॥ ১৫

হরির শুনিয়া বাণী কহেন হরের রাণী

অরে বাছা না ভাবিও দুখ ।

ভব্রত সান্ত্বনা করে অন্নদা আইলা স্বরে

ইতঃপর পাবে যত সুখ ॥ ১৬



হরিহোড়ে অন্নদার দয়া ।

টোড়ী-ভৈরবী—দ্রুত-ত্রিতালী ।

ভবানী-বাণী বল একবার ।

ভবানী ভবের সার ॥

ভবানী ভবানী স্মৃধুর বাণী

ভবনদী করে পার

ভবানী ভাবিয়া ভবানী পাইব

ভব তবে ভব-ভার ॥

ভবানী যে বলে এ ভবমণ্ডলে

ভবনে ভবানী তার ।

ভবানীনন্দন ভারত ব্রাহ্মণ

ভবানী ভরসা যাও ॥ ধ্রু ॥

হাণিয়া কহেন বেণী শুনয়ে বাছনি ।

না জানে গৃহিণী ণা তোমার জননী ॥ ১

গৃহিণীর পাপপুণ্যে স্বপ্ন থাকে ম'জে ।

সেই সে গৃহিণী যেই অন্নপূর্ণা ভজে ॥ ২

প্রভাতে যে জন অন্নপূর্ণা নাম লয় ।

ইহলোকে অন্ন পূর্ণ শেষে মোক্ষ হয় ॥ ৩

অন্ন পূর্ণা ধরা অন্নপূর্ণার দয়ায় ।

অন্নপূর্ণা নাহি দিলে অন্ন কেবা পায় ॥ ৪

শুনিয়া পদ্মিনী কহে শুন ঠাকুরাণী ।

অন্নপূর্ণা কেবা কিবা কিছুই না জানি ॥ ৫

বুড়ীটী কহেন রামা শুন মন দিয়া ।
 অন্নপূর্ণা নাম লয়ে হাঁড়ী পাড় গিয়া ॥ ৬
 হাঁড়ীভরা অন্ন আর ব্যঞ্জন পাইবে ।
 কোন কালে থাও নাই এমন খাইবে ॥ ৭
 শুনিয়া পদ্মিনী বড় আনন্দ পাইল ।
 অন্নপূর্ণা নাম লয়ে প্রণাম করিল ॥ ৮
 হাঁড়ী পাড়ি দেখে অন্ন-ব্যঞ্জনের রাশি ।
 দণ্ডবত প্রণাম বুড়ীরে করে আসি ॥ ৯
 হরিহোড় বলে তুমি কে বট আপনি ।
 পরিচয় দেহ বলি পড়িল ধরণী ॥ ১০
 বুড়ীটী কহেন বাছা আগে অন্ন থাও ।
 শেষে দিব পরিচয় আর যাহা চাও ॥ ১১
 হরি বলে পিতা-মাতা আগে খান ভাত ।
 পরিচয় দিলে অন্ন খাইব পশ্চাত ॥ ১২
 ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হৈল তোমারে দেখিয়া ।
 দূর কর দুর্ভাবনা পরিচয় দিয়া ॥ ১৩
 হাসিয়া কহেন দেবী অরে বাছা হরি ।
 পরিচয় দিব আগে দুঃখ দূর করি ॥ ১৪
 আহা মরি ঘুঁটে বেচি তোমার নির্ঝাঁহ ।
 এই ঘুঁটে একখানি বেচিবারে যাহ ॥ ১৫
 এত বলি একখানি ঘুঁটে হাতে লয়ে ।
 দিলেন হরির হাতে অনুকূল হয়ে ॥ ১৬
 ঘুঁটে হৈল হেম-ঘুঁটে দেবীর পরশে ।
 লোহা যেন হেম হয় পরশি-পরশে ॥ ১৭

ঘুঁটে দেখি হেমঘুঁটে হরিহোড়ে ভয় ।
 একি দেখি অপরূপ ঘুঁটে সোণা হয় ॥ ১৮
 কেমন দেবতা মেনে বুড়ী ঠাকুরাণী ।
 আগিতে স্বপন কিবা বাজি অনুমানি ॥ ১৯
 তপস্বী কি আছে যে দেবতা দেখা দিবে ।
 ভাগ্যশুণে বুঝি কোন বিপদ ঝটিবে ॥ ২০
 হেমঘুঁটে হাতে হরি কাঁপে থর থর ।
 অনিমিষ নয়নে সজিল ঝর ঝর ॥ ২১
 এইরূপে হরিহোড়ে মোহিত দেখিয়া ।
 কহিতে লাগিল দেবী ঈষদ্ হাসিয়া ॥ ২২
 আশ্রা দিল কৃষ্ণচন্দ ধরণী-ঈশ্বর ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ২৩

— — —

হরিহোড়ে বরদান ।

ভয় কি রে অরে বাছা হরি ।
 আমি অন্নপূর্ণা মহেশ্বরী ॥ ১ ॥
 অরে বাছা হরিহোড় দূর কর ভয় ।
 আমি দেবী অন্নপূর্ণা লহ পরিচয় ॥ ১
 দুঃখ দেখি আসিয়াছি তোরে দিতে বর ।
 ধন পুত্র লক্ষ্মী পরিপূর্ণ হবে স্বর ॥ ২
 চৈত্রমাসে গুরুপক্ষে অষ্টমী-নিশাচর ।
 করিহ আমার পূজা বিধি-ব্যবস্থায় ॥ ৩

আমার পূজার ফলে বড় সুখে রবে ।
 মাটিমুটা ধর যদি সোণামুটা হবে ॥ ৪
 দেবীর অমৃতবাক্যে পাইয়া আনন্দ ।
 প্রণমিয়া হরিহোড় কহে মৃদুমন্দ ॥ ৫
 অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা অধমের ঘরে ।
 কেমনে এমন হবে প্রত্যয় কে করে ॥ ৬
 বিধি বিষ্ণু বিরিকি বাসব আদি দেবে ।
 দেখিতে না পায় যাবে ধ্যান করি সেবে ॥ ৭
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ যার নামে হয় ।
 তাঁরে আমি দেখিব কেমনে মনে লয় ॥ ৮
 শুনিয়াছি কাশীতে তাঁহার অবিষ্ঠান ।
 সেই মূর্তি দেখি যদি তবে সে প্রমাণ ॥ ৯
 নহে হেন অসম্ভবে কে কবে প্রত্যয় ।
 ভেলকীতে কত ভাত ঘুটে সোণা হয় ॥ ১০
 হাসিয়া কহেন দেবী দেখ রে চাহিয়া ।
 বসিলেন অন্নপূর্ণা মুরতি ধরিয়া ॥ ১১
 মণিময় রক্তপদ্মে পদ্মাসনা হয়ে ।
 দুই হাতে পানপাত্র রত্ন-হাতা লয়ে ॥ ১২
 কোটিশশী জিনি মুখ অর্দ্ধশশীভালে ।
 শিরে রত্ন-মুকুট কবরী কেশজালে ॥ ১৩
 পঞ্চমুখ সম্মুখে ন'চেন অন্ন তেয়ে ।
 ভূমে পড়ে হরিহোড় একবার চেয়ে ॥ ১৪
 মূর্ছিত দেখিয়া হরিহোড়ে হরপ্রিয়া ।
 প্রবোধিয়া দিল বর রূপ সংবতিয়া ॥ ১৫

হরিহোড় বলে মা গো ধনে কাজ দিবা ।
 এই বর দেহ পাদপদ্মে ঠাঁই দিবা ॥ ১৬
 হাসিয়া কহিলো দেবী সেত হবে শেষে ।
 কিছু দিন সুখভোগ করহ বিশেষে ॥ ১৭
 হরিহোড় কহে মা গো কর অবধান ।
 চঞ্চলা তোমার কৃপা চঞ্চলাসমান ॥ ১৮
 অনুগ্রহ করিতে বিস্তর ক্ষণ নহে ।
 নিগ্রহ করিতে পুন বিচক্ষ না সহে ॥ ১৯
 তবে লব ধন আগে দেহ এই বর ।
 বিদায় না দিলে না ছাড়িবে মোর ঘর ॥ ২০
 বিকিত ভাবিয়া দেবী তথাস্ত বলিলা ।
 ভোজন করিতে পুনর্বীর আজ্ঞা দিলা ॥ ২১
 দেবীর আজ্ঞায় হরিগোড় ভাগ্যধর ।
 মাষেরে কহিল অন্ন দেহ শীঘ্রতব ॥ ২২
 পদ্মিনী পদ্মিনী হৈল দেবীর দয়ায় ।
 দ্বিবা বস্ত্র অলঙ্কার সুশোভিত কায় ॥ ২৩
 মুখ-পদগন্ধে মগ্ন মধুকর ওড়ে ।
 মহানন্দে অন্নবাড়ি দিলা হরিহোড়ে ॥ ২৪
 চর্য্য চূষ্য লেহ্য ঐষ্য আদি নানা রস ।
 ভোজন করিল হরিহোড় মহাযশ ॥ ২৫
 বস্ত্র অলঙ্কারে ঝিহোড় দিব্যকায় ।
 কুটীর হৈল কোঠা দেবীর কৃপায় ॥ ২৬
 এইরূপে হরিহোড়ে দিয়া ধন-বর ।
 অন্তরীক্ষে অন্নপূর্ণা গেলেন সত্তর ॥ ২৭

আজ্ঞা দিল। কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর ।
রচিত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ২৮

বসুন্ধরার জন্ম ।

এইরূপে হরিহোড় পেয়ে ধন-বর ।
ধন-ধাত্রে পরিপূর্ণ কুবের মৌসর ॥ ১
কুলীন মৌলিক যত কাঙ্ক্ষ আছিল ।
নানামতে ধন দিয়া সকলে তুষিল ॥ ২
যটক পাইয়া ধন গাইল ঠাকুর ।
বাহুস্তরে গালি ছিল তাহ। গেল দূর ॥ ৩
ষোষ বসু মিত্র মুখ্য কুলীনের কন্তা ।
বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধাতা ॥ ৪
পিতা মাতা স্মৃত ভাতা কন্তা বধূগণ ।
জামাই বেহাই লয়ে ভুঞ্জে নানা ধন ॥ ৫
অন্নপূর্ণা ভবানীরে প্রত্যহ পূজিয়া ।
রাখিলেক কিছুদিন অচলা করিয়া ॥ ৬
ভাবেন অন্নদা 'দবী কি করি এখন ।
স্বর্গে লব বসুন্ধরে করিয়' কেমন ॥ ৭
শাপ দিতে হইবেক কুবের-নন্দনে ।
জন্ম লইবে এই মরুভূবনে ॥ ৮
ভবানন্দ মজুমদার হইবেক নাম ।
তার স্বরে হইবেক করিতে বিজ্ঞাম ॥ ৯

ইহাবে ছাড়িতে নারি না দিলে বিদায় ।
 কহ লো বিজয়া জয়া কি করি উপায় ॥ ১০
 হেন কালে বহুধরা অব্যাহতরূপে ।
 কান্দিয়া কহিছে মজ্জি পতিশোকরূপে ॥ ১১
 আমার স্বামীরে লয়ে মানুষ কবিয়া ।
 আনন্দে রাখিলা তারে তিন নারী দিয়া ॥ ১২
 স্বামিহীন আমি ফিবি কান্দিয়া কান্দিয়া ।
 এত দুঃখ দেহ মোরে কিসের লাগিয়া ॥ ১৩
 আপনিত জান স্ত্রীলোকের ব্যবহার ।
 সতিনী হইলে পতি বড়ই প্রহার ॥ ১৪
 বরঞ্চ শমনে লয় তাহা সহে গাষ ।
 সতিনী লইলে স্বামী সহ্য নাহি যায় ॥ ১৫
 শিব যদি যান কড় কুচনীর বাড়ী ।
 ভাবহ আপনি কত কর তাড়াতাড়ি ॥ ১৬
 পরদুঃখ সেই বুঝে আপনা যে বুঝে ।
 অন্তরযামিনী তুমি তবু নাহি স্নেহে ॥ ১৭
 ঠাকুরাণী দাসীরে না দিবে যদি দৃষ্টি ।
 তবে কেন স্ত্রীপুরুষে কৈলা রতি স্থষ্টি ॥ ১৮
 ব্রহ্মরূপা তুমি তেঁই নাহি পাপপুণ্য ।
 হৌক্ মেনে জানা গেল বিবেচনাশূন্য ॥ ১৯
 এইরূপে বহুধরা গর্বিত ভর্তৃমনে ।
 কান্দিয়া কহিছে দেবী হাসিছেন মনে ॥ ২০
 জয়া বলে এই ভাল হইল উপায় ।
 ইহারে মানুষী করি বিভা দেহ তায় ॥ ২১

ইহার কন্দলে তার অনঙ্গ হবে ।
 তাহারে ছাড়িতে তুমি পথ পাবে তবে ॥ ২২
 যুক্তি বটে বলি দেবী করিলেন ত্বরা ।
 বসুন্ধরা লইয়া চলিলা বসুন্ধরা ॥ ২৩
 আমনহাঁড়ার দত্ত ছিল ভাঁড়ু দত্ত ।
 তার বংশে বাড়ুদত্ত ঠক মহামত্ত ॥ ২৪
 ধূমী নামে তার নারী বড় কন্দলিরা ।
 তার গর্ভে বসুন্ধরা জনমিলা গিয়া ॥ ২৫
 শিশুকাল হৈতে তার কন্দলে আবেশ ।
 এক বোলে দশ বলে নাহি আঁটে দেশ ॥ ২৬
 মনোমত তার মাতা তাহারে পাইয়া ।
 সোহাগী দিলেক নাম সোহাগ করিয়া ॥ ২৭
 ভবিতব্যং ভবত্যেব খণ্ডিতে কে পারে ।
 বৃদ্ধকালে হরিহোড় বিয়া কৈল তারে ॥ ২৮
 শুভক্ৰমে সোহাগী প্রবেশ কৈল আদি ।
 লকলকী নামে তার সঙ্গে আইল দাসী ॥ ২৯
 বৃদ্ধকালে হরিহোড় যুবতী পাইয়া ।
 আজ্ঞাবহ সোহাগীর সোহাগ করিয়া ॥ ৩০
 অন্তর্পূর্ণ ছাড়িতে সর্বদা চান ছল ।
 চারি সতিনীর সদা বড়ই কন্দল ॥ ৩১
 ঝড়ু করে ঠকামী সোহাগী হৃন্দ করে ।
 নানামতে ধন যায় রাজা ছল ধরে ॥ ৩২
 কন্দলে কন্দলে ক্রোধ হৈল অনঙ্গার ।
 ছাড়িতে বাগনা হৈল কেবা রাখে আর ॥ ৩৩

সেখানে দেবী য় দয়। পিরীতি যেখানে ।
 যেখানে কন্দল দেবী না রন সেখানে ॥ ৩৪
 দিনে দিনে হরিহোড় পাইছে যন্ত্রণা ।
 কৈলাসে বসিয়া দেবী করেন মন্ত্রণা ॥ ৩৫
 ইতঃপর শুন সবে ভারত রচিল ।
 ভবানন্দ মজুন্দার খেমতে জন্মিল ॥ ৩৬
 কর গো করুণাময়ী করুণা কাতরে ।
 রূপাকল্পতরু বিনা কেবা রূপা করে ॥ ৩৭
 কৃষ্ণচন্দ্র-আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায় ।
 হরি হরি বল সবে পালা হৈল সাগ ॥ ৩৮
 ইতি সোমবারের নিশা-পালা ॥

নলকুবরে শাপ ।

কুবেরের স্মৃত রূপ-গুণ যুত
 বিখ্যাত নলকুবর ।
 তাহার কামিনী চন্দ্রিনী পদ্মিনী
 দৌড়ে প্রেম ছাতিতর ॥ ১
 চৈত্র মধুমাস বসন্ত প্রকাশ
 তরুলতা সুশোভিত ।
 কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর বাকারে
 সৌরভে বিশ্ব-মোহিত ॥ ২
 কুবেরে গিয়া রমণী লইয়া
 বিহরে নলকুবর ।

রংগী সঞ্চেতে বিহরে রঞ্চেতে

আর যত সহচর ॥ ৩

ভুরু অষ্টমীতে ভুবন ভ্রমিতে

পূজা লইবার মনে ।

অন্নদা জননী চলিলা আপনি

দেয়ে সহচরীগণে ॥ ৪

বাইতে যাইতে পাইলা দেখিতে

নলকূলের খেলা ।

দেখি বন-শান্তা মন হৈল লোভা

কৌতুক দেখিতে গেল ॥ ৫

নৃত্য-বাদ্য-গীত গন্ধে আমোদিত

নামাভোজ্য আয়োজন ।

নির্ম্মল চলিকা প্রফুল্ল মল্লিক।

নীতল মন্দ পবন ॥ ৬

কহেন অভয়া দেখে লো বিজয়া

কে বুঝি পূজে আমারে ।

এ কৈল যেমন না দেখি এমন

এই সে থকা সংসারে ॥ ৭

হাসি জয়া কহে ওমা এ সে নহে

এ ত কুবেরের বেটা ।

পূজা কি কে জানে কারে বা ও মানে

উহারে আঁটয়ে কেটা ॥ ৮

ধনমন্ত্র অতি লইয়া যুবতী

ও করে কাম-বিহার ।

পুজিছে তোমায়ে বল কি বিচারে

কি কব আমি ইহার ॥৯

ধনমন্ত যেই সেকি সেবা দেই

আপনি না জান কিবা ।

নিকট হইয়া জিজ্ঞাসহ গিয়া

এখনি মর্শ্ব পাইবা ॥ ১০

পুরুষ আকারে যাহ ছলিবারে

না যাও নারীর বেশে ।

মন্ত মধুপানে বিদ্ধ কামবাণে

লজ্জা দেই পাছে শেষে ॥ ১১

শুভ-নিশুভারে বধ করিবারে

মোহিনী হইয়াছিলে ।

গৃহিণী করিতে আইল লইতে

মো সবারে লাজ দিলে ॥ ১২

জয়ার বচনে হাসি মনে মনে

আপনি দেবী চলিলা ।

ব্রাহ্মণের বেশে কোতুক অশেষে

নিকটেতে উত্তরিলা ॥ ১৩

কহেন ব্রাহ্মণ শুন হে সূজন

কেমন বুদ্ধি তোমার ।

পণ্ডিত হইয়া পর্ক না মানিয়া

করিছ রতি-বিহার ॥ ১৪

এই যে অষ্টমী পূণ্যদ্বা এ তমো

অন্নদার ব্রত-তিথি ।

ইহাতে অন্নদা অবশ্য বরদা

তাঁহারে কর অতিথি ॥ ১৫

এই দিব্য স্থল এ দ্রব্য সকল

অন্নদাপূজার যোগ্য ।

না পূজি তাঁহারে যুবতী-বিহারে

কেন কর প্রেতভোগ্য ॥ ১৬

এমন শুনিয়া হাসিয়া তুলিয়া

ঘূর্ণিত রক্ত-লোচনে ।

মাথা হেলাইয়া অঙ্গ দোলাইয়া

জড়িমযুক্ত বচনে ॥ ১৭

অতি মত্ত মদে 'না গণে আপদে

কহে কুবেরের বেটা ।

এ নব বয়সে ছাড়িয়া এ রসে

কার পূজা করে কেটা ॥ ১৮

এ স্থখ যামিনী - এ নব কামিনী

এ আমি নব যুবক ।

এ রস ছাড়িয়া পূজায় বসিয়া

ধ্যানে রব যেন বক ॥ ১৯

জানি অন্নদারে সে জানে আমারে

কি হবে পূজিলে তারে ।

অন্নদা যেমন কতেক তেমন

আছয়ে মোর ভাণ্ডারে ॥ ২০

শঙ্কর ভিখারী সে ত তারি নারী

আমি মর্শ্ব জানি তার ।

বাপার ভাণ্ডারে অন্ন চাহিবারে
 দিনে আসে তিন বার ॥ ২১
 কি বলে বামন ওরে চরগণ
 বধ রে ইহার প্রাণ ।
 এমন শুনিয়া সন্তোষ হইয়
 দেবী হৈল। অন্তর্দীন ॥ ২২
 হৃদয় ছাড়িয়া জয়ারে ডাকিয়া
 বিজয়াবে দিলা পান ।
 ডাকিনী যোগিনী শাখিনী পেতিনী
 যুদ্ধে হৈল আশ্রয়ান ॥ ২৩
 ভাঙ্গি কুঞ্জবনে বধি যক্ষগণে
 নলকুবরেরে ধরে ।
 রমণী সঙ্কেতে বান্ধিয়া রঞ্জেতে
 দিল অন্নদা গোচরে ॥ ২৪
 অন্নদা ভাবিয়া ব্রতের ঠাগিয়া
 শাপ দিলা তিন জনে ।
 মর্ত্যলোকে যাও নর-দেহ পাও
 রায় শুণাকর ভণে ॥ ২৫

নলকুবরের প্রাণত্যাগ ।

কান্দে নলকুবর দুঃখিত ।
 চন্দ্রিণী পদ্মিনী সংমিলিত ॥ ১
 না জানিয়া করিয়াছি দোষ ।
 দয়াময়ি দূর কর রোষ ॥ ২

কেন দ্বিলা নিদারুণ শাপ ।
 ভূমে গেলে বাড়িবেক পাপ ॥ ৩
 শাস্তি দিবা যদি মনে আছে ।
 সঁপে দেহ শমনের কাছে ॥ ৪
 কুস্তীপাক রোরবে রহিব ।
 তথাপি ভূতলে না যাইব ॥ ৫
 ভূমে কলি বড় বলবান ।
 নাহি রাখে ধর্মের বিধান ॥ ৬
 পাতকী লোকের মাঝে গিয়া ।
 পড়ি রব পাপ বাড়াইয়া ॥ ৭
 ক্রন্দনে দেবীর হৈল দয়া ।
 মর্ম্ম বুঝি কহিছে বিজয়া ॥ ৮
 ভয় নাহি ও নলকুবর ।
 চল তুমি অবনী-ভিতর ॥ ৯
 অন্নদার হবে ব্রতদাস ।
 ব্রতকথা করিবে প্রকাশ ॥ ১০
 পুনরপি এখানে আসিবে ।
 কলি তোমা ছুঁইতে নারিবে ॥ ১১
 অন্নপূর্ণা পরিপূর্ণা রঞ্জে ।
 আপনি যাবেন তোমা সঙ্গে ॥ ১২
 কান্দি কহে কুবেরের বেটা ।
 এ বাক্যে প্রত্যয় করে কেটা ॥ ১৩
 অধম নরের স্বরে যাব ।
 কোন্ গুণে অন্নদারে পাব ॥ ১৪

ব্যস্ত হব উদর-ভরণে ।
 কি জানিব ভজন-পূজনে ॥ ১৫
 সন্তান কেমন মেনে হবে ।
 তাহে কি দেবীর দয়া রবে ॥ ১৬
 অন্নপূর্ণা কহেন আপনি ।
 ভয় নাহি চল রে অবনী ॥ ১৭
 জনমিবে ব্রাহ্মণের ঘরে ।
 মোরে ভক্তি রহিবে অস্তরে ॥ ১৮
 আপনি তোমার ঘরে যাব ।
 বড় বড় সঙ্কটে বাঁচাব ॥ ১৯
 তোমার সন্তানে রাজা হবে ।
 তাহাতে আমার দয়া রবে ॥ ২০
 এত শুনি কুবের-নন্দন ।
 জয়া সহ তাজিল জীবন ॥ ২১
 অন্নপূর্ণা তিন জনে লয়ে ।
 অবনী চলিল হৃষ্টা হয়ে ॥ ২২
 রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় ॥ ২৩

ভবানন্দের জন্মবৃত্তান্ত ।

দেওবিভাস—স্বাপতাল ।

অভয়া দয়া কর আমারে গো ।

বিপা কে ডাকি তোমারে গো ॥

দানব-দমনী শমন-শমনী

ভবানী ভব-সংসারে গো ।

শঙ্কট-তারিণী লজ্জা-নিবারিণী

তোমা বিনা কব কারে গো ॥

জঠর-যন্ত্রণা বমের মন্ত্রণা

কত সব বারে বারে গো ।

দয়া-দৃষ্টে চাহ ত্বরায় তারহ

ভারতেরে ভবভারে মো ॥ ১ ॥

এইরূপে অন্নপূর্ণা তিন জনে লয়ে ।

উত্তরিলে ধরাতলে মহাহুই হয়ে ॥ ১

ধন্য ধন্য পরগণা বাণ্ডয়ান নাম ।

গাঙ্গিনীর পূর্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম ॥ ২

তাহার পশ্চিম পারে বড়গাছি গ্রাম ।

যাহে অন্নদার নাস হরিহোড় নাম ॥ ৩

রহিতে বাসনা নাট হরিহোড়-ধামে ।

এই হেতু উত্তরিলে আন্দুলিয়া গ্রামে ॥ ৪

তাহে রাম সমদার নামে একজন ।

শ্রোত্রিয় কেশরী গাঁই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ॥ ৫

সীতা ঠাকুরাণী নামে তাহার গৃহিণী ।
 কহুন্মান সে দিন করিয়াছিল। তিনি ॥ ৬
 রতিরসে সেই সখী পতিবে তুষিলা ।
 নলকবরেরে দেশী সেই গর্ভে দিলা ॥ ৭
 শুভক্ষণে নলকবরের গর্ভবাস ।
 এক দুই তিন তেমে পূর্ণ দশ মাস ॥ ৮
 ভূমিষ্ঠ হইল নলকবর প্রসূত ।
 ভবানন্দ নাম সেই ভবের আনন্দে ॥ ৯
 লালন পালন পাইল দাম সাক্ষ পায় ।
 বিস্তর বর্ণিতো নান পুঁথি বেড়ে যায় ॥ ১০
 চন্দ্রিণী পদ্মিনী দোহে একদিন পরে ।
 জনম লইল দুই ব্রহ্মণেব ঘরে ॥ ১১
 চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নাম দুজন্যর ।
 বিবাহ করিল। ভবানন্দ মজুমদার ॥ ১২
 চন্দ্রমুখী প্রসবিল শিশু পুত্র ক্রমে ।
 গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ॥ ১৩
 পদ্মমুখী যুবতী রহিল। এই মত ।
 সূয়া ভাবে মজুমদার তাহে অনুগত ॥ ১৪
 নানা রসে মজুমদার দুহে অভিলাষী ।
 সাধী মাধী নামে দুহে দিল। দুই দাসী ॥ ১৫
 ইতঃপর অন্নপূর্ণ হবিগোড়ে ছাড়ি ।
 আসিবেন ভবানন্দ জুম্মার বাড়ী ॥ ১৬
 গৃহছেদে হনিবোড় সত্তত উন্নয়ন ।
 দিনে দিনে নানা ক্রমে বাড়িছে যতন ॥ ১৭

ক দিন পূজায় বসিয়া ধ্যান করে ।
 তার কথ্য হয়ে দেবী গেলা তার ঘরে ॥ ১৮
 মনে আছে তার পূর্ব দিবস হইতে ।
 জামাই এসেছে তার বজ্রারে লইতে ॥ ১৯
 অন্নপূর্ণা বিদায় চাহিল সেই ছলে ।
 ক্রোধভরে হরিহোড় যাহ যাহ বলে ॥ ২০
 এই ছলে অন্নপূর্ণা কাঁপি লয়ে করে ।
 চলিলেন ভবানন্দ-জুন্দের ঘরে ॥ ২১
 স্থিরনাহি হয় হরি যত ধ্যান ধরে ।
 বাহিরে আসিয়া দেখে কথ্য আছে ঘরে ॥ ২২
 ভিজ্জাসা করিয়া তার বিশেষ জানিল ।
 অন্নদা ছাড়িলা বাল শরীর ছাড়িল ॥ ২৩
 চারিদিকে বন্ধুগণ করে হায় হায় ।
 দেখিতে দেখিতে ধন-ধাত্য উড়ে যায় ॥ ২৪
 সোহাগী মরিল পুড়ি হরিহোড় লয়ে ।
 স্বর্গে গেল বন্ধু-সমুদ্র হয়ে ॥ ২৫
 অন্নপূর্ণা গান্ধিনীর শীরে উপনীত ।
 রচিল ভারতচন্দ্র অন্নদার গীত ॥ ২৬

অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা ।

পিলু-বারোয়া—ঠুংরী ।

কে জানিবে তারা-নাম-মহিমা গো ।

ভীম ভঞ্জে নাম ভীমা গো ॥

আগমে নিগমে পুরাণ নিয়মে

শিব দিতে নারে সীমা গো ।

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষধাম নাম

শিবের সেই সে অগিমা গো ॥

নিলে তারা নাম তরে পরিণাম

নাশে কলির কালিমা গো ।

ভারত কাতর কহে নিরন্তর

কি কর কৃপাবক্রিমা গো ॥ ৬ ॥

অন্নপূর্ণা উত্তরিল পাঙ্গিনীর তীরে ।

পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে ॥ ১

সেই ষাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী ।

তরায় আনিল নৌকা বামাস্বর গুনি ॥ ২

ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী ।

একা দেখি কুলবধু কে বট আপনি ॥ ৩

পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার ।

ভয় করি কি জানি কে দিবে ফের ফার ॥ ৪

ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী

বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥ ৫

বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি ।
 জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥ ৬
 গোত্রের প্রবান পিতা মুখবংশজাত ।
 পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত ॥ ৭
 পতামহ দিলা মোরে শ্রদ্ধাপূর্ণা নাম
 অনেকের পতি তেঁই পাত মোর বাম ॥ ৮
 অতি বড় বুদ্ধ পণ্ডি সিদ্ধিতে নিপুণ ।
 কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন ॥ ৯
 কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ ।
 কেবল আমর সঙ্গে দ্বন্দ্ব থহনিশ ॥ ১০
 গঙ্গা নামে সত্য তার তপ্ত এমনি ।
 জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥ ১১
 ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে বরে বরে ।
 না মরে পাষণ বাপ দিলা হেন বরে ॥ ১২
 অভিমানে সমুদ্রেতে কাঁপ দিলা ভাই ।
 যে মোরে আপন ভাবে তারি বরে যাই ॥ ১৩
 পাটুণী বলিছে আমি বুঝনু সকল ।
 বেধানে কুলীন জাতি দেখানে কন্দল ॥ ১৪
 শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল ।
 দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল ॥ ১৫
 যার নামে পার করে ভব-পারাবার ।
 ভাল ভাগ্য পাটুণী ত'হারে করে পার ॥ ১৬
 বসিলা নায়ের বাড়ে ন মাইয়া পদ ।
 কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ ॥ ১৭

পাটুনী বলিছে মাগো বৈস ভাল হয়ে ।
 পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে ॥ ১৮
 ভবানী বলেন তোর নায়ে ভরা জল ।
 আলতা ধুইবে পদ কোথা খুঁব বল ॥ ১৯
 পাটুনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন ।
 সৈঁওতী উপরে রাখ ও রাখা চরণ ॥ ২০
 পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে ।
 রাখিলা দুখানি পদ সৈঁওতী উপরে ॥ ২১
 বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধোয়ায় ।
 ছন্দে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায় ॥ ২২
 সে পদ রাখিলা দেবী সৈঁওতী উপরে ।
 তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে ॥ ২৩
 সৈঁওতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে ।
 সৈঁওতী হইল সোণা দেখিতে দেখিতে ॥ ২৪
 সোণার সৈঁওতী দেখি পাটুনীর ভয় ।
 এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় ॥ ২৫
 তীরে উত্তরিল তরী তারা উত্তরিল ।
 পূর্বমুখে স্থখে গঙ্গগমনে চলিলা ॥ ২৬
 সৈঁওতী লইয়া কক্ষে চলিল পাটুনী ।
 পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিল আপনি ॥ ২৭
 সন্তয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল ।
 দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিহু ছল ॥ ২৮
 হের দেখ সৈঁওতীতে খুঁয়েছিল পদ ।
 কার্ঠের সৈঁওতী মোর হৈল অষ্টাপদ ॥ ২৯

ইহাতে বুঝিলু তুমি দেবতা নিশ্চয় ।
 দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয় ॥ ৩০
 তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর ।
 তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার ॥ ৩১
 যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয় ।
 সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয় ॥ ৩২
 ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া ।
 কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া ॥ ৩৩
 আমি দেবী অল্পপূর্ণা প্রকাশ কালীতে ।
 চৈত্রমাসে মোর পূজা শুক্ল-অষ্টমীতে ॥ ৩৪
 কতদিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে ।
 ছাড়িলাম তার বাড়ী কন্দলের ত্রাসে ॥ ৩৫
 ভবানন্দ-মজুম্ভার নিবাসে রহিব ।
 বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব ॥ ৩৬
 প্রণমিয়া পাটুনি কহিছে ষোড় হাতে ।
 আমার সম্ভান যেন থাকে হৃদে ভাতে ॥ ৩৭
 তথাস্ত বলিয়া দেবী দিলা বরদান ।
 হৃদে ভাতে থাকিবেক তোমার সম্ভান ॥ ৩৮
 বর পেয়ে পাটুনি ফিরিয়া স্বাটে যায় ।
 পুনর্বার ফিরি চাহে দেখিতে না পায় ॥ ৩৯
 সাত পাঁচ মনে করি প্রেমেতে পুরিল ।
 ভবানন্দ-মজুম্ভারে আসিয়া কহিল ॥ ৪০
 তার বাক্যে মজুম্ভারে প্রত্যয় না হয় ।
 সোণার সৈঁউতী দেখি করিলা প্রত্যয় ॥ ৪১

আপন মন্দিরে গেলা প্রেমে ভয়ে কাঁপি ।
 দেখেন মেঝায় এক মনোহর কাঁপি ॥ ৪২
 গন্ধে আমোদিত স্বর নৃত্য বাদ্য গান ।
 কে বাজায় নাচে গায় দেখিতে না পান ॥ ৪৩
 পুলকে পুরিল অঙ্গ ভাবিতে লাগিলা ।
 হইল আকাশ-বাণী অন্নদা আইলা ॥ ৪৪
 এই কাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে ।
 তোর বংশে মোর দয়া প্রধানে থাকিবে ॥ ৪৫
 আকাশ-বাণীতে দয়া জানি অন্নদার ।
 দণ্ডবত হৈল ভবানন্দ মজুমদার ॥ ৪৬
 গঙ্গাপূর্ণা-পূজা কৈলা কত কব তার ।
 নানামতে স্থখ বাড়ে কহিতে অপার ॥ ৪৭
 করুণাকটাক্ষচয় উত্তর উত্তর ।
 সংক্ষেপে রচিত হৈল কহিতে বিস্তর ॥ ৪৮
 ইতঃপের কহে শুন রায় গুণাকর ।
 প্রতাপ-আদিত্য মানসিংহের সময় ॥ ৪৯

অন্নদামঙ্গল সমাপ্ত ।

বিদ্যাসুন্দর ।

রাজা মানসিংহের বাঙ্গলায় আগমন ।

যশোর-নগর ধাম প্রতাপ-আদিত্য নাম

মহারাজ বঙ্গ কায়স্থ ।

নাহি মানে পাতসায় কেহ নাহি আঁটে ডা

ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ ॥ ১

বরশূত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর

বারান্ন হাজার যার ঢালী ।

মোড়শ হলকা ত্রাতি অসুত তুঙ্গ স্রাতি

যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী ॥ ২

হার খুড়া মচাকায় আছিল বসন্তরায়

রাজা তারে সবংশে কাটিল ।

তার বেটা কচুরায় রাণী বাঁচাইল তায়

জাহাজীরে সেই জানাইল ॥ ৩

ক্লেব হৈল পাতসায় বাক্ষিয়া আনিতে তায়

রাজা মানসিংহে পাঠাইল ।

বাইলী লক্ষর সঙ্গে কচুরায় লয়ে সঙ্গে

মানসিংহ বাঙ্গলা আইলা ॥ ৪

কেবল যমের দূত সঞ্জে যত রজপুত
 নানাজাতি মোগল পাঠান ।
 নদী বন এড়াইয়া নানা দেশ বেড়াইয়া
 উপনীত হৈল বর্দ্ধমান ॥
 দেবী দয়া অনুমারে ভবানন্দ মজুন্দারে
 হইয়াছে কানগোই ভার ।
 দেখা হেতু দ্রুত হয়ে নানা দ্রব্য ডালী লয়ে
 বর্দ্ধমানে গেল মজুন্দার ॥ ৬
 মানসিংহ বাঙ্গালার যত যত সমাচার
 মজুন্দারে জিজ্ঞাসিয়া জানে ।
 দিন কত থাকি তথা বিদ্যাসুন্দরের কথা
 প্রসঙ্গত শুনিল সেখানে ॥ ৭
 গজপৃষ্ঠে আরোহিয়া সুড়ঙ্গ দেখিল গিয়া
 মজুন্দারে জিজ্ঞাসা করিল ।
 বিবরিয়া মজুন্দার বিশেষ কহেন তার
 যেই রূপে সুড়ঙ্গ হইল ॥ ৮



বিদ্যাসুন্দরের কথারম্ভ ।

শুন রাজা সাবধান পূর্বে ছিল এই স্থানে
 বীরসিংহ নামে নরপতি ।
 বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্য
 রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ॥ ১

প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিনিষে যেই

পতি হবে সেই সে তাহার ।

রাজপুত্রগণ তার আসিয়া হারিয়া যায়

রাজা ভাবে কি হবে ইহার ॥ ২

শেষে গুনি সবিশেষ কাকীনায়ে আছে দেশ

তাহে রাজা গুণসিদ্ধি রায় ।

সুন্দর তাহার স্মৃত বড় রূপগুণ-স্মৃত

বিদ্যায় সে জিনিষে বিদ্যায় ॥ ৩

বীরসিংহ তার পাট পাঠাইয়া দিল ভাট

লিখিয়া এ সব সমাচার ।

সেই দেশে ভাট গিয়া নিবেদিল পত্র দিয়

আসিতে বাসনা হৈল তার ॥ ৪

সুন্দর মগন হয়ে ভাটেরে বিরলে লয়ে

জিজ্ঞাসে বিদ্যার রূপ গুণ ।

ভাট বলে মহাশয় বাণী যদি শেষ হয়

তবু নহে কহিতে নিপুণ ॥ ৫

বিধি চক্ষু দিল যারে সে যদি না দেখে তারে

তাহার লোচনে কিবা ফল ।

সে বিদ্যার পতি হও বিদ্যাপতি নাম লও

গুনিয়া সুন্দরে কুতূহল ॥ ৬

চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি

দ্বিজরাজ-কেশরী রাঢ়ীয় ।

র্তার সভাসদবর কহে রায় গুণাকর

অন্নপূর্ণা পদছায়া দিয় ॥ ৭

সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা ।

প্রাণ কেমন রে করে না দেখে তাহারে ।
 যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে ॥ ১ ॥
 ছোটমুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার ।
 উথলিল সুন্দরের সুখ-পারাবার ॥ ২ ॥
 বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যা নাম জপ ।
 বিদ্যালাপ বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ তপ ॥ ৩ ॥
 হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব ।
 কি বিদ্যাপ্রভাবে বিদ্যা-বিদ্যামানে যাব ॥ ৪ ॥
 কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট ।
 খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট ॥ ৫ ॥
 প্রাণধন বিদ্যালাভ রূপারের তরে ।
 খেয়াব তরুর তরী প্রবাহ সাগরে ॥ ৬ ॥
 যদি কালী কূল দেন কূলে আগমন ।
 মস্তকের সাধন কিবা শরীর পতন ॥ ৭ ॥
 একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন ।
 যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন ॥ ৮ ॥
 যে প্রভাবে রামের সাগরে হৈল সেতু ।
 মহাবিদ্যা আরাধিলা বিদ্যালাভ হেতু ॥ ৯ ॥
 হইল আকাশ-বাণী বুঝে অনুভবে ।
 চল বাছা বর্দ্ধমান বিদ্যালাভ হবে ॥ ১০ ॥
 আকাশবাণীতে হাতে পাইল আকাশ ।
 সোনারির অর্থ আনে গমনে বাতাস ॥ ১১ ॥

আপনি সাজায় ষোড়া মনোহর সাজ
 আপনার সাজ করয়ে যুবরাজ ॥ ১১
 বিলাতী খেলাত পরে জরকশী চীরা
 মাণিক কলগী তোরা চকমকে হীরা ॥ ১২
 গলে দোলে ধুকধুকী কনে ধকধক ।
 মণিময় আভরণ করে চক্ৰমক ॥ ১৩
 খড়া চক্ষ লেজা তীব কামান খঞ্জর ।
 পড়া শুক লৈলা হাতে সহিত পংগর ॥ ১৪
 রত্ন-ভরা খুঙ্গী পুঁথি ষোড়ার হানায় ।
 জনক-জননৌ-ভয়ে ভাটে না জানায় ॥ ১৫
 অতসৌকুম্মশ্যামা স্মরি সকৌতুক ।
 দড়গড়ি চড়ি ষোড়া অমনি চাবুক ॥ ১৬
 অশ্বের শিক্ষায় নল একে অনল ।
 চলিল কুমার সে^{বদ} কুমার অটল ॥ ১৭
 তাঁর তারা উকা বায়ু শীঘ্রগামী যে বা ।
 বেগে শিখিবারে বেগে সঙ্গে যানে কে বা । ১৮
 এড়াইল স্বদেশ বিদেশ কত আর ।
 কত ঠাই কত দেখে কত কব তার ॥ ১৯
 বিজা নাম সোঁসর দোঁসর নাই সাতে ।
 কথার দোঁসর মাত্র শুকপক্ষী হাতে ॥ ২০
 কাঞ্চীপুর বর্জমান ছ-মাসের পথ ।
 ছয় দিনে উত্তরিল অথ মনোরথ ॥ ২১
 জানিলা লোকের মুখে এই বর্জমান ।
 রচিল ভারত কৃষ্ণচন্দ্র যে কহান ॥ ২২

সুন্দরের বর্দ্ধমানপ্রবেশ ।

দেখি পুরী বর্দ্ধমান সুন্দর চৌদিকে চান
ধস্ত গোড় যে দেশে এ দেশ ।

রাজা বড় ভাগ্যধর কাছে নদ দামোদর
ভাল বটে জানিহু বিশেষ ॥ ১

চৌদিগে সহরপনা দ্বারে চৌকী কত জন।
মুহুর্ত বরুজ শিলাময় ।

কামানের ছড়ছড়ি বন্দকের ছড়ছড়ি
সলথ বাণেব গড় হয় ॥ ২

বাজে শিঙ্গা কাড়া ঢোল নৌবত কঁপেবার রোল
শঙ্কা স্বর্গটা বাজে বডি বড়ি ।

তীর গুলি শনশনি গজস্বর্গটা ঠন্ঠনি
ঝড় বহে অশ্ব দড়বড়ি ॥ ৩

ঢালী খেলে উড়াপাকে স্বন হান হান হাকে
রায়পৈশে লোফে রায়বঁশ ।

মল্লগণ মালসাটে ফুটি হেন মাটি ফাটে
দূর হৈতে শুনিতে তরাস ॥ ৪

নদী জিনি গড়খানা দ্বারে হাবশীর থানা।
বিকট দেখিয়া লাগে শঙ্কা ।

দয়া সর্বমঙ্গলার লজ্জিতে শকতি কার
সমুদ্রের মাঝে যেন লঙ্কা ॥

যাইতে প্রথম থানা জিজ্ঞাসে করিয়া মানা
কোথা হৈতে আইলা কোথা যাও ।

কি জাতি কি নাম ধর কোন্ ব্যবসায় কর

না করিলে যাইতে না পাও ॥ ৬

সুন্দর বলেন ভাই আমি বিদ্যাব্যবসাই

দাক্ষিণাত্য কাকীপুর ধাম ।

এসেছি বিদ্যার আশে যাইব রাজার পাশে

সুকবি সুন্দর মোর নাম ॥ ৭

দারী কহে একি হয় পড়ুর বেষ নয়

খুঙ্গী পুঁথি ধুতী ধরে তারা ।

ষোড়া চড়া জোড়া অঙ্গে পাঁচ হাতিয়ার সঙ্গে

চোর কিংবা হবা হরকরা ॥ ৮

নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ার হাসে

রায় বলে বটি বিদ্যাচোর ।

খুঙ্গী পুঁথি ছিল সঙ্গে দেখায়ে কহেন রঙ্গে

তুষ্ট হৈনু রুষ্টবাক্যে তোর ॥ ৯

বিনয়ে ছুরী কয় শুন শুন মহাশয়

বুঝিহু পড়ুয়া তুমি বট ।

ষোড়া চড়া জোড়া পরা বিদেশী হেতের ধরা

ছাড়ি দিলে আমি হব নট ॥ ১০

ঠক-ভরা দরবার ছলে লয় বর দ্বার

খরধার ছুঁতে কাটে মাছি ।

চাকরির মুখে ছাই ছাড়িতে না পারি ভাই

বিষকুমিসম হয়ে আছি ॥ ১১

সুন্দর কহেন ভাই ষোড়া জোড়া ছেড়ে যাই

খুঙ্গী পুঁথি ধুতী পাখী লয়ে ।

তবে না কি ছাড় দ্বারি দ্বারী কহে তবে পারি
 জমাদার বকুনীয়ে কয়ে ॥ ১২
 শিরোপা স্বরূপে রায় পেগকোস দিলা তায়
 ষোড়া জোড়া পাঁচ হাতিয়ার ।
 দ্বারী ছেড়ে দিল দ্বার থানায় হইয়া পার
 প্রবেশিলা নগরে কুমার ॥ ১৩
 ভুরিশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায়
 মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে ।
 ভারত তনয় তাঁর অন্নদামঙ্গল সার
 কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥ ১৪

গড় বর্ণন ।

ভৈরোমিশ্র—একতালা ।

গুণসাগর নাগর রায় ।
 নগর দেখিয়া যায় ।
 রূপের নাগর গুণের সাগর
 অশুরুচন্দন পায় ।
 বেণী বিননিয়া চূড়া চিকণিয়া
 হেলায়ে মলয় বায় ॥
 মৃহু মধু হাসি বাজাইছে বাঁশী
 কোকিল বিকল তায় ।
 ভুরু ভঙ্গিতে নয়ন-ইঙ্গিতে
 ভাবতে ফিরিয়া চায় ॥ ১৫ ॥

দ্বারীরে নিরোপা দিয়া ঘোড়া ঘোড়া অস্ত্র ।

পদব্রজে চলিলা পরিয়া যুগ্ম বস্ত্র ॥ ১

বাম কক্ষে খুঙ্গী গুঁথি ডানি বরে শুক ।

ধীরে ধীরে চলে ধীর দেখিয়া কৌতুক ॥ ২

প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস ।

ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস ॥ ৩

দিনামার এলেমান করে গোলন্দাজী ।

সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী ॥ ৪

দ্বিতীয় গড়েতে দেখে যত মুসলমান ।

সৈয়দ মল্লিক সেখ মোগল পাঠান ॥ ৫

তুরকী আরবী পড়ে ফারসী মিশালে ।

ইলিমিলি জপে সদা ছিলিমিলি মালে ॥ ৬

তৃতীয় গড়েতে দেখে ক্ষত্রিয় সকল ।

অস্ত্রশস্ত্রে বিশারদ সমরে অটল ॥ ৭

চতুর্থ গড়েতে দেখে যত রজপুত ।

রাজার পালক রাখে যুদ্ধে মজবুত ॥

পঞ্চম গড়েতে দেখে যতেক রাভত ।

ভাট বৈসে তার কাছে যাতায়াতে দূত ॥ ৮

ষষ্ঠ গড়ে দেখে যত বৌদেলার থানা ।

আঁটা আঁটি সেই গড়ে থাকে মালখানা ॥ ১০

সেই গড়ে নানা জাতি বৈসে মহাজন ।

লক্ষ কোটি পদ্ব শস্ত্রে সজ্জা করে ধন ॥ ১১

পড়ুয়া জানিয়া কিছু না কহে সুন্দরে ।

অবধান হোক বলি নমস্কার করে ॥ ১২

এইরূপে ছয় গড় সকল দেখিয়া ।
 প্রবেশে ভিতর গড় অভয়া ভাবিয়া ॥ ১৩
 সমুখে দেখেন চক চান্দনৌ সুন্দর ।
 নৌবত বাজিছে বালাখানার উপর ॥ ১৪
 চকের মাঝেতে কোতোয়ালী চবুতরা ।
 ফাটকে আটক যত বাজে দায় ধরা ॥ ১৫
 ডাকাতি ছিনার চোর হাজার হাজার ।
 বেড়ী পায় মেগে খায় বাজার বাণার ॥ ১৬
 বসিয়াছে কোতোয়াল ধূমকেতু নাম ।
 যমায় সমান লেগেছে ধূমধাম ॥ ১৭
 ঠকৃঠকি হাড়ির কোড়ার পট্টপটি ।
 চর্ম উড়ে চর্ম পাহুকার চটচটি ॥ ১৮
 কেহবা দোহাই দেয় কেহ বলে হায় ।
 কেহ বলে বাপ বাপ মরি প্রাণ যায় ॥ ১৯
 কোটালের ভয়ে কেহ নাহি করে দয়া ।
 দেখিয়া সুন্দর ভয়ে ভাবেন অভয়া ॥ ২০
 ভারত কহিছে কেন ভাবহ এখনি ।
 ঠেকিবা যখন সুখ জানিবা তখনি ॥ ২১

— — —

পুরবর্ণন ।

যোগি ঃ। ভৈরো—ঋতত্রিতালী ।

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে ।

অগ্রে মধুর হাসি বাঁশীটী বাজাও হে ॥

নবজলধর তনু শিখিপুচ্ছ শত্রুধনু ।

পীতবড়া বিজুলিতে ময়ূরে নাচাও হে ॥

নয়ন-চকোর মোর দেখিয়া হসেছে ভোর ।

মুখ-সুধাকর হাসি সুধায় বাঁচাও হে ॥

নিত্য তুমি খেল যাঁহা নিত্য ভাগ নহে তাহ ।

আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে

তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও

ভারত যেমত চাহে সেই মত চাও হে ॥ ঃ

চলে রায় পাছ করি কোটালের থানা ।

দেখে আতি ছত্রিশ ছত্রিশ কারখানা ॥ ১

চৌদিকে সহর মাঝে মহল রাজার ।

আট হাট ঘোম গলি বত্রিশ বাজার ॥ ২

থানে বাক্সা মত্ত হাতী হলকে হলকে ।

চুঁড় নাড়ে মদ ঝাড়ে বলকে বলকে ॥ ৩

ইরাকী তুরকী তাজী আরবী জাহাজী ।

হাজার হাজার দেখে থানে বাক্সা বাজী ॥ ৪

উট গাধা খচর গলিতে কেবা পারে ।

পালিয়াছে পশু পক্ষী যে আছে সংসারে ॥ ৫

ব্রাহ্মণমণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন ।
 ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি দরশন ॥ ৬
 ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খ-ঘণ্টা-রব ।
 শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব ॥ ৭
 বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ ।
 চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্বেদ ॥ ৮
 কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি ।
 বেণে মণি গন্ধ সোণা কাঁসারি শাঁখারি ॥ ৯
 গোয়লা তামুলী তিলী তাঁতী মালাকার ।
 নাপিত বাকুই কুরী কামার কুমার ॥ ১০
 আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক ।
 যুগি চাষাধোবা চাষাকৈবর্ত অনেক ॥ ১১
 সেকরা ছুতার নুড়ী ধোবা জেলে গুঁড়ী ।
 চাড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী গুঁড়ী ॥ ১২
 কুর্মী কোরঙ্গ পোদ কপালি তিয়র ।
 কোল কলু ব্যাধ বেদে মালী বাজিকর ॥ ১৩
 বাইতি পটুয়া কান কসবি যতেক ।
 ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্তক অনেক ॥ ১৪
 দেখিয়া নগর-শোভা বাখানে সুন্দর ।
 সমুখে দেখেন সরোবর মনোহর ॥ ১৫
 সানে বান্ধা চারি ষাট শিবালয় চারি ।
 অবহৃত জটায়ুধারী সারি সারি ॥ ১৬
 চারি পাড়ে সুচারু পুষ্পের উপবন ।
 গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয়-পবন ॥ ১৭

টল টল করে জল মন্দ মন্দ বায় ।
 নানা পক্ষী জলচর খেলিয়া বেড়ায় ॥ ১৮
 শ্বেত রক্ত নীল পীত শত শতক্ষুদ ।
 ফুটে পদ্ম কুমুদ কল্লার কোকনদ ॥ ১৯
 ডালকা ডালকী নাচে খঞ্জনী খঞ্জন ।
 মারস মারসী রাজহংস আদিগণ ॥ ২০
 পুষ্পবনে পক্ষিগণে নিশি দিশি জাগে ।
 ছয় ঋতু ছত্রিশ রাগিণী ছয় রাগে ॥ ২১
 ভুবন জিনিয়া বুঝি করি রাজধানী ।
 কামদেব দিল বর্দ্ধমান নাম থানি ॥ ২২
 দেখি সুন্দরের পদে লাগে কামফাঁস ।
 মরিয়া বিদ্যার নাম ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥ ২৩
 জলেতে নিবায় জালা সর্বলোকে কয় ।
 এ জল দেখিয়া জালা দশ গুণ হয় ॥ ২৪
 সুলজ জলজ ফুল প্রফুল্ল তুলিলা ।
 স্নান করি শিব-শিবা-চরণ পূজিলা ॥ ২৫
 সন্মুখে দাড়িম ছিল ভাঙ্গিয়া কৌতুকে ।
 আপনি লইলা কিছু কিছু দিলা শুকে ॥ ২৬
 করে লয়ে এক পদ্ম লইলেন ত্রাণ ।
 এই ছলে ফুলধনু হানে ফুলবাণ ॥ ২৭
 আকুল হইয়া বৈসে বকুলের মুলে ।
 দ্বিগুণ আশুন জালে বকুলের ফুলে ॥ ২৮
 হেনকালে নগরিয়া অনেক নাগরী ।
 স্নান করিবারে আইলা সঙ্গে সহচরী ॥ ২৯

সুন্দরে দেখিয়া পড়ে কড়ঙ্গী থসিয়া ।
ভারত কহিছে সাড়ী পর লো কসিয়া ॥ ৩০

— — —

সুন্দর-দর্শনে নারীগণের খেদ ।

একি মনোহর পরম সুন্দর
নাগর বকুলমূলে ।
মোহনিয়া ছাঁদে চাঁদ পড়ে ফাঁদে
রতি রতিপতি ভুলে ॥ ১ ॥

দেখিয়া সুন্দর রূপ মনোহর
স্মরে জর জর যত রমণী ।
কররী-ভূষণ কাঁচলী-কষণ
কটির বসন থসে অমনি ॥ ১
চলিতে না পারে দেখাইয়া ঠারে
এ বলে উহারে দেখ লো সই ।
মদন-জ্বালায় মরম গলায়
বকুলতলায় বসিয়া অই ॥ ২
আহা মরে যাই লইয়া বালাই
কুলে দিয়া ছাই ভজি ইহারে ।
যোগিনী হইয়া ইহারে লইয়া
যাই পলাইয়া সাগরপারে ॥ ৩
কহে এক জন লয় মোর মন
এ নব রতন ভুবন-মাঝে ।

বিরহে জালিয়া সোহাগে গালিয়া
 হারে মিলাইয়া পরিলে সাজে ॥ ৪
 আর জন কয় এই মহাশয়
 চাপা ফুলময় খোপায় রাখি ।
 হলদী জিনিয়া তনু চিকণিয়া
 মেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি ॥ ৫
 দিকৃ বিধাতায় হেন যুবরায়
 না দিল আমায় দিবেক কারে ।
 এই চিতপামী হবে যার স্বামী
 দাসী হয়ে আমি সেবিব তারে ॥ ৬
 স্বরে গিয়া আর দেখিব কি ছার
 মিছার সংসার ভাতার জরা ।
 সতিনী বাঁধিনী স্বাশুড়ী রাগিনী
 ননদী নাগিনী বিষের ভরা ॥ ৭
 সেই ভাগ্যবতী এই যার পতি
 স্তূখে ভুঞ্জে রতি মন-আবেশে
 এ মুখ-চুম্বন করয়ে যখন
 না জানি তখন কি করে শেষে ॥ ৮
 রতি-মহোৎসবে এ কর-পল্লবে
 কুচ-বটে যবে শোভিত হবে ।
 কেমন করিয়া ধৈর্য ধরিয়া
 গুমানে মরিয়া গুমান রবে ॥ ৯
 হেন লয় চিতে রতি-বিপরীতে
 সাধিতে পাড়িতে তর না সহে ।

সুজনে মিলিত সুজনে রচিত
এই সে উচিত ভারত কহে ॥ ১০

সুন্দরের মালিনী-সাক্ষাৎ ।

খান্ধাজ—দ্রুতত্রিতালী ।

একি অপরূপ-রূপ তরুণলে ।
হেন মনে সাধ করি তুলে পরি গলে ॥
মোহন চিকণকাল। নানা ফুলে বনমালা
কিবা মনোহরতর বরগুঞ্জাফলে ।
বরণ কালিম হাঁদে বৃষ্টি ছলে মেঘ কাঁদে
তড়িত লুঠায় পায় ধড়র আঁচলে ॥
কল্লুরী মিশালে মাখি কবরী মাঝারে রাখি
অঞ্জন করিয়া মাজি আঁখির কাজলে ।
ভারত দেখিয়া যারে ধৈর্য ধরিতে নারে
রমণী কি তায় যায় মুনি-মন টলে ॥ ১১ ॥

এইরূপে রামাগণ কহে পরম্পর ।

জ্ঞান করি যায় সবে নিজ নিজ স্বর ॥ ১

আন ছলে পুনঃ চাহে ফিরিয়া ফিরিয়া ।

পিঞ্জরের পাখি মত বেড়ায় ঘুরিয়া ॥ ২

বসিয়া সুন্দর রায় বকুলের তলে ।

শুক-সঙ্গে শান্ত কথা কহে কুতূহলে ॥ ৩

সূর্য্য যায় অন্তর্গিবি আইসে যামিনী ।
 হেন কালে তথা এক আইল মামিনী ॥ ১
 কথায় হীবার ধাব শীরা তার নাম ।
 দাত ছোলা মাঝা দোলা হ'ল অবিরাম ॥ ২
 গালভবা গুয়া পান প কি মালা গাে ।
 কাণে কড়ি কড়ে বাঁড়ী কথা কয় ছপে ॥ ৩
 চড়াবান্ধা চুন পবিব ন সাদা শাড়ী ।
 ফুলের চুপড়ী কঁখে ফিরে নাড়ী বাড়ী ॥ ৪
 আছিল বিস্তর ঠ ট প্রথম বসনে ।
 এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে ॥ ৫
 ছিটা-ফোটা তন্ন মন আসে কতগুলি ।
 চেঙ্গড়া ভুলায়ে খাঘ কত জানে ঠলি ॥ ৬
 বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেঙাব ।
 পড়লী না থাকে কাছে কন্দলেব দাঘ ॥ ৭
 মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত-নাড় ।
 তুলিতে বৈকানে ফুল আইল মেই পাড়া ॥ ৮
 হেরিয়া হরিল চিত্ত বলে হবি হরি ।
 কাহার বাছুনি রে নিছুনি লয়ে মরি ॥ ৯
 কামের শরীর নাহি বতি ছাড়া নহে ।
 তবে সত্য ইহাবে দেখিয়া যদি কহে ॥ ১০
 এদেশী না হবে দেখি বিদেশীর প্রায় ।
 কেমনে দাঙ্কিয়া মন ছাড়ি দিল মায়া ॥ ১১
 খুদী পুঁথি দেখি সঙ্গ বুঝি পড়ে হবে ।
 বাসা করি থাকে যদি লয়ে যাই তবে ॥ ১২

কাছে আসি হাসি হাসি করয়ে জিজ্ঞাসা ।
 কে তুমি কোথায় যাবে কোনখানে বাসা ॥ ১৬
 সুন্দর কহেন আমি বিদ্যাব্যবসাই ।
 এসেছি নগরে আজি বাসা নাহি পাই ॥ ১৭
 ভরসা কালীর নাম বিদ্যালাভ আশা ।
 ভাল ঠাই পাই যদি তবে করি বাসা ॥ ১৮
 মালিনী বলিছে আমি দুখিনী মালিনী ।
 বাড়ী মোর ঘেরা বটে থাকি একাকিনী ॥ ১৯
 নিয়মিত ফুল রাজবাড়ীতে যোগাই ।
 ভাল বাসে রাজা-রানী সদা আসি যাই ॥ ২০
 কান্দাল দেখিয়া যদি ঘৃণা নাহি হয় ।
 আমি দিব বাসা আইল আমার আশ্রয় ॥ ২১
 রায় বলে ভাল কালী দিলেন উদ্দেশ ।
 ইহা হৈতে বিদ্যার শুনিব সবিশেষ ॥ ২২
 শুনাইতে শুনিতে পাইব সমাচার ।
 বাসার সুসারে হবে আশার সুসার ॥ ২৩
 কিন্তু মাগী একা থাকে দেখি নষ্টরীত ।
 দুর্ভিক্ষে ষটায় পাছে হিতে বিপরীত ॥ ২৪
 মাসী বলি সম্বোধন আমি করি আপে ।
 নাতি বলে পাছে মাগী দেখে ভয় লাগে ॥ ২৫
 রায় বলে বাসা দিলা হইলা হিতালী ।
 আমি পুত্রসম তুমি মার সম মাদী ॥ ২৬
 মালিনী বলিছে বটে সুজন চতুর ।
 তুমি মোর বাপ বাছা বাপের ঠাকুর ॥ ২৭

ভাবন্ত বলিছে ভাল মিলে গেল বাসা ।

চল মালিনীর বাড়ী পূর্ণ হবে আশা ॥ ২৮

সুন্দরের মালিনীবাটী প্রবেশ ।

দুর্গা বলি সকৌতুকে লয়ে খুন্সী পুঁথি শুকে

মালিনীর বাড়ী গেলা কবি ।

চৌদিকে প্রাচীর উচা কাছে নাহি গলি কুচা

পুষ্পবনে ঢাকে শশিরবি ॥ ১

নানাজাতি ফুটে ফুল উড়ি বৈসে অলিকুল

কুহু কুহু কুহরে কোকিল ।

মন্দ মন্দ সমীরণ

রসায় ঋষির মন

বসন্ত না ছাড়ে এক তিল ॥ ২

দেখি ভুষ্ট কবিরায়

বাড়ীর ভিতর যাব

রহিলা দক্ষিণদ্বারী ধরে ।

মালিনী হরিষ-মন

আনি নানা আয়োজন

অতিথি উচিত সেবা করে ॥ ৩

নানা উপহারে রায়

রন্ধন করিয়া ধায়

নিদ্রায় পোহায় বিভাবরী ।

নীতল মলয় বায়

কোকিল ললিত গায়

উঠে রায় দুর্গা দুর্গা স্মরি ॥ ৪

নিশ্বটেতে দামোদর

স্নান করি কবীর

বাসে আসি বসিলা পূজায় ।

তুলি ফুল গাঁথি মালা সাজাইয়া সাজি ডালা
 মালিনী রাজার বাড়ী যায় ॥ ৫
 রাজা রানী সস্তাষিয়া বিদ্যারে কুসুম দিয়া
 মালিনী ত্বরায় আইল ঘরে ।
 সুন্দর বলেন মাসী নাহি মোর দাস দাসী
 বল হাট-বাজার কে করে ॥ ৬
 মালিনী বলিছে বাপু এত কেন ভাব হাপু
 আমি হাট-রাজার করিব ।
 কড়ী কর বিতরণ যাহে যবে যাবে মন
 কৈও মোরে তখনি আনিব ॥ ৭
 কড়ী ফটকা চিড়া দই বন্ধ নাই কড়ী বই
 কড়ীতে বাষের দ্রুক্ষ মিলে ।
 কড়ীতে বুড়ার বিষ। কড়ী-লোভে মরে পিয়।
 কুলবধু ভুলে কড়ী দিলে ॥ ৮
 এ তোর মাসীরে বাপা কোন কর্ম নাহি ছাপ',
 আকাশ পাতাল ভ্রমণে ।
 বাতাসে পাতিয়া ঈদ ধরে দিতে পারি চাঁদ
 কামের কামিনী আনি ছলে ॥ ৯
 রায় বলে তুমি মাসী হীরা বলে আমি দাসী
 মাসী বল আপনার গুণে ।
 হরি কাল হরিবারে মা বলিলা যশোদারে
 পুরাণে পুরাণ-লোকে শুনে ॥ ১০
 শুনি তুষ্ট কবি রায় দশ টাকা দিলা তার
 হুটী টাকা দিলা নিজ রোজ ।

টাকা পেয়ে মুটাভরা হীরা পর-ধনহরা

বুঝিল এ মেনে আজবোজ ॥ ১১

সে টাকা কাঁপিতে ভরি রান্ন-তামা বারি করি

হাটে ধান্ন বেসাতির তরে ।

চলে দিয়া হাত নাড়া পাইয়া হীরার সাড়া

দোকানি দোকান ঢাকে ডরে ॥ ১২

ভাঙ্গাইয়া আড়কাট এমনি লাগায় ঠাট

বলে শালা আলা টাকা মোর ।

যদি দেখে আঁটা আঁটি কান্দিয়া তিতায় মাটি

সাধু হয়ে বেণে হয় চোর ॥ ১৩

রান্ন তামা মেকী মেলে রাশিতে মিশায়ে ফেলে

বলে বেটা নিলি বদলিয়া ।

কান্দি কহে কোটালেরে বাণিয়ারে ফেলে ফেরে

কড়ী লয় দুহাতে গণিয়া ॥ ১৪

দর করে এক মূলে জুখে লয় দুনা তুলে

ঝগড়ায় ঝড়ের আকার ।

পণে বুড়ি-নিরুপণ কাহনেতে চারি পণ

টাকাটায় শিকার স্বীকার ॥ ১৫

এরূপে করিয়া হাট ষরে গিয়া আর নাট

বাঁকা মুখে কথা কহে চোখা ।

সুন্দর ওলান বোঝা তবু নহে মুখ সোজা

যাবত না চোকে লেখাজোখা ॥ ১৬

দিয়াছে যে কড়ী যার দ্বিগুণ শুনায় তার

সুন্দর রাখিতে নারে হাসি ।

ভারত হাসিয়া কয় এই সে উচিত হয়
বুনিপোর উপযুক্ত মাসী ॥ ১৭

— — — ,

মালিনীর বেসাতির হিসাব ।

নাগর চে গিয়াছিল নাগরীর হাতে
তারা কথায় মনের গাঁটি কাটে ॥
লাভ কে করিতে চায় মূল রাখা হৈল দান
এমন ব্যাপারে কেবা আঁটে ।
পসারি গোপের নারী বসিয়াছে সারি সারি
রসের পসরা গীত-নাটে ॥
তোমার কথায় টাক। লয়ে গেলু জানি পাক,
তামা বলি ফিরে দিল সাটে ।
মুনলীল রাধা তায় তুমি মোহ পাও যার
ভারত কি কবে সেই ঠাটে ॥ ১৮
বেসতি কড়ীর লেখা বুঝ রে বাছনি ।
মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি ॥ ১
পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেই খোঁটা ।
যটী টাকো দিয়াছিল সবগুলি খোঁটা ॥ ২
যে লাজ পেয়েছি হাতে কৈতে লাজ পায় ।
এ টাক। মাসীরে কেন মাসী তোর পায় ॥ ৩
তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি ।
ভাঙ্গাইলু হুবাংনে তাপ্যে বেণে ভাঙ্গি ॥ ৪

সেরের কাহন দরে কিনিহু সন্দেশ ।
 আনিয়াছি আধ সের পাইতে সন্দেশ ॥ ৫
 আট পনে আধ সের আনিয়াছি চিনি ॥ ৬
 অস্ত্র লোকে ভুবা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি ॥ ৬
 হুল্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল ।
 হুল্লভ দেখিহু হাটে নাহি যায় ফল ॥ ৮
 কত কষ্ট দ্রুত পানু সারা হাট ফিবা ।
 যেটা কয় সেটা লয় নাহি লয় ফিবা ॥ ৮
 হুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পান ।
 আমি যেই তেঁই পানু অস্ত্রে নাহি পান ॥ ৯
 অবাক্ হইহু হাটে দেখিয়া শুবাক ।
 নাহি বিনা দোকানির না সরে শুবাক্ ॥ ১০
 দুঃখেতে আনিহু দুঃগ গিয়া নদীপারে ।
 আমি বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে ॥ ১১
 আট পণে আনিয়াছি কাট আট আঁটি ।
 নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আঁটি ॥ ১২
 খুন হয়েছিল বাছা চুণ চেয়ে চেয়ে ।
 শেষে না কুলার কড়ী আনিলাম চেয়ে ॥ ১৩
 লেখা করি বুঝ বাছা ভূমে পাতি খড়ী ।
 শেষে পাছে বল মালী খায়াইল খড়ী ॥ ১৪
 মহার্ঘ দেখিয়া অব্য না সরে উত্তর ।
 যে বুঝি বাড়িবে দয় উত্তর উত্তর ॥ ১৫
 শুনি শ্রবণে মহাকবি ভারত ভারত ।
 এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত ॥ ১৬

মালিনীর সহ সুন্দরের কথোপকথন ।

বাজার-বেসতি কয় মালিনী আনি।
 রকন করিয়া রায় ভোজন করিল ॥ ১
 মাসী মাসী বলি ডাক দিল। মালিনীরে ।
 ভোজনের পরে হীরা আইল ধীরে ধীরে ॥ ২
 শুয়েছে সুন্দর রায় হীরা বৈসে পাশে ।
 রাজার বাড়ীর কথা সুন্দর জিজ্ঞাসে ॥ ৩
 নিত্য নিত্য ষাও মাসী রাজ-দরবার ।
 কহ শুনি রাজার বাটীর সমাচার ॥ ৪
 রাজার বয়স কত রাণী কয় জন ।
 কয় কত্যা ভূপতির কয় বা নন্দন ॥ ৫
 হীরা বলে সে সকল কর রে বাছনি ।
 পরিচয় দেহ আগে কে বট আপনি ॥ ৬
 বিষয়-আশয়ে বুঝি রাজপুত্র হবে ।
 আমার মাথার কিরা চাতুরী না কবে ॥ ৭
 রায় বলে চাতুরী কহিলে কিবা হবে ।
 ব্যক্ত হবে আগে পাছে ছাপাত না হবে ॥ ৮
 শুনেছ দক্ষিণ দেশে কাকী নামে পুর ।
 গুণসিদ্ধ নামে রাজা তাহার ঠাকুর ॥ ৯
 সুন্দর আমার নাম তাহার ভ্রমর ।
 এসেছি বিদ্যার আসে এই পরিচয় ॥ ১০
 শৌরীয়া প্রণাম করিয়া হীরা কয় ।
 অপরাধ মার্জনা করিবে মহাশয় ॥ ১১

বাপধন বাছারে ! বালাই যাক্ দূর ।
 দাসীরে বলিলে মাসী ও মোর ঠাকুর ॥ ১২
 রূপা করি মোর স্বরে যত দিন রবে ।
 এই ভিক্ষা দেহ কোন দোষ নাহি লবে ॥ ১৩
 এখন বিশেষ কহি শুন হয়ে স্থির ।
 রাজার সকল জানি অক্ষর বাহির ॥ ১৪
 অর্দ্ধেকবয়স রাজা এক পাটরাণী ।
 পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে সুবজ্রানি ॥ ১৫
 এক কণ্ঠা আইবড় বিদ্যা নাম তার ।
 তার রূপ গুণ কহা বড় চমৎকার ॥ ১৬
 লক্ষ্মী সরস্বতী যদি এক ঠাই হয় ।
 দেবরাজ দেখে যদি নাগরাজ কর ॥ ১৭
 দেখিতে কহিতে তবু পারে কি না পারে ।
 যে পারি কিঞ্চিৎ কহি বুঝ অনুসারে ॥ ১৮
 অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিল কবিবর ।
 শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ১৯

বিদ্যার রূপবর্ণন ।

নব নাগরী নাগর-মোহিনী ।
 রূপ নিরুপম মোহিনী ।
 শারদ পার্কণ শীতধরানন
 পঙ্কজ-কাননমোদিনী ।

কুঞ্জরগামিনী কুঞ্জবিলাসিনী

লোচন খঞ্জনগঞ্জিনী ॥

কোকিলনাদিনী গীঃপরিবাদিনী

হ্রীপরিবাদবিধায়িনী ।

ভারত মানস মানস-সারস

রাস বিনোদ বিনোদিনী ॥ ১ ॥

বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায় ।

সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায় ॥ ১

কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা ।

পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলি ॥ ২

কি ছার মিছার কামধনু রাগে ফুলে ।

ভুরুর সমান কোথা ভুরু-ভঙ্গে ভুলে ॥ ৩

কাড়ি নিল মৃগমদ নয়নহিল্লোলে ।

কান্দে বে কলকৌ চাঁদ মৃগ-লয়ে কোলে ॥ ৪

কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম ।

কঁটুতার কোটি কোটি কালকূট কম ॥ ৫

কি কাজ সিন্দূরে মাখি মুক্তার হার ।

ভূলায় তর্কের পাতি দস্তপাতি তার ॥ ৬

দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া ।

ভয়ে বিধি তার মুখে থুইলা লুকাইয়া ॥ ৭

পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়ি ছিল ।

ভুজ দেখি কাটা দিয়া জলে ডুবাইল ॥ ৮

কুচ হৈতে কত উচ ঘেঁরু-চূড়া ধরে ।

শীহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে ॥ ৯

নাভিকূপে যাঁতে কাম কুচশঙ্ক বলে ।
 ধ'রেছে কুন্তল তার রোমাবলি ছলে ॥ ১০
 কত সুরু ডমরু কেশরি-মধ্যখান ।
 হরগৌরী-করপদে অ'ছে পরিমাণ
 কে বলে অনঙ্গ-অঙ্গ দেখা নাহি যায় ।
 দেখুক যে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায় ॥ ১২
 মেদিনী হইল মা'টী নিতম্ব দেখিয়া ।
 অদ্যপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া ॥ ১৩
 করিকর রামরস্তু দেখি তার উরু ।
 সুবলনি শিখিনারে মানিলেক গুরু ॥ ১৪
 যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন ।
 সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ ॥ ১৫
 জিনিয়া হরিদ্রা চাপা সোণার বরণ ।
 অনলে পুড়িছে করি তার নরশন ॥ ১৬
 রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িত ।
 কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিত ॥ ১৭
 বসন ভূষণ পরি যদি বেশ করে ।
 রতি সহ কত কোটি কাম বু'রে মরে ॥ ১৮
 ভ্রমর-বাক্সার শিখে কঙ্কণবাক্সারে ।
 পড়ায় পঞ্চম স্বর ভাষে কোকিলারে ॥ ১৯
 কিঞ্চিত্ত কহিনু রূ' দেখেছি যেমন ।
 গুণের কি কব এথা না বুঝি তেমন ॥ ২০
 সবে এক কথা জ্ঞান তার প্রতিজ্ঞায় ।
 যে জন বিচারে জনে বরিবেক তায় ॥ ২১

দেশে দেশে এই কথা লয়ে গেল দূত ।
 আসিয়া হারিয়া গেল কত রাজসূত ॥ ২২
 ইথে বুঝি রূপ-সম নিরূপমা শুণে ।
 আসে যার রাজপুত্র যে যেখানে শুনে ॥ ২৩
 সীতা-বিয়া মত হৈল ধনুর্ভঙ্গ পণ ।
 ভেবে মরে রাজা রাণী হইবে কেমন ॥ ২৪
 বৎসর পনর যোল হৈল বয়ঃক্রম ।
 লক্ষ্মী-সরস্বতী-পতি আইলে রহে ভ্রম ॥ ২৫
 রাজপুত্র বট বাছা রূপ বড় বটে ।
 বিচারে জিনিতে পার তবে বব বটে ॥ ২৬
 যদি কহ কহি রাজা রাণীব সাক্ষাত ।
 রায় বলে কেন মাসী বা ডাও উৎপাত ॥ ২৭
 দেখি আগে বিদ্যার বিদ্যায় কত দৌড় ।
 কি জানি হারায় বিদা হারিবেক গোড় ॥ ২৮
 নিত্য নিত্য মাল ভুমি বিদ্যারে যোগাও ।
 এক দিন মোর পাখা মালা লয়ে যাও ॥ ২৯
 মালা-মাঝে পত্র দিব তাহে বুঝা শুঝা ।
 বেড়া নে'ড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা ॥ ৩০
 বুঝিলে তাহার ভাব তবে করি শ্রম ।
 বিক্রমে কি ফল ক্রমে ক্রমে বুঝি ক্রম ॥ ৩১
 ভাল বলি হস্তমুখে যার দিল সায় ।
 গাঁথিলু বড়িশে মাছ খ'র কাখা যায় ॥ ৩২
 বোলে চালে গেল দিনা নিভাবরী ঘূমে ।
 ভারত পড়িল তোর মাগাগাঁথা-ঘূমে ॥ ৩৩

কৃষ্ণচন্দ্র-আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায় ।
 হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥ ৩৪
 ইতি মঙ্গলবারের দিবাপালা ।

মাল্যরচনা ।

লুম—একতালা ।

এ কি মনোহর দেখিতে সুন্দর
 গাঁথয়ে সুন্দর মালিকা ।

গাঁথে বিনা গুণে শোভে নানা গুণে
 কামমধুব্রতপালিকা ॥ ৫ ॥

মালিনী আনিল ফুলের ভার
 আনন্দনন্দন বনের সার,
 বিবিধ বন্ধন জানে কুমার
 সহায় হইলা কালিকা ॥ ১

কুমুম-আকর কিস্কর তায়
 মলয়পবন গুণ যোগায়
 ভ্রমর ভ্রমরী গুনগুনায়

ভুলিবে ভূপতি-বালিকা ॥ ২
 পূজিতে গিরিশ গিরিশবালা
 বেল আমলকী পাণ্ডুর মালা
 নব রবি ছবি ও বা উজ্জ্বলা
 কমল মুকুট মালিকা ॥ ৩

বান্ধুলী শিউলী মালতী জাতি

কুন্দ কৃষ্ণকেশি দনার পাঁতি

গুলাব সেউতি দেশী বিলাতী

আচু কুরচীর জালিকা ॥ ৪

ধুতুরা অতসী অপরাধিতা

চন্দ্র-স্বৰ্ণমুখী অতি শোভিতা

ভারত রচিতল ফুল-কবিতা

কবিতারসের শালিকা ॥ ৬

পুষ্পময় কাম ও শ্লোক রচনা ।

ভাল মালা গাঁথে ভাল মালিয়া রে ।

বনমালি মেঘমালি কালিয়া রে ॥

মোহন মালার ছাঁদে রতি কাম পড়ে কাঁদে

বিরহ-অনল দেই জালিয়া রে ।

যেদিকে যখন চায় ফুল বনুবিয়া যার

মোহ করে প্রেমমধু ঢালিয়া রে ।

নাসা তিলফুল পরে অঙ্গুলি চম্পক ধরে

নয়ন-কমল কামে ঢালিয়া রে ।

দশন কুন্দের দাপে অধর বান্ধুলী চাপে

ভারত ভুলিল ভাল ভালিয়া রে ॥ ৫ ॥

ভাবে রাগ মালায় কি হবে কারিকরি ।

অন্তের অদৃশ কিছু কারিকরি করি ॥ ১

পাত কোঁটা মত কোঁটা কৈল কেয়াফুলে
 সাজাইল থরে থরে মল্লিকা বকুলে ॥ ২
 তার মাঝে গড়িল ফুলের ফুলধনু ।
 তার পাশে গড়ে রাত কুলময়-ধনু ॥ ৩
 গড়িয়া অপরাধিতা থবে কৈল চুল ।
 মুখানি গড়িল দিয়, কমলের ফুল ॥ ৪
 তিল-ফুলে কৈল নাসা অধর বাফুলী ।
 চাপাব পাকড়ী দিয়া গড়িল অঙ্গুলী ॥ ৫
 নয়ন ফুলের কৈল ইন্দীর দিয়া ।
 মণালে গড়িল ভুজ কাঁটা ফেলাইয়া ॥ ৬
 কনক চম্পকে তনু নকল গড়িয়া ।
 গড়িল চরণপদ্ম স্থাপদ দিয়া ॥ ৭
 গড়িল পাকুল ফুলে তুল মনোহর ।
 কোঁটা সহ রঙ্গনে পুড়িয়া দিল শর ॥ ৮
 ফুলধনু ফুলগুণ ফুলময় বাণ ।
 দুই হাতে দিল তার পুণ্ড্রা মঙ্গল ॥ ৯
 খুইল কোঁটায় কল করিয়া এমন ।
 কুটিবে বিদ্যার বুকে ছুটিবে যথনি ॥ ১০
 চিত্রকাব্যে এক শ্লোক লিখি কেয়াপাতে ।
 নিজ পরিচয় দিখ খুইল তাহাতে ॥ ১১
 বসুধা বসুনা লোকে বন্দতে মন্দজাতিজম্ ।
 করভোর রতিপ্রজ্ঞে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেহপ্যহম্
 লোকে যদি কোন জাতি মন্দ জাতি হয় ।
 বসু হেতু বসুকরা তাহারে বন্দয় ॥ ১২

করিস্ততস্ততঃসম উক্লবর শোভা ।
 রতির পণ্ডিতা শুন আমি তার লোভা ॥ ১৩
 লিখিলু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার ।
 দ্বিতীয় পঞ্চমাঙ্কর গণ দুই বার ॥ ১৪
 একত্র করিয়া পড় মোর নাম পাবে ।
 অপর শুধাবে ঘাহা মালিনী শুনাবে ॥ ১৫
 শ্লোক রাধি কোটা ঢাকি হীরারে গছায় ।
 কহিল সকল কল দেখাইতে চায় ॥ ১৬
 বেলা হৈল উচুর প্রচুর ভয় মনে ।
 ফুল ল'য়ে গেল হীরা রাজার ভবনে ॥ ১৭
 নিজ গাঁথা মালা দি. আর সবাকারে ।
 সুন্দরের গাঁথা মালা দিলেক বিদ্যারে ॥ ১৮
 বসিয়া রয়েছে বিদ্যা পূজার আসনে ।
 ভারত হীরারে কয় স্মৃতি লোচনে ॥ ১৯



মালিনীকে তিরস্কর ।

শুন লো মালিনী কি তোর রীতি ।
 কিঞ্চিত হৃদয়ে না হয় ভীতি ॥ ১
 এত বেলা হৈল পূজা না করি ।
 কুম্ভায় তুম্বায় জলিয়া মরি ॥ ২
 বুক বাড়িয়াছে ক'র সোহাগে ।
 কালি শিখাইব মাথের আগে ॥ ৩

বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট ।
 রাঁড় হৈয়ে যেন মাঁড়ের নাট ॥ ৪
 রাত্রে ছিল বুকি বঁধুর ঘুম ।
 এতক্ষণে তেঁই ভাজিল ঘুম ॥ ৫
 দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা ।
 মেয়ে পেয়ে বুকি করিস্ হেলা ॥ ৬
 কি করিবে তোরে আমার গালি ।
 বাপারে কহিয়া শিখাব কালি ॥ ৭
 হীরা খর খর কাঁপিছে ডরে ।
 ঝর ঝর জল নয়নে ঝরে ॥ ৮
 কাঁদি কহে শুন রাজকুমারি ।
 ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি ॥ ৯
 চিকণ গাঁধনে বাড়িল বেলা ।
 তোমার কাজে কি আমার হেলা ॥ ১০
 বুকিতে নারিহু বিধির স্বন্দ ।
 করিহু ভালরে হইল মন্দ ॥ ১১
 ভ্রম বাড়িবারে করিহু শ্রম ।
 শ্রম বুঝা হৈল ষটিল ভ্রম ॥ ১২
 বিনয়েতে বিদ্যা হইল বশ ।
 অস্ত গেল রোষ উন্নত রস ॥ ১৩
 বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার ।
 এ গাঁথনি আই নহে তোমার ॥ ১৪
 পুন কি যৌবন ফিরি আইল ।
 কিবা কোন বঁধু শিখায়ে দিল ॥ ১৫

হীরা কহে তিতি আখির নারে ।
 যৌবন-জীবন গেলে কি ফিরে ? ১৬
 নহে ক্ষীণ মাধা কুচ কঠোর ।
 কি দেখিয়া বধু আসিবে মোর ॥ ১৭
 ছাড়ু আই বলা জানি সকল ।
 গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল ॥ ১৮
 বড়র পিরীতি বালির ঝাঁপ ।
 ক্রণে হাতে দড়ি ক্রণেক চাঁদ ॥ ১৯
 কোটার কি আছে দেখ খুলিয়া ।
 থাকিয় কি ফল যাই চলিয়া ॥ ২০
 বিদ্যা খোলে কোটা কল ছুটিল ।
 শর হেম ফুলশর ফুটিল ॥ ২১
 শিহরিঙ্গ ধনি দেখিয়া কল ।
 শ্লোক পড়ি আরো হৈল বিকল ॥ ২২
 ডগমগ তনু রসের ভরে ।
 ভারত হীরারে সিজ্ঞাসা করে ॥ ২৩

মালিনীকে বিনয় ।

কহ ওলো হীরা তোরে মোর কিরা
 বিকল করিলি কলে ।
 গড়িল যে জন সে জন কেমন
 বিশেষ কহনা ছ'লে ॥ ১

হৌরা কহে শুন কেন পুন-পুন

হান মোহাপের শূল ।

कहिअ कि फल बुझिनु सकल

আপন বুদ্ধির ভুল ॥ ২

এ রূপ তোমার যৌবনের ভার

अद्यापि न। हेन विष्णु ।

কোথা পাব বর ভাবি নিরন্তর

বিদরে আমার হিয়া ॥ ৩

যে জিনে বিচারে বরিষা তাহারে

কোন মেয়ে হেন কহে ।

যে তোমা হারায়ে তারে কবে পাবে

যৌবন তাহে কি বহে ॥ ৪

বোবনে মরণ নহিল ঘটন

বুড়াইলে পাবে ভালে ।

নিদা-আলায় তনু অলে বায়

কি করে বরিশাকালে ॥ ৫

দেখিয়া তোমায় এই ভাবনায়

নাহি কুচে অন্ন জল ।

পাইয়া মুখন রাজার নন্দন

ব্রাহ্মিন কন্নিয়া ছল ॥ ৬

काशीपुर-धाम शुभसिद्ध नाम

মহারাজ রাধেশ্বর ।

তাঁহার ওনর
ভবন-বিজয়

शुकवि नाम सुन्दर ॥ १

বকি বাপ মায় একেলা বেড়ায়
 করিয়া দিগ্গিজয় ।
 পথে দেখা পেয়ে রেখেছি ভুলায়ে
 স্নেহে মাসী মাসী কর ॥ ৮
 অশেষ প্রকারে কহিনু তাহারে
 তোমার পণের মর্ম্ম ।
 স্তনিয়া হাসিল ইন্দ্ৰিতে ভাবিল
 নারী জিনা কোন্ কর্ম্ম ॥ ৯
 বুঝিতে তোমার আচার বিচার
 সে কৈল এ ফুলখেলা ।
 নিজ-পরিচয় শ্লোক চিত্রময়
 লিখিতে বাড়িল বেলা ॥ ১০
 তোমার লাগিয়া নাগর রাখিয়া
 গালি লাভ হৈল মোর ।
 ধাহার লাগিয়া চুরি করে গিয়া
 সেই জন কহে চোর ॥ ১১
 হীরা এত বলি ছলে যায় চলি
 আঁচলে ধরিল ধনী ।
 মাথার কিরায় হীরায় ফিরায়
 মণি ধরে যেন ফলী ॥ ১২
 থাক বঁধু লয়ে এই কথা করে
 অপরাধ হৈল মোর ।
 কৈতে পারি যেই কহিয়াছি তেঁই
 আমি লো নাতিনী ভোর ॥ ১৩

কামানল জ্বলে যেতে চাহ টেলে
 নাভিনী-ষাভিনী বুড়ী ।
 কেমনে পা চলে মা ভাল মা বলে
 বাপার ভাল ষা শুড়ী ॥ ১৪
 এস বৈস এযো হোক মেনে যেয়ো
 বল সে কেমন জন ।
 কি কথা कहিলে কি ফেরে ফেলিলে
 উড়ু উড়ু করে মন ॥ ১৫
 দেখিয়া কাতরা হীর মনোহরা
 कहিছে কাপের কাছে ।
 রূপের নাগর গুণের সাগ
 আর কি তেমন আছে ॥ ১৬
 বদনমণ্ডল চান্দ নিরমল
 ঈষদ্ গোঁফের রেখা ।
 ষকচ কমলে যেন বুড়ুহলে
 ভ্রমব-পাঁতির দেখা ॥ ১৭
 গুধিনীগঞ্জিত মুকুতা-রঞ্জিত
 রতিপতি ঞ্জতিমূলে ।
 কাঁস জড়াইয়া গুণ জড়াইয়া
 খুলা ভুরু ধনুহলে ॥ ১৮
 অধর বিষ্মর ধাইতে মধুর
 চকল ধঞ্জন আঁধি ।
 মধ্যে দিয়া থাক বাড়াইল নাক
 মননের শুকপাখী ॥ ১৯

আজানুলশিত বাহু শুল্লিত
 কামের কনক-আশা ।
 রসের আলয় কপাট হৃদয়
 ফণিমণি-পরকাশা ॥ ২০
 বুবত্তীর মন শফরী জীবন
 নান্তি-সরোবর তার ।
 জিবলি-বন্ধন দেখয়ে যে জন
 তার কি মোচন আর ॥ ২১
 দেখিয়া সে ঠাম জিয়ে মোর কাম
 এত যে হৈয়াছি বুড়া ।
 মাসী বলে সেই রক্ষা হেতু এই
 ভারত রসের চূড়া ॥ ২২

विद्यारि सुन्दर दर्शन ।

বসন্তবাহার—ঋতুত্রিতালী ।

কি বলিলি মানিনি ফিরে বল বল ।
 রসে তনু ডগমগ মন টল টল ॥
 শিহরিল কলেবর তনু কাঁপে ধর ধর
 হিয়া হৈল জর জর আঁধি ছল ছল ।
 তেয়াগিয়া লোকলাজ কুলের মাথার বাজ
 ডগ্গিব সে ব্রজবাজ লয়ে চল চল ॥

রহিতে না পারি হবে আকুল পরাণ করে

চিত না ধৈর্য ধরে পিক কল কল ।

দেখিব সে শ্যাম রায় বিকাইব রাঙ্গা প'খ

ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে ঢল ঢল ॥ ১ ॥

বিদ্যা বলে ওলো হীরা মোর দিব্য তোরে ।

কোন মতে দেখাইতে পার না কি মোরে ॥ ১

অনুমানে বুঝিলাম জিনিবেন তিনি ।

হারাইলে হারাইব হারিলে সে জিনি ॥ ২

যতগুলো এসেছিল করি মোর আশা ।

রাজার তনয় বটে রাজবংশে চাষা ॥ ৩

সে সব লোকেতে মন মজে কি বিদ্যার ।

বিদ্যাপতি এই তারা দাস অবিদ্যার ॥ ৪

জিনিবেন যে জন সে জন বুঝি এই ।

বিধি নিধি নাহি দিলে আর কেবা দেই ॥ ৫

ভাবিয়া মরিয়াছিনু প্রতিজ্ঞা করিয়া ।

কার মনে ছিল আই মোর হবে বিয়া ॥ ৬

এত দিনে শিব বুঝি হৈলা অনুকূল ।

কুটাইল ভগবতী বিবাহের ফুল ॥ ৭

হীরারে শিরোপা দিলা হীরাময় হার ।

বুঝাইয়া বুঝিয়া কহিবে সমাচার ॥ ৮

কেমন প্রকারে তাঁরে দেখাবে আমায় ।

ভাবহ মাগিনী আই তাহার উপায় ॥ ৯

মোর বালাখানার সম্মুখে রথ আছে ।

দাঁড়াইতে তাঁহারে কহিবে তার কাছে ॥ ১০

তুমি আসি আমারে কহিবে সমাচার ।

সেই ছলে দরশন করিব তাঁহার ॥ ১১

পুষ্পময় রতিকাম দিয়াছিল। রায় ।

কি দিব উত্তর বিদ্যা ভাবয়ে উপায় ॥ ১২

কামগ্রহণের ছলে কাম রাখে সতী ।

রতিদান-ছলে তারে পাঠাইল। রতি ॥ ১৩

চিত্রকাব্যে সুন্দর সুন্দর নাম দেখি ।

বিদ্যা বিদ্যা নামে চিত্রকাব্য দিলা লেখি ॥ ১৪

সবিতা পদ্যাসুজ্ঞানং ভূবি তে নাদ্যাপি সমঃ ।

দিবি দেবাদ্যা বদন্তি দ্বিতীয়ে পঞ্চমেহপ্যহম্ ॥

কবিতা-কমলে রবি তুমি মহাশয় ।

নরলোকে সম নাহি দেবলোকে কয় ॥ ১৫

লিখিলু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার ।

দ্বিতীয় পঞ্চমাক্ষরে গণ তিনবার ॥ ১৬

তিন অর্থে তিন বার মোর নাম পাবে ।

অপর সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে ॥ ১৭

এইরূপে মালিনীকে করিয়া বিদায় ।

বড় ভক্তিভাবে বিদ্যা বসিলা পূজায় ॥ ১৮

পূজা না হইতে মাগে আগেভাগে বর ।

দেবীকে করিতে ধ্যান দেখয়ে সুন্দর ॥ ১৯

পাদ্য অর্ঘ্য আচমন আসন ভূষণ ।

দেবীকে অর্পিতে করে বর সমর্পণ ॥ ২০

সুগন্ধ সুগন্ধি-মালা দেবী-গলে দিতে ।

বরের গলায় দিখু এই লয় চিতে ॥ ২১

দেবীপ্রদক্ষিণে বুঝে বরপ্রদক্ষিণ ।
 আকুল হইল পূজা হয় অঙ্গহীন ॥ ২২
 বাস্তব দেখি তারে দেবী কহেন আকাশে ।
 আসিয়াছে তোর বর মালিনীর বাসে ॥ ২৩
 পূজা না হইল বলি না করিহ তত্ত্ব ।
 সকলি পাইলু আমি আমি বিশ্বময় ॥ ২৪
 আকাশ-বাণীতে হাতে পাইলা আকাশ ।
 বুঝিলা কালিকা মোর পুতাইলা আশ ॥ ২৫
 ওখার মালিনী গিয়া আপনার স্বরে ।
 কহিল সকল কথা কুমার সুন্দরে ॥ ২৬
 শুন বাপ। তোমাতে দেখিব অকপটে ।
 কহিল সঙ্কেত-স্থান রথের নিকটে ॥ ২৭
 এত বলি সুন্দরে লইয়া হীরা ধায় ।
 রাখিয়া রথের কাছে কহিল বিদ্যায় ॥ ২৮
 আখিবিধি সুন্দরে দেখিতে ধনী ধায় ।
 অঙ্গুলী হেলায়ে হীরা হুঁয়ারে দেখায় ॥ ২৯
 অনিমিষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ ।
 বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ ॥ ৩০
 শুভক্ষণে দরশন হইল হুজনে ।
 কে জানে যে জানাজানি সুজনে সুজনে ॥ ৩১
 বিপরীত বিপরীত উপমা কি কব ।
 উজ্জ্বল কুমুদিনী হেটে কুমুদবাক্য ॥ ৩২
 হুঁয়ার নয়ন-কাঁদে ঠেকিয়া হুজনে ।
 হুজনে পড়িল বাক্য হুজনের মনে ॥ ৩৩ ।

মনে মনে মনমালা বদল করিয়া ।

স্বরে গেলা দুই দুই হৃদয় লইয়া ॥ ৩৪

আঁখি পালটিয়া স্বরে যাওয়া হৈল কাল ।

ভারত জানয়ে প্রেম এমনি জ্ঞান ॥ ৪৫

সুন্দর-সমাগমের পরামর্শ ।

প্রভাতে কুমুম লয়ে হীরা গেল ক্রত হয়ে

সুন্দর রহিল পথ চেয়ে ।

বিদ্যার পোহায় রাতি ঐ কথা নানা জাতি

পুরুষের আট গুণ মেয়ে ॥ ১

হীরা বলে ঠাকুরানি কিবা কর কাণাকাণি

ভক্তকর্ম্ম শীঘ্র হৈলে ভাল ।

আপনি সচেষ্ট হও রাজারে রাণীরে কণ্ঠ

আজ্ঞার স্বরেতে কর আল ॥ ২

বিদ্যা বলে চুপ চুপ যদি ইহা শুনে ভূপ

তবে বিয়া হয় কি না হয় ।

গুণসিদ্ধ মহারাজ তার পুত্র হেন সাজ

বাপার না হইবে প্রত্যয় ॥ ৩

তঁাহারে আনিতে ভাট গিয়াছে তাঁহার পাট

তিনি এলে আসিত সে ভাট ।

লঙ্কর আসিত সঙ্গে শব্দ হৈত রাঢ়ে বঙ্গে

হাটের দুয়ারে কি কপাট ॥ ৪

এমনি বুঝিলে বাপা অমনি রহিবে চাপা

অন্ত দেশে যাইবে কুমার।

সব কস্ম হবে নট তুমিত সুবুদ্ধি বট

তবে বল কি হবে আমার ॥ ৫

তঁই বলি চূপে চূপে বিয়া হয় কোন রূপে

শেষে কালী যা করে তা হবে।

হীরা কহে শীহরিয়া পুকায়ে করিবে বিয়া

এ কি কথা ছাপা ন হবে ॥ ৬

ঠক কিরে পায় পায় রণী বাধিনীর প্রায়

নরপতি প্রলয়ের কাণ্ড।

কোতোয়াল ধূমকেতু কেবল অনর্থ-হেতু

তিলেকেতে পাড়িবে প্রজ্বাল ॥ ৭

তোমার টুটিবে মান মে র যাবে জাতি প্রাণ

দেশে দেশে কলঙ্ক দিবে।

সখীরা ঠেকিবে দায় তু ন কি কহিবে মায়

ভাব দেখি কেমন হবে ॥ ৮

দ্বারী আছে দ্বারে দ্বারে কমনে আনিবে তারে

ভাবি কিছু না পায় পায়।

লোকে হবে জানাজান না লয়ে টানাটানি

মজাইবে পরের বা ॥ ৯

এই সহচরীগণ বিজী এক জন

উদ্দেশেতে করি ॥ ১০

মুখে এক মনে আর কেবল ক্ষুরের ধার

ঠায়ে ঠোরে কারি প্রচার ॥ ১০

বিদ্যা বলে কেন ৭ ইহা কহ ফিরা ফিরা

সখীগণে ডে মারাক ভয় ।

মোর খায় মোর প ৮ যাহা বলি তাহা করে

মোর মত ছা ৯ ভু নম ॥ ১১

যত সখীগণ কম কেন হীরা কর ভয়

দাসী কোথা ঠাকুরাণী ছাড়া ।

বিরহিণী ঠাকুরাণী ঠাকুর মিলাবে আনি

কিবা সুখ ইহা হেতে বাড়া ॥ ১২

কেবা দুই মাথা ধরে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে

ঠাকুর পাবেন ঠাকুরাণী ।

সলিল চন্দন চুয়া কুসুম তাম্বুল গুয়া

ষোগাইব এই মাত্র আনি ॥ ১৩

বিদ্যা বলে চল চল বুঝাইয়া গিয়া বল

তিনি ভাবিবেন পথ তার ।

কালী কুলাইবে যবে ঘটনা হইবে তবে

নারিকেলের জলের সঞ্চার ॥ ১৪

কৈও কৈও কবিরে কোনরূপে মোর ঘরে

আসিতে পারেন যদি তিনি ।

তবে পণে আমি হাবি হইব তাঁহার নারী

কৃষ্ণ যেন হরিল রুক্মিণী ॥ ১৫

বেষ্টিত ভূপতিজাল বর আইল শিশুপাল

পিতা ভাতা তাহে পুষ্টি ছিল ।

রুক্মিণীর কক্ষে মন শূন্য হৈতে নারায়ণ

হরিলেন তেঁও সে হইল ॥ ১৬

ডেমনি আমার মন তাঁহে চাহে অগুরুণ
 ভয় করি বাপ ভাই মায় ।
 কুস্মিনীর মত করি হরি হোয়ে লউন হরি
 এই নিবেদন তাঁর পায় ॥ ১৭
 এত বলি চাকরীলা হীরারে বিদায় দিলা
 হীরা গিয়া স্মরণে করিল ।
 রায় বলে একি কথা কেমনে যাইব তথা
 ভারতের ভাবনা হইল ॥ ১৮

সন্ধিখনন ।

বেলাবঙ্গী মিশ্র—ঠুংরি ।

জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে
 জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে ।
 করকলিতাসি বরাভয়-মুণ্ডে ॥
 লক-লক-রসনে কড়মড়-দশনে
 রণভূবি ঋণ্ডিত-সুররিপু-মুণ্ডে ।
 অটমট হাসে কটমট ভাষে
 নখর-বিদারিত-রিপু-করিস্তম্ভে ॥
 লটপট কেশে সুরিকট বেশে
 হতদমুজাহতিমুখ-শিখিকুণ্ডে ।
 কলিমলমখনং হরিগুণকধনং
 বিরচয় ভারত-কবিবরতুণ্ডে ॥ ১৯ ॥

সুন্দর উপায় কিছু না পান ভাবিয়া ।
 যাইব বিদ্যার স্বরে কেমন করিয়া ॥ ১
 কোটাল ছরত থানা ছয়ারে ছয়ারে ।
 পাখি এড়াইতে নারে মানুষে কি পারে ॥ ২
 আকাশ পাতাল ভাবি না পেরে উপায় ।
 কালীর চরণ ভাবি বসিলা পূজায় ॥ ৩
 মনোনিত মালিনী যোগায় উপহার ।
 পূজা সমাপিয়া স্তুতি করয়ে কুমার ॥ ৪
 কালের কামিনী কালী কপালমালিকা ।
 কাতর কিসরে কৃপা কর গো কালিকা ॥ ৫
 ক্ষেমকরি ক্ষেম কর কীর্ণেরে ক্ষমিয়া ।
 ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই কীৰ্ত্তনী ভাবিয়া ॥ ৬
 স্তবে তুষ্টা ভগবতী প্রসন্ন হইয়া ।
 সন্ধি কাটিবারে দিলা উপায় করিয়া ॥ ৭
তাম্রপত্রে সন্ধিমন্ত্র বিশেষ লিখিয়া ।
 শূন্য হৈতে সিঁদকাঠি দিলা ফেলাইয়া ॥ ৮
 পূজা করি সিঁদকাঠি লইলেন রায় ।
 মন্ত্র পড়ি ছুক দিয়া মাটিতে ভেজায় ॥ ৯
 অরে অরে কাঠি তোরে বিশাই গড়িল ।
 সিঁদকাঠি বিধ কর কালিকা কহিল ॥ ১০
 আথর পাথর কাট কেটে ফেল হাড় ।
 ঈট কাট কাঠ কাট মেদিনী পাহাড় ॥ ১১
বিদ্যার মন্দিরে আর মালিনীর স্বরে ।
 মাটি কাটি পথ কর অনাদ্যায় স্বরে ॥ ১২

সুডানের মাটি কাটি উ.ড যাবে বার।

হাড়ীখি-চণ্ডীর বরে ৫-মাখা-আজ্জায় ॥ ১৩

কালিকার প্রভাবে : ১) স্ত্রী দেখে বৃদ্ধ ।

ସାମିନୀ-ବିଦ୍ୟା'ର ସତେ ମହଲ ଖୁଡ଼ୁକ ॥ ୧୫

উর্ধ্বে পাঁচ হাত আ'ও আর্দ্রক তাহার।

স্থলে স্থলে মণি জ্বল হ'ও অন্ধকার ॥ ১৫

সুন্দরের চোর নাম এই সে হইল।

অন্নদামঙ্গল দ্বিত্ব ভাবঃ - চিত্র ॥ ১৬

Abstract 100

বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি ।

ସମସ୍ତଙ୍କ ନିବାସ

সাইতে উল্লাস

ਸੁਯਤਨ ਸੁਖ- । ੮੬ ।

କି କହିବ ଶୋଭା

বৃত্তিমনোলোভা

মদন মোহি : নাটক ॥ ১

চলিত সূত্র

রূপ মনোহর

ଧନ୍ନିନ୍ଦ୍ରୀ ବଦେଇ ନେଇ ।

नवीन नागव

শ্রেমের সাগর

ব্রহ্মিক ব্রহ্মেণ শেষ ॥ ২

ଓଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ

हिम्मा दुरु दुरु

কাঁপিয়ে আবেণ-বুসে ।

କଳେ ଆମେ ସାଥ

কণে পাঠে চাষ

ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନାମେ । ୩

ঋণেক চমকে ঋণেক থমকে
 না জানি কি হবে গেলে ।
 চোয়ের আচার দেখিয়া আমার
 না জানি কি খেলা খেলে ॥ ৪
 ওষায় সুন্দরী লয়ে সরচরী
 ভাবয়ে মন আকুল ।
 করিয়া কেমন আসিবে সে জন
 ঘুচিবে হুঃখের শূল ॥ ৫
 ছয়ার যতেক ছয়ারী ততেক
 পাখী এড়াইতে নারে ।
 আকাশ-বিমানে যদি কেহ আনে
 কি জানি নারে কি পারে ॥ ৬
 কি করি বল না আলো সুশোচনা
 কেমনে আনিবে তারে ।
 তারে না দেখিয়া বিদরয়ে হিয়া
 যে দুখ তা কব কারে ॥ ৭
 চাঁদের মণ্ডল বরিষে পরল
 চন্দন আগুনকণা ।
 কর্ণের তাসুল লাগে যেন শূল
 গীত নাট কানবানা ॥ ৮
 ফুলের মালায় সূচের আলায়
 তনু হৈল জর জর ।
 মন্দ মন্দ বায় বজরের বায়
 অঙ্গ কাপে থর থর ॥ ৯

কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর বাঁহুকারে
কাণে হানে যেন তীর ।

যত অলঙ্কার অলভ্য অলঙ্কার
পোড়ায় মোর শরীর ॥ ১০

এ নীল কাপড় হানিছে কামড়
যেমন কালসাপিনী ।

শয্যা হৈল শাল লজ্জা হৈল কাল
 কেমনে জীবେ পানিনী ॥ ১১

রজনী বাড়িছে যে পোড়া পুড়িছে
কি ছার বিছার জ্বালা।

বৎসর ভিলেকে প্রলয় পগকে
কেমনে বাঁচিবে বাল্য ॥ ১২

কণেক শয্যায় কণেক ধরায়
কণেক সখীর কোলে ।

কণে মোহ যায় সখীরা জাগায়
বঁধ এল এই বোলে ॥ ১৩

এরূপে কামিনী কাটিছে ষামিনী
সুন্দর হেন সময় ।

সুড়ঙ্গ হইতে উঠিলা স্বরিতে
 ভ্রমিতে চাঁদ-উদয় ॥ ১৪

দেখি সখীগণ চমকিত-মন
বিদ্যার হইল ভয় ।

হংসীর মণ্ডল শেখর চক্ৰ
ব্রাহ্মহংস দেখি হয় ॥ ১৫

একি লো একি লো একি কি দেখিলো

এ চাহে উহার পানে ।

দেব কি দানব নাগ কি মানব

কেমনে এলো এখানে ॥ ১১

রূপাট না নড়ে গুড়াটী না পড়ে

কেমনে আইল নর ।

ভারত বুঝায় না চিন ইয়ায়

সুন্দর বিদ্যাব বর ॥ ১৭

সুন্দরের পরিচয় ।

থান্বাজ—একতাল ।

একি দেখি অপরূপ !

দেখিলো সই ভুবন-মোহন রূপ ।

কোন পথ দিয়া কেমন কবিতা

আইল নাগর রূপ ॥

এ জন যেমন না দেখি এমন

মদনমোহন-রূপ ॥

থাকে সব ঠাঁই কেহ দেখে নাই

বেদেতে কহে অনুপ ।

ভারতের নিধি মিলাইল বিধি

না কহিও চূপ চূপ ॥ ১৮ ॥

বিদ্যার আজ্ঞায় সখী সুলোচনা কয় ।

কে তুমি আইলে এখা দেহ পরিচয় ॥ ১

দেবতা গন্ধর্ব্ব বক্ষ কিবা নাগ নর ।
 সত্য কহ নারী মোরা পাইয়াছি ডর ॥ ২
 সুন্দর বলেন রামা কেন কর ডর ।
 দেব উপদেব নহি দেখ আমি নর ॥ ৩
 কাকৌপরে গুণসিদ্ধ রাজা মহাশয় ।
 সুন্দর আমার নাম তাঁহার তনয় ॥ ৪
 আসিয়াছি তোমার ঠাকুরস্বীর পাশে ।
 বাসা করিয়াছি ছীরা-মালিনীর বাশে ॥ ৫
 প্রতিজ্ঞার কথা লয়ে গিয়াছিল ভাট ।
 স্ত্রপাঠ শুনিয়া দেখিতে আইলু নাট ॥ ৬
 বিচার হইবে কি প্রথমে অবিচার ।
 আক্লুত অতিথি এলে নাহি পুরস্কার ॥ ৭
 আসিয়াছি আশ্বাসে বিশ্বাস হৈলেন বসি ।
 শুনি সিংহাসন দিতে কহিলা রূপসী ॥ ৮
 বসিয়া চতুর কহে চাতুরীর সার ।
 অপক্লপ দেখিলু বিদ্যার দরবার ॥ ৯
 তড়িত ধরিয়া রাখে কাপড়ের কাঁদে ।
 তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ব চাঁদে ॥ ১০
 অকলে ঢাকিতে চাহে কমলের গন্ধ ।
 মাণিকের ছটা কি কাপড়ে পায় বন্ধ ॥ ১১
 দেখামাত্র জিনিয়াছি কহিতে ডরাই ।
 দেশের বিচারে পাছে হারায় হারাই ॥ ১২
 কথায় যে জিনে সুধা মুখে সুধাকর ।
 হাসিতে তড়িত জিনে পয়োধরে হর ॥ ১৩

জ্বিনিলেক এত জনে যে জন বিচারে ।
 দেখে লো লজ্জার হাতে সেই জন হারে ॥ ১৪
 দারিয়া লজ্জার হাতে কথা নাহি যায় ।
 সে কেন প্রতিজ্ঞা করে করিতে বিচার ॥ ১৫
 রতির সহিত দেখা হইবে যখন ।
 কে বা হারে কে বা জ্বিনে বুঝিব তখন ॥ ১৬
 অধোমুখী সুমুখী অধিক পেয়ে লাভ ।
 সাক্ষী হৈও সখীগণ ! কহে যুবরাজ ॥ ১৭
 সখী বলে মহাশয় ! তুমি কবির ।
 আমার কি সাধ্য দিতে তোমার উত্তর ॥ ১৮
 উত্তমে উত্তম মিলে অধম অধমে ।
 কোথাগ্ন মিলন হয় অধম-উত্তমে ॥ ১৯
 আমি যদি কথা কহি একে হবে আর ।
 পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরা-ধার ॥ ২০
 কি কব ঠাকুরকীরে ধরিয়াছে লাভ ।
 নহিলে উত্তর ভাল পেতে যুবরাজ ॥ ২১
 শুনিয়া ঐষদ হাসি কহিছে সুন্দর ।
 বলহ ঠাকুরকীরে কি দেন উত্তর ॥ ২২
 সখী সম্বোধনে বিদ্যা কহে মুহুস্বরে ।
 মন চুরি কৈল চোর সিঁদ দিয়া স্বরে ॥ ২৩
 চোরবিদ্যা বিচার আমার নহে পণ ।
 চোর সহ বিচার কি করে সাধুজন ॥ ২৪
 সুন্দর বলেন ভাল বিচার এ দেশে ।
 উলটিয়া চোর গৃহী বাঞ্চে বুঝি শেষে ॥ ২৫

কটাক্ষেতে মন চুরি করিলেক যেই ।
 মাটি কাটি তপাসিতে চোর বলে সেই ॥ ২৬
 চোর ধরি নিজ ধন নাহি লয় কেবা ।
 আমি নিজ চোরে দিব বাকী আছে যেবা ॥ ২৭
 এইরূপে দুজনে কথার পাঁচাপাঁচি ।
 কি করি দুজনে মনে করে আঁচাআঁচি ॥ ২৮
 হেন কালে ময়ূর ডাকিল গৃহপাশে ।
 কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে ॥ ২৯
 শুনিয়া সুন্দর রায় ইঙ্গিতে বুঝিল ।
 সখী উপলক্ষ মাত্র মোরে জিজ্ঞাসিল ॥ ৩০
 ইহার উত্তর দিতে হৈল ত্বর্য করি ।
 কহিছে ভারত শ্লোক শুন লো সুন্দরি ! ॥ ৩১

বিদ্যাঃসুন্দরের বিচার ।

গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধরে হে
 সহস্রগোভূষণ-কিস্করাণাম্ ।
 নাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মস্তা
 নদন্তি গোকর্ণ-শরীরভক্ষাঃ ॥
 গো শব্দ-নানার্থ অভিধানে দেখ ধনি ।
 এ শ্লোকে গো শব্দে সিংহ লোচন ধরণি ॥ ১
 সিংহের মাজার সম মাজার বলন ।
 মৃগের লোচন সম তোমার লোচন ॥ ২

সহস্রলোচন ইন্দ্র দেবরাজ ধীর ।
 তাঁহার কিস্কর মেঘ গর্জজে গভীর ॥ ৩
 মেঘের শুনিয়া নাদ মাতি কামশরে ।
 পর্কিত ধরণীধর তাহার শিখরে ॥ ৪
 লোচনশ্রবণ পদে বুঝহ ভুজঙ্গ ।
 তাহার ভঙ্কক ডাকে ময়ূর দিহঙ্গ ॥ ৫
 শুনিয়া আনন্দে ধনী নানার্থ-ঘটায় ।
 বুঝিগাম মহাকবি শ্লোকের ছটায় ॥ ৬
 কিস্ত এক সন্দেহ ভাঙ্গিতে হয় আশ ।
 এখনি করিল কিবা আছিল অভ্যাস ॥ ৭
 পুন জিজ্ঞাসিলে যদি পুন ইহা পড়ে ।
 তবেত অভ্যাস ছিল এ কথা না নড়ে ॥ ৮
 এত ভাবি কহে বিদ্যা সখী সম্বোধনে ।
 না শুনিবু না বুঝিবু ছিবু অক্লমনে ॥ ৯
 সুন্দর বলেন যদি তুমি দেহ মন ।
 যত বল তত পারি নতন রচন ॥ ১০
 স্বযোনিভঙ্কধ্বজসহবানাং
 শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু ।
 তমোহরিবিশ্ব-প্রতিবিশ্বধারী
 কুরাব কান্তে পবনাশনাশঃ ॥
 আপনার জন্মস্থান উক্ষয়ে অনল ।
 তার ধ্বজ-ধূম উঠে গগনমণ্ডল ॥ ১১
 তাহাতে জনমে মেঘ শুনি তার নাদ ।
 পর্কিতগহ্বরে বিরহীর পরমাদ ॥ ১২

পবন অশন করে জানহ ভুজঙ্গ ।
 তাহারে আহার করে ময়ূর-বিহঙ্গ ॥ ১৩
 তমঃ অন্ধকার তার অরি চাঁদ এই ।
 যার পিছে চাঁদ-ছাঁদ ডাকিলেক সেই ॥ ১৩
 শ্লোক শুনি সুন্দরীর রসে মন টলে ।
 ইহার অধিক আর হারি কারে বলে ॥ ১৫
 পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা রসের তরঙ্গ ।
 প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে উঠে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ ॥ ১৬
 ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক ।
 অলঙ্কার আদি সাধ্য সাধন সাধক ॥ ১৭
 মধ্যবর্তী হইল মদন-পঞ্চানন ।
 যার সঙ্গে ছয় ঋতু ছয় দরশন ॥ ১৮
 কোকিল ভ্রমর চন্দ্র গলয়-পবন ।
 ময়ূর চকোর আদি সঙ্গে পড়োগণ ॥ ১৯
 আশ্রিত্তে পূর্বপক্ষ করিলা সুন্দর ।
 সিদ্ধান্ত করিতে বিদ্যা হইলা ফাঁফর ॥ ২০
 বিচারের কোটি মনে ছিল লক্ষ লক্ষ ।
 কিছু ক্ষুতি না হয় সিদ্ধান্ত পূর্বপক্ষ ॥ ২১
 বেদান্ত একান্তবাদী দ্ব্যন্তবাদী তর্ক ।
 মীমাংসায় মীমাংসার না হয় সম্পর্ক ॥ ২২
 বৈশেষিকে শিষ্য কহিতে কিছু নায়ে ।
 পাতঞ্জলে মাথায় অঞ্জলি বান্ধি হারে ॥ ২৩
 সাংখ্যেতে কি হবে সংখ্যা আত্মনিরূপণ ।
 পুরাণ সংহিতা স্মৃতি মনু বিজ্ঞ নন ॥ ২৪

শ্রুতি বিনা উপায় না পায় সমাধার ।
 স্ত্রীলোকে করিতে নারে শ্রুতির বিচার ॥ ২৫
 শ্রুতির বিচারে বিদ্যা অবাক্ হইল ।
 মধ্যবর্তী ভট্টাচার্য্য হারি কয়ে দিল ॥ ২৬
 জুই এক কথা যদি আনয়ে ভাবিয়া ।
 মধ্যস্থ মুদ্রাই হযে দেয় ভুলাইয়া ॥ ২৭
 সূন্দর কহেন রামা কি হৈল সিদ্ধান্ত ।
 বিদ্যা কহে সেই সত্য যে কহে বেদান্ত ॥ ২৮
 অস্ত্র শাস্ত্রে যে সব সে সব কাটাवन ।
 তত্ত্ব বাদরায়ণে প্রমাণ লিখন ॥ ২৯
 বায় বলে এক-আত্মা তবে তুমি আমি ।
 বিদ্যা বলে হারিলাম তুমি মোর স্বামী ॥ ৩০
 সুভক্শে নিজ হার খুলি নৃপবাল ।
 হর-গৌরী সাক্ষী করি দিল পরমালা ॥ ৩১
 বস্ত্র হয়ে কহিছে ভারতচন্দ্র রায় ।
 বিয়া কর বর-কথা রাত্রি বয়ে যায় ॥ ৩২

— — —

বিদ্যাসুন্দরের কোঁতুকান্ত ।

নব নাগরী নাগর বিহরে ।
 লাজ-ভয়ে আর কি করে ॥
 সময় পাইল মদনে মাতিল
 কোকিল ঠাকিল কুহরে ।

রসে গরগর অধরে অধর

ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জরে ॥

সখীগণ সঙ্গে গায় নানারঙ্গে

অনঙ্গের অঙ্গ সঞ্চরে ।

রাধা-কৃষ্ণে রাস হাস-পরিহাস

ভারত উল্লাস অন্তরে ॥ ৬ ॥

বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার ।

গান্ধর্ব-বিবাহ হৈল মনে আখিঠার ॥ ১

কণ্ঠাকর্তা হৈল কণ্ঠা বরকর্তা বর ।

পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর ॥ ২

কণ্ঠাষাত্র বরযাত্র ঋতু ছয় জন ।

বাদ্য করে বাদ্যকর কিকিণী কঙ্কণ ॥ ৩

নৃত্য করে বেশয়ে নৃপুরে গীত গায় ।

আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈলা তায় ॥ ৪

ধিক ধিক অধিক আছিল সখী তায়

নিবাস আতসবাজী উত্তাপে পলায় ॥ ৫

নয়ন অধর কর জঘন চরণ ।

দুহাঁর কুটুম্ব সুখে করিছে ভাজন ॥ ৬

বুঝহ চতুঃ এই প্রচ্ছন্ন বিহার ।

ইতঃপর কহি গুন প্রকাশ ইহার ॥ ৭

পালঙ্কে বসিলা সুখে যুবক যুবতী ।

শোভা দেখি পায় পড়ে রতি রতিপতি ॥ ৮

গোলাপ আতর চুয়া কেশর কন্তুরী ।

চন্দনাদি গন্ধ সখী রাখে বাটী পুরি ॥ ৯

মল্লিকা মালতী চাঁপা আদি পুষ্পমালা ।
 রাথে সহচরী পুন্নী কনকের থালা ॥ ১০
 ক্ষীর চিনি মিছরি সন্দেশ নানা জাতি ।
 নানা দ্রব্য রাখে নারিকেল রাজবাতি ॥ ১১
 নীতল গজার জল কর্পূর-বাসিত ।
 পাখা মৌরছল খেত চামর ললিত ॥ ১২
 মিঠা পান মিঠা গুয়া চূণ পাথরিয়া ।
 বুধে ছুটা বিড়া বাকি থিলি সাজাইয়া ॥ ১৩
 রাখে লজ এলাচি জয়ত্রী জায়ফল ।
 উদীপন আলম্বন সন্তোষের বল ॥ ১৪
 প্রথম বৈশাখ শুক্লপক্ষ-ত্রয়োদশী ।
 সুগন্ধ মারুত মন্দ নিরমল শশী ॥ ১৫
 কোকিল কোকিলা মুখে মুখ আরোপিয়া ।
 কুহু কুহু রব করে মদনে মাতিয়া ॥ ১৬
 মুখে মুখে মধুকর মধুকর-বঁধু ।
 গুন গুন গুঞ্জরে মাতিয়া পিয়া মধু ॥ ১৭
 চন্দ্রের অমৃত পিয়া মাতিয়া চকোর ।
 চকোরী সহিত খেলে কামরসে ভোর ॥ ১৮
 বিদ্যার ইঙ্গিত পেয়ে সহচরীগণ ।
 আরম্ভ করিল গীত যন্ত্রের বাজন ॥ ১৯
 মন্দিরা বাজায় কেহ বাজায় মৃদঙ্গ ।
 আলাপি বসন্ত ছয় রাগিনীর সজ ॥ ২০
 বীণা বীণী ওমুয়া রবাব কর্ণনাশ ।
 বাজাইয়া সপ্তস্বর স্বরেব প্রকাশ ॥ ২১

অশ্বুলে যুগ্ম র বাজে বাজায় মোচক্ষ ।
 সন্তোষশঙ্কর-রসে লেগে গেল রঙ্গ ॥ ২২
 প্রস্তাব মূর্ছনা গ্রামে ক্রতি মিশাইয়া ।
 সঙ্গীতে পণ্ডিত কবি মোহিত শুনিয়া ॥ ২৩
 মোহিত সখীর গীতে হারাইয়া জ্ঞান ।
 বীণা বাজাইয়া রায় আরম্ভিলা গান ॥ ২৪
 সুন্দরের গান শুনি সুন্দরী মোহিলা ।
 মিশ্রায়ে বাণা দরে গাইতে লাগিলা ॥ ২৫
 নর গানেতে মোহিত দুই জন ।
 আলিঙ্গন প্রেমরসে মাতিল মদন ॥ ২৬
 কামমদে মাতাল দেখিয়া দুই জনে ।
 যন্ত্র তন্ত্র ফেলায়ে পলায় সখীগণে ॥ ২৭
 লাজে পলাইল লাজ ভয়ে ভাঙ্গে ভয়
 লোভেতে আইল লোভ গুণাকর কর ॥ ২৮

বিহারারম্ভ ।

নৃপনন্দন কাম-রসে রসিয়া ।
 পরিধান-ধুতী পড়িছে খসিয়া ॥ ১
 তরুণী ধরিয়া হৃদয়ে লইল ।
 নলিনী যেন মস্তকরী ধরিল ॥ ২
 মুখ চুসাই চাঁদ চকোর হয়ে ।
 ধনি বারই অঞ্চল বাঁপি লয়ে ॥ ৩

কুচ-পদ্মকলী করিরাজ করে ।
 ধরিতে তরুণী পুলকে শিহরে ॥ ৪
 নৃপনন্দন পিঞ্চন-বাস হরে ।
 বমণী অমনি প্রিয়-হাত ধরে ॥ ৫
 বিনয়ে করপদ করে ধরিয়া ।
 কহিছে তরুণী করুণা করিয়া ॥ ৬
 ক্রম হে পতি হে বধু হে প্রিয় হে ।
 নবযৌবন জোরের ঘোণ্য নহে ॥ ৭
 রতি কেমন এমন জানি কবে ।
 প্রভু আজি ক্রমা কর কালি হবে ॥ ৮
 তুমি কামরূপে বর্ণপণ্ডিত হে ।
 করুণা কর না কর পীড়িত হে ॥ ৯
 রসলাভ হবে রহিয়া ফুটিলে ।
 বল নি হইবে কলিকা দলিলে ॥ ১০
 যদি না রহিতে তুমি প র বধু ।
 পর দুল্ল দুলে কর পান গধু ॥ ১১
 রস না হইবে করিলে রগড়া ।
 অলি নাহি করে মুকুলে ঝগড়া ॥ ১২
নখ-আঁচড় লাগিল দেখ কুচে ।
ফালিছে রুধিরে দুখ নাহি ঘুচে ॥ ১৩
 গুণ-সাগর নান্দর আগর হে ।
 নট না কর না কর না কর হে ॥ ১৪
 শুনি সুন্দর সুন্দরীয়ে কহিছে ।
 তনু মোর মনোজ-শরে দহিছে ॥ ১৫

তুহি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর লো ।
 ভয় না কর না কর না কর লো ॥ ১৬
 কুচশত্ৰু-শিরে নখ-চন্দ্রকলা ।
 বড় শোভিল ছাড়হ ঠাট-ছলা ॥ ১৭
 কুচ-হেমঘটে নখ-রক্তছটা ।
 বলিহারি সুরঙ্গ-প্রবাল ষটা ॥ ১৮
 ভয় না টুটিবে ভয় না তুড়িলে ।
 রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে ॥ ১৯
 বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে ।
 রসিয়া পশিল ভ্রমরা কমলে ॥ ২০
 রতিরঙ্গ-রণে মজিলা দুজনে ।
 বিজ ভারত ভোটকছন্দ ভণে ॥ ২১

বিহার ।

খেলে রে সুন্দর সুন্দরী রঙ্গে ।
 বিবম কুমুম-শর থর থর জর জর
 তর তর থর থর অঙ্গে ॥ ১ ॥
 রতিমদ-পাগর নাগরী নাগর
 নিরখি নিরখি দুই ঠাটে ।
 রাখিতে নিজ স্বর রতি রতিনারক
 কুলপিল কুলুপ কপাটে ॥ ১
 কাম্পই সধন নিতম্ব ধরাধর
 অধর ধরাধরি দন্তে ।

জঘন জঘন-পর হৃদয় হৃদয় মিলি

মাতিল সময় দুরন্তে ॥ ২

ঝন ঝন কঙ্কন রণ রণ নৃপূর

দুন্ম দুন্ম দুজ্বর বোলে ।

লটপট কুন্তল কুণ্ডল কলমল

পুলকিত ললিত কপোলে ॥ ৩

ধাস-পবন ঘন ঘন ঘন খেলই

হেলই সঘন নিতম্বে ।

দংশই দশন দশন মধুরাধর

হুহ তনু হুহ অবলম্বে ॥ ৪

হুহ-ভুজপাশহি হুহ জন বক্রন

সম-বস অবশ হু-অঙ্গে ।

হুহ-তনু বাম্পন কম্পন ঘন ঘন

উথলিল মদন-তরঙ্গে ॥ ৫

নববয় নাগর নাগরী নববয়

চির দিন ভক পিয়াস ।

সমর কড়াকড় অঝড় ঝড়ঝড়

তাবত যাবত আশা ॥ ৬

পুরণ আহুতি অনগ নিভায়ল

রতি পতি হোম নিবাড়ে ।

বরষিল মেঘ ধরনি ভেল শীতল

ঝড় দল বাদল ছাড়ে ॥ ৭

চুষন চুচুকতি শীৎকৃতি শিহরণ

কোকিল কুহরে গলায়ে ।

স্নুম অলস্বন

বালিশ আলিশ

মুদ্রিত নয়ন ছায়ে ॥ ৮

অলস অবশ হুহ

অঙ্গ অচেতন

ক্ষণ রহি চেতন পায়ে ।

উপজিল হাস

বাস পরি সন্তম

রসবতী বাহিরে যায়ে ॥ ৯

সহচরীগণ যদি

সন্নিধি আইল

নয়নমুখী অতি লাজে ।

ভারতচন্দ্র

কহে শুন সুন্দরি

লাজ কর কোন কাজে ॥ ১০

সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা ।

পুরবী—ঠুংরি ।

শুন শুন নাগর রায় ।

আপনার মণিমন বেচিলু তোমায় ॥

তুমি বাড়াইলে প্রীতি মোর তাহে নাহি ভীতি

রহে যেন রীতি নীতি নহে বড় দায় ।

চুপে চুপে এসো যেও আর দিকে নাহি খেও

সদা এক ভাবে চেও এই রাধিকায় ॥

তুমি হে প্রেমের বশ তেঁই কৈলু প্রেম-রস

না লইও অপযশ বঞ্চিয়া আমায় ।

মোর সঙ্গে প্রীতি আছে না কহিও কারো আছে

ভারত দেখিবে পাছে না ভুলায়ো তায় ॥ ১১

বসিক রসিকা সুখে যুবক যুবতী ।
 বসিলা পালঙ্কে জিনি বতি-রতিপতি ॥ ১
 স্নগন্ধে লেপিত অঙ্গ স্নগন্ধ মালায় ।
 মিষ্ট জল পান করি জলপান খাষ ॥ ২
 সহচরী চামর ব্যঞ্জন করে অঙ্গে ।
 বজ্রনী হইল সাজ অনঙ্গ-প্রসঙ্গে ॥ ৩
 আসি বলি বাসায় বিদায় হৈলা যায় ।
 কুমুদ মুদিল আঁখি চন্দ্র অস্ত যায় ॥ ৪
 বিদ্যা বলে কেমনে বলিব যাহ প্রাণ ।
 পলকে পলকে যোর প্রলয়-সমান । ৫
 এ নয়ন-চকোব ও মুখ-শুধাকব ।
 না দেখে কেমনে রবে এ চাবি প্রহর ॥ ৬
 বিনহ-দহন-দাহে যদি থাকে প্রাণ ।
 বজ্রনীতে করিব ও নুগুণ পান ॥ ৭
 যায় বলে আমি দেহ তুমি সে জীবন ।
 বিচ্ছেদ তখন হবে যখন মরণ ॥ ৮
 যে কথা কহিলে তুমি ও কথা আমার ।
 তোমার কি আমার কি ভব আরবান ॥ ৯
 এত বলি বিদায় হইলা আঁখি ধরি ।
 মালিনীয়ে না কহিও কহিলা সুন্দরী ॥ ১০
 পদবন প্রমুদিত সমুদিত রবি ।
 মালিনীর নিকটনে দেখা দিলা করি ॥ ১১
 করিয়া প্রভাতক্রিয়া দামোদর-তীরে ।
 স্নান পূজা করি গেলা হীরার মন্দিরে ॥ ১২

মালিনী তুলিয়া ফুল গাঁথিলেক মালা ।
 রাজবাড়ী গেল সাজাইয়া সাজি ডালা ॥ ১৩
 যোগায়ে যোগান কুল মালা সবাংকার ।
 বিদ্যার মন্দিরে গেল বিদ্যুত-আকার ॥ ১৪
 জ্ঞান করি বসিয়াছে বিদ্যা বিনোদিনী ।
 নিকটে রাখিয়া মালা বসিলা মালিনী ॥ ১৫
 সখীগণে সুন্দরী কহিলা আঁগি-ঠারে ।
 রাত্রির সংবাদ কেহ না কহ ইহারে ॥ ১৬
 বুঝিয়াছি কালি মাগী পাইয়াছে ভয় ।
 ভাবিয়া উত্তর-কাল মায়ে পাছে কয় ॥ ১৭
 ভবিষ্যত ভাবি কেবা বর্তমানে সরে ।
 প্রসবের ভয় তবু পতিসঙ্গ করে ॥ ১৮
 বিদ্যা বলে আগে আই জিজ্ঞাসি তোমায় ।
 আনিতে এখায় তাঁরে কি কৈলা উপায় ॥ ১৯
 হীরা বলে আমি ঠেকিলাম ভাল দায় ।
 কেমনে আনিতে বল শুনে ভয় পায় ॥ ২০
 তারে গিয়া কহিলাম তোমার বচনে ।
 সে বলে বিদেশী আমি ঘাইব কেমনে ॥ ২১
 কোন্ মতে কোন্ পথে কেমনে আনিবে ।
 কে দেখিবে কে শুনিবে বিপাকে মজিবে ॥ ২২
 কি জানি কি বুঝিয়াছ কি আছে কপালে ।
 মজাইবে মিছা কাজে পয়ের ছাবালে ॥ ২৩
 মিছা ভয় করিয়া না কহ বাপ মায় ।
 আমি কহিবারে চাহি মানা কর তায় ॥ ২৪

বুঝিয়া আপনি কর যেবা মনে ভায় ।
 ধর্ম জানে আমি নহি এ সব কথায় ॥ ২৫
 বিদায় হইয়া হীরা নিবাসে আইল ।
 পূর্ব মত বাজার করিয়া আনি দিল ॥ ২৬
 রন্ধন ভোজন করি বসিল সুন্দর ।
 মালিনীরে কন কথা সহাস-অস্তর ॥ ২৭
 বাঁচাও হিতানী মানী উপায় বলিয়া ।
 যাইব বিদ্যার স্বরে কেমন করিয়া ॥ ২৮
 হীরা বলে রাজপুত্র বট বিদ্যাবান্ ।
 কেমনে যাইবা দেখি কর অনুমান ॥ ২৯
 হাজার হাজার লোকে রাখে যার পুরী ।
 কেমনে তাহার স্বরে হইবেক চুরি ॥ ৩০
 আশু পাছু সাত পাঁচ ভেবে করি মানা ।
 মৃগ হয়ে দিবে কি সিংহের স্বরে হানা ॥ ৩১
 রাজাকে রাণীকে কয়ে ষটাইতে পারি ।
 চুপে চুপে কোনরূপে আমি ইহা নারি ॥ ৩২
 কোন্ পথে কোন্ মতে কেবা লগ্নে যাবে ।
 পাকে বিপাকে ঠেকি পরাণ হারাবে ॥ ৩৩
 লুকায়ে করিতে কার্য্য দুজনারি সাদ ।
 হায় বিধি ছেলেখেলা একি পরমাদ ॥ ৩৪
 আপনি মজিবে আরো মোরে মজাইবে ।
 কার ষাড়ে দুটা মাথা এ কর্ম করিবে ॥ ৩৫
 এত বলি মালিনী আপন কাজে যায় ।
 হুড়ঙ্গ কিরূপে ছাপে ভাবিছেন রায় ॥ ৩৬

বোলে চালে গেল দিবা আইল যামিনী ।

বৈকালি সামগ্রী আনি দিলেক মাগিনী ॥ ৩৭

সুন্দর বলেন মাসী বুঝিহু সকল ।

যত কথা কয়েছিলে কথা সে কেবল ॥ ৩৮

বিদ্যার সহিত নাহি মিলাইয়া দিলে ।

ভুলাইয়া ভাল মালা গাঁথাইয়া নিলে ॥ ৩৯

যত আশা ভরসা সকল হৈল মিছা ।

এখন দেখাও ভয় জুজু হাপা বিছা ॥ ৪০

সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর ।

মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর ॥ ৪১

শেষে ফাঁকি আগে দিয়া কথার কোলানী ।

বুঝা গেল ভাল মাসী ভাগিনা-ভুলানী ॥ ৪২

মুড় নর যে করে নরেন উপাসনা ।

দৈব বিনা কোন কর্ম না হয় ঘটনা ॥ ৪৩

কুণ্ড কাটিয়াছি মাসী তোমার মন্দিরে ।

একটি সাধন আছে সাধিব কালীরে ॥ ৪৪

রজনীতে তুমি মোর না করো সন্ধান ।

যাবত সাধন মোর নহে সমাধান ॥ ৪৫

এত বলি দুই দ্বারে খিল লাগাইয়া ।

বিদ্যার মন্দিরে গেলা শুকেরে কহিয়া ॥ ৪৬

বুঝহ চতুর সব কি এ চতুরালী ।

কুটিনীরে ফাঁকি দিয়া করে নাগরালী ॥ ৪৭

যেমন নাগর ধূর্ত তেমনি নাগরী ।

সেবার কারণ মাত্র জানে সহচরী ॥ ৪৮

গীত বাদ্য কোতুকে মঞ্জিরা গেল মন ।
 মত্ত দেখি দুজনে পলায় সখীগণ ॥ ৪৯
 ভারত কহিছে ভাল চুরি কৈলি চোর ।
 সাধুলোকে চোর হয় চুরি শুনে তোর ॥ ৫০

বিপরীত বিহারারম্ভ

সুন্দরীর করে ধরি সুন্দর বিনয় করি
 কহে শুন শুন প্রাণেশ্বর ।
 আজি দিনে দুপ্রহরে দেখিলাম সরোবরে
 কমলিনী বান্ধিয়াছে করী ॥ ১
 গিরি অধোমুখে কাদে এ কথা কহিতে চাঁদে
 কুমুদিনী উঠিল আকাশে ।
 সে রস দেখিতে শলী ভূতলে পড়িল খসি
 খঞ্জন চকোর মিলি হাসে ॥ ২
 কি দেখিছু আহা আহা আর কি দেখিব তাহা ।
 কি জানি ঘটাবে বিধি কবে ।
 তুমি কল্যাণ হার তোমারি এ অধিকার
 দেখাও যদিপি দেখি তবে ॥ ৩
 বিদ্যা বলে মহাশয় এ না কি সম্ভব হয়
 রায় বলে দেখিছু প্রত্যক্ষ ।
 এ হুখে যদিপি তার এখনি দেখাতে পার
 কি কর সিদ্ধান্ত পূর্বপক্ষ ॥ ৪

সুন্দরী বুঝিয়া ছলে মুচকি হাসিয়া বলে
বড় অসম্ভব মহাশয় ।

শিলা জলে ভাসি যান বানরে সঙ্গীত গায়
দেখিলেও না হয় প্রত্যয় ॥ ৫

বায় বলে আমি কবী তুমি কমলিনীখরী
বাক্ত মৃণাল-ভুজপাশে ।

আমি চাঁদ পড়ি ভূমি মূল কুমুদিনী তুমি
উঠ মোর হৃদয়-আকাশে ॥ ৬

নয়ন ঋঞ্জন মোব নয়ন চকোর তোর
হুহে মিলে হাসিবে এখনি ।

স্বাম ছলে কুচগিরি কাঁদিয়েক ধিরি ধিরি
করি দেখ বুঝিবে তখনি ॥ ৭

শুনি মনে মনে ধনী বাথানে নাগরমণি
বিনা মূলে কিনিলে আমারে ।

অস্তরে না সহে ব্যাজ বাহিরে বাড়ায় লাজ
এই মেনে হারিন্ত তোমারে ॥ ৮

পুরুষের ভার যাহা নারী না কি পারে তাহা
ভুলিতে আপন ভার ভারি ।

আমি ভানিলাম দড় পুরুষ নির্লজ্জ বড়
লাজে বাধে নৈলে কৈতে পারি ॥ ৯

শিখিয়াছ খাব কাছে তাহারি এ গুণ আছে
সে মেনে কেমন মেয়ে বটে ।

ভাল পড়া পেয়েছিল ভাল পড়া পড়াইল
লাভে হৈতে মোরে ফের স্বটে ॥ ১০

লাজ নাহি চল চল কেমনে এমন বল

পুরুষের এত কেন ঠাট ।

যার কৰ্ম্ম তারে সাজে অন্ত্র লোকে লাঠিবাজে

কে কোথা দেখেছে হেন নাট ॥ ১১

চেতাইলে বুঝি চেত যৌবনে অলস এত

বুড়া হৈলে না জানি কি হবে ।

কমা কর ধরি পায় বিফলে রজনী যায়

নিদ্রা যাও নিদ্রা যাই তবে ॥ ১২

আমায়ে বুঝাও ভাবে এ কৰ্ম্মে কি সুখ পাবে

আমি কিছু না পাই ভাবিয়া ।

হৃদয়ের রাজা হয়ে চোর হেন হেটে রয়ে

কিবা লাভ নিগ্রহ সহিয়া ॥ ১৩

করিয়া সুখের নিধি পুরুষে গড়িল বিধি

দুঃখ হেতু গড়িল তরুণী ।

তাহা করি বিপরীত কেন চাহ বিপরীত

একি বিপরীত কথা শুনি ॥ ১৪

রাস বল পুন পুন সাধিলে যদি না শুন

অরণ্যে রোদনে কিবা কল ।

কথার বুঝিছু কাজ আমা হৈতে প্রিয় লাজ

লাজ লয়ে করহ কৌশল ॥ ১৫

দিয়াছি যে আলিঙ্গন দিয়াছি সে যে চুম্বন

সে সব ফিরিয়া মোরে দেহ ।

কল্যাণ করন কালী নাহি দিও গালাগালি

দেশে যাই মনে রেখ স্নেহ ॥ ১৬

ঠাসি ঢলে পড়ে ধনৌ কি বলিল। গুণমণি
 ফিরে দিব চুম্ব আলিঙ্গন ।
 একি কথা বিপরীত হুই মতে বিপরীত
 দায়ে কাটে কুমড়া যেমন ॥ ১৭
 ন দেখি না শুনি কভু যদি ইহা হবে প্রভু
 না পারিব প্রদীপ থাকিলে ।
 ভারত দিলেক সায় যে কর্ম করিবে তার
 অপ্রদীপ প্রদীপ করিলে ॥ ১৮

বিপরীত বিহার :

মাতিল বিদ্যা বিপরীত রঙ্গে ।
 সুন্দর পড়িলা প্রেমতরঙ্গে ॥ ১
 আলু থালু লাজে কবরী খসি ।
 জলদের আড়ে পুকায় শলী ॥ ২
 লাজের মাথায় হানিয়া বাজ ।
 সাধয়ে রাম্ব বিপরীত কাজ ॥ ৩
 ঘন অবিলম্ব নিতম্ব দৌলৈ ।
 ঘুন্ন ঘুন্ন ঘন ঘুঞ্জুর বোলে ॥ ৪
 আবেশে ছাঁদি ধরে ভুজযুগে ।
 মুখ পুরে মুখ-কপূর-পুগে ॥ ৫
 বন বন বন কঙ্কণ বাজে ।
 রণ রণরণ নৃপুত্র গাজে ॥ ৬

দংশয়ে পতির অধরদলে ।
 কপোত কোকিলা কুহরে গলে ॥ ৭
 উখলিল কামরস-জলধি ।
 কত মত সুখ নাহি অবধি ॥ ৮
 বন বন ভুরু কামান টানে ।
 জর জর করে কটাক্ষবাণে ॥ ৯
 থর থর ধনৌ আবেশে কাঁপে ।
 অধীর হইয়া অধর চাপে ॥ ১০
 বার বার করে অঙ্গের স্বাম ।
 কোথায় বসন ভূষণ-দাম ॥ ১১
 তনু লোমাক্ত লীলকার মুখে ।
 কাগিন্দ্র কাগিন্দ্র চাপয়ে সুখে ॥
 অটল আছিল টলিল রসে ।
 অবশ হইয়া পড়ে অলসে ॥ ১৩
 পড়িল দেখিয়া উঠে নাগর ।
 আহা মরি বলি চুম্ব অধর ॥ ১৪
 অবশ হুহে মুখমধু খেয়ে ।
 উঠিল ক্ষণেক চেতন পেয়ে ॥ ১৫
 জর জর দুই বীরের স্বায় ।
 রতি ল'য়ে রতিপতি পলায় ॥ ১৬
 এইকপে নিত্য করে বিহার ।
 ভারত-ভারতী রসের সার ॥ ১৭
 কৃষ্ণচন্দ্রাজায় ভারত পায় ।
 হরি বল পালা হইল সার ॥ ১৮

সুন্দরের সম্মাসি-বেশে রাজদর্শন ।

কিন্ধিট—একতাল ।

বড বসিয়া নাগর হে ।

গভীর-গুণসাগর হে ॥

কখন বাঙ্গল ভাট ব্রহ্মচারী

কখন বৈরাগী যোগী দণ্ডবানী

কখন গৃহস্থ কখন ঙ্গারী

অবৃত্ত জটাধর হে ॥

কখন ষেটেল কখন ঝাড়ারী

কখন খেটেল কখন ভাড়ারী

কখন গুঠেরা কখন পসাবা

কছু চোর কছু চর হে ॥

কখন নাপিত কখন কাসাবী

কখন সেকরা কখন শাঁখারী

কখন তামুলী তাতী মাণহারী

ভেলী মালী বাজীকর হে ।

কখন নাটক কখন চোটক

কখন ষটক কখন পাঠক

কখন গায়ক কখন গণক

ভারতের মনোহর হে ॥ প্র ॥

এইরূপে কনি কোলে করিয়া কামিনী ।

কামরসে করে কৌড়া প্রভাহ কামিনী ॥ ১

কৌতুকে কামিনী লয়ে যামিনী পোহায় ।
 দিবসে কি রসে রব ভাবয়ে উপায় ॥ ২
 টাকা লয়ে বাজার-বেসাতী করে হীরা ।
 লেখা যোথা তাহার জিজ্ঞাসা নাহি কিরা ॥ ৩
 রন্ধন ভোজন করি ক্রণেক শুইয়া ।
 নগর-ভ্রমণে যায় দ্বারে কুঁজি দিয়া ॥ ৪
 আগে হৈতে বহুরূপ জানে যুবরাজ ।
 নাট্যার মত সঙ্গে আছে কত সাজ ॥ ৫
 কখন সন্ন্যাসী ভাঁড় ভাট দণ্ডধারী ।
 বেদে বাজীকর বৈদ্য বেণে ব্রহ্মচারী ॥ ৬
 রায় বলে কার্য্যসিদ্ধি হইল আমার ।
 এখন উচিত দেখা করিতে রাজার ॥ ৭
 দেখিব রাজার সভা সভাসদগণ ।
 আচার বিচার রীতি চরিত্র কেমন ॥ ৮
 সন্ন্যাসীর বেশে গেলে আদর পাইব ।
 বিদ্যার প্রসঙ্গে নানা কৌতুক করিব ॥ ৯
 সাত পাঁচ ভাবি সন্ন্যাসীর বেশ ধরে ।
 পরচুল জটাভার তম্ব-কণেবরে ॥ ১০
 করে করে কমণ্ডলু স্ফটিকের মালা ।
 বিভূতির গোলা হাতে বান্ধে মৃগছালা ॥ ১১
 কটিতে কৌপীন ডোর রাস্তা বহির্কাস ।
 মুখে শিবনাম তেজঃ সূর্য্যের প্রশংসা ॥ ১২
 উপনীত হৈলা গিয়া রাজার সভায় ।
 উঠিয়া প্রশংসা করে বীরসিংহ রায় ॥ ১৩

নারায়ণ নারায়ণ স্মরে কবিরায় ।
 স্বপ্নে প্রণাম করে এত বড় দায় ॥ ১৪
 আর সবে প্রণমিল লুঠিয়া ধরনী ।
 বিছাইয়া মৃগছালা বসিলা আপনি ॥ ১৫
 সভাসদ জিজ্ঞাসয়ে শুনহ গোসাই ।
 কোথা হৈতে আসন আসন কোন ঠাঁই ॥ ১৬
 নগরে আইলা কবে কোথা উত্তরিলা ।
 জিজ্ঞাসা করেন রাজা কি হেতু আইলা ॥ ১৭
 সন্ন্যাসী কহেন থাকি বদরিকাশ্রমে ।
 আসিয়াছি ঘাব গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে ॥ ১৮
 এ দেশে আসিয়া এক শুনিহু সংবাদ ।
 আইলাম বাপারে করিতে আশীর্বাদ ॥ ১৯
 রাজার তনয়া নাকি বড় বিদ্যাবতী ।
 শুনিলাম রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ॥ ২০
 করিয়াছে প্রতিজ্ঞা সকলে বলে এই ।
 যে জন বিচারে জিনে পতি হবে সেই ॥ ২১
 অনেকে আসিয়া নাকি গিয়াছে হারিয়া ।
 দেখিতে আইনু বড় কৌতুক শুনিয়া ॥ ২২
 সুকিব কেমন বিদ্যা বিদ্যায় অভ্যাস ।
 নারীর এমন পণ একি সর্বনাশ ॥ ২৩
 বিচারে তাহার ঠাঁই আমি যদি হারি ।
 ছাড়িয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্য দাস হব তারি ॥ ২৪
 গুরু-কাছে মাথা মুড়িয়েছি একবার ।
 তারে গুরু মানিয়া মুড়াব জটাকার ॥ ২৫

সে যদি বিচারে হারে তবে রবে নাম ।
 সন্ন্যাসী আপনি তাহে নাহি কিছু কাম ॥ ২৬
 তবে যদি সঙ্গে দেহ প্রতিজ্ঞার দায় ।
 নিযুক্ত করিয়া দিব শিবের সেবাষ ॥ ২৭
 ধবাইব জটাভস্ম পরাইব ছাল ।
 গলায় কুদ্রাক্ষ হাতে শ্ৰুটিকের মাল ॥ ২৮
 তীর্থবতে ল'য়ে যাব দেশ-দেশান্তবে ।
 এমন প্রতিজ্ঞা যেন নারী নাহি কহে ॥ ২৯
 বাণাবাণি করে পাত্রমিত্র সভাসদ ।
 বজ্র বলে একি আর ষটিল আপদ ॥ ৩০
 তেজপুঞ্জ দাক্ষ সন্ন্যাসী দেখি এটা ।
 হারাইলে ইহার মুডাবে জটা কেটা ॥ ৩১
 হারিলে ইহাকে নাকি বিদ্যা দেওয়া যায় ।
 গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায় ॥ ৩২
 সন্ন্যাসী কহেন কিবা ভাবহ এখন ।
 ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন ॥ ৩৩
 রাজা বলে গৌসাই বাসায় আজি চল ।
 বরা যাবে যুক্তিমত কালি থেবা বল ॥ ৩৪
 সভাসদে জিন আগে করিয়া বিচার ।
 তবে সে বিচারযোগ্য হইবা বিদ্যার ॥ ৩৫
 সে দিন বিদায় কৈল এমনি কহিয়া ।
 বিদ্যারে কহিছে রাজা অন্তঃপূবে গিয়া ॥
 হায় কেন মাটী খেয়ে পড়ানু বিদ্যায় ।
 বিপাক ষটিল মোরে তোর প্রতিজ্ঞায় ॥ ৩৬

যত রাজপুত্র আনি পলায় হারিয়া ।
 অভাগী বিদ্যার ভাগ্যে বুঝি নাহি বিয়া ॥ ৩৬
 এসেছে সন্ন্যাসী এক করিতে বিচার ।
 হারাইবা হারিবা হইল দুই ভার ॥ ৩৭
 বিদ্যা বলে আমার বিচারে কাজ নাই ।
 এমনি থাকিব আমি যে করে গোঁসাই ॥ ৩৮
 সন্ন্যাসীর রজনীতে বিদ্যা লয়ে রঙ্গ ।
 দিবসে ব্যাভার কাঁছে বিদ্যার প্রসঙ্গ ॥ ৩৯
 সভাসদ সকলেই জিনিয়া বিচারে ।
 প্রত্যহ সন্ন্যাসী কহে আনহ বিদ্যারে ॥ ৪০
 প্রত্যহ কহেন রাজা আজি নহে কালি ।
 তেজস্বী দেখিয়া ভয় পাছে দেয় গালি ॥ ৪১
 এইরূপে ধূর্তরাজ করে ধূর্তপনা ।
 বহুরূপ চিনিতে না পারে কোন জনা ॥ ৪২
 ভারত কহিছে ভাল চোরের চলনি ।
 রাজা রাজচক্রবর্তী চোর-চুড়াগণি ॥ ৪৩

বিদ্যাসহ স্তম্ভের রহস্য ।

পিলুবারোয়া—ঠুংরি ।

নাগরি কেন নাগরে হেলিলে ।

জানিয়া আনিয়া মণি টানিয়া ফেলিলে ॥

আপনি নাগর রায় সাধিল ধরিয়া পায়

মজল-কলস হাঙ্গ চরণে ঠেলিলে ।

পুরুষ পরশমণি যারে ছোঁবে সেই ধনী
 মণি ছাড়া যেন ফণী তেমনি ঠেকিলে ॥
 নলিনী করিয়া হেলা ভ্রমরে না দেয় খেলা
 সে করে কুমুদে মেলি কি খেলা খেলিলে ।
 মান তারে পরিহার সাধি আন আরবার
 গুমানে কি করে আর ভারত দেখিলে ॥ ১ ॥
 এক দিন সুন্দরে কহিল বিদ্যা হাসি ।
 আসিয়াছে বড় এক পণ্ডিত সন্ন্যাসী ॥ ২ ॥
 আমারে লইতে চাহে জিনিয়া বিচারে ।
 জিনিহু বাপার মুখে জিনিহু সভারে ॥ ৩ ॥
 রাগ বলে কি বলিলা আর বলে, নাই ।
 আমি জানি পরম পণ্ডিত সে গোসাই ॥ ৪ ॥
 হবে আমি হেথা আসি দেখা তার সঙ্গে ।
 হারিয়াছি তার ঠাই শাস্ত্রের প্রসঙ্গে ॥ ৫ ॥
 কি জানি বিচারে জিনে না জানি কি হয় ।
 যে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয় ॥ ৬ ॥
 বিদ্যা বলে আমার তাহাতে নাই কাজ ।
 রাগ বলে কি করিবে দিলে মহারাজ ॥ ৭ ॥
 আমার অধিক পাবে পণ্ডিতকিশোর ।
 তোমার কি ক্ষতি হবে যে ক্ষতি সে মোর ॥ ৮ ॥
 পুরাতন ফেলাইয়া নতন পাইবে ।
 কিরে যদি দেখি হয় কিরে কি চাইবে ॥ ৯ ॥
 বিদ্যা বলে এড় মেনে ঠাট কর কত ।
 নারীর কপাল নহে পুরুষের মত ॥ ১০ ॥

পুরাতন ফেলাইয়া নতুনো মন ।
 প্রকাশ যেমন পারে নারী কি তেমন ॥ ১০
 এরূপ দুজনে ঠাট কথায় কথায় ।
 কতক কহিব আর পুঁথি বেড়ে য স্বয় ॥ ১১
 এইরূপে রজনীতে করিয়া মিথ্যার ।
 প্রভাতে হীরার স্বরে গেলেন কুমার ॥ ১২
 শ্রান-পূজা হেতু গেলো দামোদর-তীরে ।
 গেল লয়ে গেলো হীরা রাজার মন্দিরে ॥ ১৩
 সন্ন্যাসীর কথা শুনি রাণীর মহলে ।
 আসিয়া বিদ্যার কাছ বহে নান ছলে ॥ ১৪
 কি শুনিবু কহ পো নাতিনি ঠাকুরাণি ।
 সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম ণানে লোকে জ্ঞানাজানি ॥ ১৫
 বান্দিয় কহিতে পে'ড়মুখে আসে হাসি ।
 বর না কি আসিয় হে এ কটা সন্ন্যাসী ॥ ১৬
 দাড়ী তার তোমার বেণীরে নাকি বড় ।
 সন্ধ্যা হৈলে স্বরে স্বরে ঘুঁটে করে জড় ॥ ১৭
 আমি যদি দেখা পাই তিজ্ঞাসিব তায় ।
 তামাক আফিং গাঁজা ভাং কত খায় ॥ ১৮
 ছাই মাখে শরীরে চন্দনে বলে ছার ।
 দাঁড়াইলে পায় নাকি পড়ে জটাভার ॥ ১৯
 কিবা চুলু চুলু আঁখি খাইয়া ধুতুরা ।
 দেখাইবে বারানসী প্রগাগ মথুরা ॥ ২০
 এত দিনে বাছিয়া মিলিল ভাল বর ।
 দেখিয়া জুড়াবে আঁখি সদা দিগম্বর ॥ ২১

পূজাই এ নাথছাল ছাই মাথাইবে ।
 গয়ে যাবে দেশে দেশে সিদ্ধি ঘুটাইবে ॥ ২২
 হরগৌরী-বিবাহের হইল কৌতুক ।
 হ য বিধি কহিতে শুনিতে ফাটে বুক ॥ ২৩
 যে বিধি করিল চাদে রাতর আচাব ।
 সেই নৃত্য খটাইল সন্ন্যাসী তোমার ॥ ২৪
 নান চক্রে গুণ চাক্রে না পায় ।
 নান নি পাকা আম দাঁড়কাকে খায় ॥ ২৫
 কমন সুন্দর সব আমি দিনু আনি ॥ ২৬
 ন কহিয়া বাপ-মায়ে হাবাইলা জানি ॥
 তোমা হেন রসবতী তার ভাগ্যে নাই ।
 কি কব তোমায়ে তাবনা দিল গোঁসাই ॥ ২৮
 থাকে সন্ন্যাসী লয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে ।
 সে যাউক সন্ন্যাসী হয়ে হাতে খোলা লয়ে ॥ ২৮
 বিদ্যা বলে বটে আই বলিলা বিস্তর ।
 এনেছিল বটে বর পরম সুন্দর ॥ ২৯
 নিত্য নিত্য বলি বটে আনি দেহ তারে ।
 দেখিয়া পড়েছ ভুলে নার ছাড়িবারে ॥ ৩০
 সেই সে আমার পতি যত দিনে পাই ।
 সন্ন্যাসীর কপালে তোমার মুখে ছাই ॥ ৩১
 অদ্যপি নাতিনী বলি কর পরিহার ।
 মরলো নির্জঙ্ঘ আই তুই ত মাশাশ ॥ ৩২
 আধ বুড়া হৈলি তবু ঠাট খাটে নাই ।
 পেয়েছ অভাবে ভাল নাতিনী-জামাই ॥ ৩৩

কেমনে আনিবে তারে ভাবহ উপায় ।
 এত বলি মালিনীয়ে করিল বিদায় ॥ ৩৪
 হাসিতে হাসিতে হীরা নিবাসে আইল ।
 সুন্দরেরে সমাচার কহিতে লাগিল ॥ ৩৫
 শুন বাপা শুনিলাম রাজার বাড়ীতে ।
 সন্ন্যাসী এসেছে এক বিদ্যারে লইতে ॥ ৩৬
 জিনিয়াছে রাজসভা বিদ্যা আছে বাকী ।
 আজি কালি লইবে তোমারে দিয়া ফাকী ॥ ৩৭
 এমন কামিনী পেয়ে নারিলে লইতে ।
 তোমারে উচিত হয় সন্ন্যাসী হইতে ॥ ৩৮
 তখনি কহিল রাজা রাণীরে কহিতে ।
 কি বুঝি করিলে মানা নারিল বুঝিতে ॥ ৩৯
 এখন সন্ন্যাসী যদি জিনে লয়ে যায় ।
 চেয়ে রবে ভেল ভেল ভেলকীর প্রায় ॥ ৪০
 সুন্দর বলেন মাসি এ কি বিপরীত ।
 বিদ্যা কি বলিল শুনিল বলহ নিশ্চিত ॥ ৪১
 হীরা বলে সে মেনে তোমারি দিকে আছে ।
 এখনো কহিল লয়ে যেতে তার কাছে ॥ ৪২
 সুন্দর বলেন মাসি ভাব কেন তবে ।
 এ বড় আনন্দ মাসি আইশাশ হবে ॥ ৪৩
 ভারত কহিছে হীরা ভয় কর কারে ।
 বিদ্যারে সুন্দর বিনা কেবা লৈতে পারে ॥ ৪৪

দিবা-বিহার ও মানভঙ্গ ।

এক দিন দিবাভাগে কবি বিদ্যা-অনুরাগে

বিদ্যার মন্দিরে উপনীত ।

দূরারে কপাট দিয়া বিদ্যা আছে ঘুমাইয়া

দেখিয়া সুন্দর আনন্দিত ॥ ১

রজনীর জাগরণে নিদ্রা যায় অচেতনে

সখীগণ ঘুমায় বাহিরে ।

দিবসে ভুঞ্জিতে রতি সুন্দর চকলমতি

অণি কি পল্লিনী পাইলে ফিরে ॥ ২

নহু হৈল সুবরাজ জাগিতে না সহে ব্যাজ

আবস্থিতা মদনের যোগ ।

না ভাঙ্গে নিদ্রার ঘোর কামরসে হুয়ে ভোর

স্বপ্ন বোধে বাড়ে অনুরাগ ॥ ৩

দিবসে রজনী-জ্ঞান চুম্ব আলিঙ্গন দান

বক্কে বক্কে বিবিধ বন্ধান ।

নিদ্রাবেশে সুখ যত জাগ্রতে কি হয় তত

বুঝ লোক যে জান সন্ধান ॥ ৪

সাক্ষ হৈল রতিরঙ্গ সুখে হৈল নিদ্রাভঙ্গ

রাজ্য আখি বর্জিত অলসে ।

বাহিরে আসিয়া ধনী দেখে আছে দিনমণি

ভাবে একি হইল দিবসে ॥ ৫

আভিনিতি করে বার সুন্দরে দেখিতে পায়

অতিমানে উপজিল মান ।

দিবসে নিদ্রার ঘোরে আলু খালু পেয়ে মোরে
এ কণ্ঠ কেবল অপমান ॥ ৬

ঘৃণা লজ্জা দয়া ধর্ম নাহি বুকে মর্শ্ব কণ্ঠ
নিদারুণ পুরুষের মন ।

এত ভাবি মনোদুখে মৌন হয়ে ছোটমুখে
তাজে হার কুণ্ডল কঙ্কণ ॥ ৭

সুন্দর বুঝিল মর্শ্ব ষাটি হৈল এই কণ্ঠ
কেন কৈলু হইয়া পাগল ।

করিলু স্তবের লাগি হইলু দুঃখের ভাগী
অমৃতে উঠিল হলাহল ॥ ৮

কি করি ভাবেন কবি অস্তগিরি গেল রবি
রাত্রি হৈল চন্দ্রের উদয় ।

করিবারে মানভঙ্গ কবি করে কত রঙ্গ
ক্রোধে উপরোধ কোথা রয় ॥ ৯

ছল করি কহে কবি হের যে উদিত রবি
বিফলে রজনী গেল রামা ।

তোর ক্রোধানল লয়ে চন্দ্র আইল সূর্য্য হয়ে
হের দেখ পোড়াইছে আমা ॥ ১০

কেবল বিষের ডালি কোবিল পাড়িছে গালি
ভ্রমর ভ্কার দিছে তার ।

সেই কথা দূত হয়ে স্বপ্নেবশে ফেরে কয়ে
মন্দ মন্দ মলয়রে বায় ॥ ১১

বৃক্ষ হাসে মোর দুখে সুগন্ধ প্রফুল্ল মুখে
সব শত্রু লাগিল বিবাদে ।

ভরসা তোমার সবে তুমি না রাখিলে তবে

কে রাখিবে এমন প্রমাদে ॥ ১২

অপরাধ করিয়াছি হজুরে হাজির আছি

ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড ।

বুকে চাপ কুচগিরি নখাষাতে চিরি চিরি

দশনে করহ খণ্ড খণ্ড ॥ ১৩

আঁটিয়া কুন্তল ধর নিতম্ব প্রহার কর

আর আর যেবা মনে লয় ।

কেন রৈলে মোনীর হয়ে গালি দেহ কটু কয়ে

ক্রোধ কৈলে গালি দিতে হয় ॥ ১৪

এরূপে সুন্দর যত চাতুরী কহেন কত

বিদ্যা বলে ঠেকৈছেন দায় ।

জানেন বিস্তর ঠাট দেখাইব তার নাট

কথা কব ধরাইয়া পায় ॥ ১৫

ভাবে কবি মহাশয় লব্ধ মধ্যে মান নয়

সে হইলে ভাজিত কথায় ।

গুরু মান বৃদ্ধি ভাবে চরণে ধরিলে যাবে

দেখি আগে কত দূর যায় ॥ ১৬

চতুর কুমার ভাবে জীব-বাক্যে মান যাবে

হাঁচিলেন নাকে কাঠি দিয়া ।

চতুরা কুমারী ভাবে জীব কৈলে মান যাবে

জীব কব কথা না কহিয়া ॥ ১৭

জীব বুঝাবার তরে আপন আয়ত্তি ধরে

তুলি পরে কনককুণ্ডল ।

দেখি ক্রিয়া বিদগ্ধায় বাধানে সুন্দর রায়

পায়ে ধরি ভাঙ্গিল কন্দল ॥ ১৮

হুদে ধরে রাঙ্গাপদ হুদে যেন কোকনদ

নপুর ভয়র-ধ্বনি করে ।

ভারত কহিছে সার বলিহারি ষাই তার

হেন পদ মাথায় যে ধরে ॥ ১৯

সারীশুকবিবাহ ও পুনর্বিবাহ ।

ভূপকল্যাণ—ঈর্ষাতলা ।

তোমাতে ভাল জানি হে নাগর ।

কহিলে বিরস হবে সরস অন্তর ॥

যেমন আপন রীতি পরে দেখ সেই নীতি

ধরম করম-প্রতি কিছু নাহি ডর ।

আগে ভাল বল যারে পিছে মন্দ বল তারে

এ কথা কহিব কারে কে বুঝিবে পর ॥

আদির কাজের বেলা তার পরে অবহেলা

জান কত খেলা দেলা গুণের সাগর ।

কথা কহ কত মত ভুলিয়ে রাখিবে কত

তোমার চরিত্র যত ভারত-গোচর ॥ ১ ॥

চতুর চতুরা পেয়ে চাতুরীর মেলা ।

নিত্য নিত্য নতন নূতন রসে খেলা ॥ ১০

সর্বদা বিরল থাকে দুজনার স্বর ।

কোন বাধা নাহি পথ মাটির তিতর ॥ ২

সুন্দর সুভদ্রপথ দেখায়ে বিদ্যা'রে ।
 লয়ে গেল এক দিন হীরার আগারে ॥ ৩
 কুমারের পড়া শুখ দেখিয়া কুমারী ।
 ফিরে আসি ল'য়ে গেল আপনার সারী ॥ ৪
 সারীশুকে বিয়া দিলা আনন্দে দুজন ।
 বেড়াই বেহানী বলে বাড়ে সন্তাষণ ॥ ৫
 একাকী আছিল শুক একা ছিল সারী ।
 কহে জুহা পেয়ে হৈল মদনবিহারী ॥ ৬
 সারীশুক-বিহার দেখিয়া বাড়ে রাগ ।
 সেইখানে একবার হৈল কাম্যাগ ॥ ৭
 মাড়া পেয়ে হীরা বলে কি স্তনিতে পাই ।
 সুন্দর বলেন শুকে দাড়িম খায়াই ॥
 কপাটের খিল আঁটা দেখিতে কে পায় ।
 ভেঁকে ভুলাইয়া পড়ে ভুঙ্গ মধু খায় ॥ ৮
 হুজনে আইলা পুন বিদ্যার আগার ।
 এইরূপে নানা মতে করেন বিহার ॥ ৯
 সুন্দরীর ছিল দিবা-সন্তোগের ক্রোধ ।
 এক দিন মনে কৈল দিব তার শোধ ॥ ১০
 দিবসে সুন্দর ছিলা বাসায় নিদ্রায় ।
 সুভদ্রের পথে বিদ্যা আইলা তথায় ॥ ১১
 নিদ্রায় অবশ দেখি রাখার নন্দন ।
 ধীরে ধীরে তার মুখে করিলা চুম্বন ॥ ১২
 সিন্দুর চন্দন সতী পতিভালে দিয়া ।
 ক্রত গেলা চিহ্ন রাখি নয়ন চুম্বিয়া ॥ ১৩

নারীর পরশ পেয়ে নিজা হৈল ভক্ত ।
 শাহদিল কলেবর মাতিল অনঙ্গ ॥ ১৫
 আতিবিতি গেল রায় বিদ্যার ভবন ।
 দেখে বিদ্যা খাটে বসি দেখিছে দর্পণ ॥ ১৬
 হৃন্দরে দেখিয়া বিদ্যা হাসি দেই লাজ ।
 এস এস প্রাণনাথ এ কি দেখি সাজ ॥ ১৭
 কে দিয়াছে কপালেতে সিন্দূর-চন্দন ।
 নয়নে পানের পিক দিল কোন জন ॥ ১৮
 দর্পণে দেখহ প্রভু সত্য হয় নয় ।
 দর্পণে দেখিয়া কবি হইলা বিস্ময় ॥ ১৯
 বিদ্যা বলে প্রাণনাথ বুঝি তু আভাস ।
 মালিনার বাড়ী বুঝি দিনে হয় রাস ॥ ২০
 নৃতন নৃতন বুঝি আনি দেয় হীরা ।
 কত দিনে মোরে বুঝি না চাহিবে ফিরা ॥ ২১
আমি হৈনু বাসি ফুল ফুরাইল মধু ।
 কেবল কথায় নাঞ্চি রাখা যায় ঈধু ॥ ২২
 অমুকুল পতি যদি হয় প্রতিকুল ।
 হুঁষ্ট শঠ দাক্ষণ না হয় তার তুল ॥ ২৩
 এ বারবৎসর যদি কামে তমু দহে ।
 তবু বেন লম্পটের সঙ্গে সঙ্গ নহে ॥ ২৪
 পরনারী মুখে মুখ দেয় যেই জন ।
 তার মুখে মুখ দেয় সে নারী কেমন ॥ ২৫
 পরের উচ্ছিষ্ট খেতে যার হয় রুচি ।
 তারে যে পরশ করে সে হয় অশুচি ॥ ২৬

সুন্দর কহেন রামা কত ভৎস আর ।
 তোমা বিনা জানি যদি শপথ তোমার ॥ ২৫
 তোমার সিন্দূর এই তোমারি চন্দন ।
 তোমারি পানের পিকে রেঞ্জেছে নয়ন ॥ ২৬
 এমনি তোমার দাগে দেগেছি কপাল ।
 ধুইলে না যাবে ধোয়া জীব যত কাল ॥ ২৭
 এমনি তোমার পানে রেঞ্জেছি নয়নে ।
 তোমা বিনা নাহি দেখি জাগ্রত-স্বপনে ॥ ৩০
 আপন চিহ্নেতে কেন হইল। ষণ্ডিতা ।
 লাভে হৈতে হৈলা দেখি কলহাস্তুরিতা ॥ ৩১
 ভাবি দেখি বাসসজ্জা নিত্য নিত্য হও ।
 উৎকণ্ঠিতা বিশ্রলক! এক দিনো নশ্ব ॥ ৩২
 কখন না হইল করিতে অভিসার ।
 স্বাধীনভর্তৃকা কে বা সম'ন তোমার ॥ ৩৩
 প্রোষিতভর্তৃকা হৈতে বুঝি সাধ যায় ।
 নহে কেন মিছা দোষ দেখাহ আমিয়ার ॥ ৩৪
 তোমা ছাড়ি যাব যদি অন্তের নিকটে ।
 তবে কেন তোমা লাগি আইনু সঙ্কটে ॥ ৩৫
 তুষ্ট হৈলা রাজসুতা শুনিয়া বিনয় ।
 মিছা কথা সিঁচা জল কতরূপ রয় ॥ ৩৬
 ভাঙ্গিল কন্দল হুহে মাতিল অনঙ্গে ।
 রজনী হইল সান্ন অনঙ্গ-প্রসঙ্গে ॥ ৩৭
 প্রভাতে হীরার ধরে গেলেন কুমার ।
 এইরূপে বহু দিন করয়ে বিহার ॥ ৩৮

বিদ্যার হইল ঋতু সখীরা জানিল ।

বিয়া মত পুনর্জিয়া সুন্দর করিল ॥ ২৯

খুদমাগা কাদাখঁড়ু নারিহু রচিত্তে ।

পুথি বেড়ে যায় বড় খেদ রৈল চিত্তে ॥ ৩০

অন্নপূর্ণা-মঙ্গল রচিলা কবিবর ।

শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ৩১

বিদ্যার গর্ভ ।

শাস্ত্রাজ্ঞ—মধ্যমান ।

আ লো আমার প্রাণ কেমন লো করে ।

কি হৈল অম্বারে

যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে ॥

কামারে পিরীতি কৈলু কুল-কলঙ্কিনী হৈলু

আকুল পরাণ মোর অকুল-পাথারে ।

সুজন নাগর পেয়ে আশু পাছু নাতি চেয়ে

আপনি করিহু প্রীতি কি দৃষ্টিব তারে ॥

লোকে হৈল জানাজানি সখীগণে কাণ-কাণি

আপনা বেচিয় এত সহিতে কে পারে ।

যায় যাউক জাতি কুল কে চাহে তাহার মূল

ভারতে মে ধন্য শ্যাম ভাল বানে যারে ॥ ৩২ ॥

এইরূপে পুষ্কপনা করিয়া সুন্দর ।

করিলা বিস্তর খেল কহিতে বিস্তর ॥ ১

দেখহ কালীর খেলা হইতে প্রকাশ ।
 গর্ভবতী হৈলা বিদ্যা দুই ভিন মাস ॥ ২
 উদর-আকাশে সূত-চাঁদের উদয় ।
 কমল মুদিল মুখ রক্তঃ দূর হয় ॥ ৩
 ক্ষীণ-মাজা দিন পেঘে দিনে দিনে উচ ।
 অভিমানে কালানুধ নন্দমুখ কুচ ॥ ৪
 শ্রুনে ক্ষীর দেখি নীর হইল রুদ্ধির ।
 কাল পেয়ে শিরতোলা দিল যত শির ॥ ৫
 হরিদা তড়িত চাঁপা সুবর্ণের শাপে ।
 বরণ পাড়র বুনি সমতার তাপে ॥ ৬
 দোহাই না মনে তাই কথা নাই তায় ।
 উদরে কি হৈল বলি দেখাইতে চায় ॥ ৭
 অধর-বান্ধুলি মুখ-কমল আশায় ।
 দুই গণ্ডে গণ্ডে'ল অলি মাছি তায় ॥ ৮
সর্বদা ওয়াক ছর্দি মুখে উঠে জল ।
কত সাধ খেতে মাদ সুস্বাদু অম্বল ॥ ৯
 মাটি খেয়ে যেমন এমন কৈল কাজ ।
 পোড়া মাটি খেতে রুচি সারিতে সে লাজ ॥ ১০
 জাগিয়া জাগিয়া যত হয়েছে বিহার ।
 অবিরত নিদ্রা বুঝি শোধিতে সে ধার ॥ ১১
 নিদ্রা না হইত পূর্বে অপূর্ণ শয্যায় ।
 আঁচল পাতিয়া নিদ্রা আনন্দে ধরায় ॥ ১২
 বসিলে উঠিতে নাহে সর্বদা অলস ।
 শরীরে সামর্থ্য নাহি মুখে নাহি রস ॥ ১৩

গর্ভ দেখি সখীগণ করে কাণাকাণি ।
 কি হইবে না জানি শুনিলে রাজা-রাণী ॥ ১৪
 হায় কেন মাটি খেয়ে এখানে রহিলু ।
 না খাইলু না ছুইলু বিপাকে মরিলু ॥ ১৫
 ইহার হইল সুখ তারো হৈল সুখ ।
 হতভাগী মো-সবার ভাগ্যে আছে দুখ ॥ ১৬
 পূর্বেতে এ সব কথা হীরা করে ছিল ।
 লোচনী লোচনখাগী প্রমাদ পাড়িল ॥ ১৭
 লুকায়ে এ সব কথা রাখা না কি যায় ।
 লোকে বলে পাপ কাপ কদিন লুকায় ॥ ১৮
 চল গিয়া রাণীরে কহিব সমাচার ।
 যায় যাবে যার খুন পর্দান তাহার ॥ ১৯
 ভারত কহিছে এ দাসীর খাসা গুণ ।
 আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে করে খুন ॥ ২০

পর্ভসংবাদ-শ্রবণে রাণীর তিরস্কার ।

যত সখীগণ বিরস-বদন
 রাণীর নিকটে যায় ।
 করি ষোড়পাণি নিবেদয়ে বাণী
 প্রণাম করিয়া পায় ॥ ১
 ঠাকুর-কন্ডার যে দেখি আকার
 পাতুবর্ণ পেট ভারি ।

গভের লক্ষণ এ ব্যাধি কেমন

ঠাহরিতে কিছু নারি ॥ ২

দেখিলে আপনি যে হোক তখনি

সকলি হবে বিদিত ।

শুনি চমকিঃ চলে শীহরিয়া

মহিষী যেন ওড়িত ॥ ৩

আকুল কুন্তলে বিদ্যার মহলে

উত্তরিল পাটরাণী ।

উদর ডাগর দেখি হৈল ডর

রাণীর না সরে বাণী ॥ ৪

প্রণমিতে মাঝে বিন্যা নাহি পারে

লক্ষায় পেটের দায় ।

কাপড়ে ঢাকিয়া প্রথমে বসিয়া

বৈস বৈস বলে যায় ॥ ৫

গালে হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া

অধোমুখে ভাবে রাণী ।

গভের লক্ষণ করি নিরীক্ষণ

কহে ভালে কর হানি ॥ ৬

ওলো নিশঙ্কিনি কুলকলঙ্কিনি

সাপিনি পাপকারিণি ।

শাধিনীর প্রায় হরিয়া কাহায়

আনিলি ডাকি ডাকিনি ॥ ৭

ডরে মোর স্বরে বায়ু না সঞ্ঝে

ইহার ষটক কেবা ।

মাপের বাসায় ভেকেবে নাচা ।

কেমন কুটিনী সে বা ॥ ৮

না মিলিল দড়ী না মিলিল কড়া

কলসী কিনিতে তোরে ।

আই মা কি লাজ কেমনে এ কাঙ্ক্ষ

করিলি খাইয়া মোরে ॥ ৯

রাজা মহাবাজ তারে দিলি লাজ

কলঙ্ক দেশে-বিদেশে ।

কি ছাই পড়িলি কি পণ করিলি

প্রমাদ পাড়িলি শেষে ॥ ১০

এল কত জন রাজার নন্দন

বিবাহ করিতে তোরে ।

জিনিয়া বিচাবে না বরিলি কারে

শেষে মিটে গেলি চোরে ॥ ১১

জনি তোর পণ রাজপুত্রগ

অদ্যাপি আইসে যায় ।

পনিলে এমন হইবে কেমন

বল কি তার উপায় ॥ ১২

সর্যাসীটা আছে ভূপতির কাছে

নিত্য আসে তোর পাকে ।

কি কব রাজায় না দিল তাহায়

তবে কি এ পাপ থাকে ॥ ১৩

আমি জানি ধন্য । বিদ্যা মোর কন্য

ধন্য ধন্য সর্ব্ব ঠাই ।

রূপ-গুণযুত যোগ্য রাজসুত
 হইবে মোর জামাই ॥ ২৪
 রাজার স্বরগী রাজার জননী
 রাজার স্বাশুড়ী হব ।
 যত কৈনু সাদ সব হৈল বাদ
 অপবাদ কত সব ॥ ১৫
 বিদ্যার মা ছলে যদি কেহ বলে
 তখনি খাইব বিষ ।
 অবৈশিষ জলে কাতি দিব গলে
 পৃথিবী বিদ্যার দিস ॥ ১৬
 অঃ লো সখীগণ তোরা বা কেমন
 রক্ষক আছিলি ভালে ।
 সকলে মিলিয়া কুটিনী হইয়া
 চুণ-কালি দিলি গালে ॥ ১৭
 তোরা তো সজ্জিনী এ রঙ্গে রঙ্গিনী
 এই রসে ছিগি সবে ।
 ভুলালি আমায় দানি ভাড়া যায়
 সজ্জী-ভাড়া যায় কবে ॥ ১৮
 থাক থাক থাক কাটাইব নাক
 আগেত রাজারে কহি ।
 মাথঃ মুড়াইব শালে চড়াইব
 ভারত কহিছে সহি ॥ ১৯

বিদ্যার অনুনয় ।

রাণী যত কহে বিদ্যা মোনে রহে

লাজে ভয়ে জড় সড় ।

ভাবিয়া কান্দিয়া কহে বিনাইয়া

শূর্তের চাতুরী বড় ॥ ১

নিবেদয়ে ধনী শুন গো জননি

কত কহ করে ছল ।

কিছু জানি নাই জানেন গোঁসাই

ভাল মন্দ ফলাফল ॥ ২

চৌদিকে গ্রহরা সঙ্গে সহচরী

বন্ধি এ বন্দীর মত ।

নাহি কোন ভোগ মিথ্যা অনুযোগ

মা হইয়া কহ কত ॥ ৩

রাজার নন্দিনী চির বিরজিণী

মোর সমা কেবা আছে ।

বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সন্তাষে

দাঁড়াইব কার কাছে ॥ ৪

কি করি বাঁচিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া

শুন হৈল বুঝি পেটে ।

মুখে উঠে জল অঙ্গে নাহি বল

চাহিতে না পারি হেটে ॥ ৫

সবে এক জানি শুন ঠাকুরাণি

এতদ্যহ দেখি স্বপন ।

একই ভ্রমর দেব কি কিম্বর

বনে করে আলিঙ্গন ॥ ৬

তোম বলি তারে চাহি বরিবারে

তপসি মনের ধোরে ।

নিদাভঞ্জে চাই দেখিতে না পাই

নিতা এই জালা মোরে ॥ ৭

জামে পপনে নারীর হটনে

মিথ্যা দস্তার ভাব ।

দখে নিদাভঞ্জে মিথ্যা রতিলোচ

বসনে রেতগির্জান ॥ ৮

মোনি পদমাধে স্বপন-বিহীন

দুঃখের সাগর ভেট ।

বিদ্যা পাতকমুখ মিথ্যা রতিলোচ

সত্য পুষ্টি হবে পেট ॥ ৯

কোঁকর কোঁকলে রাগী কোঁকলে জ্বলে

হৃৎকণ্ঠে কাহতে যায় ।

ভাঙে ভাঙে সকলে হাসিতে

হারে ঐ হাইল মায় ॥ ১০

রাজার বিদ্যাগত শ্রবণ ।

কোঁকবে রাগী ধায় বুড়ে আঁচন ধরায় পড়ে

আলু খালু কবরীবন্ধন ।

চক্ষু হুরে যেন চাক হাতনাড়া ঘন ভাক

চমকে সকল পুরুজন ॥ ১

শরন-ম'ন্দরে রাঃ বৈকালিক নিদ্রা য'ম

সহচরী চানর দুলায় ।

বাণী আইল কোব-মনে নপুরের কানকানে

উঠি বৈসে বীরসিংহ রাগ ॥ ২

রাণীর দেখিবা হাল জিজ্ঞাসয়ে মহাপাল

কেন কেন কর সবিশেষ ।

বাণী বলে মহাপাল কি কব কহিতে লাঞ্

বলকে পুরিল সব দেশ ॥ ৩

হবে আইবড় মেয়ে কখন না দেখ চেয়ে

বিবাহের না তার উপায় ।

অনায়াসে পাবে সুখ দেখিবে নাতির মুখ

এ আইবে নির বিয়া-দায় ॥ ৪

কি কাহন হার হার অলস্ত আগুন প্রায়

আইবড় এত বড় মেয়ে ।

কেমনে বিবাহ হবে লোকধর্ম কিসে হবে

দিনেক দেখিতে হয় চেয়ে ॥ ৫

উচ্চ মাথা হৈল হেট বিদ্যার হয়েছে পোট

কালানুখ দেখাইবে কারে ।

যশনি অ'ছিল গর্ব তেমনি হইল ব'ক

অহঙ্কারে গেলে ছারখারে ॥ ৬

বিদ্যার কি দিব দোব তারে বৃথা করি রোষ

বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে ।

হাবনে কামের জালা কদিন সহিবে বাল

কথায় রাখিব কত টেলে ॥

সদা মত্ত থাক রাগে কোন ভাব নাহি লাগে
 উপযুক্ত প্রহরী কোটাল
 এক ভাষা আর ছারি দোষ গুণ কব করি
 আমি মৈলে 'রায় জড়াল' ॥ ৯
 যে জন আপনা বুঝে পর-বৃত্তি তবৈ কব
 সকলে আপন-ভাবে জানে ।
 রাণী গেলা এত ব'লে বীরসিংহ কোথৈ ফলে
 বার দিলা বাহির দেয়ানে ॥ ১০
 খালান্ত কালের কাল কোথৈ কহে মহীপাল
 কে আছে রে জানত কোটালে ।
 উঠাল আছিল যারা কীলে স'রা হৈল তারা
 কোটালের যে থাকে কপালে ॥ ১১
 ওকারে হুকুম পায় শত শত খোজা দাস
 গানেবাদ চেল চোপদার ।
 কাল লাগি লাঠি হুড়া চর্ম উড়ে হাড় হুড়া
 এনে ফেলে নৃত্যের আকার ॥ ১২
 কনেকে সম্বিত পেয়ে খোড়হাতে রাহে চেয়ে
 তারত কহিছে কহে রায় ।
 যেমন নিমক খালি হলোল করিলি ভালি
 গাথা কাটি তবে হুধ যায় ॥ ১৩

কোটালে শানন।

রাজা কহে, কন রে কেটালে।

নিমক-হারাম বেট, আজি বাঁচাইবে কেট।

দেখিবি করিব সেই হানে ॥ ১

বাজা কৈলি ছারখার তরাস কে কহে তার

পাত্র মিত্র গোবরদেশ।

আপনি ডাকাতি করি প্রজার সর্পিণ্ড হার

হয়েছিস দ্বিতীয় বনেশ ॥ ২

দুটিঙ্গি সকল দেশ মোর দরী ছিল শা

তাতে চুরি করিগে আরত

মান বাচ্ছ এক বাদে গাড়িব হারাম শা

তবে নে জানিবি মোর দহ ॥ ৩

তেও জিগ্মা মোর পুতী বিদ্যার মন্দিরে চুরি

কি করিব কহিতে সপ্নম।

মাতালে কোটালি দিয় পাইলু আপন চিত

দূরে গেল পরম ভরম ॥ ৪

প্রাণ রাখিবার হেতু নিবেদয়ে ধন্যক

অবধান কর মহারাজ।

সাত দিন ক্রম মোরে পরি আনি দিল চোরে

প্রাণ রাখ গরীব নেবাত ॥ ৫

পাত্র মিত্র দিল দায় ভাল ভাল বলি দায়

নাজীরের হাবালে করিল।

কেটাল বিনয়ে কর মহল হাবালে হয়

ভাল বলি রাজা সাদ দিল ॥ ৬

রাজার ক্রম পায় আগে আগে খোজা যায়
সমাচার করিল দোপটে ।

বিদ্যা সখীগণ ল'য়ে বারি হৈলা ক্ষত হ'য়ে
রহিলেন দ্বীপ নিকটে ॥ ৭

দোবিল বিদ্যার করে সুরাথ মঞ্চান করে
কোন পথে আসে যায় চোর ।

নি কড়িও কোথা যাব কেমনে চে রেহের পাব
কেননে বাঁচিবে প্রাণ মোর ॥ ৮

নি ক'নি কেমন চোর দাল হ'য়ে এল মোর
দেহত পঙ্কজ বন্ধ নাগ ।

কেন বাকি অরিপ্রায় শূণ্ণে শূণ্ণে আসে যায়
কেমনে পাইব তার লাগ ॥ ৯

পূর্ণ শান্তাশুভফলে জনম বরদীত দে
কে গারে করিতে অগ্রমত ।

পরে কপ্তি গেল জুথ আমার কপালে দুখ
দত্ত দে দোটাণি খেজমত ॥ ১০

দ্রুমময়ী দাতকণ্ঠা রূপ-গুণময়ী ধনু
চোর বুঝি উপযুক্ত তার ।

এজনে ভুঞ্জিল জুথ আমার কপালে দুখ
এ দড়ি বিধির অশিচার ॥ ১১

কট কড়ি কোটালের কিছু নাহি পায় টের
ভাবে বসি বিষয় দুইয়া ।

খরের ভিতরে গিয়া শয়্যা ফেলে টান দিয়া
দশ দিক দেখে নিরগিয়া ॥ ১২

কপালে আঘাত হানি পালঙ্ক ফেলিতে তাঁনি
 দেখিলেক সুড়ঙ্গের পথ ।
 ভারত সরসভণ্ডে কোটাল সানন্দ-মনে
 কালী পুরাইলা মনোরথ ॥ ১৩

কোটালের চোর অনুসন্ধান ।

পিলু—দাদর্য্য ।

এ বড় চতুর চোর ।

গোকুলে নন্দকিশোর ॥

নারিছু বাধিতে দেখিতে দেখিতে

চিত চুরি কৈল মোর ।

সে দেখে সবারে কে দেখে তাহারে

লক্ষট কাল কঠোর ॥

ফেরে পাকে পাকে কাছে কাছে থাকে

চাঁদের যেন চকোর ।

নাচিয়া গাইয়া নাকী বাজাইয়া

ভারতে করিল ভোর ॥ ১৪ ॥

দেখিয়া সুড়ঙ্গ পথ কহিছে কোটাল ।

দেখ রে দেখ রে ভাই এ আর জ্ঞান ॥ ১

নাহি জানি বিদ্যার কেমন অমুরাগ ।

পাতাল-সুড়ঙ্গে বুঝি আসে যায় নাগ ॥ ২

নিত্য নিত্য আসে যায় আজি আসিবেক !

দেখা পেতে পারি কিন্তু কেবা ধরিবেক ॥ ৩

হরিস-বিবাদে হৈল একত্র মিলন ।
 আমাদের ষাটল দুৰ্য্যোধনের মরণ ॥ ৪
 না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ ।
 সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ ॥ ৫
 কেহ বলে ডাক দিয়া আন সাপুড়িয়া ।
 এখন ধরিবে সাপ কান্দনৌ গাইয়া ॥ ৬
 কেহ বলে এ কি কথা পাগলের প্রায় ।
 বিপত্তি পড়িলে বুঝি বুদ্ধিভুন্ধি যায় ॥ ৭
 এমন পর্ব্বের সাপ না জানি কেমন ।
 এত দিনে ধরে থাইত কত লোকজন ॥ ৮
 আর জন বলে ভাই সাপ মেনে নয় ।
 ভয়েসের গাড়া এটা এ কথা নিশ্চয় ॥ ৯
 আর জন বলে বুঝি শেষালের গাড়া ।
 ভেকো বলি কেহ হাসে কেহ দেয় তাড়া ॥ ১০
 তাহারে নির্বোধ বলি আর জন কয় ।
 সিঁধেলে দিয়াছে সিঁদ মোর মনে লয় ॥ ১১
 যমকেতু তার প্রতি কহিছে কুশিয়া ।
 মেঝায় দিলেক সিঁদ কোথায় সিয়া ॥ ১২
 যত জনে যত বল মোরে নাহি ভায় ।
 আমার কেবল কাল সাপ আসে যায় ॥ ১৩
 ধরিতে এ কালসাপে পারে কার বাপে ।
 আমি এই পথে যাব ধরি ঝাউকু সাপে ॥ ১৪
 ধরিতে নারিয়া চোরে আমি হইবু চোর ।
 রাজার ভজুয়ে যাওয়া সাধ্য নহে মোর ॥ ১৫

যে নারি পেয়েছি আজি চোরের অধিক ।
 এ ছার চাকরি করি বিক বিক বিক ॥ ১৬
 এত বনি কোটাল হুড়ঙ্গ যেতে চায় ।
 ভীমকেতু ভোট ভাই ধ'রে রাখে তার ॥ ১৭
 ভীমকেতু নামে তার আর সহোদর ।
 বর্গ করি কহে কেন হইলো কাতর ॥ ১৮
 নাপ নর বিন্ন গন্ধর্বি যদি হয় ।
 হুরাথ পেয়েছি পান আর কারে ভয় ॥ ১৯
 পেয়েছে বিদ্যায় লোভ আমিবে অবশ্য ।
 নারীদেশে থাক সবে করিয়া রহজ ॥ ২০
 লোভের নিকটে যদি কঁদে পাতা যায় ।
 পাত গন্ধী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায় ॥ ২১
 দেও উপদেব পড়ে তব মন্ত্র কাঁদে ।
 নিরাকার বস দেহকঁ দে পড়ি পাদে ॥ ২২
 সাপ সাপ বলি যদি মনে ভয় আছে ।
 সাপুড়ে গরুড়গণি আনি রাখ কাছে ॥ ২৩
 যেমন থাকিত বিদ্যা সখীগণ গায়ে ।
 নারীদেশে থাক সবে সেই মত হয়ে ॥ ২৪
 ইথে মৃত্যু বরক বিদয় জানা চাই ।
 বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়া কাপুরুষতাই ॥ ২৫
 এখন সে চোর নাহি জানে সনাচার ।
 আজি যদি জেনে য'গ না আসিবে বার ॥ ২৬
 বেলাবেলি অয়োজন করহ ইহার ।
 কালকেতু বলে দাদা এই যুক্তি মার ॥ ২৭

ভারত-বিরাটপর্বে কহিয়াছে ব্যাস ।

এইরূপে ভীম কৈল কীচকের নাশ । ২৮

কোটালগণের স্ত্রীবেশ ।

দাঁকিট—দ্রুতব্রিতানী ।

চল সবে চোর ধরি গিয়া

রমণীমণ্ডল ফাদ দিয়া ॥

তেরাগিয়া ভয় লাজ সকলে করহ সাজ

মে বড় লম্পট কপটিয়া ।

ফানে নানা মত থেলা দিবস রত্নর বেল।

চুরি করে বীণী বাজাইয়া ।

নে বটে বসন-চোর তাহারে ধরিয় মোর।

পীতপদ্ম লটব কাড়িয়া ।

দল্য ফিরে বাকা হায়ে আজি লোভা করি ল'য়ে

ভারত রহিলে পরিয় ॥ ১ ॥

দু'জ বটে বলি'ধুমকেতু দিল সায় ।

মলাবেগে আট ভাই আট দিকে যায় ॥ ১

নাটশালা হইতে আনিল আয়োজন :

দেখিল নারীর বেশ ভাই দশ জন ॥ ২

চন্দ্রকেতু ছোট ভাই পরম সুন্দর ।

নে ধরে বিদ্যার বেশ অতেদ বিস্তর ॥ ৩

কাঠের গঠিও কচ ঢাকে কাচুলিতে ।

কাপড়ের উচ্চ পেট ঢাকে ষাঘ্রিতে ॥ ৩

সূর্য্যকেতু স্নোচনা হেমকেতু হিম্বী ।
 জলকেতু জয়াবতী ভীমকেতু ভীমী ॥ ৫
 কালকেতু কালী হৈল উগ্রকেতু উগ্রী ।
 যমকেতু যমী হৈল ক্রদকেতু ক্রমী ॥ ৬
 ধূমকেতু আপনি হৈল ধামধূমী ।
 তিন জন সাপুড়ে মালতী চাঁপী সূমী ॥
 বীণা বঁশী আদি লয়ে গীত বাদ্য বজ্র ।
 রক্তমালা উপভোগে মোহিত অনঙ্গ ॥ ৮
 চানড় ঈশার মূল বোঝা বোঝা আনে :
 মণিমন্ত-মহৌষধি যেবা যত জানে ॥ ৯
 শরীর পাঁচিয়া সবে শুঁবধ বসায় ।
 যার গন্ধে মাখা ঔঁজি বাসুকী পলায় ॥ ১০
 এইরূপে তের জন রহে গৃহমধ্যে ।
 আর সবে আট দিকে রহে নানা সাজে ॥ ১১
 থানায় থানায় নিয়োজিল হরকরা ।
 হস্তার খবরদার পহরী পহর ॥ ১২
 সোণ'রায় রূপারায় নায়েব কোটাল ।
 কটিকে বসিল যেন কালাস্তুর কাল ॥ ১৩
 হীরু নীলু কানী বঁশী চারি জমাদার ।
 আগুলিল সহর পনার চারি দ্বার ॥ ১৪
 সাত গড়ে চারি সাতে আটাইশ দ্বার ।
 আটিয়া বসিল আটাইশ জমাদার ॥ ১৫
 তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেশে মাল ।
 কাহনে কাহনে লেখা দেখিতে করাল ॥ ১৬

পক্ষ শব্দে বাদ্য বাজে চতুর্দশ দল ।
 শস্য দিবসে নিশা ক্রিতি টলমল ॥ ১৭
 খেদাবাষ বেড়ায় করিয়া ধুমধাম ।
 খেদাইয়া বাষ বরি খেদাবাঘ নাম ॥ ১৮
 বাঘ রাঘবাঘিনী সে কোটালের পিনী ।
 এমনি কুহক জানে দিনে হয় নিনী ॥ ১৯
 রাজা শাড়ী রাজা শাখা জবামালা গণে ।
 সিন্দুর কপালভরা খাঁড়ি করতলে ॥ ২০
 এইরূপে তার সঙ্গে সাত শত মেয়ে ।
 ষরে ষরে নানা বেশে ফেরে চেয়ে চেয়ে ॥ ২১
 পাড়া পাড়া ষরে ষরে কোটালের চর ।
 করিল দাক্ষণ ধূম কাঁপিল সহর ॥ ২২
 উদাসীন বেপারী বিদেশী যারে পায় ।
 এঠে লয়ে বেড়ী দিয়া ফটিকে ফেলায় ॥ ২৩
 বিশেষতঃ পড়ে যদি দেখিবারে পায় ।
 যস্ত্রী পুখি লইয়া ফটিকে আটকায় ॥ ২৪
 কলমাত্রে সহরে হইল হাহাকার ।
 ফটিক হইল জরাসন্ধ-কারাগার ॥ ২৫
 কৃষ্ণচন্দ্র-আদেশে ভারতচন্দ্র গায় ।
 হরি হরি বল সব পান্য হৈল সায় ॥ ২৬
 ইতি বুধবারের দিবা পাল্য ॥

চোর ধরা ।

তোড়ী—জুতত্রিতালী ।

আজি বরা গেল চোর-চুড়াগণি ।

মোরা জেগে আছি সকল রমণী ॥

ভাঙ্গা গেল যত ভূর চাতুরী হৈল চুর

এড়াইতে নারিলে যেমনি ।

প্রকাশিয়া তারি ভূরি অনেক করেছ চুরি

আজি বরি শিখিব তেমনি ॥

হৃদি কারাগার ঘোরে ব্যক্তিরা মনের ভোনে

গড়াইব পরাগে এখনি ।

সকলেই কঁকি দেহ বরিতে না পারে কে

ভারত না ছাড়িবে তমনি ॥ ১ ॥

ওথায় ভাদেন বিদ্যা একি পরমাদ ।

না জানিল প্রাণনাথ এ সব সংবাদ ॥ ১

না জানি আমার লোভে আসিছেন ঘরে ।

হায় শত্রু কোটালের পড়িলা চাতুরে ॥ ২

এথায় মদনে মত্ত কুমার সুন্দর ।

মুড়ঙ্গের পথে গেলা কুমারীর ঘর ॥ ৩

পালঙ্কে বসিয়া চন্দ্রকেতু যেন চাঁদ ।

ঘরিতে সুন্দর চাঁদে বিদ্যারূপ-কঁাদ ॥ ৪

হাসিয়া হাসিয়া কবি বসিলেন পাশে ।

চন্দ্রকেতু হাসিয়া বদন ঢাকে বাসে ॥ ৫

কামকথা কহে কবি কামিনী জানিয়া ।

চন্দ্রকেতু মান করে ঘোমটা তানিয়া ॥ ৬

কামে মত্ত কবির বুঝিতে না পারে ।
 হাতে বনে পায়ে ধরে মান ভাসিবারে ॥ ৭
 আঁখি ঠারে চন্দ্রকেতু নাহি করে বাণী ।
 সুন্দর আঁচলে ধরি করে টানাটানি ॥ ৮
 হৃদ্যকেতু বলে এমি যে দেখি গেঁয়ারি ।
 কি জানি চাঁদেরে ধরি এনে করে আর ॥ ৯
 কতু ধামধামী পূর্ণিমায়
 চন্দ্রকেতু পথে এক পদর চানায় ॥ ১০
 মনোনিরখি সব দেখে সুন্দরে
 চন্দ্রকেতু যক্ষ ভুজঙ্গ ডাকে ॥ ১১
 চন্দ্রকেতু নিমিষ আঙুলে দণ্ডে আঁচলে ধরি
 কবির মাথায় বটে নই কোন মায়া ॥ ১২
 ধরি মাথায় বটে হইল ভরসা ।
 কি জানি কি হয় ভবে না পারে সহসা ॥ ১৩
 চন্দ্রকেতু ধরের বাহিরে যেতে চায় ।
কোথা যাই বলিয়া সুন্দর ধরে ভায় ॥ ১৪
 বদন চুম্বন করি স্তনে হাত দিল ।
খণি কণ্টকের কুচ কচলি ছিড়িল ॥ ১৫
 কানমে মত্ত কবি তরু নহে জ্ঞান ।
 সাবাসি সাবাসি রে সাবাসি কুলবান ॥ ১৬
 আজি কেন বিদ্যা বেন ভাবেন সুন্দর ।
 পাঁজ করি চন্দ্রকেতু ধরিয়া সংর ॥ ১৭
 তখনি অমনি ধরে আর বার জন ।
 রায় বলে বিপরীত এ আর কেমন ॥ ১৮

ধামধুমী বলে শুন ঠাকুর-জামাই ।
 ও কুম ঠাকুরকীর ছাড়ি দিব নাই ॥ ১৯
 এত জুম আদা বিনা বুকে হাত দিলা ।
 ভাঙ্গিয়া ফেলিলা কুচ কাচুলি ছিড়িলা ॥ ২০
 দেখিয়া কাঠের কুচ চমকে কুমার ।
 মম্ম বুঝি কোটালে নাথানে বার বার ॥ ২১
 ভারত কহিছে চোর চতুরের চড়া ।
 কোটালের কাঁদেতে গুমান হৈল শুড়া ॥ ২২

কোটালের উৎসব ও স্থন্দেরের আক্ষেপ ।

কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল কাঁকে ।
 বরি বাপ বরশাপ হান হান হাঁকে ॥ ১
 চোর বরি হরি হরি শব্দ করি কর ।
 কে আমারে আর পারে আর কারে ভয় ॥ ২
 জয় কালি ভাল ভালী যত ঢালী গাজে ।
 দেই লক্ষ ভূমিকম্প জগবাম্প বাজে ॥ ৩
 ডাকে ঠাট কাট কাট মালসাট মারে ।
 কম্পমান বকমান বলবানু ভারে ॥ ৪
 হাকে হাকে কাঁকে কাঁকে ডাকে ডাকে জাগে ।
 ভাই মোর দয় ভোর পথে চোর ভাগে ॥ ৫
 করে ধুম অতি জুম নাহি ধুম নেত্রে ।
 হাতকড়ী পাশ দড়ী মারে ছড়ি বেত্রে ॥ ৬

তুটীল মারে কীল লাগে গিল দাঁতে ।
 ভয়ে মুখ কাপে বুক লাগে হক আঁতে ॥ ৭
 কোন বীর শেষে তীর দেখি দীর কাপে ।
 খন্দার তলবার যমদার কাপে ॥ ৮
 কোতোয়াল বলে কাল রাগ জালরূপে ।
 ছাড় শোরি হৈল ভোর দিব চোর ভূপে ॥ ৯
 সব দল মহাবল খল খল হাসে ।
 গেল দুখ হৈল মুখ শতমুখ ভাষে ॥ ১০
 সুন্দরেরে শত ফেরে সবে ধরে জোরে ।
 ভাবে রায় ছায় ছায় একি দায় মোরে ॥ ১১
 মরি মেন গোভে মেন কৈলু হেন কাজ ।
 দীর দায় প্রাণ যায় কৈতে পাশ লাজ ॥ ১২
 কত বরে বিয়া করে কেনা ধরে করে ।
 কেবা গণে বোসমনে কত জনে মারে ॥ ১৩
 হরি হরি মরি মরি কিনা ধরি জীয়া ।
 কটু কথো নাছি সহ্য তাপে নহে হিয়া ॥ ১৪
 রাজা কালি দিবে গাম্ভি চণ কালি গালে ।
 কিবা সেই মাথা নেই কিবা দেই শালে ॥ ১৫
 দরবার সব তার চাব বার পানে ।
 গেলে প্রাণ পাই তাণ ভগবান জানে ॥ ১৬
 যার লাগি দুঃখভাগী সে অভাগী চায় ।
 এ সময় কথা কয় তবু ভয় যায় ॥ ১৭
 তার সগা নিকুপমা প্রিয়তমা কেবা ।
 দেখা নৈল মনে রৈল যত কৈল সেবা ॥ ১৮

সে আমার আমি তার কেবা আর আছে ।
 সেই সার কেবা আর যাব কার কাছে ॥ ১৯
 দিক দশ গুণ বশ মহাযশ দেশে ।
 করিলাম বদকাম বদনাম শেষে ॥ ২০
 জাড়ি দাপ করি পাপ পরিভাপ পাই ।
 অহানিশ বিমরিস পেলে বিন খাই ॥ ২১
 এই মত শত শত ভাবে কত তাপ ।
 নতশির যেন দীর হড়পীর দাপ ॥ ২২
 ভারতের গোবিন্দের চরণের আশ ।
 পরিণাম হরিণাম আর কামপাশ ॥ ২৩

সুউদ্গদর্শন ।

হুড়ুড়ের গৈতে টের কোটি লের নায় ।
 জন মাতে বরি হাতে নানি তাতে যার ॥ ১
 বোরতম নিরুপম কৃপসম ধনা ।
 কেহ ডরে পাছু সরে কেহ করে মান ॥ ২
 স্থলে স্থলে মণি অলে দেখি বলে ভান ।
 চল ভাই সবে যাই দেখা পাই আন ॥ ৩
 পায় পায় সবে যার কপে কার ডরে ।
 তেলে শির যত বীর মালিনীর স্বরে ॥ ৪
 উঠি স্বরে ধুম করে হীরা ডরে জাগে ।
 বরি তারে অন্ধকারে সবে মারে রাগে ॥ ৫
 আল জালি যত ঢালী গালাগালি করে ।
 কহে চোর স্বরে তোর দে লো মোরতরে ॥ ৬

চড়ঙ্গের পথে কেব কোটালের তরে ।

কেহ গিন্না বাস্ত দিয়া তুষ্ট হিয়া করে ॥ ৭

কোতোয়াল শূন্য ভাগ পাঁড়া ঢাল ধরে ।

ছুটে বীর যেন তাঁর মালিনার ধরে ॥ ৮

গাঙসরে চলে ধরে দর্প করি কয় ।

কথা জের বল চোর কে না তোর হয় ॥ ৯

দেই গালি বলে শালী কোথা গালি চোরে ।

কেটা মেটা কার বেটা বল কেটা মোরে ॥ ১০

ভারতের রচিতের অনুত্তর ভার ।

ভ বদীত গুলনিত অকুলিত দার ॥ ১১

মালিনী-নিগ্রহ ।

১. কিনা কীনা পাইয়া বগিছে দেহেই নির ।

আমার যেমন মালিনি তেমন

পাইবি ত হার কিয়া ॥ ১

২. ছের এ বড় গুন পিঠেতে মাথয়ে ঢল ।

কি দেব পাইয়া ওরে কোটালিয়া

মারিয়া করিলি খুন ॥ ২

৩. তিন প্রহর রাতি উ কিয়া কর ডাকাতি ।

দোহাই রাজার লুঠিলি আগার

বরিয় পাইলি জাতি ॥ ৩

৪. কোটাল হামিয়া কয় কহিতে লাজ না হয় ।

বেদে বুড়া শালী বলে জাতি খালি

গুনিয়া লাগয়ে ভয় ॥ ৪

হীরা বলে ওরে বেটা তোরে ভয় করে কেটা ।

তোর গুণপন। জানে সর্বজন।

পাসবিলি বটে সেটা ॥ ৫

কোঠাল কহিছে রাগি কি বলে রে বুড়। মাগি

বরে পোষে চোর আরো কহে জো ।

এ বড় কুটিনী বাগী ॥ ৬

হীরা কহে পুন জোরে কুটিনী বলিলি মোরে ।

বা দার মালিনী বলিলি কুটিনী

কালি শিখাইব তোরে ॥ ৭

বৃদ্ধতা বেটা বড়ডী না রাখি আপনি বুড়ী ।

কার বড় বেটা কারে দিনু ভেটা

যে বলে সে হবে কুড়ী ॥ ৮

লোকের কি বড় লয়ে সদা থাক মস্ত হয়ে ।

তোর বরে যত সকলি অসত

আমি দিতে পারি কয়ে ॥ ৯

ধমকতু ক্রোধে ফুলে ভূমে পাড়ে ধরি চুলে ।

কুটিনী গস্তানী বড় যে গস্তানী

উভে উভে দিব শূলে ॥ ১০

আমরে হেন উত্তর এখন না হয় ডর ।

রাজার নন্দিনী হরেছে গর্ভিনী

তুই দিলি চোরা বর ॥ ১১

হীরায়ে হইল ভয় কাণে হাত দিয়া কয় ।

আমি জানি নাই জানেন গোঁসাই

যতো ধর্ম্মস্বতো জয় ॥ ১২

তনিয়া কোটাল টানে সুরঙ্গের কাছে আনে ।

এই পথ দিয়া চুরি কৈল গিয়া

মালিনী বলে কে জানে ॥ ১৩

মালিনী বুঝিল মর্থ কোটালে জানায় ধর্ম ।

হোমকুণ্ড বলি বুঝি মোরে ছলি

সুন্দরের এই কর্ম ॥ ১৪

হাতে লোতে ধরিয়াছে আর কি উপায় আছে ।

যায় বরে সিদ নে কি যায় নিদ

ইহা কব কার কাছে ॥ ১৫

কোটাল জিজ্ঞাসা করে হীরার কথা না সরে ।

চোরের যে ছিল লুটিয়া লইল

যে ছিল হীরার বরে ॥ ১৬

বৃদ্ধি পুণি বরভারে দিতে হবে সরকারে ।

পিঞ্জর সহিত লয় হরবিত

পড়া এক সারিকারে ॥ ১৭

মালিনী অবাধ ভাসে কোটাল মুচকি হাসে

সুরঙ্গে ফেলিয়া পায়ে ছেঁছুড়িয়া

লইল চোরের পাশে ॥ ১৮

সুন্দর কহেন হাসি এস গো মাসী হিতানী ।

মালিনী ক্রিয়য়া বলে গালি দিয়া

কে তুই কে তোর মাসী ॥ ১৯

কি ছার কপাল মোর আমি মাসী হব তোর ।

মাসী মাসী কয়ে ছিলি বাসা লয়ে

কে জানে সিঁদেল চোর ॥ ২০

দুজুও ছল পাতি মিন্দ বাট সারা রাতি ।

আই মা কি লাভ করিলি যে কাজ

ভাগ্যে বাঁচে মোর জাতি ॥ ২১

১২ দিন আর পাব কারেহ না বাসা দিব ।

সিয়া তিন কাল শেষে এই হাল

খত বা নাকে লিখিব ॥ ২২

বের বাছা ধ্যকৈতু মা বাপের পুণ্য হেতু ।

কেটে কেল চোরে জাড়ি দেহ মোরে

বর্মের কাষস্ সেতু ॥ ২৩

চন্দ্র হাসি অকুল মাসী মকলের মূল ।

বিদ্যার মাশাশ মোর আইমাশ

পড়ি দিয়াছিল তুল ॥ ২৪

কৌতুক না বুঝে হীর পুনঃপুন করে কিরা ।

কি বলে ডেগরা বড় যে চেগরা

ঐ কথা কিরা কিরা ॥ ২৫

কোটাল কহে এ নয় হুহারে খাকিতে হয় ।

রাজার নিকটে যাহার যে ঘটে

ভারত উচিত কর ॥ ২৬

বিদ্যার আক্ষেপ ।

প্রভাত হইল বিভাবরী বিদ্যারে কহিল সঞ্চারী ।

চন্দ্র পড়েছে ধরা শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা

দখী তোলে ধরাধরি করি ॥ ১

কিঁদে বিদ্যা আকুল কুতূহলে ধরা ভিত্তে নরনের জ্ঞে

অপালে বঙ্গ হানে অধীর কুধির বাণে

কি হৈল কি হৈল ঘন বলে ॥ ২

স্বপ্নে বিবাতা নিদারুণ কোন দোষে হইলি বিগুণ

অঙ্গে দিগ্ধে নানা দুখ মথ্যে দিনকত সূখ

শেষে দুঃখ বাড়ালি দ্বিগুণ ॥ ৩

বসন্ত বহন পরাণ তাহা বিন কে বা আছে অ ন

সে পরাণ ছাড়া হলে যে রহে পরাণ লয়ে

বিক বিক তাহার পরাণ ॥ ৪

স্বপ্ন হার কি কব বিপরে সম্পদ বটার ধীরে বীরে

শিরোমণি মস্তকের মণিহার গদগদে

দিয়া লয় সুপের নিবিরে ॥ ৫

কাদে বিদ্যা বিনিয়া বিনিয়া স্বপ্ন বহে এমন জিনিষ

ইক কব কার কাছে এখনে পরাণ আছে

বৈষ্ণব বন্ধন ত্রিনিয়া ॥ ৬

প্রভ মোর গুণের মাগর রসময় গুণের নাগর

রনিকের শিরোমণি বিলাসপনের ধনী

নৃত্য গীত বাদ্যের আকর ॥ ৭

কনকা ডাকিনী হৈল মোর মোর প্রাণনাথে বলে চোর

বাপ অনর্থের হেতু একেতু দুইকেতু

বিধাতার হৃদয় কঠোর ॥ ৮

চোর পরা গেল শুনি রাণী অন্তঃপুরে করে কাণাকাণি

দেখিবারে ধায় রড়ে কোঠার উপরে চড়ে

কাদে দেখি চোরের মুখানি ॥ ৯

বাণী বলে কাছাব বাহনি ম'রে শাই লইয়া নিছনি
 কিবা অপকপ কপ মনমোহন-প
 ধন্ত ধন্ত ইহ র জননী ॥ ১০

নি কতিব বিদ্যাব কপাণ পেয়েছিনু মনোমত ভান ।
 আপনার মাথা খেয়ে মোনে ন কলিল মেঘে
 তবে কেন হইবে জ্ঞান ॥ ১১

হায় হায় হ'র রে গোসাই পেয়েছিনু সুন্দর জামাই
 রাজার হায়েছে ত্রোব না ম নিবে উপরোধ
 এ মবিলে বিদ্যা জীবে নাই ॥ ১২

এটকপে পুরবধূগণ সুন্দরে বাথ'নে জনে জন ।
 কোটাল সংর'য়ে চলিল হুজনে লগে
 ভেট দিতে যেখানে রাজন ॥ ১৩

চের লে কোতোয়াল যাদ দেখিতে সকল লোক ধ'র ।
 নালক যুক জর। কান খোঁড়া কবে হ'র।
 গবাক্ষেতে কুলব' চ'য় ॥ ১৪

কেও বলে এ চোব কেমন এখনি করিল চুরি মন ।
 বদ্যারে কে মন্দ বনে ভাবত কহিছে ছলে
 পতি নিন্দে আপন আপন । ১৫



নারীগণের পতিনিন্দা ।

গুম-ঝাঁকিট—পোস্ত ।

কারে কব লো যে দুখ আম'র ।

সে কেমনে রবে স্বরে এত কালা য'র ॥

বাধা আছি কুলকাঁদে পরাগ সতত কাঁদে
 না দেখিয়া শ্যামচাঁদে দিবসে আধার ।
 বরে গুরু হরাশর সদা কলঙ্কিনী কথ
 পাপ ননদিনী-ভয় কত সব আর ॥
 শ্যাম অধিলের পতি তারে বলে উপপতি
 পোড়া লোক পাপমতি না বুকে বিচার ।
 পতি সে পুরুষাধম শ্যাম সে পুরুষোত্তম
 ভারতের সে নিয়ম কৃকচক্ষু সার ॥ ৫ ॥
 চোর দেখি রামাগণ বলে হরি হরি ।
 আহা মরি চোরের বাণাই লয়ে মরি ॥ ১
 কিবা বুক কিবা মুখ কিবা নাক কাণ ।
 কিবা নয়নের ঠার কাড়ি লয় প্রাণ ॥ ২
 ভূষণ লয়েছে কাড়ি হাতে পায়ে দড়ী ।
 কেমনে এমন গায়ে মারিয়াছে ছড়া ॥ ৩
 দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার ।
 হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার ॥ ৪
 এ বড় বিষম চোর না দেখি এমন ।
 দিনে কোটালের কাছে চুরি করে মন ॥ ৫
 বিদ্যারে করিয়া চুরি এ হইল চোর ।
 ইহারে খদ্যপি প ই চুরি করি মোরা ॥ ৬
 দেখিয়া ইশার রূপ বরে যেতে নারি ।
 মনোমত পতি নহে সহিতে না পারি ॥ ৭
 আপন আপন পতি নিন্দিয়া নিন্দিয়া ।
 পরস্পর কহে সবে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ৮

এক রামা বলে সই শুন মোর হৃথ ।
 আমারে মিলিল পতি কালা কালামুখ ॥ ১
 সাধ করি শিখিনাম কাব্যরস যত ।
 কালার কপালে গড়ি সব হৈল হত ॥ ১০
 বুঝাই চোরের মত চুপ করি ঠারে ।
 আলেতে কিঞ্চিৎ ভাল প্রমাদ আধারে ॥ ১১
 নৈলে নয় তেঁই করি কষ্টেতে শয়ন ।
 রোগী খেন নিম খ্যা মুদিয়া নগন ॥ ১২
 আর রামা বলে সই এত বড় মুখ ।
 মোর হৃথ শুনিলে পলাবে তোর হৃথ ॥ ১৩
 মন্দভাগা অঙ্গপতি পদে মাত্র ভাল ।
 মোরা ছিত্ত ভাবিতে ভাবিতে হৈল কাল ॥ ১৪
 ভরাপুরা যৌবন উদাসে বানি শূন্য ।
 আঁধলারে দেখাইলে নাহি পাপপুণ্য ॥ ১৫
 আর রামা বলে সই এ মাথার চুড়া ।
 আমি এই যুবতী আমার পতি বুড়া ॥ ১৬
 বদনে রদন লড়ে অদনে বঞ্চিত ।
 সে মুখ চুম্বনে মুখ না হয় কিঞ্চিত ॥ ১৭
 আমার আবেশ দৈবে কোন কালে নয় ।
 বর্ষ ভাবি তাহার আবেশ যদি হয় ॥ ১৮
 কাঁপনে কাঁপনাসারা কেবল উৎপাত ।
 অধর দংশিতে চায় ভেসে যায় দাঁত ॥ ১৯
 গড়াগড়ি যায় বুড়া দাঁতের জালায় ।
 কাজের মাথায় বাজ বাঁচাইতে দায় ॥ ২০

আর রামা বলে বুড়া মাথার ঠাকুর ।
 মোর হুখ শুনি তোর হুখ যাবে দূর ॥ ২১
 কি কব পতির কথা লাজে মাথা হেট ।
 মোটা মোটা মোর পতি বড় ভুঁড়ো পেট ॥ ২২
 অন্তের শুনিয়া হুখ হুখে পোড়ে মন ।
 একেবারে নহে কভু চুশ-আলিঙ্গন ॥ ২৩
 বদন চুম্বিতে চাহে আরস্তিয়া হেটে ।
 ঝাঁটিয়া ধরিতে চাহে ঠেলে ফলে পেটে ॥ ২৪
 একে আরস্তিতে হয় আরে অবসর ।
 ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট ন পূর্ব ন পর ॥ ২৫ ৷
 আর রামা বলে ইথে না বলিহ মন্দ ।
 না চাপিতে চাপ পাও এ বড় আনন্দ ॥ ২৬
 বামন বন্ধুর পতি কৈতে লাজ পায় ।
 তপাসিয়া নাহি পাই কোলেতে লুকায় ॥ ২৭
 তাপেতে হইলু জরা না পুগিল সাদ ।
 হাত ছোট আম বড় এ বড় প্রমাদ ॥ ২৮
 আর রামা বলে সই না ভাবিহ হুখ ।
 কোল-শোভা হয়ে থাকে এই বড় হুখ ॥ ২৯
 রাজসভাসদ পতি বৈদ্যবৃন্তি করে ।
 ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ধরে ॥ ৩০
 নাড়া ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ ।
 আমি কাঁপি কামজ্বরে সে বলে উত্তণ ॥ ৩১
 চতুর্শুখ ধাইতে বলে শুনে হুখ পায় ।
 বজ্র পড়ুক চতুর্শুখের মাথায় ॥ ৩২

আর রামা বলে সই কিছু ভাল বটে ।
 নাড়ী ধরিবার বেলা হাতে ধরা স্বটে ॥ ৩৩
 রাজসভাসদ পতি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ।
 না ছোঁয় তরুণী তৈল আমিষে বঞ্চিত ॥ ৩৪
 ঋতু হৈলে একবার সম্ভবে সম্ভাষ ।
 তাহে যদি পক্ষ হয় তবে সর্বনাশ ॥ ৩৫
 আর রামা বলে হোক তথাপি পণ্ডিত ।
 বরমেকাহুতিঃ কালে না করে বঞ্চিত ॥ ৩৬
 অবিজ্ঞ সর্বজ্ঞ পতি গণক রাজার ।
 বারবেলা কালবেলা সদা সঙ্গে তার ॥ ৩৭
 পাপরাশি পাপগ্রহ পাপতিথি তার ।
 অভাগারে একদিন না ছাড়িবে পারা ॥ ৩৮
 সর্বদা আঙ্গুল পাঁজি করি কাল কাটে ।
 তাহাতে কি হয় মোর কৈতে বুক ফাটে ॥ ৩৯
 আর রামা বলে মন্দ না বলিহ তায় ।
 পাইলে উত্তম ক্রম অবশ্য যোগায় ॥ ৪০
 পঁাতিলেখা রাজার মুনশী মোর পতি ।
 দোয়াতে কলম দিয়া বলে হৈল রতি ॥ ৪১
 কেটে ফেলে পাঠ যদি দেখে তকরার ।
 দোকর করিবে কাজ বলাই তাহার ॥ ৪২
 আর রামা বলে সই ভাল ত মুনশী ।
 বখশী আমার পতি সদাই খুনশী ॥ ৪৩
 কিঞ্চিৎ কণ্ডুর নাহি কণ্ডুর কাটিতে ।
 বেহিসাবে একবিলু না পারি লইতে ॥ ৪৪

পরের হাজীর গরহাজীও লিখিতে ।
 স্বরে গরহাজীরী সে না পায় দেখিতে ॥ ৪৫
 ফেরের ফিকিরে ফেরে ফাকি ফুকি লেখে ।
 কেবল আমার গুণে পত্রমুখ দেখে ॥ ৪৬
 আর রামা বলে সহি এত গুণ বড় ।
 উকীল আমার পতি কীল খেতে দড় ॥ ৪৭
 স্ত্রীলোকের মত পড়ি মারি খেতে পারে ।
 সবে গুণ যত দোষ মিথ্যা কয়ে সারে ॥ ৪৮
 আর রামা বলে সহি এ ত ভাল শুনি ।
 আমার আরজবেগী পতি বড় গুলী ॥ ৪৯
 আরজীর আটি ফরিয়াদিগণ সঙ্গে ।
 বাধানিয়া গাই-মত ফিরে অঙ্গভঙ্গে ॥ ৫০
 আমি ফরিয়াদী ফরিয়াদীর মিশালে ।
 করিতে না পারে নিদা ঢালে টোলে টোলে ॥ ৫১
 আর রামা বলে সহি এ বুঝি উত্তম ।
 খাজাকি আমার পতি সবার অধম ॥ ৫২
 চাঁদমুখা টাকা দেই নোণামুখে লয় ।
 গণি দিতে ছাইমুখে অধোমুখ হয় ॥ ৫৩
 পরধন পরে দিবে য ও এই হাল ।
 তার ঠাই পানিকোট পাইতে জঞ্জাল ॥ ৫৪
 কহে আর রসবতা গালভরা পান ।
 পোদ্ধার আমার পতি রূপ-প্রধান ॥ ৫৫
 কোলে নিধি খরচ কহিতে হয় খুন ।
 চিনির বলদ সবে একখানি গুণ ॥ ৫৬

আমারে ভুলায় লোক রাস্তা তামা দিয়া ।
 সে দেই তাহার শোধ হাত বদলিয়া ॥ ৫৭
 আর রামা বলে সই এ বড় স্মধীর ।
 অভাগীর পতি হিসাবেব মুহরীর ॥ ৫৮
 শেষ রেতে আসে সারা রাতি লিখে পড়ে ।
 খায়াইতে জাগাইতে হয় দিয়া কড়ে ॥ ৫৯
 গোঁজা-বিদ্যা না জানে হিসাবে দেই গোঁজা ।
 নিকাশে তাহার গোঁজা তারে হয় গোঁজা ॥ ৬০
 আর রামা বলে সই এ বটে গভীর ।
 অভাগীর পতি নিকাশের মুহরীর ॥ ৬১
 মফঃস্বল সরবরা কেমন না জানে ।
 অধিক যে দেখে তাহা রদ দিয়া টানে ॥ ৬২
 জমা লেখে বাণী দেখে খরচেতে ভয় ।
 পরে কৈলে খরচ তাহারে কটু কয় ॥ ৬৩
 আর রামা বলে সই এ রড় রসিক ।
 অভাগীর পতি বাজে-জমার মালিক ॥ ৬৪
 যমসম ধরিতে পরের বাজে-জমা ।
 নিজ স্বরে বাজে-জমা না জানে অধমা ॥ ৬৫
 সবে তার একপুণে প্রাণবুরে মরে ।
 বঁধু এলে তার ডরে কেহ নাহি ধরে ॥ ৬৬
 আর রামা বলে সই এ ত বড় স্তম্ভ ।
 দপ্তরী আমার পতি তার পতি স্তন ॥ ৬৭
 সদা ভাবে কোন ফর্দ কেমনে গড়ায় ।
 পড়াভাগ্য নিজে নাহি অস্ত্রে পড়ায় ॥ ৬৮

হেঁটে ফর্দ হারায় উপরে হাতড়ায় ।
 পরের কলমে সদা দোয়াতি ষোগায় ॥ ৬৯
 আর রামা বলে সই এ ত শুনি ভাল ।
 ষড়ৈল পতির জ্বালে আমি হৈনু কাল ॥ ৭০
 ষ আট পর ষড়ী পিটে মরে ।
 তার ষড়ী কে বাজায় তল্লাস না করে ॥ ৭১
 রাতি নাহি পোহাইতে হুঁষড়ী বাজায় ।
 আপনি না পারে আরো বন্ধুরে খেদায় ॥ ৭২
 আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে ।
 যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে ॥ ৭৩
 যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই ।
 বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই ॥ ৭৪
 বিয়া-কালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে ।
 পুনর্বিয়া হবে কিবা বিয়া হবে আগ্নে ॥ ৭৫
 বিবাহ করেছে সেটা কিছু ষাটি ষাটি ।
 জাতির যেমন হোক কুলে বড় ষাটি ॥ ৭৬
 দু চারি বৎসর যদি আসে একবার ।
 শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার ॥ ৭৭
 স্ত্রীভাষেচা কড়ী যদি দিতে পারি তায় ।
 তবে মিষ্ট-মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায় ॥ ৭৮
 তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী ।
 অপূর্ব আমার দুঃখ কর অবগতি ॥ ৭৯
 মহাকবি মোর পতি কত রস জানে ।
 কহিলে বিরস কথা সরস বাথানে ॥ ৮০

ভারতচন্দ্রের গন্ধাবলী ।

পেটে অন্ন ছেটে বন্ধ ঘে গাইতে নাহে ।
চালে খড় বাড়ে মাটি শাক পড়ি সারে ॥ ৮১
কামশাস্ত্র জানে কত ফাসা অলঙ্কার ।
কত মত্তে করে রুতি বিচারি তার ॥ ৮২
শাখা সোণা রাজা না পারি কভু ।
কেবল কাব্যের গুণ বিচারব প্রভু ॥ ৮৩
ভাবে বুঝি এই চেনা বি হৈতে পারে ।
তৈঁই চুরি করি বিদ্যা ফল ইহারে ॥ ৮৪
গোলা কুঁজো কুন্ডল তত্বে আব যত ।
সকলের রমণী সকল নন্দ কত ॥ ৮৫
জুত হয়ে চোর লগে চলল কোটাল ।
ভারত কহিছে গো যশ মণীপাল ॥ ৮৬

—

রাজসভায় চোব আনয়ন ।

কি শোভা সর সভায় ।
আইলা নব বশ্মরায ॥
কংসের গায়ন যাত্রা ঘে বীণা বাজায় তারা
বীণা সে গোবিন্দগণ গায় ।
বীরগণ আছে যত বাল বৎস হোক হত
হেন জনে বধির চায় ॥
বীরগণ মনে ভাবে গাপ তাপ আজি যাব
লুঠি এ চরণ ধুয়ায় ।
ভারত কহিছে কংস কৃষ্ণের প্রধান অংশ
শক্রভাবে মিত্রপদ পায় ॥ ৮৭ ॥

বার দিয়া বসিয়াছে বীরসিংহ রায় ।
 পাত্র মিত্র সভাসদ বসিয়া সভায় ॥ ১
 ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল ।
 গোলামগদিসে খাড়া গোলাম সকল ॥ ২
 পাঠক কথক কবি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ।
 অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য গুরু পুরোহিত ॥ ৩
 পাঁচ পুত্র চারি ভাই ভাই-পুত্র দশ ।
 ভাগিনীজামাই সাত ভাগিনা ষোড়শ ॥ ৪
 জামাই বেহাই শালা মাতুল সকল ।
 দ্রুতি বন্ধু কুটুম্ব বসিয়া দল বল ॥ ৫
 সমুখে সেকাই সব কাতার কাতার ।
 ঘোড় হাতে বুকে ধরে ঢাল তলবার ॥ ৬
 বড়ীয়াল দুই পাশে হাতে বালীষড়ী ।
 সারি সারি চোপদান হাতে হেমছড়ী ॥ ৭
 মুসাহেব বসিয়া সকল বরাবর ।
 আজ্ঞা বিনা কারো মুখে ন সরে উত্তর ॥ ৮
 মুনশী বখশী বৈদ্য কানর্গোই কাজি ।
 আর আর যে সব লোকেরে রাজা রাজি ॥ ৯
 রবাব ডম্বুরা বীণা বাজায়ে মৃদঙ্গ ।
 নটী কালোয়াত গান গায় নানা রঙ্গ ॥ ১০
 ভাঁড়ে করে ভাঁড়াই নর্তকে নাচে গায় ।
 নকীব সেলাম গায়ে সেলাম জানায় ॥ ১১
 উজ্জ্বল কজ্জল বাস হাবসী জল্লাদ ;
 আশাওল মল্লতালী চেলা খানেজাদ ॥ ১২

সমুখে ফিরায় ষোড়া চাবুক সোয়ার ।
 মালত হাতীর কাঁধে জামায় জোয়ার ॥ ১৩
 রাবণের প্রতাপে ববসেছে মহীপাল ।
 হেন কালে চোর লয়ে দিলেক কোটাল ॥ ১৪
 সারী-ভুখ খুজি-পুখি মালিনী সহিত ।
 হাজীর করিল চোর নাজীর-বিদিত ॥ ১৫
 নারীবেশে দশ ভাই করে দণ্ডবত ।
 নকীব ফুকারে মহারাজ সেলামত ॥ ১৬
 নিবেদিল চোরে ধরিবার সমাচার ।
 শিরোপা পাইল হাতী ষোড়া হাতিয়ার ॥ ১৭
 হেটমুখে আড়চক্ষে চোরে দেখে রায় ।
 রাজপুত্র হবে রূপ-লক্ষণে জানায় ॥ ১৮
 বাছিয়া দিয়াছে বিধি কস্তাষোণ্য বর ।
 কস্ত চুরি করিয়াছে শুনিতে দুষ্কর ॥ ১৯
 কাটিতে উচিত কিন্তু কেমনে কাটিব ।
 কলঙ্ক করিতে দূর কলঙ্ক করিব ॥ ২০
 সহসা করিতে কৰ্ম্ম ধৰ্ম্মশাস্ত্রে মানা ।
 যে হয় করিব পিছে আগে যাউক জানা ॥ ২১
 হীরারে জিজ্ঞাসে চক্ষু করিয়া পাকল ।
 এটা কেটা কার বেটা সত্য করি বল ॥ ২২
 হীরা বলে ইহার দক্ষিণদেশে বর ।
 পড়ো-বেশে এসেছিল তোমার নগর ॥ ২৩
 সত্য মিথ্যা কে জানে দিয়াছে পরিচয় ।
 কাকীপুরে গুণসিদ্ধ রাজার তনয় ॥ ২৪

বাসা করি রয়েছিল আমার আশ্রয় ।
 ছেলে বলি ভালবাসি মাসী মাসী কর ॥ ২৫
 বিচারে পণ্ডিত বড় নানা গুণ জানে ।
 মাটি খেয়ে কয়েছিনু বিদ্যা-বিদ্যামানে ॥ ২৬
 চাহিয়াছিলেন বিদ্যা বিয়া করিবারে ।
 আমি কহিলাম কহ রাণীরে রাজারে ॥ ২৭
 কি জানি কি বুঝি বিদ্যা করিলেন মানা ।
 আনিতে কহেন চুপে কার ল'খ্য আনা ॥ ২৭
 ইহা বই জানি যদি তোমারি দোহাই ।
 মরিলে না পাই গঙ্গা ছুটি চক্ষু খাই ॥ ২৯
 তদবধি বাসা করি আছে মোর ঘরে ।
 কে জানে কেমন চোর সঁধে চুরি করে ॥ ৩১
 না জানি কুটিনীপনা দুখিনী মালিনী ।
 চোরে বাসা দিয়া নাম হইল কুটিনী ॥ ৩১
 নষ্ট নই নষ্ট সঙ্গে হয়েছে মিলন ।
 রাবণের দোষে যেন সিজুর বন্ধন ॥ ৩৩
 ধর্ম অবতার তুমি রাজা মহাশয় ।
 বুঝিয়া বিচার কর উচিত যে হয় ॥ ৩৬
 রাজার হইল দয়া হীরার কথায় ।
 ছাড়ি দেহ কহিছে ভারতচন্দ্র রাব ॥ ৩৭

চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসা ।

লোকে মোরে বলে মিছা চোর ।

বুঝিবে কেবা এ ঘোর ॥

সবে চোর হয়ে মোরে ধরি লয়ে

চোর-বাদ দেই মোর ।

দেখিয়া কঠোর প্রাণ কাঁদে মোর

আমারে বলে কঠোর ॥

সবে করে পাপ ভুজিবারে তাপ

মোর পদে দেয় ডোর ।

কে মোরে জানিবে কে মোরে চিনিবে

ভারত ভাবিয়া ভোর ॥ ৫ ॥

রাজা বলে কি হইবে ইহারে বধিলে ।

অধিক কলঙ্ক হবে স্ত্রীবধ করিলে ॥ ১

দ্রুত কর কুটিনীয়ে মাথা মুড়াইয়া ।

গজা পার কর গালে চূণ কালি দিয়া ॥ ২

ঢেকা দিয়া কোটালের ভাই লয়ে যায় ।

বৃত্তী খেয়ে ছেড়ে দিল মালিনী পলায় ॥ ৩

রাজার হীরার বাক্যে হইল সংশয় ।

আরজবেগীয়ে কহে লহ পরিচয় ॥ ৪

জিজ্ঞাসে আরজবেগী কহ অরে চোর ।

কি নাম কাহার যেটা বাড়ী কোথা তোর ॥ ৫

চোর কহে আমি রাজবংশের ছাবাল ।

কেন পরিচয় চেয়ে বাড়ীও জঞ্জাল ॥ ৬

তুমি ত আরজবেগী বুঝ দেখি ভাবে ।
 নীচ বিনা কোথায় ডাকাতী চোর পাবে ॥ ৭
 চোরের জানিয়া জাতি কি লাভ করিবে ।
 উচ্চজাতি হৈলে বুঝি উচ্চ শালে দিবে ॥ ৮
 তাহারে জিজ্ঞাসা জাতি যে করে আরজ ।
 তোরে দিব পরিচয় এত কি গরজ ॥ ৯
 দেয়াগ দেখিয়া রাজা বুঝিলা আশয় ।
 বৈদ্যেরে কহিলা তুমি চাহ পরিচয় ॥ ১০
 বৈদ্য বলে শুন চোর আমি বৈদ্যরাজ ।
 মোরে পরিচয় দেহ ইথে নাহি লাজ ॥ ১১
 চোর বলে জানিলাম তুমি বৈদ্যরাজ ।
 নাড়ী ধরি বুঝি জাতি কথায় কি কাজ ॥ ১২
 মুনশী জিজ্ঞাসে আমি রাজার মুনশী ।
 মোরে পরিচয় দেহ ছাড়হ খুনসী ॥ ১৩
 চোর বলে মুনশীজী তুমি সে বুঝিবে ।
 জামাই হইলে চোর কি পাঠ লিখিবে ॥ ১৪
 বখশী জিজ্ঞাসে আমি বখশী রাজার ।
 মোরে পরিচয় দেহ ছাড় ফের-ফার ॥ ১৫
 চোর বলে ঠেকিলাম হিসাবের দায় ।
 পাইবা চোরের জাতি দেখ চেহারায় ॥ ১৬
 ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ পরিচয় চায় ।
 চোর বলে এবার হইল বড় দায় ॥ ১৭
 বিচার করিয়া দেখ লক্ষণ লক্ষণ ।
 জাতি শুণ জব্য কিবা বুঝায় ব্যঞ্জন ॥ ১৮

এইরূপে পরিচয় যে কেহ জিজ্ঞাসে ।

বাকুছলে সুন্দর উড়ায় উপহাসে ॥ ১৯

শেষে রাজা আপনি জিজ্ঞাসে পরিচয় ।

ভারত কহিছে এই উপযুক্ত হয় ॥ ২০

— — —

রাজার নিকট চোরের পরিচয় ।

কহে বীরসিংহ রায় কহে বীরসিংহ রায়

কাটিতে বাসনা নাহি ঠেকেছে মায়ায় ॥ ১

কহ তোমার কি নাম কহ তোমার কি নাম

কি বা জাতি কার বেটা বাড়ী কোন্ গ্রাম ॥ ২

কহ সত্য পরিচয় কহ সত্য পরিচয়

মিথ্যা যদি কহ তবে বাবে যমালয় ॥ ৩

তুনি কহিছে সুন্দর তুনি কহিছে সুন্দর

কালিকার কিস্কর কিঞ্চিত নাহি ডর ॥ ৪

তুন রাজা মহাশয় তুন রাজা মহাশয়

চোরের কথায় কোথা কে করে প্রত্যয় ॥ ৫

আমি রাজার কুমার আমি রাজার কুমার

কহিলে প্রত্যয় কেন হইবে তোমার ॥ ৬

বিদ্যাপতি মোর নাম বিদ্যাপতি মোর নাম

বিদ্যাধর জাতি বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম ॥ ৮

তুন শস্তর ঠাকুর তুন শস্তর ঠাকুর

আমার বাপের নাম বিদ্যার শস্তর ॥ ৮

তুমি ধর্ম-অবতার তুমি ধর্ম-অবতার

অবিচারে চোর বল একোন্ বিচার ॥ ১০

বিদ্যা করেছিল পণ বিদ্যা করেছিল পণ

সেই পতি বিচারে জিনিবে সেই জন ॥ ১০

পণে জাতি কেবা চায় পণে জাতি কেবা চায়

প্রতিজ্ঞায় সেই জিনে সেই লয়ে যায় ॥ ১১

দেখ পুরাণ-প্রসঙ্গ দেখ পুরাণ-প্রসঙ্গ

যথা যথা পণ তথা তথা এই রঙ্গ ॥ ১২

তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে

বিচারে হারিযা পতি করিল আমারে ॥ ১৩

আমি যে হই সে হই আমি যে হই সে হই

জিনিয়াছি পণে বিদ্যা ছাড়িবার নই ॥ ১৪

মোব বিদ্যা মোবে দেহ মোর বিদ্যা মোরে দেহ

জাতি ল'য়ে থাক তুমি আমি যাই গেহ ॥ ১৫

বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ

তপ যপ যজ্ঞ যাগ ধন ধ্যান জ্ঞান ॥ ১৬

ক্রোধে কহে মহীপাল ক্রোধে কহে মহীপাল

নাহি দিল পরিচয় কাটরে কোটাল ॥ ১৭

চোর তবু কহে ছল চোর তবু কহে ছল

বিদ্যা না পাইলে মোর মরণ মঙ্গল ॥ ১৮

আমি বিদ্যার লাগিয়া আমি বিদ্যাব লাগিয়া

আসিয়াছি স্বর ছাড়ি সন্ন্যাসী হইয়া ॥ ১৯

আমি তোমার সভায় আমি তোমার সভায়

নিত্য আসি নিত্য তুমি ভূলাও আমায় ॥ ২০

তুমি নাহি দিলে ^{দেখা} ^{কথা} তুমি নাহি দিলে ^{দেখা} ^{কথা} ^{সেই}

সুড়ঙ্গ করিয়া আমি গিয়াছিহু তেঁই ॥ ২১

শুনি সভাজন কয় শুনি সভাজন কয়
 সেই বটে এই চোর মানুষ ত নয় ॥ ২২
 চাহে কাটিতে কোটাল চাহে কাটিতে কোটাল
 নয়ন ঠারিয়া মানা করে মহীপাল ॥ ২৩
 চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া
 পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অভয়া ভাষিয়া ॥ ২৪
 শুনি চমকিত লোক শুনি চমকিত লোক
 কহিছে ভারত তার গোটাকত শ্লোক ॥ ২৫
 ইন্দি বুধবারের নিশা পালা ।

রাজার নিকটে চোরের শ্লোক পাঠ ।

দেওবিভাষ—একতারা ।
 মোর পরাণ-পুতুলী রাধা ।
 হুতনু তনুর আধা ॥
 দেখিতে রাধায় মন সদা ধায়
 নাহি মানে কোন বাধা ।
 র'ধা সে আমার আমি সে রাধার
 আর যত সব ধাঁধা ॥
 রাধা সে ধৈর্যান রাধা সে গেষ্মান
 রাধা সে মনের সাধা ।
 ভারত ভূতলৈ গান নাহি টলে
 রাধাকৃষ্ণপদে বাঁধা ॥ ৬ ॥

অন্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং
কুমারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীম্ ।
সুপ্তোখিতাং মদনবিহ্বললালসাক্ষীং
বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি ॥

এখনো সে কনকচম্পক সুবরণী ।
তনুলোমাবলী কুলকমলবদনৌ ॥
শুইয়া উঠিল কামবিহ্বললালসা ।
প্রমাদ গণিছে মোর শুনি এই দশা ॥
কল্লার বর্ণনে রাজা লাজে বলে মার ।
চোর বলে মহ'রাজ তন আরবার ॥ ১

অন্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ততে মে
রাত্রৌ ময়ি সুতর্বাং ক্রিতিপালপুত্র্য ।
জীবতি মঙ্গলবচঃ পারহৃত্য কোপাং
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমলাপস্ত্য ॥

এখনো সে মোর মনে আছেয়ে সর্কষণ ।
এক রাত্রি মোর দোষে না কহিল কথা ॥
বিস্তর যতনে নারি কথা কহাইতে ।
ছলে হাঁচিলাম জীববাক্য বলাইতে ॥
আমি জীলে রহে তার আয়তি নিশ্চল ।
জানায়ে পরিল কাণে কনককুণ্ডল ॥
দগ্ধ হয় তনু তার বৈদগ্ধ ভাবিয়া ।
ক্রিয়ায় কহিল জীব কথা না কহিয়া ॥
রাজা বলে বুঝা যাবে কেমন জামাই ।
তুমি মৈলে তার কি আয়তি হবে নাই ॥ ২

ছল পেয়ে কবিরায় কহিতে লাগিলা ।

সভা সাক্ষী হৈও রাজা জামাই বলিলা ॥ ৩

ভাল হই মন্দ হই বলিলা জামাই ।

ধর্ম সাক্ষী কাটিবারে আর পায় নাই ॥ ৪

অদ্যাপি নোজ্ঞাতি হরঃ কিল কালকৃটং

কৃশ্মো বিভর্তি ধরণীং শলু পৃষ্ঠকেন ।

অন্তোনিধিবহতি দুর্লহবাড়বাগ্নি-

মঙ্গীকৃতং স্কৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি ॥

এখনো কণ্ঠের বিষ না ছাড়েন হর ।

কমঠ বহেন পিঠে ধরণীর ভর ॥

বারিনিধি দুর্লহ বাড়বঅগ্নি বহে ।

স্কৃতির অঙ্গীকার কভু মিথ্যা নহে ॥

লজ্জা পেয়ে বীরসিংহ অধোমুখ হয় ।

সভাজন কহে চোর মানুষ ত নয় ॥ ৫

ভূপতি বুঝিলা মোর বিদ্যারে বর্ণয় ।

মহাবিদ্যা-স্তুতি করে গুণাকর কয় ॥ ৬

তুই অর্থ কহি যদি পুথি বেড়ে যায় ।

বুঝিবে পণ্ডিত চোরপকালী-টীকায় ॥ ৭

হেঁটমুখে ভাবে রাজা কি করি এখন ।

না পাইছু পরিচয় এ বা কোন্ জন ॥ ৮

বিষয় আশয়ে বুঝি ছোট লোক নয় ।

সহসা বধিলে শেষে কি জানি কি হয় ॥ ৯

কোটালে কহিলা ঠারে লহ রে মশানে ।

ভয়ে পরিচয় দিতে পারে তোম স্থানে ॥ ১০

এইরূপে অনিরুদ্ধ উষা হ'রেছিল ।
 তাহারে বান্ধিয়া বাণ বিপাকে পড়িল ॥ ১১
 লক্ষণা হরিয়াছিল ক্রোধের নন্দন ।
 তার দায়ে বিপাকে ঠেকিল দুর্ঘ্যোধন ॥ ১২
 অতএব সহসা বধিবা যুক্তি নয় ।
 বটে বটে গুরু পাত্র মিত্রগণ কয় ॥ ১৩
 কোটাল মশানে চলে লইয়া সুন্দর ।
 ভবানী ভাবেন কবি হইয়া কাতর ॥ ১৪
 রাজার সভায় সুন্দরের সারী শুক ।
 ভূপতিরে ত্বর্সিবারে করিছে কৌতুক ॥ ১৫
 অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর ।
 শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুপাকর ॥ ১৬

শুকমুখে চোরের পরিচয় ।

শুকমুখে মুখ দিয়া সারী কান্দে বিনাইয়া
 সুন্দরের দুর্গতি দেখিয়া ।
 সারীর ক্রন্দন হাঁদে শুক বিনাইয়া কান্দে
 সভাজন মোহিত শুনিয়া ॥ ১
 শুক পাকসাঁট দিয়া সারিকারে খেদাইয়া
 নারীনিন্দাছলে নিন্দে ভূপে ।
 আলো সারি দূর দূর নারীর হৃদয় ক্রুর
 পুরুষে মজার কামকূপে ॥ ২
 গুণসিকু-রাজসুত সুন্দর সুগুণযুত
 বিদ্যা লাগি মরে গুণমণি ।

দম্যকন্তা মহৌষধে গতি করি সাধু বধে
 বিদ্যা বীরসিংহের তেমনি ॥ ৩
 বিয়া কৈল লুকাইয়া শেষে দিল ধরাইয়া
 ডাকাতির ছহিতা রাক্ষসী ।
 আহা মরি আহা মরি হায় হায় হরি হরি
 পতিবধ কৈল পাপীয়সী ॥ ৪
 তুই সে বিদ্যার সারী শিখিয়াছ গুণ তারি
 তুই কবে বধিবি দাবন ।
 যেমন দেবতা যিনি তমনি স্বরূপা তিনি
 সেই মত ভূষণ বাচন ॥ ৫
 শুকের শুনিয়া বাণী সবে করে কাণাকাণি
 রাজা হৈল। মন্দেহমংমুত ।
 মালিনী কহিল যাহা শুক পাখী বলে তাহা
 চে'র বুঝি গুণসিদ্ধমুত ॥ ৬
 রাজা কহে শুক শুন কি কহিলা কহ পুন
 চোরের কি জান পারচয় ।
 গুণসিদ্ধ রাজা যেই তাহার তনয় এই
 বল কিসে হইবে প্রায় ॥ ৭
 বিদ্যা নিল চুরি ধরি কোটাল আনিল ধরি
 পরিচয় না দেয় চাহিলে
 তুমি ত পণ্ডিত হও কেন না কাটিব কও
 কেন মোরে ডাকাতি বলিলে ॥ ৮
 শুক বলে মহাশয় আপনার পরিচয়
 রাজপুত্র কেবা কোথা দেই ।

ভাটে দেয় পরিচ ষটকেরা কুল কয়

বড় মানুষের গাতি এই ॥ ৯

নিজ পরিচয় প্রভু স্মର না দিবে কভু

পাখী আঁকা গোর কথা কবি।

তুমি ত তাঁহার পা পাঠাইয়া ছিল ভাট

ভাটে ড' : স কৃষ্ণি জ্ঞানিবা ॥ ১০

রাজা বলে বটে ৩৩ ভাটের সর্দারে কষ

काकाजल कम गिराछिल ।

জমাদার নিবেদিত গঙ্গা ভাট গিয়াছিল

অনন্ত ব্রাহ্ম জ্যোতির্দিন ॥ ১১

ভাট্টের আনিঃ দৃ. ধায় দশ বজ্রপুত

ওথায় স্থল নাহাশয় ।

পঞ্চাশ-মাত্ৰকক্ষে কালিকার স্তুতি করে

कविर्वाग्गुणैश्च कश्च ॥ १२

মশানে সুন্দরের কালোস্থতি ।

মা কালিকে

कालि कालि कालि कालि कालि कालि कालिके ।

চণ্ডমণ্ডি মুণ্ডা ও বণ্ডমুণ্ডমালিকৈ ॥

লটে পটে দাঁঘ এটে মুক্তাকশজানিক ।

ধক্ক ধক্ক তক্ক তক্ক অগ্নিচন্দ্রভালিকে ॥

ਗੀਰ ਗੀਰ (੧) ਲਗੀਰ ਨਕ ਨਕ-ਸਾਭਿਕੇ ।

ଅକ୍ଷ ଡକ ଡକ ଶକ୍ତ ରକ୍ତରାଜିରାଜିକେ ॥

অট অট ষট ষট ষোর হাস হাসিকে ।
 মার মার ষোর ষোর ছিকি ভিকি ভাষিকে ॥
 ঢক ঢক হক হক পীতবস্ত্রহালিকে ।
 ধেই ধেই ধেই ধেই নৃত্যগীত-তালিকে ॥
 ভীতিচূর্ণ কামপূর্ণ কাতিমুণ্ডধারিকে ।
 শস্ত্রবক্ষ পাশলক্ষ পাদপদ্মচারিকে ॥
 ধর্ম ধর্ম দৈত্য সর্ক গর্কধর্মকারিকে ।
 সিংহভাব ষোররাব ফেরুপালপালিকে ॥
 এহি এহি দেহি দেহি দেবি রক্তদন্তিকে ।
 ভারতায় কাতরায় কৃষ্ণভক্তিমস্তিকে ॥ ১ ॥
 অপর্ণা অপরাজিতা অচ্যুত-অমুজা ।
 অনাদ্যা অনন্তা অন্নপূর্ণা অষ্টভুজা ॥ ২ ॥
 আদ্যা আশ্বরূপা আশা পুরা আসিয়া ।
 আনিয়াছ আপনি আমারে আজ্ঞা দিয়া ॥ ৩ ॥
 ইচ্ছারূপা ইন্দুমতী ইন্দ্রাণী ইন্দ্রি ।
 ইন্দীবরনয়নী ইজিতে ইচ্ছ ইরা ॥ ৪ ॥
 ঐশ্বরী ঐপতিজায়া ঐষদহাসিনী ।
 ঐন্দ্রী তাদ্রী নহ ঐশান-ঐহিনী ॥ ৫ ॥
 উমা উর উরঃস্থল-উপরে উষিতা ।
 উপকারে উর গো উরগ-উপবীতা ॥ ৬ ॥
 উল্লঙ্ঘতা উরুরতা উষপ্রকাশিকা ।
 উষ্মিতে ফেলিয়া কৈলা উষরমুস্তিকা ॥ ৭ ॥
 ঋতুরূপা তুমি ঋষি-ঋতুকের বুদ্ধি ।
 ঋণচক্রে ঋণী আছ মোরে দেহ ঋদ্ধি ॥ ৮ ॥

ঋকার স্বর্গের নাম তুমি ঋ-রূপিনী ।
 ঋ-স্বরূপা রাধ মোরে ঋ-বাসদায়িনী ॥ ৮
 ৯কার বেদের নাম তুমি সে ৯কার ।
 ৯ পড়িলে কি হবে ৯ কি জানে তোমার ॥ ৯
 ৯কার দৈত্যের মাতা ৯ ভব-দানব ।
 ৯কার-স্বরূপা তবু বধিলা ৯-ভব ॥ ১০
 এগরিপুর্বাহিনী এ একান্তেরে চান ।
 একা আনি এখানে এখন কি এড়াও ॥ ১১
 ঐশানি ঐহিক সুখে ঐকান্ত বাসনা ।
 ঐরাবতপতি করে ঐ পদ কামনা ॥ ১২
 ওড়পুষ্প-ওষ জিনি ওষ্ঠের ওজস ।
 ওজোশুণ তরাবার ওপদ ওকস ॥ ১৩
 ওঁৎপাতিকে ওঁপসর্গে তুমি সে ওঁষধ ।
 ওঁরসে ওঁনাশ করি ওঁর্কদাহে বধ ॥ ১৪
 অংস্বরূপা অংশুময়ী অংশে কংস-অরি ।
 অংহেতে অক্লিত অঙ্গ রাধ অঙ্গে করি ॥ ১৫
 অংকার কেবল ব্রহ্ম একাক্ষরকোষে ।
 অং কি কর অংস্বরূপা রাধ মোরে তোষে ॥ ১৬
 কালী কালকালকান্তা করালী কালিকা ।
 কাতরে করুণাকর কুণপকর্ষিকা ॥ ১৭
 খর খড়া খর্গর খেটকে খলনাশা ।
 খণ্ড খণ্ড কর খলে খলখলহাসা ॥ ১৮
 গিরিজা গিরিনী গৌরী গণেশজননী ।
 গয়া গঙ্গা গীতা গাথা গজারিগমনী ॥ ১৯

বন বন ঘোরঘটা স্বর্ঘরঘোষিণী ।

বনবন ঘুঘুঘু ঘাঘর ঘা ণ্টণী ॥ ২০

ঙকার ভৈরব আর বিষয় ঙ্কার ।

ঙকার-স্বরূপা রাথ ঙ্গল আমার ॥ ২১

চন্দ্রচূড়া চণ্ডশৃঙা চমক-চুম্বিকা ।

চাতুরীতে চোর কৈল চ হ গো চণ্ডিকা ॥ ২২

ছায়াৰূপা ছাবালেরে ছাড় ছন্দ ছল ।

ছলে লোক ছিছি বলে আঁখি ছল ছল ॥ ২৩

জয় জয় জয়াবতী জলজলজলী ।

জয় দেহ জয়ন্তি গো জগতজননী ॥ ২৪

ঝঙ্কারূপা ঝড়রূপে ঝাঁপ গো ঝটিত ।

ঝর ঝর মুণ্ডমালাে ঝাঝা শোণিত ॥ ২৫

ঞকার স্বর্ঘর ধনি গায়ন ঞ্কার ।

ঞকার করিয়া এস ঞ্কারে আমার ॥ ২৬

টঙ্কিণী টমক টাঙ্গী টানয় ট্কার ।

টিকি ধরি টানে গো টিটান টিটিকার ॥ ২৭

ঠাকুরাণী ঠেকাটল ঠাক ঠক্ঠকে ।

ঠেঠায় করিল ঠেঠা ঠক্ ঠকল ঠকে ॥ ২৮

ডাকিনী ডমক-ডম্ফে ডাকি ডাঙ্গর ।

ডায়র বিদিত ডকা দপ দর ডর ॥ ২৯

ঢঙ্গনাশা ঢাক ঢোল-ঢঙ্গনা শাঙ্গিনী ।

ঢেসা দিয়া ঢেকা মাঝে ঢাক গো ঢঙ্কিণী ॥ ৩০

ণত্ব ণয়ে জ্ঞান ণত্ব ণকানে ণনয়ন ।

ণস্বরূপা রক্ষা কর ণ চইল ক্ষয় ॥ ৩১

ত্রিপুরা ত্রিগুণা ত্রিলোচনী ত্রিশূলিনী ।
 তাপিত তনয় তব তারহ তারিণী ॥ ৩২
 থকারে পাথর তুমি থকারের মেয়ে ।
 থির কর থর থর কাঁপি ভয় পেয়ে ॥ ৩৩
 দাক্ষায়ণী দয়াময়ী দানবদমনী ।
 হুঃখ দর কর হুর্গা হুর্গতি-দলনী ॥ ৩৪
 ধরিত্রী ধাতার ধাত্রী ধূর্জটির ধন ।
 ধন ধাত্ত ধরা তার ধ্যানের ধারণ ॥ ৩৫
 নারসিংহী নৃমুণ্ডমালিনী নারায়ণী ।
 নগেন্দ্রনন্দিনী নীলনলিননয়নী ॥ ৩৬
 পরমেশী পার কর পড়িয়াছি পাপে ।
 পতিত পবিত্র-পদপ্রসঙ্গপ্রতাপে ॥ ৩৭
 ফলরূপা ফলফুলপ্রিয়া ফণিপ্রিয়া ।
 কাঁফরিকরিল ফেরে কাঁধেতে ফেলিয়া ॥ ৩৮
 বিশালাক্ষী বিশ্বনাথ-বনিতা বিশেষে ।
 বিদ্যা দিয়া বিড়ম্বিয়া বধিলা বিদেশে ॥ ৩৯
 ভীম ভীমপ্রিয়া ভীমভীষণ-ভাষিনী ।
 ভয় ভাজ ভবানি গো ভবের ভাষিনী ॥ ৪০
 মহামায়া মহেশ্বরী মহেশ-মহিলা ।
 মোহিয়া মদনমদে মিছা মজাইলা ॥ ৪১
 যশোদা যমুনা যজ্ঞরূপা যদুভূতা ।
 যমালয় বাই প্রায় এস যবযুতা ॥ ৪২
 রক্তবীজ-রক্তরসে রসিতরসনা ।
 রাখ গো রজিণি রণে হৌরবরটলা ॥ ৪৩

লহ লহ লক্ লক্ লোলে লোলজিহ্বা ;
 লট পট লম্বিত ললিতলটলিহ্বা ॥ ৪৪
 বারাহী বৈষ্ণবী ব্রাহ্মী বাল্য বাল্যাবল্য ।
 বন্ধ হৈল বন্ধমানে বাঁচাও বিমলা ॥ ৪৫
 শক্তি শিবা শাক্তরী শশিশিরোমণি ।
 শুভ কর শুভঙ্করী শমনশমনী ॥ ৪৬
 ষড়ানন-মাতা ষড়রাগ-বিহারিণী ।
 ষট্‌পদবরণী ষড়-ঋতু-বিলাসিনী ॥ ৪৭
 সারদা সকলসারা সর্বত্র সকার ।
 সকলে সমান সদা সতের সুসার ॥ ৪৮
 হৈমবতী হেরম্বজননী হরপ্রিয়া ।
 হাষ হাষ হত হই রাখ গো হেরিয়া ॥ ৪৯
 ক্ষেমকরী ক্ষমা কর ক্ষণেক চাহিয়া ।
 ক্ষুর হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাক্ষী ভাবিয়া ॥ ৫০
 সুন্দর করিলা স্তুতি পঞ্চাশ অক্ষরে ।
 ভারত কহিছে কালী জানিলা অন্তরে ॥ ৫১

দেবীর সুন্দরে অভয় দান ।

বরপুত্র চোর হৈল কোটাল মশানে লৈল
 কালীর অন্তরে হৈল রোষ ।
 সাজ বলি কৈলা রব ধাইল যোগিনী সব
 অট্টহাস স্বর-নির্ঘোষ ॥ ১
 ডাকিনী হাকিনী ভূত শাখিনী পেতিনী দূত
 ব্রহ্মদৈত্য ভৈরব বেতাল ।

পিণাচ তৈরব চলে যক্ষ রক্ষ আশুদলে
 ষণ্টাকর্ণ নন্দী মহাকাল ॥ ২
 লোল জটা কেশপাশ অট্ট অট্ট অট্ট হাস
 চক্রে সম রাজ্য ত্রিনয়ন ।
 লোল ঘিহী লক লক ভালে অগ্নি ধক ধক
 কড়মড় বিকট দশন ॥ ৩
 মুখ অতি সুবিস্তার হৃক্রেতে রক্তের ধার
 শবলিশু অবশে কুণ্ডল ।
 খড়্গা মুণ্ড বরাতয় চারিহস্ত মোহনয়
 গলে মুণ্ডমালা দলমল ॥ ৪
 দৈত্যনাড়ী গাঁথা ধরে কিস্কিন্দী দৈত্যের করে
 অস্থিময় নানা অলঙ্কার ।
 রুধির মাংসের লোভে চারি দিকে শিবা শোভে
 ফে-রবে ভুবন চমৎকার ॥ ৫
 পদন্তরে টলমল স্বর্গ মর্ত্য রসাতল
 অকাল-প্রলয় নিবারণে ।
 শিব শবরূপ হয়ে হৃদয়ে সে পদ লয়ে
 ধ্যানে শুয়ে মুদ্রিত-লোচনে ॥ ৬
 এইরূপে বর্জ্যমানে রহিলা আকাশখানে
 সূক্ষ্মরেণু করিয়া অভয় ।
 মা তৈরী মা তৈরী ষেটা তোরে বা বধিবে কেটা
 তবে আজি করিব প্রলয় ॥ ৭
 তোরে রাজ্য বধে বদি রুধিরে বহাব নদী
 বীরসিংহে সবংশে বধিয়া ।

তোরে পুন বাঁচাইয়া বিদ্যা দিব রাজ্য দিয়া
 ভয় করে বিদ্যা-বিনোদিয়া ॥ ৮
 দেবীর আকাশ-বাণী শুনিলা সুন্দর জানী
 আর কেহ শুনিতে না পায় ।
 উর্দ্ধমুখে কবি চায় দেবীরে দেখিতে পায়
 পুলকে পুরিল সব কায ॥ ৯
 কালিকার অনুগ্রহে সুন্দর আনন্দে রহে
 দূর হৈল যতেক বন্ধন ।
 কোটালে সৈন্তের সনে বাকিলেক জনে জনে
 ডাকিনী যোগিনীভূতগণ ॥ ১০
 একপে সুন্দর আছে ওখার রাজার কাছে
 গঙ্গা ভাট হৈল উপনীত ।
 ভারত সরস ভণে শুন সবে একমনে
 ভাট-ভূপে কথা সুললিত ॥ ১১

ভাটের প্রতি রাজার উক্তি ।

গঙ্গা কহ গুণসিদ্ধ মহীপতি নন্দন সুন্দর
 কোঁ নাহি আয়া ।
 যো সব ভেদ বুঝায় কহা কি ধোঁ নহি তাঁহা
 সমুঝায় শুনায়া ॥ ১
 কাম লিয়ে তুঝে ভেজ দিয়া সুধি ভুল গয়া
 অরু মোহি ভুলায়া ॥
 ভট্ট হো অব ভণ্ড ভয়া কবিতাই ভটাই মে
 দাগ চড়ায়া ॥ ২

স্বপ্নে কথা বহু প্যার কিয়া গজবাজী দিয়া

শির তাজ ধরায়া ।

ঢাল দিয়া তলবার দিয়া জরপোষ কিয়া

সব কাব্য পঢ়ায়া ॥ ৩

গামই নাম মহাকবি নাম দিয়া মণিদাম

বড়াই বঢ়ায়া ।

কাম গয়া বরবাদ সবে অরু ভারতীকে

নাহি ভেদ জনায়া ॥ ৪

ভাটের উত্তর ।

ভূপ মৈ তিহারি ভট কাকীপুরে যায়কে ।

ভূপকো সমাজ মাঝ রাজপুত্র পায়কে ॥ ১

হাত জোরি পত্র দীক্ষ শীঘ্র ভূমিনায়কে ।

রাজপুত্রিকী কথা বিশেষ মৈ শুনায়েকে ॥ ২

রাজপুত্র পত্র বাঁচি পুছি ভেদ ভায়কে ।

এক মে হাজার লাখ মৈ কথা বনায়েকে ॥ ৩

বুঝকে সুপাত্র রাজপুত্র চিস্ত লায়কে ।

আয়নে ভয়া মহাবিরোগিচিস্ত ধায়কে ॥ ৪

স্যাঁহি মে কথা ভয়া কাঁহা গয়া ভূলায়েকে ।

বাপ মা মহাবিরোগী দেখনে ন পায়কে ॥ ৫

শোচি শোচি পাঁচ মাহ মৈ তঁহ গমায়কে ।

আন্তহী কহাই বাত বর্দ্ধমান আয়কে ॥ ৬

স্যাঁদ নাহি হৈ মহীপ মৈ গয়া জনায়কে ।

পুছহু দিবানজীসো বধুসিকে মজায়কে ॥ ৭

বুঝ কে কহে মহীপ ভট্টকে মনায়কে ।
 চোর কোন হৈ তু চিহ্ন দেখ দেখ যায়কে ॥ ৮
 ভূপকে নিদেশ পায় গজা যায় ধায়কে ।
 চোরকো বিলোকি চিহ্ন শীঘ্র ভূমিনায়কে ॥ ৯
 বেগমে কহা মহীপ-পাশ ভট্ট আয়কে ।
 মোহি এহি হৈ কুমার কাঙ্কিরাজরায়কে ॥ ১০
 ভাগ হৈ তিহারি ভূপ আপ এহি আয়কে ।
 বাসমে রহা তিহারি পুত্রিকো বিহারকে ॥ ১১
 চোরকো মশান মে কহা দিও পঠায়কে ।
 ভাগ মানি আপ যায় লায়হ মনায়কে ॥ ১২
 ভট্টকো কহে মহীপ চিস্তমোদ লায়কে ।
 লায়নে চলে মশান ভারতী বনায়কে ॥ ১৩

সুন্দর-প্রসাদন ।

শুনিয়া ভাটের মুখে বীরসিংহ মহানুখে
 ভাটেরে শিরোপা দিলা হাতী ।
 কুঠার বাকিয়া গলে আপনি মশানে চলে
 পাত্র মিত্রগণ সব সাতি ॥ ১
 মশানেতে গিয়া রায় সুন্দরে দেখিতে পায়
 উর্জমুখে দেবতা ধোয় ।
 কোটাল সৈন্তের সনে বাক্য আছে জনে জনে
 কে বাকিল দেখিতে না পায় ॥ ২
 শূন্তেতে হকার দিয়া ভূত নাচে থিয়া থিয়া
 ডাকিনী-যোগিনী-হহকার ।

তৈরবের ভীম রব নৃত্য গীত মহোৎসব
মশানে শ্মশান-অবতার ॥ ৩

দেব অনুভব জানি রাজা মনে অনুমানি
সুন্দরে বিস্তর কৈলা স্তব ।

না জানি করিহু দোষ দূর কর অভির্দোষ
জানিহু তোমার অনুভব ॥ ৪

হাসিয়া সুন্দর রায় ঈশ্বর জেয়ানে তার
কহিলেন প্রসন্নবদনে ।

আপনি হইহু চোর হুঃখ নহে সুখ মোর
তুমি মাত্র দয়া রেখো মনে ॥ ৫

নৃপ বীরসিংহ কর শুন বাপা মহাশয়
কোটালের কি হবে উপায় ।

কিসে হবে বন্ধমুক্তি বলহ তাহার যুক্তি
সুন্দর কহেন শুন রায় ॥ ৬

বিশেষিয়া শুন কই কালিকা আকাশে ওই
অই অনুভবে এ সকল ।

পূজা কর কালিকার রক্ষা হবে সবাকার
ইহ-পর-লোকের মঙ্গল ॥ ৭

বীরসিংহ এত শুনি মহা পুণ্য মনে গনি
গুরু পুরোহিত আদি লয়ে ।

আনি নানা উপহার পূজা কৈল অন্নদার
জুতি কৈলা দাবধান হয়ে ॥ ৮

বীরসিংহ পুন কর শুন বাপা মহাশয়
অই যে কহিলা কালী কই ।

যদ্যপি দেখিতে পাই তবে ত প্রত্যয় যাই

তোমার কৃপায় ধস্ত হই ॥ ৯

হাসিয়া সুন্দর রায় আশ্রুল হুঁইলা তায়

বীরসিংহ পায় দিব্যজ্ঞান ।

দেখি কাল রাক্ষা পায় আনন্দে অবশ কায়

ভবানী করিলা অন্তর্দান ॥ ১০

ডাকিনী যোগিনীগণ সন্ধে গেল সর্বজন

কোটালের বন্ধন ছাড়িয়া ।

রাজা রাজ্য জ্ঞান পায় সুন্দরে লইয়া যায়

নিম্নপুরে উত্তরিল গিয়া ॥ ১১

সিংহাসনে বসাইয়া বসন ভূষণ দিয়া

বিদ্যা আনি কৈলা সমর্পণ ।

করিল বিস্তর স্তব নানামত মহোৎসব

হলাহলি দেই রামাগণ ॥ ১২

সুন্দর বিদ্যারে ল'য়ে চোরছিল সাধু হ'য়ে

কত দিন বিহারে রহিল ।

পূর্ব হৈল দশ মাস শুভ দিন পরকাশ

বিদ্যা সতী পুত্র প্রসবিলা ॥ ১৩

বষ্টীপূজা সমাপিলা ছয় মাসে অন্ন দিলা

বৎসরের হইল অনয় ।

সুন্দর বিদ্যারে কন যাব আমি নিকেতন

ভারত কহিছে যুক্তি হয় ॥ ১৪

সুন্দরের স্বদেশ-সমন-প্রার্থনা

ঝাঁঝিট খাষাজ—ক্রত ত্রিতাল ।

ওহে পরানবঁধু যাই নীত গায়ো না ।

ভিল নাহি সহে তালে বেতাল বাজায়ো না

তনু মোর হৈল যন্ত্র যত শির তত তন্ত্র

আলাপে মাতিল মন মাতালে নাচায়ো না ।

তুমি বল যাই যাই মোর প্রাণ বলে তাই

বারে বারে ক'য়ে ক'য়ে মুরখে নিখায়ো না ॥

অপক্লপ মেঘ তুমি দেখি আলো হয় ভূমি

না দেখিলে অন্ধকার আঁকার দেখায়ো না ।

ভারতীর পতি হও ভারতের ভার লও

না ঠেলিয়ো ও ভারতী ভারতে ছাড়ায়ো না ॥ ৫ ॥

সুন্দর বলেন রামা যাব নিকেতন ।

ভুট্ট হসে কহ মে রে যেবা লয় মন ॥ ১

তোমার পাণেয়ে কয়ে বিদায় করহ ।

যদি মোরে ভাল বাস সংহতি চলহ ॥ ২

বিদ্যা বলে হোক প্রভু পারিব তাহারে ।

বিধিকৃত স্ত্রী-পুরুষ কে ছাড়ে কাহারে ॥ ৩

রূপা করি করিয়াছ যদি অনুগ্রহ ।

এই দেশে প্রভু আর দিনকত রহ ॥ ৪

ভনিয়াছি সে দেশের কাঁই মাই কথা ।

হায় বিধি সে কি দেশ গঙ্গা নাই যথা ॥ ৫

গঙ্গাহীন সে দেশ এদেশ গঙ্গাতীর ।

সে দেশের সুধাসম এ দেশের নীর ॥ ৬

বরমিহ গঙ্গাতীরে শরট করট ।
 ন পুন গঙ্গার দৃশ্যে ভূপতি প্রকট ॥ ৭
 সুন্দর কহেন ভাল কহিলা প্রেমসি ।
 জন্মভূমি জননী স্বর্গেব গরীয়সী ॥ ৮
 বিদ্যা বলে এতদিন ছিলা চোর হয়ে ।
 সাধু হয়ে দিনকত থাক আমা লয়ে ॥ ৯
 সুন্দর কহেন রামা না বুঝা এখন ।
 চোর নাম আমার না যুচিবে কখন ॥ ১০
 কালিকা তোমার চোর করিলা আমারে ।
 তুমি কি আমারে পার সাধু করিবারে ॥ ১১
 তোমার বাপের কাছে তোমার লাগিয়া ।
 করিয়াছি যাতায়াত সন্ন্যাসী হইয়া ॥ ১২
 তুমিহ না জান তাহা না জানে মালিনী ।
 এমন তোমার আমি শুন লো কামিনি ॥ ১৩
 বিদ্যা বলে এমন সন্ন্যাসী তুমি যেই ।
 সন্ন্যাসিনী করিতে চাহিয়াছিলা তেঁই ॥ ১৪
 পুরুষ হইয়া ঠাট তোমার এমন ।
 নারী হৈলে না জানি বা করিতে কেমন ॥ ১৫
 কেমনে হইয়াছিলা কেমন সন্ন্যাসী ।
 দেখিতে বাসনা হয় শুনি পায় হাসি ॥ ১৬
 রায় বলে সন্ন্যাসী হইতে কোন্ দায় ।
 তার মত সন্ন্যাসিনী পাইব কোথায় ॥ ১৭
 কোথায় পাইব আর সে সকল সাজ ।
 চোর দায়ে লুটিয়া লইলা মহারাজ ॥ ১৮

শুনি বিদ্যা স্নলোচন। সখীরে পাঠায় ।
 সারী শুক খুজী পুথি তখনি আনায় ॥ ১৯
 খুজী হৈতে বাহির করিয়া সেই সাজ ।
 পূর্বমত সন্ন্যাসী হইল। যুবরাজ ॥ ২০
 ভারত কহিছে শুন ভারতী গোসাই ।
 পেয়েছ মনের মত ভিক্ষা ছেড়ো নাই ॥ ২১

— — —

বিদ্যাসুন্দরের সন্ন্যাসীবেশ ।

যোগিয়া মিশ্র—জ্ঞাত ত্রিভাণী ।

নব নাগরী নাগর মোহনিয়া ।

রতি কাম নটী নট মোহনিয়া ॥

কত ভাব ধরে কত হাব করে

রসসিদ্ধ তরে ভব তারণীয়া ।

নগুর রণ রণ কিকিলী কণ কণ

ঝঞ্জন ঝনঝন কঙ্কণিয়া ॥

লপট লট পট ঝপট ঝট পট

রচিত কচজট কমনিয়া ।

কুটিল কটুতর নিমিষ বিষতর

বিষমশয় শর দমনিয়া ॥

সখী সকল মিলত মধুমঙ্গল পাবত

ভক্তকার তরঙ্গত সঙ্গত নাচত—

খন বিবিধ মধুররব ধ্বজ বাজাবত

তাল মৃদঙ্গ বনৌ বনিয়া ।

ধিধি ধিক্কট ধিক্কট ধিধিকট ধিধি ধেই
 ঝাঁঝিতক ছিমত্তক ঝিম ঝমক ঝমক ঝেঁই
 তত তন্তত তা তা থু থুং থেই থেই

ভারত মানস মাননিয়া ॥ ১ ॥

সন্ন্যাসীর শোভা দেখি মোহিলা কুমারী ।
 সন্ন্যাসিনী হইতে বাসনা হৈল তারি ॥ ১
 পূর্বকথা মনে করি হৈল চমৎকার ।
 নমঃ নারায়ণ বলি কৈলা নমস্কার ॥ ২
 রায় বলে নারায়ণি কিবা ভিক্ষা দিবা ।
 বিদ্যা বলে গোসাঁই অদেয় আছে কিবা ॥ ৩
 ভিক্ষাছলে একবার হৈল কামযোগ ।
 পুনশ্চ কহিছে কবি বাড়াইয়া রাগ ॥ ৪
 তোমার বাপের কাছে সভায় বসিয়া ।
 শুনিয়াছ কহিয়াছি শ্রুতিজ্ঞা করিয়া ॥ ৫
 সভায় তোমার ঠাঁই হারিলে বিচারে ।
 মুড়াইয়া জটাভার সেবিল তোমায়ে ॥ ৬
 জিনিলে তোমায়ে তীর্থব্রতে লয়ে যাব ।
 বাসুছাল পরাইব বিভূতি মাথাব ॥ ৭
 সকলে জানিল আমি জিনিমু এখন ।
 সন্ন্যাসিনী হও যদি তবে জানি পণ ॥ ৮
 বিদ্যা বলে উপযুক্ত যুক্তি বটে এই ।
 সন্ন্যাসী যাহার পাত সন্ন্যাসিনী সেই ॥ ৯
 হাসিয়া ধরিল বিদ্যা সন্ন্যাসিনী-বেশ ।
 জটাজুট বনাইলা বিনাইয়া কেশ ॥ ১০

মুখচন্দ্রে অর্কচন্দ্র সিন্ধুর উপর ।
 শাড়ী মেঘডম্বরে করিলা বাঁধাস্বর ॥ ১১
 ছি বলিয়া ছাই হেন চন্দন ফেলিয়া ।
 সোণা-অঙ্গে ছাই মাখে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ১২
 হীরা নীল পলা মুক্তা যে ছিল গলায় ।
 দেখিয়া রুদ্রাক্ষমালা ভয়েতে পলায় ॥ ১৩
 বসিলেন সন্ন্যাসিনী সন্ন্যাসীর বামে ।
 দেখিয়া সে সাজ লাজ হয় রতি-কামে ॥ ১৪
 হর-পৌরী বলি ভ্রম হয় পঞ্চবাণে ।
 ফুলধনু টান দিয়া ফুলবাণ হানে ॥ ১৫
 মাতিল মদনে মহাবোগী মহাভাগ ।
 কন কত যত মত হৈল কামবাণ ॥ ১৬
 পূরণ আত্মতি দিয়া কহে কবিরায় ।
 দক্ষিণে আমারে দেহ দক্ষিণে বিদায় ॥ ১৭
 এ কথা শুনিয়া বিদ্যা লাগিলা ভাবিতে ।
 এত করিলাম তবু নারিনু রাখিতে ॥ ১৮
 একান্ত বদ্যপি কান্ত বাবে নিজ বাস ।
 মোর উপরোধে থাক আরো বার মাস ॥ ২১
 বার মাসে মাসে মাসে যে সেবা পত্তির ।
 যে নারী না করে তার বিকল শরীর ॥ ২০
 বার মাসে সুখ রামা শুনায় বিস্তর ।
 ভারত কহিছে তাহে ভুলে কি সুন্দর ॥ ২১

বার মাস বর্ণন ।

পরজ—ঋত ত্রিতালী ।

কি লাগিয়া যাই যাই কহ হে ।

প্রাণনাথ এইখানে বার মাস রহ হে ॥

বার মাসে ঋতু ছয় লোকে তিন কাল কয়

কাল হয় একালে বিরহ হে ।

কোকিলের কলধ্বনি ভ্রমরের গনগনি

প্রলয় মলয়-গন্ধবহ হে ॥

বিদ্বলি জলের ছাট মন্তময়ূরের নাট

মতুকের কোড়ুক দুঃসহ হে ।

মজিবে কমলকুল সাজাবে মুলার ফুল

ভারতের এ বড় নিগ্রহ হে ॥ ঋ ॥

বৈশাখে এ দেশ বড় সুখের সময় ।

নানা ফুল-গন্ধে মন্দ গন্ধবহ বয় ॥ ১

বসাইয়া রাখিব হৃদয়-সরোবরে ।

কোকিলের ডাকে কামে নিদাষে কি করে ॥ ২

জ্যৈষ্ঠমাসে পাকা আম্র এ দেশে বিস্তর ।

সুধা ছাড়ি খেতে আশা করে পুরন্দর ॥ ৩

মল্লিকা ফুলের পাখা অগুরু মাখিয়া ।

নিদাষে বাতাস দ্বিধ কামে ভাগাইয়া ॥ ৪

অধাঢ়ে নবীন মেঘে গভীর গর্জন ।

বিরোগীর ঔষম সংযোগীর প্রাণধন ॥ ৫

ক্রোধে কান্তা যদি কান্ডে পীঠ দিয়া থাকে ।

অভাইয়া ধরে ভরে জলদের ডাকে ॥ ৬

শ্রাবণে রজনী দিনে এক উপক্রম ।
 কমল-কুমুদগণ্ডে কেবল নিয়ম ॥ ৭
 ঝঙ্কার ঝঙ্কারী বিদ্যুত-চকমকি ।
 দেখিবে শিখীর নাদ ভেক মকমকি ॥ ৮
 ভাদ্রমাসে দেখিবে জলের পরিপাটী ।
 কোশা চড়ি বেড়াবে উজান আর ভাটি ॥ ৯
 ঝরঝরি জলের বায়ুর খরখরি ।
 শুনিব দুজনে শুয়ে গলাগলি করি ॥ ১০
 আশ্বিনে এ দেশে দুর্গাপ্রতিমা প্রচার ।
 কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার ॥ ১১
 ন'দে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব ।
 নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব ॥ ১২
 কার্তিকে এ দেশে হয় কালীর প্রতিমা ।
 দেখিবে আদ্যার মূর্তি অনন্তমহিমা ॥ ১৩
 ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রকাশ ।
 সে দেশে কি রস আছে এ দেশেতে রাস ॥ ১৪
 অতি বড় উগ্র অগ্রহায়ণে নৌহার ।
 শীতের বিহিত হিত করিবে বিহার ॥ ১৫
 নূতন সুরস অন্ন দেবের দুর্লভ ।
 সদ্যোদ্যুত সদ্যোদধি রসের বজ্রভ ॥ ১৬
 পৌষমাসে তিন লোক ভোগে থাকে দড় ।
 দিনমান অতি অল্প রাত্রিমান বড় ॥ ১৭
 সে দেশে যে সব ভোগ জানহ বিশেষে ।
 এ বার করহ ভোগ যে স্থখ এ দেশে ॥ ১৮

বাষের বিক্রম সম মাষের হিমালী
 ষরের বাহিরে নহে যেই যুবজানি ॥ ৩৯
 শিশিরে কমলবনে বধয়ে পরাণে ।
 মুলাকুলে ফুলধনু কামিজনে হানে ॥ ২০
 বার মাসমধ্যে মাস বিষম ফাপুন ।
 মলয়পবনে জ্বালে মদন-আপুন ॥ ২১
 কোকিল-ছস্কার আর ভ্রমর-ঝঙ্কার ।
 শুক তরু মঞ্জরিতে কত কব আর ॥ ২২
 মধুর সময় বড় চৈত্র মধুমাস ।
 জানাইব নানা মত মদন-বিলাস ॥ ২৩
 আপনার ষর আর ষশুরের ষর ।
 ভাবিয়া দেখহ প্রভু বিশেষ বিস্তর ॥ ২৪
 অসার সংসারে সার ষশুরের ষর ।
 ক্ষীরোদে থাকিলা হরি হিমালয়ে হর ॥ ২৫
 হাসিয়া সুন্দর কহে এ যুক্তি সুন্দর ।
 তেঁই পাকে বলি চল ষশুরের ষর ॥ ২৬
 অবাক হইলা বিদ্যা মহাকবি রায় ।
 ষশুর-ষাশুড়ী স্থানে মাগিলা বিদায় ॥ ২৭
 বিস্তর নিষেধ বাক্য ক'য়ে রাজা রাণী ।
 বিদায় করিলা শেষে করি ঘোড়পাশি ॥ ২৮
 বিস্তর সামগ্রী দিলা কহিতে বিস্তর ।
 দাস দাসী দিলা সঙ্গে সৈন্ত বহুতর ॥ ২৯
 মালিনী মাসীরে মনে পড়িল তখন ।
 রাজারে কহিয়া তাতে দিলা নানা ধন ॥ ৩০

ভারত কহিছে স্থখে চলিলা দুজন।

কহিব কতেক আর মেয়ের কান্দনা ॥ ৩১

বিদ্যাসহ সুন্দরের সদেশ-যাত্রা ।

সুন্দর বিদ্যারে লয়ে স্বরে গেলা হৃষ্ট হয়ে

বাপ মাঝে প্রণাম করিলা ।

রাজা রাণী তুষ্ট হয়ে পুত্র-বধু পৌত্র লয়ে

মহোৎসবে মগন হইলা ॥ ১

সুন্দরের পূজা লয়ে কালী মূর্তিময়ী হয়ে

দম্পতীয়ে কহিতে লাগিলা ।

তোরা মোর দাস-দাসী শাপেতে ভূতলে আসি

আমার মঙ্গল প্রকাশিলা ॥ ২

ব্রত হৈল পরকাশ এবে চল স্বর্গ-বাস

নানামতে আমারে তুষিলা । •

এত বলি জ্ঞান দিয়া মায়াজাল ঘুচাইয়া

অষ্টমঙ্গলায় বুঝাইলা ॥ ৩

দেবী দিলা দিব্যজ্ঞান হুহে হৈলা জ্ঞানবান্

পূর্ষ সর্ব দেখিতে পাইলা ।

দেবীর চরণ ধরি বিস্তর বিনয় করি

হুই জনে অনেক কান্দিলা ॥ ৪

বাপ মায়ে বুঝাইয়া পুত্রে রাজ্যভার দিয়া

হুই জনে সত্বর চলিলা ।

আনন্দে দেবীর সঙ্গে স্বর্গেতে চলিলা রজে

রাজা-রাণী শোকেতে মোহিলা ॥ ৫

বিদ্যা-সুন্দরেরে লয়ে কালিকা কোতুকা হসে

কৈলাসশিখরে উত্তরিলা ।

ইতিহাস হৈল সায়

ভারত ব্রাহ্মণ গায়

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশিলা ॥ ৬

বিদ্যাসুন্দর সমাপ্ত ।

মানসিংহ ।

বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের গ্রন্থান

জয় জয় গজ্জে জয় জয় গজ্জে ।

হরিপদকমল-কলকলদজে ॥

টল টল ঢল ঢল

চল চল ছল ছল

কলকল তরলতরজে ।

পুটকিউ-শিরজট

বিষটিউ সুবিকট

লটপট কমঠ কুজজে ॥

তরুণ অরুণবর

কিরণ বরণ কর

বিধিকণ-নিকর-করজে ।

কুবন ভুবন লয়

ভজন ভবিকময়

ভারত ভবভয়ভজে ॥ ১

সাজ হৈল বিদ্যানন্দরের সমাচার ।

মজুমদারে মানসিংহ কৈলা পুরস্কার ॥ ১

মজুমদারে কহিলা করিব গঙ্গানান ।

উত্তরিলা পূর্বস্থলী নদে-সন্নিধান ॥ ২

আনন্দে গঙ্গার জলে স্নান দান কৈলা ।

কনক-অঞ্জলি দিয়া গঙ্গা পার হৈলা ॥ ৩

পরম আনন্দে উত্তরিল নবদ্বীপ ।
 ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ ॥ ৪
 ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত লয়ে বিচার শুনিয়া ।
 তুষ্ট কৈলা সকলে নানা ধন দিয়া ॥ ৫
 মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিল মজুমদারে ।
 কোথায় তোমার স্বর দেখাও আমারে ॥ ৬
 মজুমদার কহিল সে দূর বাগোয়ান ।
 মানসিংহ কহে চল দেখিব সে স্থান ॥ ৭
 মজুমদার সঙ্গে রঙ্গে খ'ড়ে পার হয়ে ।
 বাগোয়ানে মানসিংহ যান মৈল্ল লয়ে ॥ ৮
 মজুমদার ঘরে গেলা বিদায় হইয়া ।
 অন্নপূর্ণা যুক্তি কৈলা বিজয়া লইয়া ॥ ৯
 মানসিংহে আপনার মহিমা জানাই ।
 দুখ দিয়া সুখ দিলে তবে পূজা পাই ॥ ১০
 তবে সে জানিবে মোরে পড়িয়া সঙ্কটে ।
 বিনা ভয়ে প্রীতি নাই জন্ম বলে বটে ॥ ১১
 ঝড় বৃষ্টি করিবারে মেঘগণে কও ।
 জলে পরিপূর্ণ করি অন্ন হরি লও ॥ ১২
 ভবাইর ভাগ্যবশে দিয়া শুভদৃষ্টি ।
 শেষে পুন অন্ন দিবা মিটাইয়া বৃষ্টি ॥ ১৩
 শুনি দেবী আজ্ঞা দিল যত জলধরে ।
 ঝড় বৃষ্টি কর মানসিংহের লক্ষ্যে ॥ ১৪
 দেবীর আদেশে ধায় যত জলধর ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ১৫

মানসিংহের সৈন্যে ঝড়-বৃষ্টি ।

বন বন বন বন গাঙ্গে ।

শিলা পড়ে তড় তড় ঝড় বহে ঝড় ঝড়

হড়মড় কড়মড় বাজে ॥ ১ ॥

দশ দিক্ আক্রম করিলা মেঘগণ ।

দুগ হয়ে বহে ঝড় উনপকাশ পবন ॥ ১

ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুত চকচকী ।

হড়মড়ী মেঘের ভেকের মকমকী ॥ ২

ঝড়ঝড়ী ঝড়ের জলের ঝরঝরী ।

চারিদিকে তরঙ্গ জলের তরতরী ॥ ৩

ধরধরী স্থাবর বস্তুর কড়মড়ী ।

ঘুট ঘুট আধার শিলার তড়তড়ী ॥ ৪

ঝড়ে উড়ে কানাং দেখিয়া উড়ে প্রাণ ।

কুঁড়ে ঠাটে ডুবিল তান্মুতে এল বান ॥ ৫

সাঁতারিয়া ফিরে বোড়া ডুবে মরে হাতী ।

পাঁকে গাড়া গেল গাড়ী উট তার সাতি ॥ ৬

ফেলিয়া বনুক জামা পাগ তলবার ।

ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার ॥ ৭

খাবি খেয়ে মরে লোক হাজার হাজার ।

তল গেল মালমস্তা উরুহু-বাজার ॥ ৮

বকরী বকরা মরে কুকড়ী কুকড়া ।

কুজড়ানী কোলে করি ভাসিল কুজড়া ॥ ৯

ষাসের বোঝায় বসি ষেসেড়ানী ভাসে ।

ষেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হা-ভাষে ॥ ১০

কান্দি কহে যেসেড়ানী হায় রে গৌসাই ।

এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই ॥ ১১

বৎসর পনর ষোল বয়স আমার ।

ক্রমে ক্রমে বদলিহু এগার ভাতার ॥ ১২

হেদে গোলামের বেটা বিদেশে আনিয়া ।

অনেকে অনাথা কৈল মোরে ডুবাঁইয়া ॥ ১৩

ভুবে মরে মদক্ষী মদক্ষ বুকু করি ।

কালোয়াত ভাসিল বৌণার লাউ ধরি ॥ ১৪

বাণবাপ মরি মরি হায় হায় হায় ।

উত্তরায় কানে লোক প্রাণ যায় যায় ॥ ১৫

কাজাল হইলু সবে বাজালায় এসে ।

শির বেচে টাকা কড়ি সেই যায় ভেসে ॥

এইরূপে লঙ্করে ছুঙ্কর হৈল বৃষ্টি ।

মানসিংহ বলে বিধি মজাইল সৃষ্টি ॥ ১৭

গাড়ী করি এনেছিল নৌকা বহুত্তর ।

প্রধান সকলে বাঁচে তাহে করি ভর ॥ ১৮

নৌকা চড়ি বাঁচিলেন মানসিংহ রায় ।

মজুমদার শুনিয়া আইল চড়ি নায় ॥ ১৯

অল্পপূর্ণা ভগবতী তাহারে সহায় ।

ভাণ্ডারের দ্রব্য তার ব্যয়ে না ফুরায় ॥ ২০

নায়ে ভরি লয়ে নানা জাতি দ্রব্যজাত ।

রাজা মানসিংহে গিয়া করিলা সাক্ষাত ॥ ২১

দেখি মানসিংহ রায় তুষ্ট হৈলা বড় ।

বাজালায় জানিলাম তুমি বদ্ধ নড় ॥ ২২

কে কোথা বাহির হয় এমন চূর্ণোগে ।
 বাঁচাইলা সকলেবে নানামত ভোগে ॥ ২৩
 বাঁচাইয়া বিধি যদি দিল্লী লয়ে যায় ।
 অবশ্য আনিব কিছু তোমার সেবার ॥ ২৪
 এইরূপে মজুমদার সন্তোহ বাবৎ ।
 যোগাইলা বস্তু অথ্য কি কব তাবৎ ॥ ২৫
 মানসিংহ জিজ্ঞাসিলা কহ মজুমদার ।
 কি কর্ম করিলে পাব এ বিপদে পার ॥ ২৬
 দৈব-বল কিছু বুঝি আছয়ে তোমার ।
 এত অথ্য যোগাইতে শক্তি আছে কার ॥ ২৭
 মানসিংহে বিশেষ কহেন মজুমদার ।
 অন্নপূর্ণা বিনা আমি নাহি জানি আর ॥ ২৮
 মানসিংহ বলে তাঁর পূজার কি ক্রম ।
 কহিলেন মজুমদার যে কিছু নিয়ম ॥ ২৯
 অন্নপূর্ণা-পূজা কৈলা মানসিংহ রায় ।
 দ্রব হৈল ঝড় বৃষ্টি দেবীর কৃপায় ॥ ৩০
 মানসিংহ গেলা মজুমদারের আলয় ।
 ঘেঁষিলা গোবিন্দদেবে মহানন্দময় ॥ ৩১
 আশ্রয়ফী বস্ত্র অলঙ্কার আদি বস ।
 দিলেন গোবিন্দদেবে কব তাহা কত ॥ ৩২
 মজুমদার সে সকল কিছু না লইলা ।
 ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণে বিতরিয়া দিলা ॥ ৩৩
 ইত্যঃপর শুন সবে ভারত রচিলা ।
 সৈন্ত লয়ে মানসিংহ যশোরে চলিলা ॥ ৩৪

মানসিংহের যশোহর-যাত্রা ।

ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় বাজে নাগরা ।

বাজে রবাব মৃদঙ্গ দোস্তারা ॥

পয়দল কলবল ছুতল টলমল

সাজল দলবল অটল সোয়ারা ।

দামিনী তক তক জামকী ধক ধক

ঝকমক চকমক খরতর বারা ॥

ব্রাহ্মণ রজপুত ক্ষত্রিয় রাহত

মোগল মাতত রণ অনিবারা ।

ভাঁড় কালবত নাচত গায়ত

ভারত অভিমত গীত সুধারা ॥ প্র ॥

চলে রাজা মানসিংহ যশোর-নগরে ।

সাজ সাজ বলি ডঙ্কা হইল লঙ্করে ॥ ১

ঘোড়া উট হাতী পিঠে নাগারা নিশান ।

গাড়ীতে কামান চলে বাণ চল্‌বাণ ॥ ২

হাতীর আমারী স্বরে বসিয়া আমীর ।

আপন লঙ্কর লয়ে হইল বাহির ॥ ৩

আগে চলে লালপোশ খাশবরদার ।

দিফাই সকল চলে কাতার কাতার ॥ ৪

তবকী ধামুকী ঢালী রাঙ্গবেঁশে মাল ।

লফাদার জমাদার চলে সদৌয়াল ॥ ৫

আগে পাছে হাজারীর হাজার হাজার ।

নটী নট হরকরা উরুহু-বাজার ॥ ৬

সানাই কর্ণাল বাজে রাগ আলাপিয়া ।
 ভাট পড়ে রায়বার ঘণ বর্ণাইয়া ॥ ৭
 ধাটী গায় কড়াই ভাঁড়াই করে ভাঁড় ।
 মালে করে মালাম চোয়াড়ে লোকে কাঁড় ॥ ৮
 আগে পাছে দুই পাশে দুসারি লঙ্কর ।
 চলিলেন মানসিংহ যশোর নগর ॥ ৯
 মজুমদারে সঙ্গে নিল বোড়া চড়াইয়া ।
 কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া ॥ ১০
 এইরূপে যশোর নগরে উত্তরিয়া ।
 থানা দিলা চারি দিকে মুরচা করিয়া ॥ ১১
 শিষ্টাচার মত আগে দিলা সমাচার ।
 পাঠাইয়া ফরমান বেড়ী তলবার ॥ ১২
 প্রতাপ-আদিত্য রাজা তলবার লয়ে ।
 বেড়ী ফিরা পাঠাইয়া পাঠাইল করে ॥ ১৩
 কহ গিয়া অরে চর মানসিংহ রায়ে ।
 বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে ॥ ১৪
 লইলাম তলবার কহ গিয়া তায়ে ।
 যমুনার জলে ধুব এই তলবারে ॥ ১৫
 শুনি মানসিংহ সাজে করিতে সমর ।
 রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ১৬

মানসিংহ ও প্রতাপ-আদিত্যের যুদ্ধ ।

ধূধু ধূধু ধূ নৌবত বাজে ।

ধন ধোরঙ্গ ভমভম দামামা দমদম

কনক কাম কাম কাঁজে ॥

কত নিশান ফব কর নিনাদ ধরধব

কামান গর গর গাজে ।

গব কুবান রজপুত পাঠান মজবুত

কামান শরযুতসাজে ॥

ধরি অনেক প্রহরণ জবীর পহিরন

সিফাইগণ রণ মাজে ।

পরি করাইবধতর পোষাক বহতর

সুশোভিত শির-পর তাজে ॥

বসি আমারী স্বর পর আমীর বহতব

হলার গজবর রাজে ।

নূর বশোর চমকত নকীব শত শত

ইসার ফুকরত কাজে ॥

হর গজের জরজন সোনার তরজন

পরোধি ভরজন লাজে ।

দ্বিজ ভারত কবিবর বনার তঁহি পর

প্রতাপ-দিনকর সাজে ॥ ঞ্চ ॥

যুদ্ধে প্রতাপ-আদিত্য যুদ্ধে প্রতাপ-আদিত্য

ভাবিয়া অসার ডাকে মার মার

সংসার সব অনিষ্ট ॥ ১

শিলাময়ী নামে ছিল। তার ধামে

অভয়া যশোরেশ্বরী ।

পাপেতে ফিরিয়া বসিলা কুষ্টিয়া

তাহারে অরুণা করি ॥ ২

বুঝিয়া অহিত গুরু-পুরোহিত

মিলে মানসিংহ রাজে ।

লক্ষ্মর লইয়া সত্তর হইয়া

প্রতাপ-আদিত্য সাজে ॥ ৩

এ ধুম্ ধুম্ বাঁ বাঁ কাম কাম

দামামা দম্‌দম্‌ বাজে ।

হুড় হুড় হুড় হুড় হুড় হুড়

কামানের গোলা গাজে ॥ ৪

সিন্ধু সুন্দর মণ্ডিত মুদগর

ষোড়শ হলকা হাতী ।

পতাকা নিশান রবিচন্দ্র বাণ ।

অযুতেক ষোড়া সাতি ॥ ৫

সুন্দর সুন্দর নৌকা বহতর

বাহার হাজার ঢালী ।

সমরে পশিয়া অন্তরে কুষ্টিয়া

দুই দলে গালাগালি ॥ ৬

ষোড়ায় ষোড়ায় যুঝে পায় পায়

গজে গজে শুণ্ডে শুণ্ডে ।

সোয়ারে সোয়ারে খর তরবারে

মলে মলে মুণ্ডে মুণ্ডে ॥ ৭

হান হান হাঁকে খেলে উড়া পাকে
পাইকে পাইকে যুঝে ।

কামানের ধূমে তম রণভূমে
আত্ম-পর নাহি শুধে ॥৮

ତୌର-ଶନଶନି ଖୁଲି ଠନଠନି
 ଖାଁଡ଼ା ବନ ବନ ବାଁଙ୍କେ ।

মুচড়িয়া গোঁফে শূল শেল মোফে
ক্রোধে হান হান হাঁকে ॥ ৯

ভালোয় কুটিয়া পড়িছে লুটিয়া
 গুলিতে মরিছে কেহ।

শোলায় উড়িছে আগুনে পুড়িছে
তীরে কেহ ছাড়ে দেহ ॥ ১০

পাতশাহি ঠাটে কবে কেবা আটে
বিস্তর লঙ্কর মাঝে ।

বিমুখা অভয়া কে করিবে দয়া
প্রতাপ-আদিত্য হারে ॥ ১১

শেষে ছিল যারা পলাইল তারা
মানসিংহে জয় হৈল ।

পিঞ্জর করিয়া পিঞ্জরে ভরিয়া
 প্রতাপ-আদিত্যে লৈল ॥ ১২

দল-বল সঞ্চে পুনরপি রহে
চলে মানসিংহ রায় ।

ললিত সুহৃদে পরম আনন্দে
 রাবণ গুণাকর গায় ॥ ১৩

মানসিংহের ভবানন্দ-বাঁটি-আগমন ।

রণজয়ভেরী বাজে রে ।

নাঁগড বাঁগড বাঁ বাঁ বাঁজে রে ॥

ବ୍ରଣଭୟ କରି

ସୁଖମାଳା ପତ୍ରି

কালী সাজে বে ।

শ্বেত অলি শিব

সে নীলরাজীব

রাজী রাজে রে ॥

গাইছে যোগিনী

না চিছে ডাকিনী

দান। গাছে বে।

মহোৎসব যত

কি কবে ভারত

সেনা-যাথে রে ॥ ৫

প্রতাপ-আদিত্য রায়ে পিঞ্জরা ভরিয়া ।

চলে রাজা মানসিংহ জয়ডঙ্কা দিয়া ॥ ১

কচুরায় পাইল যশোরজিত নাম ।

সেই রাজ্যে রাজ্য হৈল পূর্ণমনস্কায় ॥ ২

मज्झिमावे मानसिंह कहिन। कि वल ।

পাতিশার হৃদয়ে আমার সঙ্গে চল ॥ ৩

পাতশার সহিত সাক্ষাত মিলাইব।

राज्यं दत्त्वा यत्प्रधानीं राज्यं कर्त्ताह्व ॥ ४

অন্নপূর্ণা ভগবতী তোমার সহায় ।

অগ্নী হস্মে যাই আমি তোমার দয়ায় ॥ ৫

নানামতে অন্নপূর্ণা দেবীকে পূজিয়া ।

চলিলেন যজ্ঞন্দারে সংহতি লইয়া ॥ ৬

অন্নপূর্ণা দেবীরে পূজিয়া মজুন্দার ।
 মানসিংহ-সংহতি চলিলা দরবার ॥ ৭
 মহামায়া মহেশ্বরী মহিষমর্দিনী ।
 মোহরূপা মহাকালী মহেশ-মোহিনী ॥ ৮
 রূপাময়ি কাতর-কিঙ্করে রূপাকর ।
 তোমা বিনা কেবা আর করুণা-আকর ॥ ৯
 রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল ।
 যে শুনে এ গীত তার করহ মঙ্গল ॥ ১০
 এত দূরে পালা-গীত হৈল সমাপন ।
 ইতঃপর রজনীতে গা'ব জাগরণ ॥ ১১
 রুঞ্চল আচ্ছায় ভারতচন্দ্র গায় ।
 হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥ ১২

ভবানন্দের দিল্লী-যাত্রা ।

দিয়া নানা উপচার পূজা করি অন্নদার
 দিল্লী-যাত্রা কৈল মজুন্দার ।
 জননী তাহার সীতা রামসমাদার পিতা
 সমর্পিল পদে অন্নদার ॥ ১
 শিরে চীরা-হীরা তায় বিলাতী খেলাত গায়
 নানা বস্ত্রে কোমর বাঁধিলা ।
 বিশ্বপাত্র-স্রাণ লয়ে বন্ধুগণে প্রিয় কয়ে
 গোবিন্দ দেবেরে প্রণমিলা ॥ ২
 বাপ মায় প্রণমিয়া ভূই নারী সন্তাষিয়া
 আরোহিলা পালকী-উপর ।

জন্ম অন্নপূর্ণা কয়ে চলিলা সত্তর হয়ে

মঙ্গল দেখেন বহুতর ॥ ৩

ধেছু বৎস এক স্থানে বৃষ খুরে ক্ষিতি টানে

দক্ষিণেতে ব্রাহ্মণ অনল ।

অশ্ব গজ পতাকায়ে রাজা মানসিংহ রায়ে

আগে আগে সকল মঙ্গল ॥ ৪

পূর্ণষট্ বামপাশে রামাগণ যায় বাসে

গণিকারে মালা বেচে মালী ।

দূত দধি মধু মাসে রজত লইয়া হাসে

কুজডানী দেখাইয়া ডালী ॥ ৫

শুরুধানে গাঁধি হার কাঞ্চন স্নমেক্স তার

আশীর্বাদ দিয়াছেন সীতা ।

নকুল সহিত যান বাম দিকে ফিরে চান

শিবাক্রমে শিবের বনিতা ॥ ৬

নীলকণ্ঠ উড়ি ফিরে মণ্ডলী দিছেন শিরে

অন্নপূর্ণা ক্ষেমক্ষরী হয়ে ।

দেখি যত স্নমঙ্গল মজুন্দারে কুতূহল

চলিলা দেবীর গুণ কয়ে ॥ ৭

শিরে চীর। জামা গায় কটি আঁটি পটুকায়ে

দাসু বাসু সঙ্গে ছই দাস ।

সুতেরে বিদায় দিয়া সীতাদেবী ধরে গিয়া

নানামত ভাবেন হতাশ ॥ ৮

বাড়ীর নিকটে থড়ে পার হৈলা নায়ে চড়ে

অগ্রদ্বীপে গেল কুতূহলে ।

অঞ্জলি বাক্সিয়া মাথে প্রণমিলা গোপীনাথে

স্নান দান কৈলা গঙ্গাজলে ॥ ৯

মনে করি অনুভব গঙ্গারে করিলা স্তব

কৃতাজলি হয়ে মজুম্ভার ।

ব্রহ্মকমণ্ডলুবাশি বিষ্ণুপাদ-প্রস্থতাসি

শিব জটাজুটে অবতার ॥ ১০

বরমিহ তব তীরে শরট করট ফিরে

ন পুনঃ ভূপতি তব দূরে ।

রাজ্যলোভে দূরে যাই তবতীরে রাজ্য পাই

এই মনস্কাম যেন পূরে ॥ ১১

স্তবে হয়ে তুষ্ট মন গঙ্গা দিলা দরশন

মজুম্ভারে কহেন সরসে ।

ধন্য তুমি মজুম্ভার ব্রতদাস অনন্সার

আমি ধন্য তোমার পরশে ॥ ১২

মহানুগ্ধে দিল্লী যাবে মনোমত রাজ্য পাবে

মোর তীরে পাবে অধিকার ।

সন্তান হইবে যত সবে হবে অনুগত

জনেক হইবে রাজা তার ॥ ১৩

দিয়া এই বরদান গঙ্গা কৈলা অন্তর্দান

মজুম্ভার হৈলা গঙ্গা পার ।

কৃষ্ণচন্দ্র-নৃপাজ্ঞায় রায় গুণাকর গায়

অম্বপূর্ণা সহায় সাহার ॥ ১৪

দেশ বিদেশ বর্ণন ।

খট্ট-ভৈরবী—ক্ষতত্রিতালী ।

চল চল যাই নীলাচলে । (রে আয় ভাই ।)

ষটাইল বিধি ভাগ্যবলে ॥

মহাপ্রভু জগন্নাথ স্নাত্ত্রা বলাই সাথ

দেখিব অক্ষয়বটতলে ।

ধাইয়া প্রসাদ ভাত মাধায় মুছিব হাত

নাচিব গাইব কুতুহলে ॥

ভবসিন্ধু বিন্দু জানি পার হৈনু হেনমানি

সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে ।

দেখিয়া সে চাঁদমুখ পাইব কৈবল্য সুখ

সুধাত্ত ভারত ভূমণ্ডলে ॥ ৫ ॥

গঙ্গা পার হইয়া চলিলা মজুম্ভার ।

ডানি-বামে যত গ্রাম কত কব তার ॥ ১

জগন্নাথ দেখিতে করিয়া মনোরথ ।

ধরিলেন মানসিংহ দক্ষিণের পথ ॥ ২

গঙ্গে মানসিংহ পালকৌতে মজুম্ভার ।

ইন্দ্র সঙ্গে যেমন কুবের অবতার ॥ ৩

এড়ায় মঙ্গলকোট উজ্জানী নগর ।

খুল্লনার পুত্র সাধু শ্রীমন্তের স্বর ॥ ৪

সরাই সরাই ক্রমে গেলা বর্দ্ধমান ।

পার হৈলা দামোদর করি স্নানদান ॥ ৫

রহে চম্পানগর ডাহিনে কতদূর ।
 চাঁদবেনে ছিল যাহে ধনের ঠাকুর ॥ ৬
 জানু মানু ছিল যাহে মনসার দাস ।
 হাসন হোসন গিয়া যথা কৈলা বাস ॥ ৭
 আমিলা মোগলমারি উচালন গিয়া ।
 ক্রমে ক্রমে অনেক সরাই এড়াইয়া ॥ ৮
 মল্লভূমি কর্ণগড় দক্ষিণে রাখিয়া ।
 বান্দালার সীমা নেড়াদেউল দেখিয়া ॥ ৯
 এড়ায় মেদিনীপুর নারায়ণ গড়ে ।
 দাঁতন এড়ায়ে জলেগরে ডেরা পড়ে ॥ ১০
 রাজঘাট পার হয়ে বস্তায় বিশ্রাম ।
 মহানদ পার হয়ে কটকে মোকাম ॥ ১১
 ডাহিনে ভুবনেশ্বর বামে বালেশ্বর ।
 বলিহস্তা পাছু করি চলিলা সত্তর ॥ ১২
 এড়ায়ে আঠারনালা গেলা নীলাচলে ।
 দেখিলেন জগন্নাথ মহাকুতুহলে ॥ ১৩
 দিন দশ বার তথা করিয়া বিশ্রাম ।
 দেখিলা সকল স্থান কত কব নাম ॥ ১৪
 কৃতার্থ হইলা মহাপ্রসাদ খাইয়া ।
 বিমল লোচন হৈলা বিমলা দেখিয়া ॥ ১৫
 মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলা মজুন্দারে ।
 ক্ষত্রের মহিমা কিছু শুনাহ আমারে ॥ ১৬
 বিশেষিয়া কহিতে লাগিলা মজুন্দার ।
 রায় গুণাকর কহে সে কথা অপার ॥ ১৭

জগন্নাথপুরীর বিবরণ ।

জয় জয় জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ
 জয় লক্ষ্মী জয় সুদর্শন ।
 সুধন্য অক্ষয় বট সুধন্য সিন্ধুর তট
 ধন্য নীলাচল উপোধন ॥ ১
 পূর্বে ছিল অযোধ্যায় রাজা ইন্দ্রচ্যাম রায়
 সূর্য্যবংশে সূর্য্যের সমান ।
 কক্ষ দেখিবারে খেদ স্বপনে পাইলা ভেদ
 নীলমাধবের এই স্থান ॥ ২
 পুরোহিত পাঠাইল দেখি গিয়া সে কহিল
 নীলমাধবের বিবরণ ।
 মূর্ত্তিমান ভগবান্ দেখিলাম অন্ন খান
 সেবা কয়ে ব্যাধ একজন ॥ ৩
 করি তার কহা বিষয় তাহারি সংহতি গিয়া
 দেখিলাম কৃষ্ণের চরণ ।
 রোহিণী কুণ্ডের কথা কি কব দেখিনু তথা
 কাক মরি হৈল নারায়ণ ॥ ৪
 ইন্দ্রচ্যাম এত শুনি বড় ভাগ্য মনে শুনি
 রাজ্যশুদ্ধ এখানে আইল ।
 দশ অশ্বমেধ করি বৈতরণী-জল তরি
 বন কাটি আসি প্রবেশিল ॥ ৫
 দেখে সেই পুরী নাই বালি-পূর্ণ সর্ব্বটাই
 শত অশ্বমেধ আরন্তিল ।

স্বপ্ন হৈল গোবিন্দের সে পুরী না পাবে টের

আর পুরী গড়িতে হইল ॥ ৬

ইন্দ্রহ্যম তুষ্ট হৈল স্বর্ণময়ী পুরী কৈল

ব্রহ্মার মুহূর্তে গেল সেই ।

রূপা তামাময় আর পুরী কৈল দুইবার

শেষে পুরী পাথরের এই ॥ ৭

গোলানে গরুর খুরে মাটী উড়ে যায় দূরে

তাহে এই ইন্দ্রহ্যম-ব্রহ্ম ।

শ্বেতগন্ধা মার্কণ্ডেয় স্নান কৈলে যম জেয়

পুনর্জন্ম না হয় আপদ ॥ ৮

হরি বৃক্ষরূপে আসি সমুদ্রের জলে ভাসি

চতুঃশাখ হয়ে দেখা দি লা ।

জগন্নাথ বলরাম ভদ্রা স্নদর্শন নাম

চারি মূর্তি বিশাই গড়িলা ॥ ৯

দারুব্রহ্ম সর্বদূত বিষ্ণুপঙ্করেতে কৃত

ইন্দ্রহ্যম স্থাপিত সম্পন্ন ।

লক্ষ্মী রাঙ্কি দেন যাহা জগন্নাথ খান তাহা

ব্রহ্মরূপ সেই এই অনন ॥ ১০

খাইয়া প্রসাদ-ভাত মাথায় বুলায় হাত

আচার বিচার নাহি তায় ।

পঞ্চকোশ পুরী এই প্রদক্ষিণ করে যেই

শমন সহিত নাহি দায় ॥ ১১

শুক কিবা পর্য্যুষিত দূর দেশে সমানীত

কুকুরের বদন-গলিত ।

এই অন্ন সুধাময় ভক্তি মাত্র মুক্তি হয়
 উৎকলখণ্ডেতে সুবিদিত ॥ ১২
 শুনি মানসিংহ রায় পুণ্যকে পূরিত-কায়
 প্রণাম করিল নীলাচলে ।
 কৃষ্ণচন্দ্র-নৃপাঙ্জয় রায় গুণাকর গায়
 জগন্নাথ চরণ কমলে ॥ ১৩

মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি ।

চল চল রে ভাই চল চল ।
 অন্নপূর্ণা অন্নপূর্ণা বল বল ॥ ১ ॥
 চলিলেন নীলাচলে হয়ে দণ্ডবত ।
 কত দূরে এড়াইয়া চড়িয়া-পর্বত ॥ ১
 স্বর্ণরেখা পার হয়ে গেলা সীতাকোল ।
 কত দূরে সেতুবন্ধ শ্রীরামের পোল ॥ ২
 কৃষ্ণা আদি নদী নদ কাঁকী আদি দেশ ।
 এড়াইলা কোতুক দেখিয়া সবিশেষ ॥ ৩
 মারহট্ট বরগির দেশ এড়াইয়া ।
 কত গিরি বন নদ নদী ছাড়াইয়া ॥ ৪
 গুজরাট দেখিয়া সন্তোষ হৈল অতি ।
 কালকেতু যেখানে দেখিল। ভগবতী ॥ ৫
 কত দূরে রহিল মথুরা বৃন্দাবন ।
 নানা স্থানে নানা দেব করি দর্শন ॥ ৬

প্রতাপ-আদিত্য রাজা মৈল অনাহারে ।
 ঘৃতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহায়ে ॥ ৭
 কতদিনে দিল্লীতে হইয়া উপনীত ।
 সাক্ষাত করিল পাতশাহের সহিত ॥ ৮
 ঘৃতে ভাজা প্রতাপ-আদিত্য-ভেট দিল ।
 কব কত যত মত প্রতিষ্ঠা পাইল ॥ ৯
 পাতশার আজ্ঞামত মানসিংহ রায় ।
 প্রতাপ-আদিত্য ভাসাইল যমুনায়ে ॥ ১০
 মজুন্দারে লয়ে গেল পাতশার পাশে ।
 ইনাম কি চাহ বলি পাতশা জিজ্ঞাসে ॥ ১১
 মানসিংহ পাতশায় হইল যে বানী ।
 উচিত যে আরবী পারশী হিন্দুস্থানী ॥ ১২
 পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবারে পারি ।
 কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ॥ ১৩
 না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল ।
 অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥ ১৪
 প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে ।
 যে হোক সে হোক ভাষা কাব্য রস লয়ে ॥ ১৫
 রায় গুণাকর কহে শুন সভাজন ।
 মানসিংহ পাতশায় কথোপকথন ॥ ১৬

পাতশাহের নিকট বাঙ্গালার বৃত্তান্ত কথন ।

কহ মানসিংহ রায় গিয়াছিল বাঙ্গাল
কেমন দেখিলা সেই দেশ ।

কি রীতি রণ কহ তার বিবরণ
না জানি পাইলা কত ক্রেশ ॥ ১

মানসিংহ যোড়হাতে অঞ্জলি বান্ধিয়া মাতে
কহে জাহাপনা সেলামত ।

রামজীর কুদরতে মহিম হইল ফতে
কেবল তোমারি কেরামত ॥ ২

তকুম শাহন শাহী আর কিছু নাহি চাহি
জের হৈল নিমকহারাম ।

গোলাম গোলামী কৈল গালিম কয়েদ হৈল
বাহাদুরী সাহেবের নাম ॥ ৩

পাতশা হইলা খুসী কহিতে লাগিলা তুমি
কহ রায় কি চাহ ইনাম ।

কহে মানসিংহ-রায় গোলাম ইনাম চায়
ইনাম সে যাহে রহে নাম ॥ ৪

গিয়াছিল বাঙ্গালার ঠেকিছিল বড় দায়
সাত রোজ দারুণ বাদলে ।

বিস্তর লস্কর মৈল অবশেষে যাহা বৈল
উপবাসী সহ দলবলে ॥ ৫

ভবানন্দ মজুমদার নাম খুব ছশিয়ার
বাঙ্গালি বামণ এই জন ।

সপ্তাহ খোরাক দিল সকলেয়ে বাঁচাইল
 ফতে হৈল ইহারি কারণ ॥ ৬
 অন্নপূর্ণা নামে দেবী তাঁহার চরণ সেবি
 কেরামত কামাল ইহার ।
 সে দেবীর পূজা দিয়া ঝড় ঝুটি নিবারিয়া
 যোগাইল সকলে আহার ॥ ৭
 রাজ্য দিব कहিয়াছি সঙ্গে সঙ্গে আনিয়াছি
 গোলাম করুলে পার পায় ।
 স্বদেশে রাজাই পায় দোয়াদিয়া ঘরে যায়
 ফরমান ফরমাহ তায় ॥ ৮
 দেখা কৈল হজরতে বজ্র আনে খেদমতে
 গোলামের এঁড়ই নাম ॥
 শুনিয়া এ কথা তার ক্রোধ হইল পাতশার
 ভারত ভাবিছে পরিণাম ॥ ৯



পাতশাহের দেবতা-নিন্দা ।।

এ ফের বুঝিবে কে বা ॥
 তারে শুকো বুঝে যে বা ॥
 নিত্য নিরঞ্জন সত্য মনাতনু ।
 নিখ্যা যত দেবী দেবা ।
 নিরূপ যে ভাবে স্বরূপ-প্রভাবে
 বুঝি কিছু বুঝে সে বা ॥

ঈশ্বরের নামে

তরি পরিণামে

কে বা গয়া গঙ্গা রেবা ॥

ভারত ভূতলে

যে করে যে বলে

সব ঈশ্বরের সেবা ॥ ৫

পাতশা কহেন শুন মানসিংহ রায় ।

গজব করিলা তুমি আজব কথায় ॥ ১

লক্ষরে ছ-তিন লাখ আদমী ভোমার ।

হাতী ষোড়া উট গাধা খেঁচর যে আর ॥ ২

এ সকলে ঝড় বৃষ্টি হৈতে বাঁচাইয়া ।

বামণ খোরাক দিল অন্নদা পূজিয়া ॥ ৩

শয়তান দিল দাগা ভূতেরে পূজায় ।

আল চাউল বেড়ে কলা ভুলাইয়া খায় ॥ ৪

আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধরম ।

কহি যদি হিন্দুপতি পাইবে শরম ॥ ৫

শয়তানে বাজী দিল না পেয়ে কোরাণ ।

ঝুট মুট পড়ি মরে আগম পুরাণ ॥ ৬

গোঁসাই মর্দের মুখে হাত বুলাইয়া

আপনার নর দিলা দাড়ী গোঁফ দিয়া ॥ ৭

হেন দাড়ী বামণ মুড়ায় কি বিচারে ।

কি বুঝিয়া দাড়ী গোঁফ সাঁই দিল তারে ॥ ৮

আয় দেখ পাঁঠা পাঁঠী না করি জবাই ।

উভ চোটে কেটে বলে খাইল গোঁসাই ॥ ৯

হালাল না করি করে নাহক হালাক ।

যত কাম করে হিন্দু সকলি নাপাক ॥ ১০

ভাতের কি কব পান পানীয় আয়েব ।
 কাজী নাহি মানে পেগম্বরের নায়েব ॥ ১১
 আর দেখ নারীর খশম মরি যায় ॥
 নকা নাহি দিয়া রাঁড় করি রাখে তায় ॥ ১২
 ফল হেতু ফুল তার মাসে মাসে ফুটে ।
 বীজ বিনা নষ্ট হয় সে পাপ কি ছুটে ॥ ১৩
 মাঠী কাঠ পাথরের গড়িয়া মূরুত ।
 জীউ দান দিয়া পূজে নানামত ভূত ॥ ১৪
 আদমীতে বনাইয়া জীউ দেয় যারে ॥
 ভাব দেখি সে কি তারে তরাবারে পারে ॥ ১৫
 বিশেষে বামণ জাতি বড়দাগাদার ।
 আপনারা এক ভ্রপে আরে বলে আর ॥ ১৬
 পরদার পাপ বলি বাদী রাখে নাই ।
 দুঃখ ভোগ হেতু হিন্দু করেছে গোঁসাই ॥ ১৭
 বন্দগী করিবে বান্দা জমীনে ঠুকিয়া ।
 করিম দিয়াছে মাথা করম করিয়া ॥ ১৮
 মিছা ঈশদে পড়ি হিন্দু কাহা না বুঝিয়া ।
 যারে তারে সেবা দিই ভূমে মাথা দিয়া ॥ ১৯
 যতেক বামণ মিছা পুথি বানাইয়া ।
 কাফর করিল লোকে কোফর পড়িয়া ॥ ২০
 দেবী বলি দেই গাছে ষড়ায় সিন্দূর ।
 হায় হায় আখেরে কি হইবে হিন্দুর ॥ ২১
 বান্দালিরে কত ভাল পশ্চিমার স্বরে ।
 পান পানী খান পিনা আয়েব না করে ॥ ২২

দাড়ী রাখে বাদী রাখে আর জবে খায় ।
 কাণ ফোড়ে টিকী রাখে এই মাত্র দায় ॥ ২৩
 আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই ।
 সুনত দেওয়াই আর কলমা পড়াই ॥ ২৪
 জন কত তোমরা গোয়ার আছ জানি ।
 মিছা লয়ে ফের বেইমানী হিন্দুয়ানী ॥ ২৫
 দেহ জলি যায় মোর বামণ দেখিয়া ।
 বামণেরে রাজ্য দিতে বল কি বুঝিয়া ॥ ২৬
 প্রতাপ-আদিত্য হিন্দু ছিল বাঙ্গালায় ।
 গালিমী করিল তাহে পাঠানু তোমায় ॥ ২৭
 কাকর বাঙ্গালি হিন্দু বেদীন বামণ ।
 তাহারে রাজাই দিতে নাহি লয় মন ॥ ২৮
 বুঝিলাম অন্নপূর্ণা ভূত দেখাইয়া ।
 ভুলাইল বামণ তোমারে বাজী দিয়া ॥ ২৯
 এমন হিন্দুর ভূত দেখেছি বহুত ।
 মোরে কি ভুলাবে হিন্দু দেখাইয়া ভূত ॥ ৩০
 আর কিছু ইনাম মাগিয়া লহ রায় ।
 বামণেরে বল ভূত দেখা কু আমায় ॥ ৩১
 আগু হয়ে মজুন্দার কহিতে লাগিলা ।
 অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিলা ॥ ৩২

পাতশাহের প্রতি মজুমদারের উত্তর ।

এ কথা কব কেমনে ।

নর নিন্দে নারায়ণে ॥

যেই নিরাকার সেই সে সাকার

তঁারি রূপ ত্রিভুবনে ।

ওঙ্কঃ ভাবে ধোঁগী দেবী ভাবে ভোগী

কৃষ্ণ ভাবে ভক্ত জনে ॥

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের বিশ্রাম

কেবল তাঁরে ভজনে ।

ভারতের সার গোবিন্দ সাক

নিভানন্দ বৃন্দাবনে ॥ প্র

মজুমদার কহে জাহাপনা সেলামত ।

দেবতার নিন্দা কেন কর হজরত ॥ ১

হিন্দু মুসলমান আদি জীব-জন্তু যত ।

ঈশ্বর সত্যের এক নহে দুই মত ॥ ২

পুরাণের মত ছাড়া কোরাণে কি আছে ।

ভাবি দেখ আগে হিন্দু মুসলমান পাছে ॥ ৩

ঈশ্বরের নূর বলি দাড়ীর বতন ।

চিকী কাটি নেড়া মাথা এ যুক্তি কেমন ॥ ৪

কর্ণবেধে যদি হয় হিন্দু গুণাগার ।

স্বপ্নতের গুণা তবে কত গুণ তার ॥ ৫

মাটি কাঠ পাথর প্রভৃতি চরাচর ।

পুরাণে কোরাণে দেখ সকলি ঈশ্বর ॥ ৬

তাঁহার মুরতি গড়ি পূজা করে যেই ।
 নিরাকার ঐশ্বর সাকার দেখে সেই ॥ ৭
 সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার ।
 সোণা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার ॥ ৮
 দেব দেবী পূজা বিনা কি হবে রোজায় ।
 স্ত্রীপুরুষ বিনা কোথা সম্ভান খোজায় ॥ ৯
 দেবীপূজা করে হিন্দু বলিদান দিয়া ।
 যবনেরা জব করে পেটের লাগিয়া ॥ ১০
 দেবী ভাবি হিন্দুরা সিন্দুর দেই গাছে ।
 শূন্য বরে নমাজ কি কাজ তাহে আছে ॥ ১১
 খশম ছাড়িয়া যেবা নিকা করে ঝাঁড় ।
 একে ছাড়ি গাই যেন ধরে আর ঝাঁড় ॥ ১২
 ঐশ্বরের বাক্য বেদ আগম পুরাণ ।
 শয়তান বাজী সেই এ যদি প্রমাণ ॥ ১৩
 সেই ঐশ্বরের বাক্য কোরাণ যে কয় ।
 সেই শয়তান-বাজী কহিতে কি ভয় ॥ ১৪
 হিন্দুরে জ্বলিত দিয়া কর মুসলমান ।
 কাণে ছেঁদা মুদে যদি তবে সে প্রমাণ ॥ ১৫
 কারসাজী বলি কর্ণবেধে বল বাজী ।
 ভেবে দেখ জ্বলিত বিষম কারসাজী ॥ ১৬
 বেদনাক্ষ না মানিয়া কলমা পড়ায় ।
 তবে জানি সেই ক্ষণে সে মস্ত ভুলায় ॥ ১৭
 প্রণাম করিতে মাথা দিল যে গৌসাই ।
 সংসারে যে কিছু মূর্তি তাহা ছাড়া নাই ॥ ১৮

ভেদ জ্ঞানী নহে হিন্দু অভেদ ভাবিয়া ।
 যারে তারে সেবা দেয় ভূমে মাথা দিয়া ॥ ১৯
 সূর্য্যরূপে ঈশ্বরের পূর্বেতে উদয় ।
 পূর্ব্বমুখে পূজে হিন্দু জ্ঞানোদয় হয় ॥ ২০
 পশ্চিমে সূর্য্যের অন্ত সে মুখে নামাজ ।
 যত করে মুসলমান সকলি অকাজ ॥ ২১
 ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সে ব্রহ্মার নায়েব ।
 না মানে না করে খানাপিনার আয়েক ॥ ২২
 বাম হস্ত নাপাক তসবী জপে তায় ।
 হিন্দুরে নাপাক বলে এত বড় দায় ॥ ২৩
 উত্তম হিন্দুর মত তাহে বুঝে ফের ।
 হায় হায় জবনের কি হবে আখের ॥ ২৪
 জবনেরে কত ভাল ফিরিঙ্গির মত ।
 কর্ণবেধ নাহি করে না দেয় স্নানত ॥ ২৫
 শৌচ আচমন নাহি যাহা পায় খায় ।
 কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায় ॥ ২৬
 মজুম্ভার কৈলা যদি এ সব উত্তর ।
 ত্রুঙ্ক হৈলা জাহাজীর দিল্লীর ঈশ্বর ॥ ২৭
 নাভিরে কহিলা বন্দী কররে বামণে ।
 দেখিব হিন্দুর ভূত বাঁচায় কেমনে ॥ ২৮
 ত্রুঙ্ক হয়ে মানসিংহ চলিল বাসায় ।
 শিবচিল পাঁচালী ভারতচন্দ্ররায় ॥ ২৯

দাসু বাসুর খেদ ।

পাতশার আজ্ঞা পায় নাজির সত্বরে ধায়
 মজুদারে কয়েদ করিল ।
 দিলেক হাবসি থানা অন্ন-জল কৈল মানা
 দেবাজাত লুঠিয়া লইল ॥ ১

কাহার প্রভৃতি যারা ছুটিয়া পলায় তারা
 দাসু বাসু কান্দে উভরায় ।
 হায় হায় হরি হরি বিদেশে বিপাকে মরি
 ঠাকুরের কি হইল দায় ॥ ২

দাসু বলে বাসু ভাই পলাইয়া চল যাই
 কি হইবে বিদেশে মরিলে ।
 বিস্তর চাকরী পাব বিস্তর পরিব খাব
 কোনরূপে পরাণ থাকিলে ॥ ৩

যুবতী রমণী আছে না রয়ে তাহার কাছে
 কেন আনু বামণের সাথে ।
 নারী রৈল মুখ'চেয়ে তবু আন্থ্যামাটী খেয়ে
 তারি ফল পান্ন হাতে হাতে ॥ ৪

দিবসে মজুরী করে রজনীতে গিয়া ঘরে
 নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী ।
 নারী ছাড়ি ধন-আশে যেই থাকে পরবাসে
 তার বড় কেবা আছে দুখী ॥ ৫

কান্দিয়া কহিছে বাসু উচিত কহিল দাসু
 এই দুঃখে মোর প্রাণ কাঁদে ।

মরি তাহে দুঃখ নাই নারী রৈলা কোন ঠাঁই
 বিধাতা ফেলিল একি কাঁদে ॥ ৬
 কুড়ি টাকা পণ দিয়া নূতন করিহু বিয়া
 এক দিনো শুতে না পাইহু ।
 কাদাখোঁছু হইয়াছে পুনর্বিয়া বাকি আছে
 মাটী খেয়ে বিদেশে আইহু ॥ ৭
 হেদে বামণের ছেলে আণ্ড পাছু নাহি চলে
 দিল্লী আইল রাজা(হে) করিতে ।
 দুর্ধে ভাতে ভাল ছিল হেন বুদ্ধি কেটাদিল
 পাতশার দেয়ানে আসিতে ॥ ৮
 মানসিংহ সঙ্গ পেয়ে রাজা হৈতে এলো ধেষে
 এখন সে মানসিংহ কই ।
 গাঁজা-খোর রজপুত আফিজেতে মজবুত
 ব্রহ্মহত্যা করিলেক অই ॥ ৯
 মোগলু রহিল ধেরি সদা করে তেরি মেরি
 রাজা আখি দেখে ভয় পাই ।
 খোট্টা মোট্টা বুঝি নাই পুকাইব কোন ঠাঁই
 ছাতি ফাটে জল দেরে খাই ॥ ১০
 উজ্জ্বল কজল বাসে বেরিয়াছে চারি পাশে
 রোহেলা জল্লাদ আদি যত ।
 কামড়ায় খেতে যায় জাতি লৈতে কেহ চায়
 কত জনে কহে কতমত ॥ ১১
 অরে রে হিন্দুকে পুত দেখলাও কাঁহাভুত
 নাহি তুঝে করুঙ্গা দোঁটুক ।

ন হোয় স্নানত দেকে কলমা পড়াও লেকে

জাতি লোউ খেলায়কে থুক ॥ ১২

ধরিবারে কেহ ধায় কাটিবারে কেহ চায়

অন্নদা ভাবেন মজুন্দার ।

অন্নদা-ধ্যানের বলে তেজঃ যেন অগ্নি জ্বলে

ছুঁইতে যোগ্যতা হয় কার ॥ ১৩

স্ততি পাঠে অন্নদার বসিলেন মজুন্দার

চৌদিকে যবনে ধূম করে ।

সিংহ যেন বসি থাকে চারি দিকে শিবা ডাকে

কাছে যেতে নাহি পারে ডরে ॥ ১৪

ভূরশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্ররায়

তঁার সূত ভারত ব্রাহ্মণ ॥

কৃষ্ণচন্দ্র-নৃপাঙ্গায় অন্নদা-মঙ্গল গায়

নীলমণি প্রথম গায়ন ॥ ১৫

মজুন্দারের অন্নদাস্তয় ।

প্রসাদ মাতরঙ্গদে ধরাপ্রদে ধনপ্রদে ।

পিনাকিপদ্মপাণিপদ্মযোনিসদ্বৎসলদে ॥

করস্বরহৃদকিকানুপানপাত্রশর্মেদে ।

পুরস্বভূক্তভক্তশত্নর্তনে কটাক্ষদে ॥

সুধাবিতপ্রভাতভানুভানুদন্ত কচ্ছদে ।

ম্রিতপ্রকাশিতকর্ণপ্রভাৎমুক্তিকারদে ॥

বিলোললোচনাকলেন শান্তরক্তপারদে ।

প্রসাদ ভারতত কৃষ্ণচন্দ্রভক্তিসম্পাদে ॥ ১৬

অন্নদার মজুন্দারে অভয়দান ।

স্তুতি কৈলা মজুন্দার স্মৃতি হৈল অন্নদার
আসিয়া দিল্লীতে উত্তরিলা ।

জয়া বিজয়ারে লয়ে আকাশভারতী কয়ে
মজুন্দারে অভয় করিলা ॥ ১

ভয় কি অরে রে ভবানন্দ ।

মোর অনুগ্রহ যারে কে তারে বধিতে পারে
দুঃখ যাবে পাইবে আনন্দ ॥ ২

পাপী পাতশার পুত আমারে কহিল ভূত
ভাল মতে ভূত দেখাইব ।

পাতশাহী সরঞ্জাম যত আছে ধুমধাম
ভূত দিয়া সব স্টুটাইব ॥ ৩

যতেক বেদের মত সকলি করিল হত
নাহি মানে আগম-পুরাণ ।

মিছা মালা ছিলিমিলি মিছা জপে ইলিমিলি
মিকা পড়ে কলমা কোরাণ ॥ ৪

যত দেবতার মঠ ভাস্কি ফেলে করি হঠ
নানামতে করে অন্যচার ।

বামণ-পণ্ডিত পায় খুখু দেয় তার গায়
পৈতা ছেঁড়ে কোঁটা মোছে আর ॥ ৫

এত বলি মহামায়া দিয়া তারে পদ ছায়া
রক্ষা হেতু জয়ারে রাখিলা ।

ডাকিনী যোগিনী ভূত ভৈরব বেতাল দূত
সঙ্গে লয়ে সহরে চলিলা ॥ ৬

জয়া নিজগণ লয়ে রহিল রক্ষক হয়ে
 আনন্দে রহিলা মজুন্দার ।
 মোগলে ছুঁ ইতে যায় ভূতে ঢেকা মারে তার
 ব্রহ্মদৈত্য করয়ে ঐহার ॥ ৭
 যবনের ধুমধাম ভূত হাঁকে হুমহাম
 মহামারী পড়িল মশানে ।
 কহে রায় গুণাকর অন্নপূর্ণা দয়া কর
 পরীক্ষিত-তনু ভগবানে ॥ ৮

অন্নপূর্ণার সৈন্তবর্ণন ।

ধম ধম বামক বামক বাম
 স্বন স্বন নৌবত বাজে ।
 বাঁগড় বাঁগড় গড় গড় গড় গড়
 দগড় রংগড় স্বন বাঁজে ॥
 হান হান টাঁকা শত শত বীকা
 বাঁক কটার বিরাজে :
 কত কত হাজী কত কত কাজী
 ধাইল ছাড়ি নমাজে ॥
 বড় বড় দাড়ী চামর বাড়ী
 গৌক উঠে শির-তাজে ।
 গোলা ধম ধম গোলী'বাম বাম
 গম গম তোপ আবাজে ॥
 বন্ বন্ বননন ঠন্ ঠন্ ঠননন
 বরিখত বরকন্দাজে ।

অট অট হাসে কট গট ভাষে

মত্ত পিশাচী পিশাচে ॥ ৪

তুরঙ্গ ধরিয়া গড়ম্ব করিয়া

মাতঙ্গ পুরিয়া গালে ।

মিপাহী ধরিয়া ফেলিয়া লুফিয়া

খেলিছে তাল-বেতালে ॥ ৫

রথ রথি সঙ্গে মুখে পুরি রঙ্গে

দশনে করিছে গুঁড়া ।

ভঙ্কার ছাড়িয়া কঁকে উড়াইয়া

খেলিছে আবির উড়া ॥ ৬

নরশির-মাল সমর বিশালা

শোণিত তটিনী-তীরে ।

রণজয় তালী ঘন দিয়া কালী

শৃগালী বেষ্টিত ফিরে ॥ ৭

এইরূপে দানা গণ দিল হানা

যবনে হইল দায় ।

ললিত-বিধানে রচিয়া মশানে

রায় গুণাকর গায় ॥ ৮

দিল্লীতে ভূতের উৎপাত ।

একি ভূতগত দেশে রে ।

না জানি কি হবে শেষে রে ॥

উত্তম অধম না হয় নিয়ম

কেহ নাহি ধর্ম লেশে রে ।

দাত ছিল যারা ভিক্ষা মাগে তারা
 চোর ফিরে সাধু-বেশে রে ॥
 যবনে ব্রাহ্মণে সমভাবে গণে
 তুলামূল্য গজ মেঘে রে
 ভারতের মন দেখি উচাটন
 না দেখিয়া স্মরীকেশে যে ॥ ১
 এইরূপে দিল্লীতে পড়িল মহামার ।
 যবনের হাহাকার ভূতের ভঙ্কার ॥ ২
 ঘরে ঘরে সতরে হইল ভূতগত ।
 মিয়ায়ে কহিছে বান্দী শুন হজরত ॥ ৩
 বিবৌরে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল ।
 পেশবাজ ইম্রার ধমকে ছিড়া দিল ॥ ৪
 চিতপাত করে বিবী হাত পা আছাড়ে ।
 কত দোয়া দবা দিনু তবু নাহি ছাড়ে ॥ ৫
 শুনি মিয়া তমলী কোরণ ফেলাইয়া ।
 দড় বড় রড় দিলা ওঝারে লইয়া ॥ ৬
 ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্র পড়ে যত ।
 বিবী লয়ে ভূতের আনন্দ বাড়ে তত ॥ ৭
 অরে রে খবিস তোরে ডাকে ব্রহ্মদুত ।
 ও তোর মাতারি তুই উহারি সে পুত ॥ ৮
 কুপী ভরি গিলাইব হারামের হাড় ।
 ফতমা বিবীর আজ্ঞা ছাড় ছাড় ছাড় ॥ ৯
 ইত্যাদি অনেক মন্ত্র পড়িলেক ওঝা ।
 মিয়া দিল লিখিয়া তাবিজ বোঝা বোঝা ॥ ১০

আর বিবী বান্দীয়ে ধরিছে আর ভূতে ।

ওঝারে কিলায় কেহ কেহ মুখে মুতে ॥ ১০

ধূলা ঝাড়ি গুড়ি গুড়ি পলাইল ওঝা ।

মিয়া হৈলা মিয়ানী ওঝার ঝাড়ে বোঝা ॥ ১১

এইরূপে ভূতাগত হইল সহরে ।

হাহাকার হুহুকার প্রতি ধরে ধরে ॥ ১২

শূন্য পথে সিংহরবে অন্নদা রহিল ।

সহরের যত অন্ন কটাক্ষে হরিল ॥ ১৩

পাতশার ভাণ্ডার কি আর আর ঠাঁই !

হাট ষাট বাজারে দোকানে অন্ন নাই ॥ ১৪

ধান চাল মাষ মুগ ছোলা অরহর ।

মসুরাদি বরষটী বাট্টলা মটর ॥ ১৫

দেধান মাড়ুয়া কোদো চিনা ভূরা যব ।

জন্য প্রভৃতি গম আদি আর সব ॥ ১৬

মৎস্য মাংস কাঁচা পাকা নানা গুড় দ্রব্য ।

দাস পাত ফুল ফল যত মত গব্য ॥ ১৭

কিনিতে বেচিতে কেহ কোথায় না পায় ।

সবে বলে আচম্বিতে একি হৈল দায় ॥ ১৮

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ।

মিশালে বিস্তর হিন্দু ঠেকে গেল দায় ॥ ১৯

উপাসে উপাসে লোক হৈল মৃতপ্রায় ।

ধাক্ক অম্বের কথা জল নাহি পায় ॥ ২০

বকরা বকরী আদি নানা জন্তু কাটি ।

খাইবারে সকলেতে মাস লয় বাঁটি ॥ ২১

নানামতে লোক আহারের চেষ্টা পায় ।
 হাতে হৈতে হরিয়া ভৈরবে লগ্নে যায় ॥ ২২
 এইরূপে সপ্তাহ সহরে অন্ন নাই ।
 ছেলে পিলে বুড়া রোগা মৈল কত ঠাঁই ॥ ২৩
 পাতশারি কাছে গিয়া উজির নাজির ।
 সহরের উপদ্রব করিল জাহির ॥ ২৪
 পাতশা কহেন বাবা কি কৈল গোঁসাই ।
 সাত রোজ মোর ঘরে খানা পিনা নাই ॥ ২৫
 মামুর হইল মোর বাৎরুচি খানা ।
 ঘরে হৈতে নিকলিতে না পারে জানানো ॥ ২৬
 গোহার ইটাল ইট শূন্য হৈতে পড়ে ।
 ভূচালার মত চালা কোটা সব লড়ে ॥ ২৭
 আন্ধারে কিটুকব রোজ রৌশনে আন্ধার ।
 ছপ হাপ দুপ দাপ ছস্কার হাঁকার ॥ ২৮
 দেখিতে না পাই কেবা করে ধুমধাম ।
 সবরোজ হাঁকে হুম হামুখুম খাম ॥ ২৯
 যুবতী সহেলী বান্দী ধরিয়া পাছাড়ে ।
 বেইঁস-হইয়া তারা হাত পা আছাড়ে ॥ ৩০
 খবিস পাইল বলি ডাকি আনি ওকা ।
 লিখি দিলু গলায় তাবিজ বোকা বোকা ॥ ৩১
 এমন খবিস আরা না শুনি কোথায় ।
 তাবিজ ছিড়িয়া ফেলি ওঝারে কিলায় ॥ ৩২
 ভারত কহিছে ভূতনাথের এ ভূত ।
 খবিসের খবিস যমের যমদূত ॥ ৩৩

পাতশাহের নিকটে উজিরের নিবেদন ।

মালকোম-ভৈরো—ঝাঁপতাল ।

ফিরিয় চাও মা অন্নদা ভবানী ।

জননী না শুনে কোথা বলকের বাণী ॥

বন্দ্য অর্থ মোক্ষ কাম সাধন তোমার নাম

বিধি হরি হর ভাবে ও-পদস্থানি ।

তুমি যারে দয়া কর অন্ন পূর্ণ তার ঘর

না থাকে আপদ কিছু আমি ইহা জানি ॥

পানপাত্র হাতা হাতে রতন-মুকুট মাতে

নাচাও ত্রিশূলপাণি-দিয়া অন্ন পানী ।

ভারত বিনয় করে অন্ন পূর্ণ কর ঘরে

হরিভক্তি দেহ মোরে তবে দয়া জানি ॥ ১

কাজী কহে জাহাঁপনা কত কব আর ।

কোরণ টানিয়া কাধি ফেলিল আমার ॥ ১

নাহি মানে কোরাণ তাবিজ মজবুত ।

এ কতুখবিস নহে হিন্দুর এ ভূত ॥ ২

উজির কহিছে আগম্পনা সেলামত ।

আমি বুঝি সেই বাগধের কেরামত ॥ ৩

মানসিংহ কহিয়াছে দেবী পূজে সেই ।

যখন যে চাহে তাহে দেবী তাহা দেই ॥ ৪

তুমি তার দেবীরে হিন্দুর ভূত কয়ে ।

ভূত দেখা বলি বন্দী কৈলা ক্রুদ্ধ হয়ে ॥ ৫

: সেই দেবী এত করে মোর মনে লয়
 মানাও সে বামণের মিটিবে প্রলয় ॥ ৬
 উজিরের বাক্যে জাহাঙ্গীর জ্ঞান পায় ।
 দড় বড় ডাকাইল মানসিংহ রায় ॥ ৭
 মানসিংহ আসিয়া করিল নিবেদন ।
 ভূত জানে তুমি জান জানে সে বামণ ॥ ৮
 আমি দেখিয়াছি বামণের কেরামত ।
 অন্নপূর্ণা ভবানীর মহিমা যেমত ॥ ৯
 ভাল হেতু করেছিল হজুরে আরজ ।
 নহিলে করিতে মোর কি'ছিল গরজ ॥ ১০
 ভূত বলি দেবীরে সাহেব গালি দিলা ।
 সহরে কহর এত আপনি করিলা ॥ ১১
 এখনো মে বামণের কর পরিতোষ ।
 তবে বুঝি তার দেবী মাপ করে রোষ ॥ ১২
 মানসিংহ রায়ের কথার অনুসারে ।
 মজুন্দারে আনিতে কহিল দরবারে ॥ ১৩
 খোড়হাতে কহে নাজিরের লোকজন ।
 বামণের কাছে যাবে কে আছে এমন ॥ ১৪
 মশানেতে শাসন করিল যত ভূত ।
 হাতী ঘোড়া উঠ আদি মরিল বহুত ॥ ১৫
 মারা গেল কত শত আমীর উমরা ।
 কেবল তক্তের বন্ধে বাঁচিলা তোমরা ॥ ১৬
 যমুনার লহর লহতে হৈল লাল ।
 এখনো বামণে মান মিটুক জঞ্জাল ॥ ১৭

শুনি জাহাঙ্গীর বড় দিলগির হয়ে ।
 মশানে চলিলা ভয়ে দস্তবস্ত হয়ে ॥ ১৮
 অন্তরখামিনী দেবী অন্তরে জানিয়া ।
 দয়া হৈল জাহাঙ্গীরে কাতর দেখিয়া ॥ ১৯
 ভূত দেখা বলি ভবানন্দ বন্দী কৈল ।
 বাঙ্কাকল্পতরু আমি দেখা দিতে হৈল ॥ ২০
 সহরের উপদ্রব বারণ করিয়া ।
 দেখা দিল জাহাঙ্গীরে মায়া প্রকাশিয়া ॥ ২১
 আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র রাজরাজেশ্বর ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ২২

অন্নপূর্ণার মায়াপ্রপঞ্চ ।

কে তোমা চিনিতে পারে গো মা ।
 বেদে সীমা দিতে নারে গো মা ॥ ১
 রক্ত শতদল তন্ত্রে পাতশা অভয়া ।
 উজ্জির হইলা জয়া নাজির বিজয়া ॥ ১
 মহাবিদ্যাগণ যত হৈলা পরিবার ।
 আমীর উমরা হৈল যত অবতার ॥ ২
 বিশ্ব বাড়ী মুরুচা বুরুজ বার রাশি ।
 গোলন্দাজ নবগ্রহ নক্ষত্র সাতাশি ॥ ৩
 বিষ্ণু বক্সী ব্রহ্মা কাজী মুনসী মহেশ ।
 সেনাপতি শাহজাদা কার্তিক গণেশ ॥ ৪
 ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী শিবদূতী ।
 নারসিংহী বারাহী কোমারী পৌরুহুতী ॥ ৫

আট দিকে আনন্দে নায়িকা আটজন ।
 শিরে ছত্র ধ'রে করে চামর ব্যজন ॥ ৬
 স্কা হৈল বরুণ পবন ঝাড়ু কশ ।
 চল্ল সূর্য্য মশালচী মশাগ ওজস ॥ ৭
 মজুম্ভারে রাজ্য করি রাখিলা সম্মুখে ।
 দেবরাজ রাজছত্র ধরিয়াছে স্মুখে ॥ ৮
 জাহাঙ্গীর যেমন এমন কত আর ।
 চারিদিকে মজুম্ভারে করে পরিহার ॥ ৯
 কোন খানে মধুকৈটভের মহারণ ।
 কোন খানে মহিষা-সুরের নিপাতন ॥ ১০
 কোন খানে সূগ্রীব-দূতের রাঘবর ।
 কোন খানে বৃন্দলোচনের তিরস্কার ॥ ১১
 কোন খানে উগ্রচণ্ডা চণ্ডমুণ্ড কাটি ।
 কোন খানে রক্তবীজ-যুদ্ধ-পরিপাটি ॥ ১২
 কোন খানে শুভ-নিশুভের বিনাশন ।
 কোন খানে সুরথ-সমাধি দরশন ॥ ১৩
 কোন খানে রাম-রাবণের মহারণ ।
 কোন খানে কংশবধ আদি বিবরণ ॥ ১৪
 কোন খানে মনসা নীতলা ষষ্ঠীগণ ।
 পুড়াশুর ষাঁটু মহাকাল পঞ্চানন ॥ ১৫
 দেবতা তেত্রিশ কোটী যত আছে আর ।
 আশে পাশে অদভুত ভূতের বাজার ॥ ১৬
 যোগিনী যোগান দেয় পশারী ডাকিনী ।
 কাকালি হইয়া মাগে শাখিনী পেতিনী ॥ ১৭

রক্ষক রাক্ষসগণ যক্ষগণ বেণে ।
 সহরের দ্রব্য যত ভূতে দেয় এনে ॥ ১৮
 কিনে লয় ব্রহ্মদৈত্য দানা লয় কেড়ে ।
 ভৈরব হৈ হৈ রবে লয় ফিরে তেড়ে ॥ ১৯
 সিদ্ধগণ দোকানী চারণগণ চোর ।
 প্রেতগণ গ্রহরৌ হাকিনী হাঁকে ঘোর ॥ ২০
 নৃত্য করে গীত গায় বাজায় বাজন ।
 বিদ্যাধর কিন্নর গন্ধর্ব্ব আদি গণ ॥ ২১
 খবিসগণেরে ধরি আনে যত চণ্ড ।
 যমদুতগণে তারে করে যমদণ্ড ॥ ২২
 শৃংগেতে হইল এক মায়া-জলনিধি ।
 হর নৌকা হরি মাঝে পার হন বিধি ॥ ২৩
 তাহাতে কমল-দহ অতি সুশোভন ।
 নীতল সুগন্ধ মন্দ বহিছে পবন ॥ ২৪
 ছয় ঋতু ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী ।
 মধুকর কোকিল শিখণ্ডী শিখণ্ডিনী ॥ ২৫
 একদল দ্বিদল সহস্র লক্ষ দল ।
 অধোমুখে নানাজাতি ফুটিছে কমল ॥ ২৬
 এক আদি লক্ষ অন্ত দন্তকর্ণ পায় ।
 উৰ্দ্ধপদে হেঁটপিঠে হাতী নাচে তায় ॥ ২৭
 তার পিঠে অধঃশিখে অনল জলিছে ।
 মোমের পুতলী তাহে সুরতি খেলিছে ॥ ২৮
 উৰ্দ্ধপদে হেঁট মুখে তাহে নাচে নারী ।
 মৃদঙ্গ মন্দীরা বাজে বিনা বাদ্যকারী ॥ ২৯

সেই রামা চন্দ্র সূর্য্য অঞ্জলি করিয়া ।
 অন্নদার পদে দেই অজপা জপিয়া ॥ ৩০
 মৃদুহাসে জল হৈতে অনল তুলিয়া ।
 গিলিয়া উগারে পুন অঞ্জলি করিয়া ॥ ৩১
 হাসি হাসি হাই ছাড়ে কি কব সে কাণ্ড ।
 একেবারে খেতে পারে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড ॥ ৩২
 তাব পাশে আর এক কমলে-কামিনী ।
 গিলিয়া উগারে গজ গজেন্দ্রগামিনী ॥ ৩৩
 আর দিকে আর পদে এক মধুকর ।
 ছয় পদে ধবিশাছে ছব কবিরর ॥ ৩৪
 আর দিকে আর পদে এক মধুকরী ।
 নবসঙ্গে রতিরঙ্গে প্রসবে কেশরী ॥ ৩৫
 আর দিকে এক পদে নাগিনী কুমারী ।
 অক অক নাগ তার অক অক নাবী ॥ ৩৬
 একবারে এক জন পাণ্ডশারে চায় ।
 সব দেখে সর্ব্বশুদ্ধ ধরি যেন ঝাণ্ড ॥ ৩৭
 একবার বিষ-দৃষ্টে প্রাণ লয় হরি ।
 আর দৃষ্টে প্রাণ পেয় সুধারুষ্টি করি ॥ ৩৮
 ক্রমে অচেতন হয় ক্রমে সচেতন ।
 হাসে কাদে উঠে পড়ে নমাজে যেমন ॥ ৩৯
 প্রেমে ভয়ে মোহে স্তব করিবারে চায় ।
 মুখে না নিঃসরে বাণী ভূমে গড়ি যায় ॥ ৪০
 ভক্ত হৈলা জাহাঙ্গীর অন্তরে জানিয়া ।
 যত মান্না মহামান্না হইলা হাসিয়া ॥ ৪১

জ্ঞান পেয়ে জাহাঙ্গীর প্রাণ পা(ই)লহেন
মজুন্দারে স্তুতি করে দাসু বাসু যেন ॥ ৪২
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র রাজরাজেশ্বর ।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ৪৩

ভবানন্দে পাতশার বিনয় ।

জাহাঙ্গীর কহে শুন বামণ-ঠাকুর ।
না জানি করিছু দোষ রোষ কর দূরী ॥ ১
দেবী-পুত্র দয়াময় মোরে কর দয়া
তোমার প্রসাদে আমি দেখিছু অভয়া ॥ ২
অধম যবন আমি তপস্বী কি জানি ।
অধম্মেরে ধর্ম্য বলি ধর্ম্য নাহি মানি ॥ ৩
তবে যে আমারে দেখা দিলা মহামায়ঃ
তার মূল কেবল তোমার পদছায়া ॥ ৪
অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে ।
পুষ্প সঙ্গে কাঁট যেন উঠে সুর-মাথে ॥ ৫
তবে যে পাইলে দুঃখ দুঃখ নাহি ইথে ।
রাহুগ্রস্ত হন চন্দ্র লোকে পূণ্য দিতে ॥ ৬
ঘৃণা ছাড়ি ছুঁয়ে শুদ্ধ করহ আমারে ।
পরশ পরশে লোহা সোণা করিবারে ॥ ৭
মজুন্দার কন কেন এত কথা কও ।
জাহাপনা সামান্য মানুষ তুমি নও ॥ ৮
তবে মোরে বড় বল দেবী-ভক্ত জানি ।
আমা হৈতে তুমি বড় ভক্ত অনুমানি ॥ ৯

যেৰূপে তোমাৰে দৰশন দিলা দেবী ।
 একুপ না দেখি আমি এত দিন সেবি ॥ ১০
 ইথে বুঝি আমা হৈতে তুমি তাঁর প্রিয় ।
 এই নিবেদন করি কৃপাদৃষ্টি দিয় ॥ ১১
 পাতশা কহেন শুন বামণ-ঠাকুর ।
 দেবী-পূজা করি মোর পাপ কল্প দূর ॥ ১২
 সে পদ পূজিলে পাব সেই পদে ঠাঁই ।
 হায়, রে পূজিব কিসে কোন চীজ নাই ॥ ১৩
 অন্তর্যামিনী দেবী দানা হস্ত দিয়া ।
 পূজার সামগ্রী যত দিলা পাঠাইয়া ॥ ১৪
 দেখিয়া সবारे আর বাড়িল বিশ্বাস ।
 সাক্ষাত দেবীর পুত্র মজুন্দারে কর ॥ ১৫
 জাহাঙ্গীর কহেন ঠাকুর মোরে বাঁচা ।
 ভালমতে বুঝিহু তোমার দেবী সাঁচা ॥ ১৬
 জাহাঙ্গীর চেড়ী দিলা সকল সহরে ।
 অন্নপূর্ণা-পূজা সবে কর স্বরে স্বরে ॥ ১৭
 সেই খানে মজুন্দার মুদিয়া নঃন ।
 উদ্দেশেতে অন্নদারে কৈলা নিবেদন ॥ ১৮
 দেশ কাল পাত্র বুঝি পূজার নিয়ম ।
 অন্তর্যামিনী তুমি জান সব ক্রম ॥ ১৯
 পাতশা অধ্যক্ষ দরবার পূজা-স্থান ।
 সদস্ত কেবল দক্ষ্য মোগল পাঠান ॥ ২০
 কাজী ছাড়ে কলমা কোরাণ ছাড়ে কারী ।
 হলহলী দেই যত যবনের নারী ॥ ২১

এমন পূজার ষটা কবে হবে আর ।
 নিবেদিত্ত অনপূর্ণা যে ইচ্ছা তোমার ॥ ২২
 অন্নে পূর্ণ করি দিল্লী সকলে বাঁচাও ।
 পাতশা প্রণাম করে কটাক্ষেতে চাও ॥ ২৩
 কাজী হাজী কারী আদি যবন যাবত ।
 সর্বশুদ্ধ পাতশা হইল দণ্ডবত ॥ ২৪
 মধুর নৌবত বাজে নাচে রামজনী ।
 মজুমদার মানসিংহ পড়িলা অবনী ॥ ২৫
 পূজা পেয়ে অনপূর্ণা দিলা রূপাদৃষ্টি ।
 সকলের উপরে হইল পুষ্পরুষ্টি ॥ ২৬
 সেই ফুল চালু কলা প্রমাদ বলিয়া ।
 প্রেত ভূতগণে সবে লইল লুটিয়া ॥ ২৭
 পূর্বমত অন্নে পূর্ণ হইল মহারে ।
 অনপূর্ণা-পূজা সবে করে প্রতি স্বরে ॥ ২৮
 পূজা লয়ে অনপূর্ণা মহাছটা হয়ে ।
 কৈলাস-শিখরে গেলা নিজগণ লয়ে ॥ ২৯
 মহানন্দে জাহাঙ্গীর গুণাগীর হয়ে ॥
 চলিলেন ভবানন্দ মজুমদারে লয়ে ॥ ৩০
 পাতশা বসিলা গিয়া তক্তের উপরে ।
 মানসিংহ বিদায় হইলা নিজ স্বরে ॥ ৩১
 মজুমদার রাজাই পাইলা ফরমান ।
 খেলাত কাটার ষড়ী নাগরা নিশান ॥ ৩২
 পাতশার নিকটেতে হইয়া বিদায় ।
 বিস্তর সামগ্রী দিলা মানসিংহ রায় ॥ ৩৩

দাম্ব বাম্ব আদি যত পলাইয়া ছিল ।
 সংবাদ পাইয়া সবে আসিয়া মিলিল ॥ ৩৪
 দিল্লী হৈতে মজুন্দার দেশেতে চলিল ।
 ত্রিবেণীর স্নান হেতু প্রয়াগে আইলা ॥ ৩৫
 করিলেন স্নান দান প্রয়াগের নৌরে ।
 দাম্ব বাম্ব নিবেদন করে ধীরে ধীরে ॥ ৩৬
 ইহার মহিমা কিছু কহ নিমা সীমা ।
 কার অধিষ্ঠানে এত ইহার মহিমা ॥ ৩৭
 জ্ঞানবলে তোমরা আক্সারে দেখ আলা ।
 চক্ষু কাণ আছে মোরা তবু কাণা কালা ॥ ৩৮
 শুন অরে দাম্ব বাম্ব কন মজুন্দার ।
 গঙ্গার প্রভাবে এত মহিমা ইহার ॥ ৩৯
 ভারতেরে দয়া কর গঙ্গা দয়াময়ি ।
 এই ছলে গঙ্গার মহিমা কিছু কই ॥ ৪০

গঙ্গা-বর্ণনা ।

দাম্ব বাম্ব কর অবধান ।
 যেই দেব নিরঞ্জন চিৎস্বরূপী জনার্দন
 এই গঙ্গা সেই ভগবান্ ॥ ১
 মহাদেব এক কালে পঞ্চমুখে পঞ্চ তালে
 গীতে তুষ্ট কৈল ভগবানে ।
 নারায়ণ দ্রব হৈলা বিধি কমণ্ডলে লৈলা
 বেদব্যাস বর্ণিলা পুরাণে ॥ ২

তার কত দিন পরে বলি ছলিবার তরে
 নারায়ণ বামন হইলা ।
 ত্রিপাদ ধরণী লয়ে ত্রিবিক্রম রূপ হস্বে
 এক পদে স্বর্গ আচ্ছাদিলা ॥ ৩
 বিধি সেই পদতলে পাদ্যাদিলা সেই জলে
 শিব দিলা জটাজুটে ধাম ।
 বিমল চপলভঙ্গা সেই জন এই গঙ্গা
 এই হেতু বিষ্ণুপদী নাম ॥ ৪
 ত্রিলোকে ত্রিলোক তারা তিনি হৈলা তিন ধারা
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল বিশ্রাম ।
 স্বর্গে মন্দাকিনী মন্দা ভূতলে অলকনন্দা
 পাতালেতে ভোগবতী নাম ॥ ৫
 ইনি সে অলকনন্দা নরলোকে মহানন্দা
 ইহারে আনিল ভগীরথ ।
 সগর-সন্তান যত ব্রহ্মশাপে ছিল হত
 এই গঙ্গা দিল মুক্তি-পথ ॥ ৬
 শিবজটা-মুক্ত হয়ে ভাগীরথী নাম লয়ে
 এথা আসি ত্রিবেণী হইলা ।
 সরস্বতী যমুনারে মিলাইলা দুই ধারে
 মধ্যভাগে আপনি রহিলা ॥ ৭
 ভাগীরথী লয়ে সঙ্গে বারাণসী দেখি রঙ্গে
 যান গঙ্গা দক্ষিণের বাটে ।
 জহু মুনি পিয়াছিল কাণে উপারিয়া দিল
 জাহ্নবী হইল জহু বাটে ॥ ৮

প্রয়াগ হইতে যাত্রা কৈলা মজুন্দার ।
 ডানি-বামে যত গ্রাম কত কব তার ॥ ১
 দাসু বাসু নিবেদয়ে শুনহ ঠাকুর ।
 এথা হৈতে অযোধ্যা নগর কত দূর ॥ ২
 দেখিব রামের বাড়ী এ বড় বাসনা ।
 কৃপা করি মো সবার পুরাহ কামনা ॥ ৩
 কহিলেন মজুন্দার কিছু ফের হয় ।
 যে হোক সে হউক তথা যাওন নিশ্চয় ॥ ৪
 দেখে যেই জন রাম-জনম-ভবন ।
 ধরায় ধরিয়া তনু ধন্ত সেই জন ॥ ৫
 জিজ্ঞাসিয়া পথিকে পথের ভেদ জানি ।
 উত্তরিলা অযোধ্যা রামের রাজধানী ॥ ৬
 অযোধ্যায় গিয়া দেখিলেন মজুন্দার ।
 যে যেখানে রামচন্দ্র করিলা বিহার ॥ ৭
 অযোধ্যা নিবাসী যত ব্রাহ্মণপণ্ডিত ।
 মজুন্দারে আসি সবে মিলিলা ত্বরিত ॥ ৮
 নানা ধনে মজুন্দার তুষিলা সবারে ।
 সাধু সাধু তারা সবে কহে মজুন্দারে ॥ ৯
 মহানন্দে মজুন্দার নানা কুতূহলে ।
 করিলেন স্নান দান সরযূর জলে ॥ ১০
 দিন কত সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া ।
 অযোধ্যানিবাসী লোক সংহতি লইয়া ॥ ১১
 সকল অযোধ্যা পুরী করি দরশন ।
 শুনিলেন বাণ্মীকি-প্রণীত রামায়ণ ॥ ১২

দাসু বাসু বিনয়ে কহিছে মজুমদারে ।
 ভাষা করি এই কথা বুঝাও আমারে ॥ ১৩
 সাত কাণ্ড রামায়ণ সংক্ষেপে ভাষায় ।
 এই ছলে কহিছে ভারতচন্দ্র রায় ॥ ১৪

রামায়ণ-কথন ।

দাসু বাসু শুন মন দিয়া ।
 বাল্মীকিপুরাণ যত রামের চরিত যত
 সংক্ষেপে কহিব বিবরিয়া ॥ ১
 এই দেশে মহারথ ছিল রাজা দশরথ
 সূর্য্যবংশে সূর্য্যের সমান ।
 কৌশল্যা প্রথমা নাদ্রী কেকয়ী দ্বিতীয়া তারি
 তৃতীয়া সুমিত্রা অভিধান ॥ ২
 হরি চারি অংশ লয়ে চক্রভাগে ভাগ হয়ে
 তিন গর্ভে হৈলা চারি জন ।
 কৌশল্যা প্রসবে রাম কেকয়ী ভরত নাম
 সুমিত্রা লক্ষণ শত্রুঘন ॥ ৩
 লক্ষ্মী মিথিলায় গিয়া যজ্ঞকুণ্ডে জনমিয়া
 জনকের সূতা সীতা হৈলা ।
 সীতাপতি রামে জানি জনক পরম জ্ঞানী
 হরধনুর্ভঙ্গ-পণ কৈলা ॥ ৪
 বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করে যজ্ঞ রাখিবার তরে
 রাম লক্ষ্মণেরে গেলা লয়ে ।

শ্রীরামের এক শরে তাড়কা রাক্ষসী মরে

মারীচ পলায় দ্রুত হয়ে ॥ ৫

যজ্ঞ রাখি প্রভু রাগ ' : গিয়া জনকের ধাম

ধনু ভাঙ্গি সীতা বিয়া কৈলা ।

অযোধ্যা যাইতে রঞ্জে পরশুরামের সঙ্কে

পথে রণে রাম জয়ী হৈলা ॥ ৬

বরে এলা সীতা-রাম সিদ্ধ হৈল মনস্কাম

দশরথ রাজ্য দিতে চায় ।

কেকয়ী হইল বাম বনবাসে গেলা রাম

শোকে দশরথ ছাড়ে কার ॥ ৭

জানকী লক্ষ্মণে লয়ে রাম যান দ্রুত হয়ে

গুহক চণ্ডালে কৈলা সখা ।

শ্রীরাম দণ্ডকবাসী তথা উত্তরিল আসি

রাবণ-ভগিনী শূর্ণগথা ॥ ৮

রামেরে ভজিতে চায় সীতারে লভিতে ায়

লক্ষ্মণ কাটিল নাক তার ।

সেই হেতু রাম-শরে খর-দুষণাদি মরে

শূর্ণগথা করে হাহাকার ॥ ৯

শুনি শূর্ণগথা-মুখে রাবণ মনের দুখে

বনে গেল মারীচে লইয়া ।

মায়ামূগরূপ হয়ে মারীচ রামেরে লয়ে

দূরে গেল মায়ী প্রকাশিয়া ॥ ১০

রাম-বাণে হত হয়ে হায় রে লক্ষ্মণ কয়ে

মায়ামূগ মারীচ মরিল ।

লক্ষ্মণ সীতার বোলে ॥ তথা গেলা উতরোলে

সীতা হরি রাবণ লইল ॥ ১১

রাম যায়ামুগ নাশি লক্ষ্মণ সহিত আসি

পূর্ণশালে না দেখিয়া সীতা ।

সীতার উদ্দেশে যান পথে মিলে হনুমান

সুগ্রীব-বানর হৈল মিতা । ১২

সুগ্রীবের পক্ষ হৈলা সপ্ততাল ভেদ কৈলা

মহাবলী বালিরে বধিলা ।

সুগ্রীবেরে রাজ্য দিয়া হনুমানে পাঠাইয়া

জানকীর সংবাদ আনিলা ॥ ১৩

কপিগণে পাঠাইয়া শিলা তরু আনাইয়া

সিন্ধু বান্ধি ভবানী পূজিলা ।

সিন্ধু পার হৈলা রাম মনে মানি পরিণাম

বিভীষণ আসিয়া মিলিলা ॥ ১৪

অনেক সময় হৈল কুতূৰ্ণ আদি মৈল

ইন্দ্রজিত প্রভৃতি মরিল ।

রাবণ রুঘিয়া মনে যুদ্ধে শ্রীরামের সনে

শক্তিশেলে লক্ষ্মণে বিক্লি ॥ ১৫

রাম কন হনুমানে সে গন্ধমাদন আনে

তাতে ছিল বিশল্যকরণী ।

পাইয়া তাহার ভ্রাণ লক্ষ্মণ পাইলা প্রাণ

দেবগণ করে জয়ধ্বনি ॥ ১৬

রাবণ আইলা রণে রঘুনাথ ক্রোধ মনে

ব্রহ্ম অস্ত্রে তাহারে বধিলা ।

বিভীষণে দিলা লক্ষ্য ইন্দ্রের ঘুচিল শঙ্কা

পরীক্ষায় সীতা উদ্ধারিলা ॥ ১৭

রাক্ষস-বানর সঙ্গে পুষ্পকে চড়িয়া রঞ্জে

রাজ্য হৈলা অযোধ্যা আসিয়া ।

সীতা হৈলা গর্ভবতী লোক-বাদে রঘুপতি

বনবাসে দিলা পাঠাইয়া ॥ ১৮

সীতা তপোবনে রৈলা কুশ লব পুত্র হৈলা

রাম অশ্বমেধ আরস্থিলা ।

বাগ্মীকির সঙ্গে গিয়া কুশ লব বিবরিয়া

রামে রামায়ণ শুনাইলা ॥ ১৯

কুশ লব পরিচর্যে সীতা আনি নিজালয়ে

পরীক্ষা দিবারে পুন চান ।

সীতা কৈলা ধরা-ধ্যান ॥ ধরা কৈলা অধিষ্ঠান

সীতা কৈলা পাতালে প্রয়াণ ॥ ২০

মুগ্ধ রাম সীতা-শোকে হেন কালে সুরলোকে

যুক্তি করি কাল গেল তথা ।

লক্ষ্মণে বর্জিয়া রাম চলিলা বৈকুণ্ঠধাম

ভারতের অসাধ্য সে কথ্য ॥ ২১

ভবানন্দের কাশী-গমন ।

জয়তি জননী অম্বদা ।

গিরিশনয়নশ্রদ্ধা ॥

অধিল-ভুবন-ভক্ত-ভক্ত-ভক্তি-যুক্তি-শ্রদ্ধা ।

করবিলসিত-রত্নধর্ম-পানপাত্র-সারদা ॥

ওরুণকিরণকমলকোষ-নিহিত-চরণচারদা ।

ভব-নিপতিতভারতগ্র ভবজলনিধিপারদা ॥ ৫ ॥

অযোধ্যা হইতে যাত্রা কৈলা মজুমদার ।

ডানি-বামে যত গ্রাম কত কব তার ॥ ১

অন্নপূর্ণা দেখিবারে কৈলা মনোরথ ।

ধরিতা কান্ধীর পথ কৈলাসের পথ ॥ ২

শোক দুঃখ পাপ তাপ পলাইল দরে ।

শুভক্ষণে প্রবেশিল বারাণসীপুরে ॥ ৩

মণিকর্ণিকার জলে করি স্নান দান ।

দর্শন করিল বিশেষর ভাবানু ॥ ৪

এক মাস কান্ধী-মনে করিয়া বিশ্রাম ।

দেখিলা সকল স্থান কত কব নাম ॥ ৫

অন্নপূর্ণাপুরে অন্নপূর্ণার প্রতিমা ।

বিশ্বকর্ষ-নির্মিত অতুলমতিমা ॥ ৬

শিব কৈলা যার পূজা দেবগণ লয়ে ।

করিতা তাঁহার পূজা সাবধান হয়ে ॥ ৭

ঘোড়শোপচার উপহার কত আর ।

পুথি বেড়ে যায় আর কত কব তার ॥ ৮

ব্রতদাস পূজা কৈলা কান্ধীতে আসিয়া ।

সাক্ষাত করিয়া দেবী কাহিলা হাসিয়া ॥ ৯

অরে বাছা ভবানন্দ বরপুত্র তুমি ।

তোমার পরশ-পুণ্যে ধত্ত হৈল ভূমি ॥ ১০

তুমি হৈলা ধরাপতি ধত্তা হৈল ধরা ।

বিলম্ব না কর স্বরে চল করি ত্বরা ॥ ১১

১২ মুখী পদমুখী মোর ব্রতদাসী ।
 তুমি মোর ব্রতদাস বড ভাল বাসি ॥ ১২
 গোপাল গোবিন্দ আর শ্রীকৃষ্ণকুমার ।
 তিন জন সদা তিন লোচন আমার ॥ ১৩
 সুখে গিয়া রাজ্য কব তা সবারে লয়ে ।
 করিহ আমার পূজা সাবধান হয়ে ॥ ১৪
 সেখানে তোমাবে দেখা দিব আর বার ।
 সেই কালে কব কথা যত আছে আর ॥ ১৫
 এত বলি অন্নপূর্ণা কৈলা অন্তর্দান ।
 মুচ্ছা হৈল মজুমদারে পুন হৈল জ্ঞান ॥ ১৬
 বিস্তর করিয়া স্তুতি প্রতিমা-সমুখে ।
 দেশেতে চলিলা অন্নপূর্ণা ভাবি সুখে ॥ ১৭
 অন্নপূর্ণা-মঙ্গল রচিলা কবিবর ।
 শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ১৮

ভবানন্দের স্বদেশে উপস্থিতি ।

ভাই চল চল রে ভাই চল চল ।
 স্বরে যাব অন্নপূর্ণা বল বল ॥ ১ ॥
 কালী হৈতে প্রস্থান করিলা মজুমদার ।
 ডানি বামে বত গ্রাম কত কব তার ॥ ২ ॥
 বনপথে চলিলেন পঞ্চকূট দিয়া ।
 নাগপুর কর্ণগড় পশ্চাৎ করিয়া ॥ ৩ ॥
 বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথে করি বসন ।
 বাক্ষসের দেখিয়া লালন হৈল মন ॥

বনভূমি এড়াইয়া রাঢ়ে উপনীত ।
 দেখিয়া দেশের মুখ মহাহরষিত ॥ ১
 অজয় পাইয়া পার করিলা গমন ।
 ডানি বামে যত গ্রাম কে করে গণন ॥ ২
 কাটোয়া রহিল বামে গঙ্গার সমীপ ।
 গঙ্গা পার হইয়া পাইলা অগ্রদ্বীপ ॥ ৩
 গঙ্গাস্নান করিয়া দেখিলা গোপীনাথ ।
 করিলা বিস্তর স্তব করি যোড়হাত ॥ ৪
 সেই স্থানে নানা রসে ভোজন করিল ।
 বাড়ীতে সংবাদ দিতে বাসু পাঠাইলা ॥ ৫
 ত্বর্য করি আসি বাসু দিল সমাচার ।
 ঠাকুর আইল জয় করি দরবার ॥ ৬
 রাজাই পাইলা বড়ী নাগরা নিশান ।
 কি কহিব বিশেষ দেখিবে বিদ্যমান ॥ ৭
 শিরোপা আমারে দেহ যোড় আর শাড়ী ।
 মাথায় বাকিয়া আমি আগে যাই বাড়ী ॥ ৮
 শুনি রাম সমাদর সীতা ঠাকুরাণী ।
 বাসুরে শিরোপা দিল যোড়া শাড়ী আনি ॥ ৯
 সাধী মাধী দুই দাসী আইল ধাইয়া ।
 সমাচার দিল বাসু নিকটে ডাকিয়া ॥ ১০
 দুই ঠাকুরাণীয়ে সংবাদ দেহ গিয়া ।
 রাজ্য হয়ে ঠাকুর আইলা ডঙ্কা দিয়া ॥ ১১
 দু' জনার পরিবার দুই শাড়ীলয়ে ।
 আগে আমি বয়ে যাই রাজ্যচোড়া হয়ে ॥ ১২

শুভ সমাচার শুনি ঢুই ঠাকুরাণী ।
 বাসুরে শিবোপা দিল শাড়ী দুইখানি ॥ ১৬
 শাড়ী লয়ে ভাড়াভাড়ি বাড়ী গেল বাসু ।
 দাসুর জননী বলে কোথা য়োর দাসু ॥ ১৭
 নেচে ফিরে বাসু রমণী সুখ পেয়ে ।
 চোর হেন দাসুর রমণী বৈশ চেয়ে ॥ ১৮
 নাগরা নিশান ষড়ী সংযোগ কবিল ।
 কতগুলি লোক যোগ চাকর বাখিল ॥ ১৯
 পর দিনে বাসু অগ্রদাপে উত্তরিল ।
 মজুন্দার মাতবর উকীল রাখিল ॥ ২০
 লিখাইয়া পঞ্জা ফরমানের নকল ।
 নানামতে সংবানে লিখিল আসল ॥ ২১
 ঢাকায় নবাব তথা পাঠায়ে উকীল ।
 ডক্ক দিয়া বাগোয়ানে হইল দাখিল ॥ ২২
 অন্নপূর্ণা-মঙ্গল রচিল কবির ।
 নীষুঁতিভব সুবেতে হবে রচন ॥ ২৩

ভবানন্দের বাণী উপস্থিতি ।

আনন্দ বড় রে ।
 সব ধামে সব গ্রাম সব ধামে ॥
 জয় শব্দ পড় রে ।
 ক্রতিসাসে অবিশ্রামে ফুলধামে ॥
 সব লোক শুড় রে ।
 শুভকামে অভিরামে অবিরামে ॥

ভারত দড় রে ।

পরিণামে হরিণামে পরণামে ॥ ৫

প্রথমে গোবিন্দদেবে প্রণাম করিলা ।

জনকের জননীর চরণ বন্দিলা ॥ ১

মাতা ঠাকুরাণী কত এয়েগণ লয়ে ।

পুত্রের নিছনি কৈলা মহাহুঁষ্ট হয়ে ॥ ২

শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বাজে বিবিধ বাজন ।

হলু হলু ধ্বনি করে যত রামাগণ ॥ ৩

রাজাইর ফরমানে বহিত্র বরণে ।

বরিয়া লইলা অন্নপূর্ণার ভবনে ॥ ৪

পাইয়া সিল্লুর তৈল গেল রামাগণ ।

ভাষিছেন মজুমদার কি করি এখন ॥ ৫

তুই নারী তুই স্বরে কোথা যাব আগে ।

মনে এই আন্দোল কন্দল পাছে লাগে ॥ ৬

এত তাবি জননীর নিকটে বসিলা ।

বদেশের দুঃখ নাশ আগে যেন ॥ ৭

দেখা হেতু বন্ধুবর্গ এসেছিল যারা ।

ক্রমে ক্রমে সকলে বিদায় হৈল তারা ॥ ৮

দরবেরে কাপড় ছাড়িলা মজুমদার ।

দাসু যোগাইল ধুতীঘোড় পরিবার ॥ ৯

সাম্বৎসক্য সমাপিয়া বসি পাপ খান ।

সাধী দাসী মনে মনে করে অনুমান ॥ ১০

ছোটমার কাছে পাছে আগে ভান জানি ।

ধেয়ে গেল যথা বসি বড় ঠাকুরাণী ॥ ১১

এ স্থখে বঞ্চিত কবি রায় গুণাকর ।
 দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর ॥ ১২

বড় রাণীর নিকটে সাধীর বাক্য ।

বড় ঠাকুরাণি গো ।

ঠাকুর হইল। রাজা তুমি রাণী গো ॥ ১

যুবা সূয়া বুড়া দুয়া সবে জানি গো ।

সূয়া যদি হবে শুন মোর বাণী গো ॥ ২

মাধী লয়ে ছোট করে কাণাকাণি গো ।

তোমাতে না দিবে ছেন অনুমানি গো ॥ ৩

মাধী পাছে পড়ি দেয় পাণ পানি গো

কত মন্ত ওস্তা জানে সে নাপানী গো ॥ ৪

ছোট যুবা প্রভু তাহে যুবজানি গো ।

আধবুড়া তুমি তাহে অভিমানী গো ॥ ৫

ছোটের ঘরেতে হবে রাজধানী গো ।

তার ঘরে ঠাকুরের আমদানী গো ॥ ৬

ছোটেরে বলিবে লোকে মহারাণী গো ।

তোমাতে বলিবে বুড়া-ঠাকুরাণী গো ॥ ৭

হাত-তোলা মত পাবে স্বপ্ন-পানি গো ।

বড় হয়ে ছোট হবে মানহানি গো ॥ ৮

পুত্রবতী গুণবতী বটে জানি গো ।

ধোবনে সে পতি-মন লবে টানি গো ॥ ৯

রূপবতী লক্ষ্মী গুণবতী বাণী গো ।

রূপেতে লক্ষ্মীর বশ চক্রপাণি গো ॥ ১০

আগে যদি ঠাকুরেরে ডাকি আনি গো ।
 ছোট পাছে পথে করে টানাটানি গো ॥ ১১
 টেনে টুনে বাঁধ-ছাঁদ খোঁপাখানি গো ।
 শাড়ী পর চিকণ স্ত্রীরামখানি গো ॥ ১২
 দেহড়ীর কাছে থাক হয়ে দানী গো ।
 ঘরে আন ধ'রে ক'রে টানাটানি গো ॥ ১৩
 ভারত কহিছে এত জানাজানি গো ।
 পতি লয়ে দু-সতীনে নানাহানি গো ॥ ১৪

ছোট রাণীর নিবটে মাধীর বাক্য ।
 সাধীর বচন শুনি চন্দ্রমুখী মনে গুণি
 বটে বটে বলিয়া উঠিল ।
 মনে করে ধড় ফড় বেশ কৈলা দড়বড়
 পতি ভুলাইতে মন দিলা ॥ ১
 খোঁপা বাঁধি তাড়াতাড়ি পরিয়া চিকণ শাড়ী
 পড়িয়া কাজল চক্ষে দিলা ।
 পড়া তৈল মুখে মাখি পড়া ফুল চুলে রাধি
 নানা মস্ত্রে সিন্দূর পড়িলা ॥ ২
 পরি পড়া গন্ধ চুয়া মুখে পড়া পাণ গুয়া
 শ্রাস-বেশ নাপান বাঁপ ।
 গলিত হয়েছে কুচ কেমনে সে হবে উচ
 ভাবিয়া উপায় নাহি প ॥ ৩
 ছেলে কেন্দ্রে উঠে কোলে তোষেন মধুর বোলে
 কান্দ না রে অই তার বাপা ।

তোর বাপে আনি গিয়া থাক বাছা চুপ দিয়া
এই ডাকে কাণকাটা হাপা ॥ ৪

সাদীরে বালক দিয়। দেহুড়ীর কাছে গিয়া
রহিলা প্রহরী যেন রেতে ।

প্রভু আসিবেন যেই ধরে লয়ে যাব তেঁই
না দিব সতার স্বরে যেতে ॥ ৫

ওথা পদ্মমুখী লয়ে মাধী রসে মগ্ন হয়ে
নানা মতে বেশ করি দিল ।

পতি ভুলাবার কলা জানে নানামত ছল
ক্রমে ক্রমে সব শিখাইল ॥ ৬

সতী নী তোমার যেটা কোলে তার তিন বেটা
স্বর দ্বার সকলি তাহার ।

শুভর শাশুড়ী যারা তাহারি অধীন তারা
এই মাধী কেবল তোমার ॥ ৭

দরবারে জয় লয়ে প্রভু আ(ই)লা রাজা হয়ে
আগে যদি তার স্বরে যান ।

মহারানী হবে সেই মোর মনে লয় এই
তুল্য হবে দাসীর সমান ॥ ৮

একে তার তিন বেটা তাহারে আঁটিবে কেটা
আরো যদি রানী হয় সেই ।

রাজপাট সব লবে তোমার কি দশা হবে
আমার ভাবনা বড় এই ॥ ৯

ছ্যারে দাঁড়ায়ে থাক আঁখি ঠার দিয়া ডাক
আমি গিয়া ঠাকুরেরে ডাকি ।

আগে ধরে ধরে আনি তোমায়ে ত করি রাগি
 তবে সে সতীন্দ্রী পায় ফাঁকী ॥ ১০
 এত বলি তাড়াতাড়ি চলিল বাহির বাড়ী
 মাধী যেন মাতাল মহিষী ।
 চুড়া-ছাঁদে বাঁধা চুল তাহাতে চাপার ফুল
 আঁচল লুটায় মাটি মিশি ॥ ১১
 নাপান কাপানে যায় ডানি বামে নাহি চায়
 উত্তরিল যথা মজুমদার ।
 দাঁড়াইয়া একপাশে কথা কহে মুহূ হাসে
 রায় গুণাকর কহে সার ॥ ১২

ভবানন্দের অন্তঃপুরপ্রবেশ ।

মার কাছে মজুমদার বসি পান খান ।
 হেন কালে মাধী এল গলভরা পাণ ॥ ১
 ছোটমার ধরে আসি পাণ খেতে হয় ।
 এত বলি কারি বাটা অমৃতীটি লয় ॥ ২
 মাধী যদি কারী বাটা অমৃতী লইল ।
 বিধাতা মনের মত সংযোগ করিল ॥ ৩
 রাখিতে কে পারে আর মাধী দিল টান ।
 ষড় ফিরে আড়ে আড়ে মার দিকে চান ॥ ৪
 মায়ের পোষের ভাব রহে না কি ছাপা ।
 সীতা কন ধরে গিয়া পাণ খাও বাপা ॥ ৫
 আশা বুঝি বাসু আশু খড়ম যোগায় ।
 হাসি হাসি মাধী দাসী আগে আগে যায় ॥ ৬

দেহুড়ার পার মাত্র হৈলা মজুন্দার ।
 সম্মুখেতে চল্লমুখী কৈলা নমস্কার ॥ ৭
 জিহ্বাসিলা মজুন্দার বাড়ী ব কুশল ।
 চল্লমুখী নিবেদিল। সকল মঙ্গল ॥ ৮
 এই হবে আসি বসি খ উন পাণ জল ।
 দেখিবারে ছেলে পিলে হস্মেছে বিকল ॥ ৯
 শুনি মজুন্দার বড় উদ্মনা হলা ।
 কার বরে আগে য ব ভাবিতে লাগিলা ॥ ১০
 যাইতে ছোটর বরে বড় মনোরথ ।
 বড় কৈলা বাদহাট আশুলিয়া পথ ॥ ১১
 এক চল্ল কাতব নে ছোটবরে যায় ।
 আর চল্ল রাজ্য হয়ে বড় ভনে চায় ॥ ১২
 সন্ধ্যাকালে চক্রব ক চাহে যেন লক্ষে ।
 এক চক্ষে তরণী তরণি অ ব চক্ষে ॥ ১৩
 মাধী বলে আগে যাউন ছোটমার বরে ।
 তাব পরে যাবেন যেখানে মন বরে ॥ ১৪
 সাধী বলে মাধী তোরে সাক্ষী কেবা মানে ।
 ঠাকুর যাবেন বুঝি আপনাব স্থানে ॥ ১৫
 ঠাকুরাণী-ঠাকুরে যখন কথা হয় ।
 দাসী হয়ে কথা কৈল বুকে নাহি ভয় ॥ ১৬
 আগে বড় পিছে ছোট বিধির এ কট ।
 তুই কি করিবি তাহে উলট পালট ॥ ১৭
 কমল লাগায়ের স্বর মঙ্গাইনি বুঝি ।
 রামায়ণে ছিল যেন কেকয়ীর কুঞ্জী ॥ ১৮

মাধী বলে আলো সাধি চূপ করি থাক্ ।
 আমি জানি বিস্তর এমন এঁড়ে ডাক্ ॥ ১৯
 সাধী সঙ্গে করিয়া কথার হুটাহুটী ।
 ছোটর নিকটে মাধী গেল ছুটাহুটী ॥ ২০
 কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ।
 দুসতীনা বরে দাসী অনর্থের বর ॥ ২১

মাধীকৃত সাধীর নিন্দা ।

কি কর চল তাড়াতাড়ি গো ছোট মা ।
 তোমার নাম ক'য়ে ঠাকুরে আনু লয়ে
 বড় মা করে কাড়াকাড়ি ॥ ১
 সে যদি আগে লৈল সেই ত রাণী হৈল
 তবে ত বড় বাড়াবাড়ি ।
 সে পতি লয়ে রবে তুমি পাইবে কবে
 ঘুচিল শেজি পাড়াপাড়ি ॥ ২
 ভুলিয়া তার ভাবে পতি না তোরে চাবে
 কথাও হবে ভাঁড়াভাঁড়ি ।
 রাঙ্কিয়া দিবে ভাত ফেলাবে আঁটুপাত
 ঘুচিল হাত নাড়ানাড়ি ॥ ৩
 সাধী হারামজাদী এখনি হৈল বাদী
 করিতে চায় ছাড়াছাড়ি ।
 ধী যে কথা কৈল মোরে সে শেল রৈল
 দিয়াছি খুব ঝাড়াঝাড়ি ॥ ৪

করিলু যত তন্ত্র

পড়িলু যত মন্ত্র

কন্দলে গেল মাড়ামাড়ি ।

ঠাকুরে ভুলাইব

তোমারে আনি দিব

আনিয়া গাহ সাঁড়াসাঁড়ি ॥ ৫

দু-সতীনের স্বর

পড়িরে ঘুচে ডর

কন্দলে হয় রাড়ারাড়ি ।

দু-জনে দ্বন্দ্ব করে

দাসী আনন্দে চরে

ভারত কহে আড়াআড়ি ॥ ৬

পতি লয়ে দুই সতীনের ব্যঙ্গোক্তি ।

কি হেরিলু অপরূপ রূপের বাজার ।

রাধা চন্দ্রাবলী বলে গোবিন্দ সাজার ॥

রাধা পীতধড়া ধরে

চন্দ্রাবলী ধরে করে

চৌদিকে বেড়িয়া গোপী বোড়শ হাজার ।

কেহ বা ষোড়শে অঙ্গ

কেহ করে তুরুরঙ্গ

হাব অনুভবে ভাব কহে যেনা ষার ॥

সকলে সমান ভাব

সকলে সমান হাব

বিশ্বপতি শ্রামরায় কহে কেবা কার ।

সব গোপী এক এক সাথে

লুঠিবেক গোপীনাথে

ভারত দোহাই দেয় মদন রাজার ॥ ৭ ॥

মাধীর বচনে পদ্মমুখী তুরাসিতা ।

দেহড়ীর কাছে গিয়া হৈলা উপনীতা ॥ ১

গলায় অঞ্চল দিয়া কৈলা নমস্কার ।

আধি-ঠারে সম্ভাব করিলা মজুমার ॥ ২

পদ্মমুখী তুষ্ট হৈলা ইসারা পাইয়া ।
 হাসিয়া কহেন প্রভু কেন দাঁড়াইয়া ॥ ৩
 বড় দিদি দাঁড়াইয়া কেন দুঃখ পান ।
 উচিত যে উচ্চাির মন্দিরে আগে যান ॥ ৪
 মজুন্দার বুঝিলেন পদ্মমুখী ধীর ।
 দু-জনে সমুখে করি দাঁড়াইলা ফিরা ॥ ৫
 দু-সতীনে কন্দল নহিলে রস নছে ।
 দোষ গুণ বুঝি চাই কে কেমন কছে ॥ ৬
 রসিকেব স্থানে হয় বসের বিস্তার ।
 সাধী মাধী দু-জনে কহিলা মজুন্দার ॥ ৭
 দু-জনার স্বরে গিয়া দুই জনা থাক ।
 ডাকাডাকি না কর সঙ্গিতে নারি ডাক ॥ ৮
 কামের করাতে ভাগ করি কলেবরে ।
 সমভাবে রব গিয়া দু-জনার স্ববে ॥ ৯
 দুটায় মরিস কেন ডাকাডাকি করি ।
 তারি কাছে আগে যাব যে লহবে ধবি ॥ ১০
 এত শুনি সাধী মাধী অন্তর হইল ।
 দু-জনার স্বরে গিয়া দু-জনা রহিল ॥ ১১
 পদ্মমুখী কহে ভাল আজ্ঞা দিলা স্বামি ।
 ধরি লৈতে তোমায়ে ত না পারিব আমি ॥ ১২
 বড় দিদি বড় ভ্রাতা সব কাজে বড় ।
 ধরি লৈতে উনি বিনা কেবা হবে দড় ॥ ১৩
 চল্লমুখী কন বুনি ব্যঙ্গ কৈলা বড় ।
 দড় ছিনু যখন তখনি ছিনু দড় ॥ ১৪

তিন ছেলে কোলে আন দড় হ'ব কবে ।
 আটে পোটে দড় যেই সেই দড় হবে ॥ ১৫
 দড় বেলা ঝিন্মি হি ক'ত ঠাট করি ।
 ধরিতে না তৈ ত প্রভু আনিতেন ধরি ॥ ১৬
 এখন বরিতে চাহি ব'লা দিলে পারি ।
 পরাধরি যাব সঙ্গে পরাধরি তাবি ॥ ১৭
 তোমার যৌবন আছে তুমি গছ সূয়া ।
 হারায় যৌবন আমি হইয়াছি দয়া ॥ ১৮
 সূয়া যদি নিম দে, সেই হয় চিনি ।
 দয় যদি চিনি দে, নিম হন তিনি ॥ ১৯
 চন্দ্রমুখী কথায় বুঝাইয়া আবিদ্যাব ।
 ধূতপনা করিয়া কহেন মজুমদার ॥ ২০
 চন্দ্রমুখি ওব মুখচন্দ্র উদয় ।
 পদ্মমুখী-মুখপদ্ম প্রকাশ কি হয় ॥ ২১
 কণেক বদনচন্দ্র চাকর অম্বরে ।
 স্তন দেখি পদ্মমুখী প'ত্র কি করে ॥ ২২
 চন্দ্রমুখী কহে প্রভু মিথ্যাছে সে দিন ।
 এখন পদ্মেরে দেখে চন্দ্রমা মলিন ॥ ২৩
 মজুমদার কন প্রিয়ে এমন কি হয় ।
 চন্দ্র পদ্মে যে সঙ্গ কহু মিথ্যা নয় ॥ ২৪
 হাসি চন্দ্রমুখী মুখে ঝাঁপিয়া অম্বর ।
 পদ্মমুখী-মুখপদ্মে হৈলা মধুকর ॥ ২৫
 ভারত কহিছে ধন্য ধূর্ত মজুমদার ।
 সমান রাখিলা মান জ্যেষ্ঠা-কনিষ্ঠার ॥ ২৬

ভবানন্দের উত্তরাণী সন্তোগ ।

সোহাগে হইয়া সুখী বরে গেলা পদ্মমুখী
 মজুন্দার বড় স্বরে গেলা
 কোলে লয়ে বড় নারী করি তার মনোহারি
 ক্ষণেক করিলা কামখেলা ॥ ১

ছেলে পিলে নিড়া গেলা চন্দ্রমুখী লয়ে খেলা
 রাত্রি হৈল দ্বিতীয় প্রহর ।
 যাইতে ছোট্র কাছে মনের বাসনা আছে
 সমাপিলা বড়র বাসর ॥ ২

প্রোষিত-ভর্তৃকা হয়ে দুঁহে ছিলা দুঃখ সয়ে
 আমা দেখি বাসসজ্জা হৈলা ।
 কার স্বরে যাব আগে উৎকণ্ঠিত এই রাগে
 দেহড়ীতে অভিসার কৈলা ॥ ৩

কারো স্বরে নাহি গিয়া রহিলাম দাঁড়াইয়া
 বিপ্রলজ্জা হইলা দু-জনে ।

এখন ইহারে লয়ে থাকিলাম সুখী হয়ে
 পদ্মমুখী কি ভাবিছে মনে ॥ ৪

স্বাধীন-ভর্তৃকা ইনি প্রোষিত-ভর্তৃকা তিনি
 আমি হৈনু অপূর্ব নায়ক ।

তারে গিয়া হৃদে ধরিঃ ॥ স্বাধীন-ভর্তৃকা করি
 নহে হব কামিনী-স্বাতক ॥ ৫

রাত্রি-শেষে গেলে শুখা জ্ঞোথে না কহিবে কথা
 খণ্ডিতা হইবে পদ্মমুখী ।

খেদাইবে কট কয়ে কলহাস্তুরিতা হয়ে
কান্দিলেক হসে বড় দুখী ॥ ৬

তার কাছে গালি খেয়ে এখানে আসিব খেয়ে
ই নি পুন হবেন খণ্ডিতা ।

সেইখানে যাহ কয়ে খেদাইবে ক্রুদ্ধ
একে দুই কলহাস্তুরিতা ॥ ৭

রাত্রি যাবে এইরূপে ডুবে রব কামকূপে
কেহ নাহি করিবে উদ্ধার ।

এখনো যদ্যপি যাই তবে দুই কল পাই
সম হয় দাঁ হার বিহার ॥ ৮

দুই প্রহরের বড়ী গজরের তড়তড়ী
মজুমদার বাহির হইল ।

ওথা হবে পদ্মমুখী ভাবেন অন্তরে দুখী
বুঝি প্রভু আসিতে নারিল ॥ ৯

সোহাগেতে ভুলাইয়া মোরে ধরে পাঠাইয়া
আনন্দে রহিল বড় লয়ে ।

গেল রাত্রি দুই পর এখনো না এলো স্বর
এ দুখ কেমনে রব সয়ে ॥ ১০

ফুল-বাগ বাগফলে অঙ্গ দেই ধরাতে
স্বর বারি করে কতবার ।

এই অবসর পেয়ে মন পাইল খেয়ে
শরের বুঝিয়া খরধার ॥ ১১

হেন কালে মজুমদার বেগে বা ' এলা তার
মন আইল বেগ শিখিবারে ।

মদন প্রহরী ছিল খর শর ছাড়ি দিল

দু-জনে বিকিল একধারে ॥ ১২

কথায় না সহে ভর দু'হে কামে জরজর

কামক্রীড়া করিলা বিস্তর ।

ভারত কহিছে সার বিস্তর কি কব আর

বর্ণিয়াছি বিদ্যার বাসর ॥ ১৩

ধু ধু ধু ধু নৌবত বাজে রে ।

বরপুত্র অন্নদার ভবানন্দ মজুন্দার

রাজা হৈল বাণ্ডয়ান মাজে রে ॥

ভৌ ভৌ ভোরঙ্গ বাজে ধাঁ ধাঁ ধামসা গাজে

ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝম ঝম ঝাঁজে রে ।

ষড়ী বাজে ঠন ঠন ষণ্টা বাজে রণ রণ

গন গন গঙ ষণ্টা বাজে রে ॥

ভাঁড়াই কহিছে ভাঁড় চোয়াড়ে লুফিছে কাঁড়

সিপাই সমুখে পুর সাজে রে ।

ভবানী সহায় হাঁকে নকীব সেলাম ডাকে

দেওয়ান বসিল রাজ-কাজে রে ॥

নব গুণে নব রসে ভুবন ভরিল যশে

চাঁদার কলঙ্ক হৈল লাজে রে ।

অন্নপূর্ণা মহামায়া মেহ রাজাপদ-ছায়া

৭, রতের কৃষ্ণচন্দ্র রাজে রে ॥ ১৪ ॥

পরম আনন্দে ভবানন্দ মজুন্দার ।
 স্নান পূজা করিয়া বাহিরে দিলা বার ॥ ১
 ষড়িয়াল ঠনঠন বাজাইছে বড়ি ।
 চোপদার সমুখে দাঁড়ায় লম্বে ছড়ি ॥ ২
 দেওয়ান আমীন বক্সী মুনসী দপ্তরী ।
 খাজাঞ্জী নিযুক্ত কৈলা বিবেচনা করি ॥ ৩
 সহবতী হিসাব নিকাশ বাজে দফা ।
 মুহুরির রাখিল হিসাব করি রফা ॥ ৪
 ফরমান যত সব সনন্দ লিখিয়া ।
 মফঃস্বলে নায়েব দিগেন পাঠাইয়া ॥ ৫
 পরগণা পরগণা হইল আমল ।
 দেখা কৈল যত প্রজা গোমস্তা মণ্ডল ॥ ৬
 শিরোপা দিলেন সবে বিবিধ প্রকার ।
 সেলামী দিলেক সবে চতুর্দশ তার ॥ ৭
 এইরূপে রাজত্বের যে কিছু নিয়ম ।
 ক্রমে ক্রমে করিলা যতেক উপক্রম ॥ ৮
 হায়নের অগ্র অগ্রহায়ণ জানিয়া ।
 শুভদিনে পুণ্যাহ করিলা বিচারিয়া ॥ ৯
 পৌষ মাস ফাল্গুন বকিয়া সুখসার ।
 চৈত্র মাসে পূজা আরম্ভিলা অন্নদার ॥ ১০
 আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর ।
 রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ১১

অন্নদার এয়োজাত ।

পিলু-বিঁবিট—একতাল।

চল চল সব বজ্রকুমারি ।

তরুতলে গিষা ভেটি মুরারি ॥

রাধা বাধ কয়ে মোহন মন্ত্রে

নিম্মস্তিল শ্যাম মুরলী যন্ত্রে

কি করে কুটিল কুলের তরে

যাইতে হইল রহিতে নারি ।

ভূরাপর সবে করহ সাজ

কি করিবে মিছা স্বরের কাজ

সাজিয়া আইন মদনরাজ

তিলেক রহিতে আর না পারি ॥

কেহ লহ পড়া পঞ্জর-শুয়া

কেহ লহ পাণ কপূর শুয়া

কেহ লহ গন্ধ চন্দন চুশা

কেহ লহ পাখা জলের কারী ।

সে যোর নাগর চিকণ কালা

তারে সাজে ভাল বকুল-মালা

আমি বয়ে লব পুরিয়া থালা

ভারতচন্দ্র বলে বলিহারি ॥ ৫ ॥

অন্নপূর্ণা-পূছা আঃস্তিলা মজুন্দার ।

চন্দ্রমুখী পাইলেন এয়োজাতে ভার ॥ ১

বরে বরে সাধী দাসী নিমজ্জন দিল ।
 সারি সারি ঐয়োগণ আসিয়া মিলিল ॥ ২
 অপর্ণা অপরাজিতা অম্বিকা অমলা ।
 ঈলাণী ঈশ্বরী ইন্দুমতী ইন্দুকলা ॥ ৩
 শ্লোচনা সুমিত্রা সুভদ্রা সুলক্ষণা ।
 যশোদা যমুনা জয়া বিজয়া সুমনা ॥ ৪
 রোহিণী রেবতী রমা রত্নাবতী রুমা ।
 অরুন্ধতী অরুণী উর্ধ্বা উমা ॥ ৫
 সরস্বতী শুকী শুভী সাবিত্রী শঙ্করী ।
 মহামায়া মোহিনী মাদবা মহেশ্বরী ॥ ৬
 তিলোত্তমা তরু তারা ত্রিপুরা তারিণী ।
 কমলা কল্যাণী কৃষ্ণী কালিন্দী কামিনী ॥ ৭
 কোষিকী কৌশল্য কালী কিশোরী কুমারী ।
 রাজেশ্বরী ব্রজেশ্বরী শিবেশ্বরী সারি ॥ ৮
 হৈমবতী হরিপ্রিয়া হীরা হীরাবতী ।
 পরশী পরমী পদ্মা পরাণী পার্শ্বতী ॥ ৯
 ভাগ্যবতী ভগবতী ভৈরবী ভবানী ।
 রুদ্রিণী রাধিকা রাণী রমণী রুদ্রাণী ॥ ১০
 শারদা শুলীলা শ্যামী সুমতি সর্স্বাণী ।
 বিশালাক্ষী বিনোদিনী বিশ্বেশ্বরী বাণী ॥ ১১
 বলিতা লহনা লক্ষ্মী লীলা লজ্জাবতী ।
 ধেমী হেমী চাঁদরাণী সূর্য্যবাণী সতী ॥ ১২
 সোণা রূপা পলা মুক্তা মাণিকী রতনী ।
 মল্লিকা মালতী চাঁপী ফুলী মূলী ধনী ॥ ১৩

গৌরী গঙ্গা গুণবতী গোপালী গাঙ্গারী ।
 নিম্ন তেজী ছকী লকী হেলী ফেলী বারী ॥ ১৪
 বিধুমুখী শীঘ্র সাধু শচী মন্দোদরী ।
 সীতা রামা সত্যভামা মদনমঞ্জরী ॥ ১৫
 মোহাঙ্গী সম্পতি শাস্তি সয়া সুরধুনী ।
 কুঞ্জী কাত্যায়নী কুস্তী কুড়ানী করুণী ॥ ১৬
 ছলানী দ্রোপদী দুর্গা দয়াময়ী দেবী ।
 ভারতী ভুবনেশ্বরী টিকা টুনী টেবী ॥ ১৭
 নারায়ণী নয়নী নর্ষদা নন্দরাণী ।
 জয়ন্তী জাহ্নবী জুতী জিতী জাহু জানি ॥ ১৮
 কুশলী কনকলতা কুচিলা কাঞ্চনৌ ।
 অন্নপূর্ণা অভয়া অহল্যা অকিঞ্চনৌ ॥ ১৯
 আনন্দী আগোদী অম্বী আতুলী আদরী ।
 সাতী ষাঠী স্বধামুখী সর্বলী সুন্দরী ॥ ২০
 চিত্রলেখা মনোরমা মসী মৌনবতী ।
 ত্রিমতী নলিনী নীলা ভূতি ভানুমতী ॥ ২১
 শশিমুখী সত্যবতী সুখী সুরেশ্বরী ।
 মধুমতী মায়া দময়ন্তী পারী পরী ॥ ২২
 বিষ্ণুপ্রিয়া বিদ্যা বৃন্দা মূর্ত্তি মঙ্গলী ।
 মেনকা কেকয়ী চল্লমুখী চল্লাবলী ॥ ২৩
 কার কোলে ছেলে কার ছেলে চ'লে যায় ।
 কার ছেলে কান্দে কার ছেলে মারি খায় ॥ ২৪
 বুড়া আধবুড়া যুবা নবোঢ়া গর্ভিণী ।
 ঘন বাজে ঘুণ ঘুণ কঙ্কণ কিঙ্কিণী ॥ ২৫

কেহ বলে এস সহ চল সেঙাতিনী ।
 ঠাকুরাণী ঠাকুরঝি নাতিনী মিতিনী ॥ ২৬
 বড় মেজ সেজ ছোট ন বহু বলিয়া ।
 শান্তড়ী দিছেন ডাক পথে দাঁড়াইয়া ॥ ২৭
 কেহ বলে রৈও রৈও পরি আসি শাড়ী ।
 কেহ কান্দে কাপড় থাকিল ধোপাবাড়ী ॥ ২৮
 কার্যবেণী কার খোঁপা কার এলো চুল ।
 কুলি কুলি কলরব শুনি কুল কুল ॥ ২৯
 চল্লমুখী কৈলা এয়োজাতের ব্যাপার ।
 দেখিয়া সানন্দ ভবানন্দ মজুন্দার ॥ ৩০
 তার মধ্যে কতগুলি কুমারী লইয়া ।
 করিলা কুমারীপূজা বাস ভূষা দিয়া ॥ ৩১
 সবাকারে দিলা তৈল সিন্দূর চিকুণী ।
 কুতুহল কোলালহ ললু ললু ধনি ॥ ৩২
 নজ বাসে গেলা সবে করি প্রণিপাত ।
 রচিলা ভারত অনন্দার এয়োজাত ॥ ৩৩

রক্ষন ।

বেলা হৈল অন্নপূর্ণা রাক্ষ বাড় গিয়া ।
 পরম আনন্দ দেখে পরমাম দিয়া ॥
 তোমার অন্তরে বলে অদ্যাবধি আছে গলে
 কালরূপী কালকূট অমৃত হইয়া ।
 এক হাতে পানপাত্র আর হাতে হাতা মাত্র
 দিতে পার চতুর্দিক ঈশ্বর হাসিয়া ॥

তুমি অন দেহ যারে অমৃত কি মিঠা তারে

সুধাতে কে করে সাধ এ সুধা ছাড়িয়া ।

পরশিয়া অন সুধা ভারতের হর সুধা

মা বিনা বালকে অন কে দেয় ডাকিয়া ॥ ৫ ॥

ভোগের রন্ধনে তার লয়ে পদমুখী ।

রন্ধন করিতে গেলা মনে মহাসুখী ॥ ১

স্নান করি করি রামা অনন্দার ধ্যান ।

অন্নপূর্ণা রন্ধনে করিলা অধিষ্ঠান ॥ ২

হাস্তমুখী পদমুখী আরন্তিলা পাক ।

শড়শড়ি ষণ্ট ভাজা নানামত শাক ॥ ৩

ডালি রান্ধে বনতর ছোলা অরহরে ।

মুগ মাষ বরবটী বাটুলা মটরে ॥ ৪

বড়া বড়ী কলা মূলা নারিকেল ভাজা ।

দুধ খোড় ডালনা সূক্তানি ষণ্ট ভাজা ॥ ৫

কাঁটালের বীজ রান্ধে চিনি-রসে শুড়া ।

তিল-পিটালিতে লাউ বার্তাকু কুমুড়া ॥ ৬

নিরামিস তেইশ রাঙ্গিলা অনায়াসে ।

আরন্তিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য-মাসে ॥ ৭

কাতলা ভেকুট কই ঝাল ভাজা কোল ।

শিকপোড়া খুড়ী কাঁটালের বীজে ঝোল ॥ ৮

ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই ।

কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই ॥ ৯

ময়্য সোণা খড়কীর ঝোল ভাজা সার ।

চিজড়ীর ঝাল বাগা অমৃতের তার ॥ ১০

কঠা রাঙ্কি রাঙ্কে কই কাতলার মুড়া।
 তিত দিয়া পচা মাছে রাঙ্কিলেক গুড়া ॥ ১১
 আত্ন দিয়া শোল মাছে কোল চড়চড়ী।
 আর রাঙ্কে আদারসে দিয়া কুলবড়ী ॥ ১২
 কুই কাতলার তৈলে রাঙ্কে তৈল-শাক।
মাছের ডিমের বড়া মুতে দেয় ডাক ॥ ১৩
 ব'চার করিলা কোল থষরার ভাজা।
 অমৃত-অধিক বলে অমৃতের রাজা ॥ ১৩
 সুমাছ বাছের বাছ আর মাছ ষত।
 ঝাল কোল চড়চড়ী ভাজা কৈলা কত ॥ ১৪
 বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম।
 গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম ॥ ১৬
 কচি ছাগ-মৃগ-মাংসে ঝাল কোল রসা।
 কালিয়া দোলমা বাগা সেকচী সমসা ॥ ১৭
 গুজ মাংস শিকভাজা কাবাব করিয়া।
 রাঙ্কিলেন মুড়া আগে মসলা পুরিয়া ॥ ১৮
 মৎস্ত মাংস সান্ন করি অম্বল রাঙ্কিলা।
 মৎস্ত-মুলা বড়া বড়ী চিনি আদি দিলা ॥ ১৯
 আম আমস্বত্ব আর আমসি আচার।
 চালিতা তৈল কুল আমড়া মন্দার ॥ ২০
 অম্বল রাঙ্কিয়া রামা আরন্তিলা পিঠা।
 সুধা বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা ॥ ২১
 বড়া এলো আসিকা পীষুখী পুরী পুণী।
 চুবি রুটি রামরোট মুগের সামুণী ॥ ২২

কলাবড়া বিয়ড় পাপড় ভাজা-পুণী ।
 সুধারুচি মুচ-মুচি লুচি কতগুলি ॥ ২৩
 পিঠা হৈল পরে পরমান্ন আরস্তিলা ।
 চালু চিনা ভুরা রাজবরা চালু দিলা ॥ ২৪
 পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর ।
 বিষ্ণুভোগ রান্ধিলা রান্ধনী লক্ষ্মী যার ॥ ২৫
 অতুলিত অগণিত রান্ধিয়া ব্যঞ্জন ।
 অন্ন রান্ধে রাশি রাশি অন্নদামোহন ॥ ২৬
 মোটা সরু ধাত্তের তত্ত্ব তরতমে ।
 আশু বোরো আমন রান্ধিলা ক্রমে ক্রমে ॥ ২৭
 দলকচু ওড়কচু ঝিকলা পাতরা ।
 মেবহাসা কালমানা রায় পানিতরা ॥ ২৮
 কালিন্দী কনকচুর ছায়াচুর পুদি ।
 শুয়া শালী হরিলেবু শুয়াথুরি সুঁদী ॥ ২৯
 বিশালী পোয়ালবিড়া কলামোচা আর ।
 কৈজুড়ী খাজুরে-ছড়ী চিনা ধলবার ॥ ৩০
 দামুমাছি বাঁশকুল ছিলাট করুচি ।
 কেলোজিরা পদ্মরাজ হৃদরাজ লুচি ॥ ৩১
 কাঁটারাজি কোঁচাই কপিলভোগ রান্ধে ।
 ধুলে বাঁশ গজাল ইন্দ্রের মন বান্ধে ॥ ৩২
 বাজাল মরীচশালি ভুরা বেনাফুল ।
 কাজলা শঙ্করচিনা চিনি সমতুল ॥ ৩৩
 মাকু মেটে মবিলোট শিবজটা পরে ।
 দুধপনা গজাজল মুনিমন হরে ॥ ৩৪

সুধা দুধকমল খড়িকামুণী রাঞ্জে ।
 বিষ্ণুভোগ গন্ধেশ্বরী গন্ধভার কান্দে ॥ ৩৫
 রাঙ্কিয়া পায়রারস রাঞ্জে বাঁসমতী ।
 কদমা কুসুমশালি মনোহর অতি ॥ ৩৬
 রমা লক্ষ্মী অলিতাছানার গুড়া রাঞ্জে ।
 জুতী গন্ধমালতী অমৃতে ফেলে বাঞ্জে ॥ ৩৭
 লতামউ প্রভৃতি রাঢ়ের মরু চালু ।
 রসে গন্ধে অমৃত আপনি আলু খালু ॥ ৩৮
 অন্নদার রন্ধন ভারত কিবা কয় ।
 মৃত হয় অমৃত অমৃত মৃত হয় ॥ ৩৯

অন্নদা-পূজা ।

অশেষ উপচার অনিয়া মজুন্দার
 পূজেন অন্নদাচরণ ।
 পদ্ধতি সুবিদিত পণ্ডিত পুরোহিত
 পূজয়ে বিধান যেমন ॥ ১
 ষোড়শ উপচার সামগ্রী কত আর
 কি কব তাহার বিশেষ ।
 মহিষ মেঘ ছাগ প্রভৃতি বলিভাগ
 বসন ভূষণ সন্দেশ ॥ ২
 বাজয়ে বাদ্য কত নাচয়ে নাট যত
 গায়ক নটী রামজনী ।
 যতেক রামাঙ্গণ পরম হৃষ্টমন
 করয়ে হলু হলু ধনি ॥ ৩

পড়িয়া সূর্য্য সোম পূজান্তে অন্ন হোম

ভোগের অন্ন আনি দিলা ।

করিয়া দক্ষিণান্ত লইয়া দান্ত শান্ত

জাগিয়া নিশা পোহাইলা ॥ ৪

হইয়া ষোড়পাণি পড়েন স্ততিবাণী

পরম জ্ঞানী মজুন্দার ।

কি কব ভাগ্য-লেখা অন্নদা দিলা দেখা

ধরিয়া ধ্যানের আকার ॥ ৫

দেখিয়া অন্নদায় পুলকে পূর্ণকায়

মোহিত হইলা মজুন্দার ।

অন্নদা কন কথা যে কেহ ছিল তথা

কেহ না দেখে শুনে আর ॥ ৬

কহেন দেবী সূর্য্যী কোথা লো চন্দ্রমুখী

এস লো পদ্মমুখী রামা ।

আছিল স্বর্গবাসী শাপে ভূতলে আসি

ভুলিয়া নাহি চিন আমা ॥ ৭

এই যে ভবানন্দ পাইয়া মহানন্দ

মনে না করে পূর্ব্বকথা ।

আমার ইতিহাস করিল পরকাশ

এখন চল যাই তথা ॥ ৮

অষ্টাহ গীত-কথা কহেন দেবী তথা

শুনেন ভবানন্দ রায় ।

অন্নদার পদতলে বিনয় করি বলে

ভারত অষ্টমঙ্গলায় ॥ ৯

অষ্টমঙ্গলা ।

শুন শুন অরে ভবানন্দ ।

মোর অষ্টমঙ্গলায় অমঙ্গল দূরে যায়

শুনিলে না হয় কভু মন্দ ॥ ১

প্রথম মঙ্গল শুন সৃষ্টি করি তিনি গুণ

বিধি বিমু হরে প্রসবিমু ।

দক্ষের হুহিতা হয়ে পতিভাবে হরে লয়ে

দক্ষযজ্ঞে সে তনু ছাড়িহু ॥ ২

শুন শুন ইত্যাদি ।

দ্বিতীয়ে হেমন্ত-ধামে জনমিহু উমা নামে

মোর বিয়া-হেতু কাম মৈল ।

বিয়া হৈল হর-সঙ্গে হরগৌরী হৈহু রঙ্গে

গণেশ কার্তিক পূজ হৈল ॥ ৩

শুন শুন ইত্যাদি ।

তৃতীয়ে শিবের সঙ্গে কন্দল করিয়া রঙ্গে

ভিক্ষা-হেতু তাঁরে পাঠাইহু ।

পানপাত্র হাতে লয়ে অন্নপূর্ণারূপ হয়ে

অন্ন দিয়া শিবে বাঁচাইহু ॥ ৪

কালী-মাকৈ ত্রিলোচন লয়ে যত দেবগণ

বিশ্বকর্ষ-নির্ম্মিত মন্দিরে ।

করিয়া তপস্যা ষোর পূজা প্রকাশিলা মোর

অয়ে পূর্ণ করিহু ভূমিরে ॥ ৫

শুন শুন ইত্যাদি ।

চতুর্থেতে বেদব্যাস নিন্দা কৈলা কৃষ্ণিবাস

ভুজস্তস্ত হয়েছিল তার ।

শেষে অন্ন নাহি পায় আমি অন্ন দিনু তার

কাশীথণ্ডে আছয়ে প্রচার ॥ ৬

সেই ব্যাস তার পরে ব্যাস-বারাণসী করে

মোর উপাসনা করে বসি ।

বুড়ীরূপে আমি গিয়া বাক্যছলে শাপ দিয়া

করিনু গর্দভ-বারাণসী ॥ ৭

কুবেরের অনুচরে রস্করা-বস্করে

শাপ দিয়া ভূতলে আনিবু ।

হরিহোড় নাম দিয়া বুড়ীরূপে আমি গিয়া

ঘুঁটে-বেচা ছলে বর দিনু ॥ ৮

শুন শুন ইত্যাদি ।

পঞ্চমে শাপের ছলে আনিবু ধরনীতলে

নলকুবেরেরে এই গ্রামে ।

ভবানন্দ তুমি সেই চল্লিগী পদ্মিনী এই

চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নামে ॥ ৯

পরে হরিহোড় ছাড়ি আইবু তোমার বাড়ী

কাঁপী হাতে পার হয়ে নায় ।

শুনি পাটুনার মুখে তুমি নিজ বরে সুখে

কাঁপীরূপে পাইলা আমায় ॥ ১০

আসিরাছি তোর বরে শুন কহি তার পরে

প্রতাপ-আদিত্য ধরিবারে ।

এল মানসিংহ রায় দেখা হেতু তুমি তার

বর্ধমানে গেলা আশুসারে ॥ ১১

মানসিংহ! শুনি তথা বিদ্যাসুন্দরের কথা

জিজ্ঞাসিলা বিশেষ তোমায় ।

ইতিহাসচ্ছলে স্মখে শুনাতু তোমার মুখে

আদ্যরস সুন্দর-বিদ্যায় ॥ ১২

পুজি মোর কালীরূপ সুকবি সুন্দর ভূপ

উপনীত হৈল বর্ধমান ।

হীর। নাম মালিনীর স্বরে উত্তরিল ধীর

শুনিল বিদ্যার রূপ-গান ॥ ১৩

গাখিয়া দিলেক মালা ভুলে বিদ্যা রাজবালা

হুঁহে দেখা রথের নিকটে ।

মোর বরে সন্ধি হৈল গাক্কর্ক বিবাহ কৈল

বাসর বঞ্চিল অকপটে ॥ ১৪

শুন শুন ইত্যাদি ।

ষষ্ঠেতে সুন্দর কবি বিদ্যাপদ্বিনীর রবি

অশেষ চাতুরী প্রকাশিল ।

কপট-সন্ন্যাসী হৈল রাজার সাক্ষাৎ কৈল

নানামতে বিহার করিল ॥ ১৫

বিদ্যা হৈল গর্ভবতী ক্রুদ্ধ হৈল নরপতি

কোটাল ধরিতে গেলা চোরে ।

নারীবেশে চোর ধরে রাজার সাক্ষাৎ করে

সুন্দর ঠেকিল দায় ষোরে ॥ ১৬

শুন শুন ইত্যাদি ।

সপ্তমেতে আমি গিয়া কালীরূপে দেখা দিয়া
বাঁচাইনু কুমার সুন্দরে ।

বীরসিংহ পূজা কৈল মোর অনুগ্রহ হৈল
বিদ্যা লয়ে কবি গেল স্বরে ॥ ১৮

এই ইতিহাস সুখে শুনিয়া তোমার মুখে
মানসিংহ এল তোর স্বরে ।

সপ্তাহ বাদলে তারে নানামত উপহারে
তব্ব নিলা তুমি মোর বরে ॥ ১৮

ভেট পেয়ে তোর মুখে মোর পূজা দিয়া সুখে
মানসিংহ যশোরে আইল ।

প্রতাপ-আদিত্য ধরি লইল পিঞ্জরে ভরি
তোমা লয়ে দিল্লীতে চলিল ॥ ১৯

তুমি মোর পূজা দিয়া কুতূহলে দিল্লী গিয়া
পাতশার ক্রোধে বদ্ধ হৈলা ।

তুমি পাতশার ডরে নত হয়ে ভক্তিভরে
একমনে মোরে স্তুতি কৈলা ॥ ২০

আমি তোরে তুষ্ট হয়ে ডাকিনী যোগিনী লয়ে
উপদ্রব করিহু সহরে ।

পাতশা মানিয়া মোরে রাজাই দিলেক তোরে
মহাসুখে তুমি এলা স্বরে ॥ ২১

শুন শুন ইত্যাদি ।

অষ্টমেতে তুমি সেই মোর পূজা কৈলা এই
আমি অষ্টমঙ্গলা করিহু ।

ব্রত হৈল পরকাশ এবে চল সর্গবাস
 এই বর পূর্বে দিয়াছিহু ॥ ২২
 শুন শুন ওরে ভবানন্দ ।
 মোর অষ্টমঙ্গলায় অমঙ্গল দূরে যায়
 শুনিলে না হয় কভু মন্দ ॥ ২৩
 অন্নদা অষ্টাহ গীত রচিবারে নিয়োজিত
 কৈলা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ।
 বন্দিয়া গোবিন্দ-পায় রায় গুণাকর গায়
 পরিপূর্ণ অষ্টমঙ্গলায় ॥ ২৪

রাজার অন্নদার সহিত কথ

মোরে তারহ তারিণি ।
 অভয়া ভয়-বারিণী ॥
 অম্বিকা অন্নদা শঙ্করী শারদা
 জয়ন্তী জয়কারিণী ।
 চামুণ্ডা চণ্ডিকা করালী কালিকা
 ত্রিপুরা শূলধারিণী ॥
 মহিষমর্দিনী মহেশমোহিনী
 দুর্গা দৈত্যবিনাশিনী ।
 ভৈরবী ভবানী সর্কাণী রুদ্রাণী
 ভারত-চিত্তচারিণী ॥ ৳ ॥
 এইরূপে পূর্ব-কথা বিশেষ কহিয়া ।
 মহামায়া মায়াজাল দিলা ঘুচাইয়া ॥ ১

মোহ গেল জাতিস্বর হৈলা তিন জন ।
 দেখিতে পাইলা সর্ব পূর্ব-বিবরণ ॥ ২
 মজুন্দার কন আর এথা নাহি কাজ ।
 গনব্যাজে দেখিব গিয়া বাপ যক্ষরাজ ॥ ৩
 চল্লমুখী পদমুখী কান্দে নানাছান্দে ।
 শ্বশুর শান্তিডী দেখিবারে প্রাণ কান্দে ॥ ৪
 দেবীর চরণে ধরি কান্দে তিন জন ।
 লয়ে চল এথা আর নাহি প্রয়োজন ॥ ৫
 অন্নদা কহেন চল ব্যাজ নাহি আর ।
 প্রিয়পুত্র যেই তারে দেহ রাজ্যভার ॥ ৬
 মজুন্দার কন আমি কি জানি তাহার ।
 উপযুক্ত বুঝিয়া নিযুক্ত কর ভার ॥ ৭
 অন্নদা কহেন তবে ভবিষ্যৎ কই ।
 মোর প্রিয় গোপাল ভূপাল হবে অই ॥ ৮
 সমাদরে মোর কাঁপী রাখিবেক এই ।
 যার স্থানে কাঁপী রবে রাজা হবে সেই ॥ ৯
 গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধর ।
 রাষব হইবে নাম রাষব-সোসর ॥ ১০
 দে-গাঁয়ে আছিল রাজা দেপাল-কুমার ।
 পরশুপাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার ॥ ১১
 আমার কপটে তার হয়েছে নিধন ।
 রাষবেরে দিব আমি তার রাজ্যধন ॥ ১২
 গ্রাম দীর্ঘ নগর সে করিবে পত্তন ।
 দীর্ঘ কাটি করিবেক শঙ্কর স্থাপন ॥ ১৩

তার পুত্র হইবেক রাজা রুদ্ররায় ।
 বাড়িবেক অধিকার আমার দয়ায় ॥ ১৪
 গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে শঙ্কর স্থাপিবে ।
 পৃথিবীতে কীৰ্ত্তি রাখি কৈলাসে যাইবে ॥ ১৫
 তিন পুত্র রুদ্রের হইবে নিরুপম ।
 রামচন্দ্র বড় রামজীবন মধ্যম ॥ ১৬
 রামকৃষ্ণ ছোট তার বড় ব্যবহার ।
 রামচন্দ্র নিধনে রাজ্যই হবে তার ॥ ১৭
 জিনিবেক সভাসিংহ আদি রাজরাজী ।
 সোমযাগ করি নাম্য হবে সোমযাজী ॥ ১৮
 এই ঝাঁপী হেলন করিবে অহঙ্কারে ।
 সেই অপরাধে আমি ছাড়িব তাহারে ॥ ১৯
 নিধন করিব তারে দরবারে লয়ে ।
 রাজ্য দিব রামজীবনেরে তুষ্ট হয়ে ॥ ২০
 অবিরোধে তার স্বরে থাকিব সচ্ছন্দে ।
 রাজ্যই করিবে রামজীবন আনন্দে ॥ ২১
 তিন পুত্র হবে তার প্রথম ভার্য্যায় ।
 রাজা রামকৃষ্ণ রায় রঘুরাম রায় ॥ ২২
 গোপালগোবিন্দ হবে আবার ভার্য্যায় ।
 তার মধ্যে রাজা হবে রঘুরাম রায় ॥ ২৩
 ভূমিদান দয়া দর্প রাজধর্ম্য বলে ।
 রঘুবীর খ্যাতি হবে ধরণীমণ্ডলে ॥ ২৪
 তার পুত্র হবে কৃষ্ণচন্দ্র মতিমান ।
 কালীতে করিবে জ্ঞানবাণীর সোপান ॥ ২৫

বিগ্রহ ব্রহ্মণ্যদেব মূর্তি প্রকাশিয়া ।
 নিবাস করিবে শিবনিবাস করিয়া ॥ ২৬
 আমার প্রতিমা-পূজা প্রকাশ তাহাতে ।
 কত কব তার যশ বুঝিবা ইহাতে ॥ ২৭
 শাকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে ।
 বরগীর বিভাট হইবে এইদেশে ॥ ২৮
 আলিবর্দি কৃষ্ণচন্দ্রে ধরি লয়ে যাবে ।
 নজরানা বলি বারলক্ষ টাকা চাবে ॥
 বদ্ধ করি রাখিবেক মুরশিদাবাদে ।
 মোরে স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে ॥ ৩০
 সপ্নে দেখা দিব অন্নপূর্ণারূপ হয়ে ।
 এই গীতে পূজার পদ্ধতি দিব কয়ে ॥ ৩১
 সভাসদ তাহার ভারতচন্দ্র রায় ।
 ফুলের মুখটী নৃসিংহের অংশ তায় ॥ ৩২
 ভূরিশিটে ভূপতি-নরেন্দ্র-রায়সুত ।
 কৃষ্ণচন্দ্র পাশে হবে হয়ে রাজ্যচ্যুত ॥ ৩৩
 ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক ।
 অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক ॥ ৩৪
 পুরাণ-আগমবেত্তা নাগরী পারনী ।
 দয়া করি দিব দিব্য জ্ঞানের আদ্রনী ॥ ৩৫
 জ্ঞানবান হবে সেই আমার কৃপায় ।
 এই গীত রচিবারে স্বপ্ন কব তায় ॥ ৩৬
 কৃষ্ণচন্দ্র আমার আঙ্গুর অমুসারে ।
 রায় গুণাকর নাম দিবেক তাহারে ॥ ৩৭

সেই এই অষ্টমঙ্গলার অনুসারে ।
 অষ্টাহ মঙ্গল প্রকাশিবেক সংসারে ॥ ৩৮
 ডাঁউসাঁই নীলমণি কণ্ঠ আভরণ ।
 এই মঙ্গলের হবে প্রথম গাথন ॥ ৩৯
 শুনিয়া কহিল ভবানন্দ মজুম্ভার
 জগতঙ্গপরী তুমি যে ইচ্ছা তোমার ॥ ৪০
 যে জান তা করিবে কি কাজ মোরে কয়ে ।
 তিলেক বিলম্ব নাহি চল মোরে লয়ে ॥ ৪১
 বেদ লয়ে ঋষি রসে ত্রুণ নিরুপিল ।
 সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা ॥ ৪২

মজুম্ভারের সর্গযাত্রা ।

ভবানন্দ মজুম্ভার স্মৃতে দিয়া রাজ্য-ভার
 বাপ মায় প্রবোধ করিয়া ।
 পূর্ব কথা মনে করি বসিলেন ধ্যান করি
 স্বর্গে যান শরীর ছাড়িয়া ॥ ১
 সীতারাম মজুম্ভার করিছেন হাহাকার
 প্রজাগণ কান্দিয়া দিকল ।
 অমাত্য অপত্যগণ সবে শোকে অচেতন
 ক্রন্দন উঠিল কোলাহল ॥ ২
 চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী স্বর্গে যাইবারে সুখী
 সহমৃত্যু হইলা হাসিয়া ।
 চড়িয়া পুষ্পক-রথে চলিলা অলকাপথে
 যক্ষগণে বেষ্টিত হইয়া ॥ ৩

অন্নপূর্ণা আগে আগে সখীগণ চারি ভাগে
পিছে নলকুবর চলিলা ।

কুবের যক্ষের পতি শোকেতে পীড়িত অতি
পুত্র দেখি আনন্দ পাইলা ॥ ৪

পুত্র পুত্র-বধূ লয়ে কুবের সানন্দ হয়ে
পূজা কৈল অন্নদাচরণ ।

কুবেরের পূজা লয়ে দেবী গেলা তুষ্ট হয়ে
'কৈলাসে যেখানে পঞ্চানন ॥ ৫

অন্নপূর্ণা অজার্চিতা অপর্ণা অপরাধিতা
অনাদ্যা অনন্তা অম্বা অমা ।

অবিকারা অনূপমা অরুক্ষতী অনন্তমা
অনির্বাচ্যা অরূপা অসমা ॥ ৬

গুণাহরা ক্রামোদরী ক্ষান্তি ক্ষিতি ক্ষপাকরী
গুহ্ম আমি কি আছে ক্ষমতা ।

ক্ষিপ্ত আমি ক্ষোভ কত ক্ষণ কহিয়াছি কত
ক্ষমারূপা ক্ষীণেরে ক্ষম তা ॥ ৭

কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি করিলেন অনুম
সেই মত রচিয়া বিধানে ।

ভারত যাচয়ে বর অন্নপূর্ণা দয়া কর
পরীক্ষিত-তনু ভগবানে ॥ ৮

চোরপঞ্চাশৎ ।

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং
কুঞ্জারবিন্দবদনাং তনুগোমরাজীম্ ।
সুপ্তোখিতাং মদনবিস্মললালসাকীং
বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি ॥ ১

অস্তার্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

অদ্যাপি সঙ্কটে পড়ে হারাই জীবন ।
তথাপি বারেক চিন্তা বিদ্যার কারণ ॥
সুবর্ণচম্পক-দাম তুল্য রূপ তার ।
গৌরাস্ত্র তেমতি শোভা তব তনয়ার ॥
অরুণ-উদয়ে যেন প্রফুল্লকমল ।
বিদ্যার বদন শোভে তেমতি বিমল ॥
গৌরদেহে কিবা শোভে কৃষ্ণ লোমাবলি ।
সিন্ধুরের বিন্দুমাঝে অলকা-আবলী ॥
যখন শয়ন হৈতে নিদ্রা হয় ভঙ্গ ।
কামরসে বিস্মল লালস হয় অঙ্গ ॥
প্রমাদেতে প'ড়ে আমি পরাণ হারাই ।
মুহূর্ত্তেক বিদ্যারূপ চিন্তা করে যাই ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

কনকচম্পকদাম মুদ্রা দক্ষ-করে।

আশীর্বাদ বরাভয়যুক্ত সব্যে ধরে ॥

যে গুণে বিভব নাম হয়েছে অভয়া !

নিজগুণে কৃপা করি কর মোরে দয়া ॥

অগৌরী শব্দেতে মহামেষ-প্রভা জানি :

নীলপদ্ম-প্রকাশিত বদন বাখানি ॥

শিবের বচনে যোগভক্তমতে বলি।

ভদেশে আছে তব নীল লোমাবলী ॥

সুপ্ত শব্দে শয়নে আছেন ত্রিলোচন।

তন্ত্রোপরি দিগম্বরী কর আরোহণ ॥

কার্তিকের জন্মকালে ওনেছি পুরাণে।

উপস্থিত হৈল কাম শিব-সন্নিধানে ॥

ক্রকুট-লোচনে ভস্ম হইল মদন।

মদনবিহ্বল নাম হইল তখন ॥

তঁাহার সহিত যেবা লালসিত-অঙ্গ।

প্রমাদেতে পড়ে করি তঁাহার প্রসঙ্গ ॥

বিদ্যা নামে দশ মহাবিদ্যার বর্ণনা।

তন্ত্রসারে আগে যারে করেছে গণনা ॥ ১

অদ্যাপি তাং শশিমুখীং নবযৌবনাঢ্যাং

পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তিম্।

পশ্যামি মন্থথশরানলপীড়িতানি

পাত্রাণি সম্প্রতি করোমি স্ত্রীভলানি ॥ ২

অস্বার্থঃ । বিদ্যা পক্ষে ।

অদ্যাপি অশেষ কেশ-রজ্জুর বন্ধনে ।
বিশেষতঃ শরানলে দহিছে মদনে ॥
এ তাপ নাশের হেতু সেই স্নুলোচনা ।
নবযৌবনেতে পূর্ণ চন্দ্র-নিভাননা ॥
তাহে উচ্চ স্তনভার গৌরবর্ণ কাস্তি ।
কামবাণ-পীড়িতের সুমঙ্গল শাস্তি ॥
এখন বারেক যদি পাই দরশন ।
সকল শরীরে হয় সুখ-বরিষণ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

যেমন আমরা পূর্বে করিছিলে দয়া ।
অদ্যাপি সেরূপ যদি দেখি গো অভয়া ॥
কিবা রূপ চন্দ্রতুল্য আশ্র শোভে যার ।
শশিমুখী বলি তেঁই স্তুতি করি তাঁর ॥
অরি বলি মহাকালী বীজ প্রকরণে ।
চন্দ্রমুখে চন্দ্রবিন্দু তবের কখনে ॥
উপমার কথা শুন এক মত নয় ।
কখন সদৃশ কোথা গুণে গণ্য হয় ॥
পুনরপি শ্যামারূপ করে বিবেচনা ।
চিরকাল বিদ্যমান নতনযৌবনা ॥
পীন শকে উচ্চ আর স্তন শকে রব ॥
বড় ঘোর শঙ্কযুক্তে বুঝায় ভৈরব ॥
অভিধানে গৌর শকে শ্বেতবর্ণ কম্ব ॥
সেই বর্ণ যুক্ত শিব বুঝায় নিশ্চয় ॥

সেই দেব কান্ত যার নাম গৌরকান্তি ।
 রূপা করি মহেশ্বরী মোরে কর শান্তি ॥
 দেব আদি সবাকার হ'রে লয়ে মন ।
 তাহাতে মন্থন নাম ধরিল মদন ॥
 মন্থনের শর করে শর শব্দে নাশ ।
 হইল মন্থনশরু নামের প্রকাশ ॥
 সেই নামে শক্তি হয় অগ্নিরূপ যার ।
 এমন শিবের কাছে সদা ক্রীড়া তাঁর ॥
 সেরূপ সম্পত্তি যদি পাই দরশন ।
 সুশীতল তনু তবে করি এই ক্ষণ ॥ ২
 অদ্যাপি তাৎ যদি পুনঃ কমলারতাক্ষীং
 পশ্যামি পীবরপয়োধরভারথিনাম্ ।
 সম্পাদ্য বাহুগুলেন পিবামি বক্র-
 মুম্বস্ববন্ধুকরঃ কমলং যথেষ্টম্ ॥ ৩

অস্তার্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

যে সুখেতে এত কাল সুখি ছিল মন ।
 অদ্যাপি মরণ-কালে হতেছে স্মরণ ॥
 পুনরপি পাই যদি কমললোচনৌ ।
 ইহ জন্মমত সাধ সাবিব এখনি ॥
 কিবা উচ্চ-পয়োধর-ভারে দেহ ক্লীণ ।
 তিলেক অন্তরে যার নাহি ভাবি ভিন ॥
 সেই উচ্চ কুচ দৃষ্ট হয় এ সময় ।
 সম্পীড়নেমুখী তবে বাহুগুণ হয় ॥

তার মুখপদ্মে নিজ মুখ মিশাইয়ে ।
 পূরাব মনের আশা তার মধু খেয়ে ॥
 উন্মত্ত অলিতে বহু করে অবেষণ ।
 সম্মুখেতে পায় যদি কমলকানন ॥
 যেমন সে মধুকর হয়ে হর্ষবান্ ।
 উদর পূরিয়ে অলি করে মধুপান ॥
 তেমতি হরিয়মুক্ত হয় মোর মন ।
 মরণকালেতে স্মৃধা করিব ভোজন ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

দার লীলা পূর্বকালে পাষণতনয়া ।
 অদ্যাপি উদয় মনে সে রূপে অভয়া ॥
 অবোধ তনয়ে কৃপা কর গো প্রকাশ ।
 সঙ্কটে অভয় দেহ পাইয়াছি ত্রাস ॥
 প্রফুল্ল কমল-তুল্য চক্ষু যার জানি ।
 কমলায়তাক্ষী ব'লে তাঁহারে বাখনি ॥
 কমলা শব্দেতে হয় বিষ্ণুর রমণী ।
 সেই বিষ্ণু নিজ চক্ষু দিলেন আপনি ॥
 দান পায়ে মহাদেব করেন ধারণ ।
 সে বড় অতুত কথা কহি সে কারণ ॥
 পুরাণেতে উক্ত আছে হর পূজে হরি ।
 সহস্রেক পদ্য তাহে নিরূপণ করি ॥
 এক দিন হরি-ভক্তি-পরীক্ষা-কারণে ।
 যোগেশ্বর এক পদ্য রাখিলা গোপনে ॥

পূজা-কালে এক পদ্ব অমিলন হৈল ।
 উঠায়ে আপন চক্ষু শিবে পূজা কৈল ॥
 কমলাক্ষ নাম শিব হইল তখনি ।
 কমলায়তাকী কালী তাঁহার রমণী ॥
 পীবর শব্দেতে পুষ্ট পরোধর তাঁর ।
 মহামেশ সম প্রভা হইয়াছে দাঁর ॥
 অদ্য যদি সেই রূপ পাই দরশন ।
 এ, সঙ্কটে হয় তবে সফল জীবন ॥
 সম্পীড়া নামেতে কালী শুন ত্যজি মঃ
 যে কালে হইল নাম ক্রমে বলি ক্রম ॥
 সং শব্দেতে সমুদয় পীড়ার জনন ।
 সংসার মধ্যেতে করিলেন ত্রিনয়ন ॥
 তাহাতে সম্পীড় নাম ধরে ত্রিপুরারি :
 সম্পীড়িতা হয় নাম পাষাণকুমারী ॥
 অ শব্দে বিষ্ণুর নাম পুরাণে বিদিত ।
 বাহুগুণে চতুর্ভুজ অতি সুশোভিত ॥
 বিষ্ণুর জননীরূপে যথা বিষ্ণুমুখে ।
 অতি স্নেহে চুম্বন করিল মহাসুখে ॥
 বালকের অতিশয় স্নেহের কারণে ।
 অলি যেন মধুপান করে পদ্ববনে ॥
 সেইরূপ কৃপা যদি কর গো জননি ।
 গর্ভধারিণীর রূপ ধর মা আপুনি ॥ ৩

অদ্যাপি তাং নিধুবনকুমারিঃসহান্বী-
 মাপা গুগুপতিতালককুন্তলাক্ষীম্ ।

প্রচ্ছন্নপাপকৃতমন্তরপাবয়ন্তীং

কণ্ঠাবসক্তমূহুবাহুলতাং স্মরামি ॥ ৪

অস্বার্থঃ । বিদ্যাপক্ষে ।

নিধুবন শব্দে রতি-বিহার বুঝায় ।

তাহার যে ক্রম ক্রেশ সয়েছেন তায় ॥

আর এক শোভা তার কিবা মনোহর ।

অলকা শোভিছে পাণ্ডু গণ্ডের উপর ॥

তাহাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়িয়াছে কেশ ।

কমলেতে ভ্রমে যেন ভ্রমর বিশেষ ॥

তাহার নিকটে কিবা শোভা চমৎকার !

খঞ্জন-গঞ্জিত অঁখি দেখেছি তাহার ॥

পুনরপি শুন বলি মনের বেদনা ।

অনিবার প্রেমরসে ছিল যে যাতনা ॥

বিদ্যাব সে রূপ যদি অন্তরেতে আসে !

ছন্ন ছন্ন হয়ে পাপ পলায় তরাসে ॥

সুকোমল বাহুলতা বদ্ধ ভূজপাশে ।

কণ্ঠে অবসক্ত আছি প্রেমের আবাসে ॥

এখন বধিবে যদি জীবন আমার ।

সে প্রেমে করহ রাজা আগেতে উদ্ধার ॥

কণেক বিলম্ব কর শুন নরপতি ।

বিদ্যার স্মরণে আমি স্থিরকরি মতি ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

অদ্ভুত শব্দারে যথা নিধুবন জানি ।

তাহার যে ক্রম-ক্রেশ সহে শূলপাণি ॥

বিপরীত-রতাতুর হইয়া মহেশ ।
 অধেতে পুরুষ উর্দ্ধে নারী তেঁই কেশ ॥
 এমন শিবের সহ হয়েছে অর্দ্ধাঙ্গী ।
 তাহাতে শ্রামার নাম কুমনিঃসহাঙ্গী ॥
 কিবা কালিকার শোভা উপমা কি দিব ।
 পাণ্ডুবর্ণ-আভা পদতলে পড়ে শিব ॥
 বিরিকি-বাহিত পদ শরণাভিলাষে ।
 আলুয়ে পড়েছে কেশ শ্রামাপদপাশে ॥
 সেই যে পতিত কেশ শিব গণ্ডে শোভে ।
 মত্ত অলিগণ যেন ভ্রমে মধুলোভে ॥
 ধবল বর্ণেতে কেশ অলকা-আবলি ।
 সেই কেশ হ'তে মাকে মুক্তকেশী বলি ॥
 শ্বেত-কৃষ্ণমধ্যে দেখ অরুণ-বরণ ।
 কিবা শোভা হতেছে শিবের ত্রিনয়ন ॥
 এমন শিবের নারী হয়েছেন যিনি ।
 ইহায়ে অলকাবলি-কুন্তলাঙ্গী তিনি ॥
 অন্তরের যত পাপ করেন প্রকাশ ।
 সে দেবে আচ্ছন্ন করি করিছেন রাস ॥
 কর্ণে আবরণ শব মুণ্ডমালা পরি ।
 অবলা হইয়া রামা বিক্রমে কেশরী ॥
 অস্তরের বাহুলতা কটিতে বিরাজে ।
 কিবা শোভা হতেছে কিকিণীরূপ সাজে ॥ ৪

অদ্যাপি তাং সুরতজাগরদুর্ঘমানাং
 তিৰ্য্যগ্ গলন্তরলতারকমাবহন্তীম্ ।

শৃঙ্গারসারকমলাকররাজহংসীং

ব্রীড়াবনপ্রবন্ধনামুরসি স্মরামি ॥ ৫

অর্থার্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

যে যাতে অপূর্ণ রত সেই ত সুরত ।

সুরতেতে জাগরণ করে অবিরত ॥

নিদ্রাবশে কামরসে হরে পতিপ্রাণা ।

এই হেতু সুরত-জাগরণমানা ॥

কামোন্মাদে প্রেমরসে হ'য়ে বিবসনা ।

সচকল কলমল সুহাস-বদনা ॥

সে সময় কিবা হয় বদনের শোভা ।

এসমান শলী হেন হয় মধুলোভা ॥

ভালে সিন্ধুরের বিন্দু বিজলী খেলায় ।

বিমানেতে তারাগণ পতনের প্রায় ॥

কমল শব্দেতে জন্মস্থান পদ্মাকর ।

এই হেতু বুঝালেক নাম সরোবর ॥

শৃঙ্গারের সারাংসার সরোবর মাজে ।

রাজহংসী-রূপ ধরে অদ্ভুত বিরাজে ॥

কামিনীসভাবধর্ম সলজ্জিতা হয় ।

মধুপান দিয়া অধোবদনেতে রয় ॥

আমার হৃদয়ে সেই অদ্যাপি তেমন ।

অতুল সঙ্কটে তবু না ভুলিল মন ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

সুরত শব্দেতে জেনো এ সব সংসার ।

তাহার সংহাররূপে জাগরণ যার ॥

সুরতজাগর-রূপ ধরেন মহেশ ।
 তাঁহার সহিত ক্রীড়া যে করে বিশেষ।
 বিপরীত রতাতুরা হয়েছে শিবানী ।
 অতিব্যস্তরূপা তেঁই ঘর্ণমানা জানি ॥
 বিমানেতে মহামেষ-বটা মধ্য-ভাগে ।
 তারাগণ পতন যেমন শোভে আগে ॥
 বক্রগতি ভ্রমে অতি চপলা যেমন ।
 সিন্দূর-বিন্দুর পাশে শোভিছে চন্দন ॥
 উপাদান করে সার শৃঙ্গার রসের ।
 হয়েছে শৃঙ্গারসার নাম মদনের ॥
 তাহার কমলাকর কাস্তি যে শোভার ।
 সে শোভা বিনাশে প্রভা দেখি হেন যার ॥
 তথাপি শৃঙ্গার সার করি ত্রিলোচন ।
 ক্রীড়াপঙ্কিরূপা যেবা তাহাতে মগন ॥
 অকথ্য ঐশ্বর্য যার কে করে গণনা ।
 অশেষ বিশেষরূপে করে বিবেচনা ॥
 লজ্জামাত্র লজ্জা পেয়ে করেছে পষণ ।
 দ্বিগম্বর নাম তাহে হয়েছে বিধান ॥
 সেই শিবে অবলম্ব বদন বাঁহার ।
 এমন শ্রামার পদযুগ করি সার ॥ ৫

অদ্যপি তাং সুরততাণ্ডবহৃদধারীং
 পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখীং মদবিহ্বলাঙ্গীম্ ।
 তরীং বিশালজঘনাং স্তনভারনম্রাং
 ব্যালোলকুন্তলকলাপবতীং স্মরামি ॥ ৬

অগ্রার্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

কন্দর্পের লীলা-ছল কত কব আর ।
 গীত বাদ্য নাট্য আদি নানা রস তার ॥
 পৌর্ণমাসী শনিমুখী মনোবিহারিণী ।
 কামরস-নর্তনের স্ত্রবিধায়িনী ॥
 স্রুলাকার জঙ্ঘা তার উচ্চ পয়োধর ।
 সুশোভনাকুঙ্ককেলী মধ্য ক্ষীণতর ॥
 এইরূপ গুনভূপ দেখিয়া বিদ্যারে ।
 আকুল হয়েছে প্রাণ অকুল পাথারে ॥
 এখন আমাকে কর লক্ষ অপমান ।
 বদ্যারঞ্জকারণে হয় সুখসম জ্ঞান ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

পুরাণেতে ব্যক্ত আছে ত্রিপুরারি-লীলা ।
 ত্রুকুটি-ভঙ্গিমা করি নৃত্য আরম্ভিলা ॥
 পদাধাতে মহী তাতে যায় রসাতল ।
 ইল্ল আদি বিধি বিস্মৃ হইল অবল ॥
 নর্তনের মূলসূত্র বিধি ক'য়ে দিয়া ।
 অচেতন ত্রিভুবন সকলি রাখিয়া ॥
 তাহাতে আপনি রক্ষা কর ত্রিলোচনি ।
 ধরিয়া মোহিনীরূপ হরসম্মোহিনী ॥
 ভালে আসি বসি শলী হৈল দীপ্তিকর ।
 সুশোভনা মধ্যক্ষীণা পুষ্ট পয়োধর ॥
 আলয়ে পড়েছে কেশ আপাদ অবধি ।
 কোটি কামদেব লজ্জা পায় নিরবধি ॥

এ বেশে মহেণে স্থির করেছ অমনি ।
 বন্ধুহীনে অকিঞ্চেৎ তার গো জননি ॥
 অদ্যাপি আশয় করি শুনু মহামায়া ।
 বিপদে পড়েছি মা গো দেহ পদছায়া ॥ ৬
 অদ্যাপি তাং মস্থচন্দনচর্চিতাস্রীং
 কস্তুরিকাপরিমলেন বিসর্পিগন্ধাম্ ।
 অল্লেন্দুরেখপরিশীণিতভালরেখাং
 মুক্কাতিবামনয়নাং শরনে স্মরামি ॥ ৭

অন্ত্যর্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

সুচারু চন্দন সর্বদেহে লিপ্ত ক'রে ।
 কুঙ্কম-কস্তুরী-গন্ধ-আদি যুক্ত পরে ॥
 চন্দ্রধণ্ড সম রেখা কপালে ভূষণ ।
 শুভ্র মল্লিকার মাল্য গলেতে শোভন ॥
 স্করুবর্ণে সর্বগাত্র রাখে মিশাইয়া ।
 মুগ্ধবেশে দ্বারদেশে শরণ করিয়া ॥
 লুকায়ে রাখিল তনু পরম যতনে ।
 আমাকে দর্শন দিল বহু অবেষণে ॥
 সেই দিন সেই রূপ হ'ল চমৎকার ।
 অদ্যাপি স্মরণ মনে হয় বারবার ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

এক দিন ভক্তিভাব পরীক্ষার তরে ।
 ছল করি আসিছিলে ছদ্মবেশ ধ'রে ॥
 কালীরূপে ভাবে মোরে সতত কুমার ।
 অগ্ররূপ আজ দেখি কি ভাব ত্যাহার ॥

সে দিন যে রূপ মোরে দিলা দরশন ।
 এ সঙ্কটে সেই রূপ করিয়ে ভাবন ॥
 এত বলি আর বার করুণা-কারণ ।
 কালীপদে কবিতার অর্থ-নিরূপণ ॥
 মেষ কাদম্বিনী-রূপ করিতে উদ্ভাক্ত ।
 অগুরু-চন্দনে দেহ করে শোভা ব্যক্ত ॥
 কন্তুরী কক্কোল আদি লেপন করিয়া ।
 কেশাদির কৃষ্ণবর্ণ গোপনে রাখিয়া
 ভালে অর্দ্ধশশী ভাল হুইল উদিত ।
 মাগতী শিবাষ পুষ্প দেহেতে ভূষিত ॥
 শঙ্করের সতত জানিবে সমাচার ।
 অতিশয় তেঁই অতি বাম নাম তাঁর ॥
 অতিশয় বামে শিবে দাঁহার লোচন ।
 মুগ্ধ হয় এই বামনয়না-লক্ষণ ॥
 পুনর্বার বসি আর তব্বের লিখন ।
 সেই শিরোপরি যাঁর হয়েছে শয়ন ॥
 শিবশক্তি করি তত্ত্ব ডাকি একবারে ।
 শয়নে স্মরণ করি তার গো আমারে ॥ ৭
 অদ্যপি তাং নিধুনে মধুপানপাত্রীং
 লীড়াস্বরং কৃশতনুং চপলায়তাক্ষীম্ ।
 কাশ্মীরকন্দমূগনাভিকৃতাস্রাগাং
 কপূরপূগপরিপূর্ণমুখীং স্মরামি ॥ ৮

অস্ত্যর্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

তব কত্ৰা নিধুবনে শৃঙ্গারের স্থানে ।
 মধুপানপাত্রী হয়ে তোষে মধুদানে ॥
 পুনরপি সেই কালে তোমার যে সূতা ।
 পানে অতি স্বাদুভবতী হলো রসযুতা ॥
 মদনের মত্ত-গজ-শাসনের তরে ।
 অপূৰ্ণ অঙ্কুশ-চিহ্ন তহু শোভা করে ॥
 চকল খঞ্জন-ঔষধি বিজলীর প্রায় ।
 মেধসম শোভা করে কজ্জল তাহার ॥
 মৃগনাভি আনি করি স্নগন্ধ গাঁহার ।
 কপূঁরাদি-পূৰ্ণমুখী সূধার আধার ॥
 তার মধুপানে মোর না হবে মরণ ।
 তেঞি করি এ সন্ধটে তাঁহারে স্মরণ ॥

বিত্তীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

নিধুবন বলি সম শৃঙ্গার-বিধান ।
 মধুপানপাত্রী হয়ে কর অধিষ্ঠান ॥
 মধুপান ব্যক্ত আছে তন্ত্ৰের বচনে ।
 তাহার দৃষ্টান্ত এই শুনেছি শ্রবণে ॥
 সৰ্ব্বদেব-তেজোময় হন যে সময় ।
 দেবগণ ভূষণ দিলেন অতিশয় ॥
 মধুপানপাত্র দিল কুবের বধন ।
 মহিষমর্দনে মধুপানযুক্ত হন ॥
 মার্কণ্ডেয়-পুরাণেতে ব্যক্ত সমুদয় ।
 সেই হেতু মধুপানপাত্রী বলে কর ॥

অতিশয় আশ্বাদনে হইয়া নিযুক্ত ।
 মুখের বাহিরে জিহ্বা করে পবিমুক্ত ॥
 বরাঙ্গনা সুবদনা পিঙ্গল-লোচনৌ ।
 কাশীর কন্দল আদি সুগন্ধমোহিনী ॥
 লবঙ্গ কপূর মুখ মিলিত তাম্বু- ।
 পরিপূর্ণ মুখে আভা তেছে অতুল ॥
 সেই মুখশলী চিত্ত করি বাধে বাধে ।
 অন্তকালে খেন শ্যামা নিস্তার আমরে ॥ ৮

অদ্যাপি তৎক্রেমপত্তনাদিরাপরাগ-
 শ্বেদবিন্দুবিভক্তং বদনং প্রিয়ংবাঃ ।
 অশ্বে শ্মশ্রু'মি রতিখেদবিধে'লনেত্রে
 বারপরাগপবিমুক্তমুখং শ্মশ্রামি ॥ ৯

অর্থার্থ: । বিদ্যা-পক্ষে ।

ক্রমে ক্রমে যার সুখা মধু সাব
ধরা পতনের শোভা ।
মেই ইন্দুকণা শে ভে সুবদন ।
চকোরেব মনোলোভা ॥
ব্রাহ্ম-মুক্ত শলী বদন হরষি
লোচনের কি ভঙ্গিমা ।
যার দেখা তরে রতি খেদ করে
ক্লপের নাহিক সীমা ॥
এই অন্তকালে যা থাকে কপালে
প্রাণ চায় দেখিবারে ।

তুনে নরবর কল্পে কলেবর

রায় ভাবে কালিকারে ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

সুধাপানে যত ক্রেমাগত তত

হতেছে কত পতন ।

ধারা সম করে সুধাবিন্দু ঝরে

ইন্দুগু সুবদন ॥

শরদিন্দু মত সে বদনে কত

কিবা শোভা সুলোচনে ।

রতি অভিলাষ করে সর্বনাশ

মহেশে রাখে মোহনে ॥

মুখ ইন্দীবর নিন্দা সুধাকর

সংগে মরণ যায় ।

কাল সম রায় বধে বা আমার

না দেখি কোন উপায় ॥ ৯ ।

অদ্যাপি তুমুখশলী পরিবর্ততে মে

রাত্রৌ মধি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা ।

জীবৈতি মঙ্গলবচঃ পরিস্কৃত্য কোপাৎ

কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপশুত্যা ॥ ১০

অষ্টার্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

মানে মৌনৌ হয়ে দুখী বিরসেতে শশিমুখী

একা বসিয়াছে ক্রোধাগারে ।

মান করি অতি ভার ত্যজে নিজ অলঙ্কার

সখীগণ প্রবোধিতে নায়ে ॥

আলুথালু ক'রে কেশ হয়ে অতি ছিন্নবেশ

অর্দ্ধ অঙ্গে আছয়ে বসন ।

হয়ে অতি অভিমানী গণ্ডে দিয়া সব্য পাণি

নিশ্বাস ছাড়য়ে বনেবন ॥

এ বেশে দেখিয়া তায় ভাবি কত ভাবনায়

কখন না দেখি যে এমন ।

আমি বলি একি ধনি সে তো নাহি করে ধনি

তাহাতে দুঃখিত মোর মন ॥

যত বলি অপরাধ তত বটে পরমাদ

কটাক্ষ-দর্শনে নাহি চায় ।

হেট করি রহে মুণ্ড বিপ্লুত হয়েছে তুণ্ড

বিচ্ছেদ-অনল জ্বলে তায় ॥

আমি নহি অপরাধী মিথ্যা মনে কর বাদী

ক্ষমা কর নিজ-দাস ব'লে ।

হ'লে তবে মতে মত নহে কোন অত মত

প্রতিফল তারি মত ফলে ॥

যার সঙ্গে বার মাস করি একত্রেতে বাস

তার সনে বিরোধ বারেক ।

তাহাতে না কবে কথা আমি যাব যথা তথা

প্রাতে উঠি ধরি কোন ভেক ॥

এরূপে কুণ্ঠিত হয়ে সাধিলাম কত কয়ে

মৌনে রয় হয়ে অভিমানী ।

তবে আমি সে সময়ে নাসিকাতে তৃণ লয়ে

ইঁচিলাম বলাবারে বাণী ॥

ক্ষুণ্ণ পতন জুস্ত সব জীব তিষ্ঠাঙ্গুলিরব
 ব্রহ্মবধ-পাপ না বলিলে ।
 না কহিল সে বচন ত্যজেছিল আভরণ
 কর্ণফুল কর্ণমূলে দিলে ॥
 দেখিলাম বিধিমতে পতির কল্যাণ-মতে
 জীব বলা হইল প্রকারে ।
 শ্রবুদ্ধি এরূপ যার তারে মোর পরিহার
 কি করিব গান তান্ধিবারে ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

কৃতাজ্জলি ক'রে কই নাহি জানি তোমা বই
 ছাড়িলে কি সে সকল মায়া ।
 বাঞ্ছাকল্পতরু ব'লে পূর্বেতে সদয় হ'লে
 সে দয়া লুকালে মহামায়া ।
 কুপাদৃষ্টি আমা পানে তখন এ সব স্থানে
 মূর্তিভেদ করিলে অশেষ ।
 এক দিন রাত্রিভাগে শ্মশানে প্রকট আগে
 ক্রোধ-বেশে করি কুপালেশ ॥
 অতিশয় প্রয়োজনে প্রাণপণ আবাহনে
 ডাকি গো শ্মশানে হয়ে বাসী ।
 না আইলা শীঘ্রগতি ভ্রাস্ত হলো মোর মতি
 ক্রোধ কৈলে পুনরপি আসি ॥
 তখনি অমনি দেখা ভালে শশিধণ্ড-রেখা
 কালান্তক বিকট দশন ।

করালবদনী ভীতি পদভরে কাঁপে ক্ষতি

কে।কনক-ছবি ত্রিনয়ন ॥

ভয়ে জ্ঞান পরিহরি ভাবি কি উপায় করি

বিধি হর হরি পরিহারে ।

এক যুক্তি সে সময় মনেতে উদয় হয়

আলীক্বাদ লইব প্রকারে ॥

শুনি লোক-ব্যবহারে শাস্ত্রমত-অনুসারে

যে কল্পেতে জীব বাক্য বলে ।

স্বংকার করিলে পর না করিলে প্রত্যুত্তর

আলীরূপে করিলে যা ছলে ॥

তার মূল কথা বলি কর্ণে ছিল যে পুতলি

ভূতলে ত্যজিলে তায় স্বাপে ।

পতিত সে শিশুদম কুপাদৃষ্টি পুন হয়

উঠায়ে রাখিলা কৰ্ণভাগে ॥

শিশু সবে দয়া ক'রে দেখাইয়া মায়া পরে

আমাকে করিলা কুপা শেষে ।

শକ୍ତିତ হই শক্ৰি এত দিন বন্ধ। কবি

পরাণ কি হারাব বিদেশে ॥

অদ্যাপি আমার মন না ভুলিবে ও চরণ

যা কর মা তোমার উচিত ।

সুন্দর সুরস ভাষে থাকি কালী-পদ-আশে

মান্নাবশে হয়েছি মোহিত ॥ ১০

अद्यापि तु कनककुण्डलघृष्टमागतं

তস্মাঃ স্মরামি বিপরীতরতাভিযোগে ।

আন্দোলনশ্রমজলফুটসাল্লবিন্দু

মুক্তাফলপ্রচয়বিচ্ছুরিতং প্রিয়ায়াঃ ॥ ১১

অস্ত্যর্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

এক দিবসের কথা এক দিবসের কথা ।

তব কথ্যা বিপরীত রতে হয়ে রতা ॥

শুন অপূর্ব কখন শুন অপূর্ব কখন ।

রমণ করিল মোরে করি আরোহণ ॥

সে যে ক্ষণেক রমণে সে যে ক্ষণেক রমণে ।

স্বভাবতঃ নারীজাতি স্বাস বহে বনে ॥

দোলে কর্ণের কুণ্ডল দোলে কর্ণের কুণ্ডল ।

পা দুর্বর্ণ গণ্ডে যেন চন্দ্রের মণ্ডল ॥

শোভা কি কব তাহার শোভা কি কব তাহার ।

ললাটে ষষ্ঠ্যের বিন্দু যেন মুক্তাহার ॥

ত আভরণ তায় নিষ্টি আভরণ তায় ।

ষষ্ঠ্যবিন্দু মতি তাহে কিবা শোভা পায় ॥

অল্প সিন্দূরের বিন্দু অল্প সিন্দূরের বিন্দু ।

মুকুতা সহিত শোভে যেন পূর্ণ ইন্দু ॥

সেই প্রেমসৌবদন সেই প্রেমসৌবদন ।

অদ্যাপি মরণ-দিনে করি গো মরণ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

আমি নিধনের কালে আমি নিধনের কালে ।

কালিকা মরণ করি যা থকে কপালে ॥

যোগ-তন্ত্রেতে শুনেছি যোগ-তন্ত্রেতে শুনেছি ।

কালিকা-পুরাণ-মত ধ্যানেতে দেখেছি ॥

যথা পুরুষ প্রকৃতি যথা পুরুষ প্রকৃতি ।

পুরুষে উখিত নারী রমণ বিকৃতি ॥

বিপরীত রতি-কালে বিপরীত রতি-কালে ।

কিবা শোভা নালস্কার সাজিয়াছে ভালে ॥

আরো কর্ণের কুণ্ডল আরো কর্ণের কুণ্ডল ।

দোলন-বর্ধনে মুখ করেছে উজ্জ্বল ॥

কিবা কবরী-বন্ধন কিবা কবরী-বন্ধন ।

মণি-মুক্তাযুক্ত তাহে সঁতি আভরণ ॥

আছে সীমন্ত-মাবারে আছে সীমন্ত-মাবারে ।

সিল্লরের বিলু যেন ইন্দু নিন্দিবারে ॥

আর দেখ তার পাশে আর দেখ তার পাশে ।

চন্দনের কণা যেন চপলা প্রকাশে ॥

রতি-আন্দোলন-শ্রমে রতি-আন্দোলন-শ্রমে ।

প্রতিলোমে বর্ষা দেখা দিল ক্রমে ক্রমে ॥

ভালে অন্ধধণ্ড শশী ভালে অন্ধধণ্ড শশী ।

ঈষৎ মিশালে বর্ষা মুক্তাশেণী বসি ॥

দেখি কি কব শোভার দেখি কি কব শোভার ।

অদ্যাপি জাগিছে সদা অন্তরে আমার ॥

আমি ডাকি অকিঞ্চনে আমি ডাকি অকিঞ্চনে ।

করুণা করিয়া রাখ এ বোর বন্ধনে ॥ ১১

অদ্যাপি তং প্রণয়ভস্মরূপাং

তস্তাঃ স্মরামি পরিবিভ্রমগাতভস্ম ॥

বস্ত্রাকলেন পরিধর্মিপয়োধরাস্তং

দন্তচ্ছদং দশনখণ্ডনমণ্ডনক ॥ ১২

অস্ত্যর্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

কিবা তার চমৎকার নয়ন-ভঙ্গিমা ।
 কুটিল ক্রকুটি যার দিতে নাই সীমা ॥
 সজ্জল জলদ তুগ্য কজ্জল তাহার ।
 কন্দর্পের ধনু যেন ভুরু শোভা পায় ॥
 দশন কুন্দের পাতি ইন্দুর কিরণ ।
 নয়নের তারা তাহে হয়েছে মিলন ॥
 'সেই নয়নেতে যেন হয় দৃষ্টিপাত ।
 বল-বুদ্ধিহীন হয় যেন অকস্মাৎ ॥
 রুশাস্ত্র কুরঙ্গ যেন শরজালে জরে ।
 এক দৃষ্টে চাহি থাকে ব্যাধের উপরে ॥
 কে করিতে পারে তার দৃষ্টির বর্ণন ।
 যার দৃষ্টিপাতে হয় সাহস-ভঞ্জন ॥
 পুনর্মার শুন বলি স্বত্ত্ব লক্ষণ ।
 যখন করেন তিনি আলস্ত-মোক্ষণ ॥
 গাত্র-ভঙ্গ হ'লে হয় তনু দীর্ঘাকার ।
 কটি কণ্ঠ জাহ্নু ঐষদ্বক্রেত্র আকার ॥
 সে কালীন ভুজদ্বয় উর্দ্ধে অবসরে ।
 অঙ্গ উন্নীলন চক্ষু পার্শ্ব দৃষ্টি করে ॥
 বিরসের তুল্য হয় বদনের ছটা ।
 ঘন ঘন উঠে মুখে জুজ্ঞগের ষটা ॥
 নাসাগ্রেতে স্তদীর্ঘ নিশ্বাস করে গতি ।
 এলোকেশ শুদ্ধ বেশ মনোহর অতি ॥

তৃতীয় সৌন্দর্য্য আর করি বিবরণ ।
 সুন্দরীকে কিবা শোভা করেছে বসন ॥
 হেমাদি-জড়িত চিত্র-বিচিত্রবরণ ।
 কোটি বিধ ভানু যেন উদ্ভিত তখন ॥
 হৃদিপরে উচ্চ বুচ কাঁচলি উপরে ।
 বস্তুর অঙ্কল তাহে কিবা শোভা করে ॥
 আব এক স্বভাব স্ত্রীলোকমাত্রে আছে ।
 তাম্র চর্কণ কবি দেখে তার পাছে ॥
 জিহ্বা মোব রক্তবর্ণ কিবা আছে ভিন্ন '
 খদিবাদি ভোজনের দেখে তার চিহ্ন ॥
 সে সময় দুই ওষ্ঠ দুই দিকে রয় ।
 মধ্যবেষে কিবা শোভা করে দন্তচয় ॥
 সিল্পর বরণ সব মেষের মাঝারে ।
 চন্দ্রের মণ্ডল তাহে লাজে পবিহারে ॥
 এই চারি শোভা তার করি নিরূপণ ।
 অদ্যাপি আমার মন করিছে চিন্তন ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

কাতরে করুণাময়ি চাহ আমি পানে ।
 রূপাসিন্ধু শুকাবে না কণামাত্র দানে ॥
 ভবানী ভরসা মাত্র সন্ধটে এবার ।
 এ সন্ধটে ভবজন্ম কর গো নিস্তার ॥
 কিবা চারু শোভা দেহে আছেয়ে বিদিত ।
 দিবানিশি সেই রূপ অজরে গ্রথিত ॥

প্রণয় শক্কেতে বহু সাহস বাখানি ।
 তারে ভঙ্গ করে তব দৃষ্টিপাত জ্ঞানি ।
 ঘোরতর ভয়ঙ্কর রাজ্য ত্রিনয়ন ।
 শশী তান্ কৃশানুকে করেছ স্বজন ॥
 প্রজাপতি প্রভৃতি নম্রতা ভাব যাতে ।
 সুরাসুর সুনির্মূল যেই দৃষ্টিপাতে ॥
 সন্ন্যাসশক্তি প্রভা দর্শনেতে দাঁর ।
 অন্তকালে সেই দৃষ্টি চিস্তি বারেবার ॥
 "দনুজদলনে বহু শ্রমযুক্তা হয়ে ।
 আলস্য ভঞ্জন কর অবকাশ লয়ে ॥
 গাত্রভঙ্গে কি ভঙ্গিমা লাস্ত্রিত চন্দ্রমা ।
 ঈষৎ বক্রেতে দেহ-রূপ নাহি সীমা ॥
 নয়নের কোণে-কর কটাক্ষদর্শন ॥
 পরিভ্রম শ্রমে ভুজ করয়ে ভ্রমণ ॥
 চালন সকল তব হয় ভালস্কার ।
 তড়িতে প্রায় যেন শোভে চমৎকার ॥
 সরোজে বিকট মূর্তি মুখের আভাস ।
 রিপু-বিমোচনে যেন সুদীর্ঘ নিশ্বাস ॥
 অরুণ-উদয় দিকে প্রভা কিবা হয় ।
 সেই দিগ্গমনে সবে দিগ্গমরী কর ॥
 দিগ্গমন বিশেষতঃ হৃদয়-উপর ।
 বস্ত্রের অঞ্চল যেন শোভে মনোহর ॥
 আর এক শোভা বড় দেখিছি আমার ।
 মুখ হৈতে মুক্ত জিহ্বা হয়েছে তাঁহার ॥

বিশ্ব জিনি ওষ্ঠাধর যেন নব রবি ।
 নখরেন্দ্র কুন্দ সম দন্তপাঁতি ছবি ॥
 কিবা শোভা কালীপদে রক্ত ইন্দীবরে ।
 মুখেতে সুধার ধারা ধরিছে অধরে ॥
 দন্তচয় রিপুক্ষু করে অজস্রায় ।
 অদ্যাপি চিত্তনে শ্রামা দিবেন অভয় ॥ ১২

অদ্যাপ্যশোকনবপল্লবরক্তহস্তাং
 মুক্তাফলপ্রচয়চুম্বিতচূচুকাগ্রাম্ ।
 অন্তঃস্মিতেন্দুসিতপাণ্ডুরগণ্ডদেশাং
 তাং বল্লভাং রহসি সম্মলিতাং স্মরামি ॥
 অর্থার্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

অশোক-পল্লব নব সম পাণিতলে ।
 চূচুকাগ্রে শোভিত হয়েছে মুক্তাফলে ॥
 অন্তরে ঐষদ্ হাস গণ্ডে বিকসিত ।
 শরৎের চল যেন ত্রিলোক মোহিত ॥
 নির্জনেতে বসি করি সদা সন্তাবনা ।
 প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে নিতান্ত কামনা ॥
 তথাপি বিদ্যার নাহি পাই মরশন ।
 বিদ্যা তত্ত্ব মন্ত্র করি ত্যাজিব জীবন ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালীপক্ষে ।

রুধির-ধর্মর হস্তে দিবানিশি য়ার ।
 রক্তবর্ণ করতল হয়েছে শ্রামার ॥
 উচ্চ পয়োধরোপরে বঙ্কিত কাঁচলী ।
 হীরক-জড়িত হারে শোভে মুক্তাবলী ।

অন্তরে গন্তীর হস্ত ঐষদ্ধাস্তকালে ।
 কিরণে আছয়ে গণ্ড পাণ্ডুবর্ণ ভালে ॥
 অন্তর জগতে দেখি আলোকে বিরাজে ।
 কি শোভা প্রকাশে কুলকুণ্ডলিনীমাঝে ।
 স্ববল্লভ-সম্মিলিতা বিশ্বের কারিণী ।
 নিদানে গর্জনে স্মরি তার গো তারিণি ॥ ১৩
 জদ্যপি তৎ কুসুমরেণুসুগন্ধিমিশ্রং
 ব্রহ্মত্বং স্মরামি নথরক্ষতলক্ষ্য তস্তাঃ ।
 আকৃষ্টহেমরুচিরাম্বরমুখিতাম্বাঃ ।
 লজ্জাবশাৎ করধ্বতং কুটিলং ব্রজন্ত্যাঃ ॥ ১৪

অস্তার্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

শুন হে শুন হে বিচ্ছেদ-বিরহে ।
 বসনে বদন আবৃত কর হে ॥
 সরমে ভরম জানায় আমারে ।
 শিশুকালে হলো বড় লাজ তারে ॥
 কি কব বিভব বসনের কত ।
 মল্লিকা মালতী আর পুষ্প যত ॥
 চন্দনে চর্চিত পঙ্কিত প্রথরা ।
 কাঞ্চনের রুচি অতি মনোহরা ॥
 এমন বসন ললাট হইতে ।
 ধনী টান দিল মুখ আচ্ছাদিতে ॥
 বায়ুবেগে আসি ধরে দক্ষ করে ।
 নখাঘাতে ক্ষত হলো বস্ত্রোপরে ॥

চলে ধীরে ধীরে অতি লাজভরে ।
 মুখে বাক্য হরি মৌনব্রত করে ॥
 মুখপদ্মদেশে নখচ্ছিন্নবাসে ।
 মাণিকের ছটা যেন ধ্বাস্ত নাশে ॥
 একে প্রেমে জরা অভিমানে ভরা ।
 তাহে লজ্জাকরা শশিকান্তিহরা ॥
 পদ নাহি চলে চলে শীঘ্রতরে ।
 দেখে ফিরে ফিরে জলে প্রেমজ্বরে ॥
 পদযুগভরে রেণু নাহি সরে ।
 রাজহংসশ্রেণী যেন কেলি করে ॥
 নীরবেতে ধনী চলে প্রেমভাবে ।
 অজানত মত যেন চৌর্য্যভাবে ॥
 বলি শুন ধনি আমি যুড়ি পাণি ।
 ছাড় ছদ্মবেশ ভাষ রসবাণী ॥
 শুনে মান বাড়ে আরো দীর্ঘাকারে ॥
 চলে রোষভরে বলে কেবা ক্বারে ॥
 পরিহার মানি আমি পায় ধরে ।
 বাধা তাঁর গুণে জীবনের তরে ॥
 সঙ্কটেতে সধা মনে ভাবি যারে ।
 এত দুঃখে তবু নাহি ভুলি তারে ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

অগো ভদ্রকালি মুণ্ডমালি উমে ।
 পদতলে শূলী ছিন্নমস্তা ধূমে ।

পটবস্ত্রপরা রবিদীপ্তিহরা ।
 মণিমুক্তায়ুত নানা চিত্রকরা ॥
 জিনি সূর্যালোকে ঠেকে মৌলি ওব ।
 গুণ নাহি জেনে পদ ভাবে ভব ॥
 অতি উচ্চতর ধর ভীম-কায়া ।
 ত্রিলোকীবিজয়ী মহামোহ মায়া ॥
 বাম হস্তে ধৃত শবমুণ্ড নত ।
 হয়ে আন্দোলিত নখচিহ্নকৃত ॥
 শাশানেতে সদা গতিযুক্ত রত ।
 কর দৈত্য কত অনায়াসে হত ॥
 হয়ে লজ্জায়ুত আছে মোর মতি ।
 নাহি শক্তি কিছু করিবারে নতি ॥
 রতি সঙ্গ ক'রে বাধা যুগ্ম করে ।
 মোরে চোর ক'রে শেষে প্রাণ হরে ॥
 ক্রিয়াদোষী আমি পড়ি চৌর্য্যদোষে ।
 নাহি কোন গতি ভূপ অতি রোষে ॥
 তবে আছে শুন তন্তুমারে জানা ।
 বিনা মাতৃঘোনি নাহি আর মানা ॥
 সে যে অর্থ আর লেখে তন্তুমার ।
 যোগিমতে মত নাহি ব্যবহার ॥
 শ্রামা লজ্জা-বীজে আছ তার মানে ।
 যদি মন মজে সেই মন্তরাজে ॥
 কর মোরে দয়া তবে যোগমায়া ।
 পদযুগলারা দিবে ভবজায়া ॥

করি সেই আশা বর্জমানৈ আসা ।
 মুখে কালী বিনা নাহি অত্র ভাষা ॥ ১৩
 অদ্যাপি তাং বিধৃতকঙ্কণলোলনেত্রাং
 পৃথ্বীপ্রভিন্নকুম্মাকুণ্ডলকেশপাশাম্ ।
 সিন্দূরবিন্দুকৃতমৌক্তিকচক্রমিশ্রাং
 প্রাবদ্ধহেমকটিকাং রহসি স্মরামি ॥ ১৫

অর্থঃ । বিন্দ্যা-পক্ষে ।

কঙ্কণ-কিরণে শোভা করেছে নয়ন ।
 মেষের আবলীমানো শোভে তারাগণ ॥
 কেশ তার ক্রিতিতলে হইয়া পতন ।
 অলিগণ ভ্রমে যেন করিছে ভ্রমণ ॥
 অরুণ-উদয় যেন হতেছে আকাশে ।
 এলোকেশ-মধ্যে ভালে সিন্দূর প্রকাশে ॥
 বিমানৈ বিদ্যুতে যথা হয় চমকিত ।
 হেমচন্দ্রহারে তাঁর নিতম্ব শোভিত ॥
 সুকোমল দেহে কিবা শোভে আভরণ ।
 অদ্যাপি তাহার লাগি চিন্তা করে মন ॥
 ত্যজে সব ধর্ম্য কর্ম্ম সদা ভাবি মনে ।
 দিবানিশি সেইরূপ ভাবি হে গোপনে ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

কালিকা থর্পরধরা কঙ্কণনয়নী ।
 পৃষ্ঠদেশ-ব্যাপ্ত কেশ পরশে অবনী ॥
 কপালেতে কিবা শোভা সিন্দূরের বিন্দু ।
 দশদিক্ করে আলো পৌর্ণমাসী-ইন্দু ॥

কাঞ্চন-কিন্ধিণী কটিদেশ-শোভাকর ।
 অদ্যাপি সে রূপ আমি ভাবি নিরন্তর ॥
 আলোকে অচিন্ত্যরূপ দেখি নিরবধি ।
 ঘূচাইল বিধি বুঝি তাহা অদ্যাবধি ॥
 তবু যেন অন্তে সেই রূপ হয় প্রাপ্ত ।
 পঞ্চদশ শ্লোক-অর্থ হইল সমাপ্ত ॥ ১৫
 অদ্যাপি তাং ধ্বলবেশানি রত্নদীপাং
 মালাময়পট্টৈর্গলিতাক্ষকারাম্ ।
 সুপ্তোখিতাং রহসি হস্তমুখীং প্রসন্নাং
 লজ্জাভয়ार्জনন্যং পরিচিস্তয়ামি ॥ ১৬

অস্মার্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

প্রজলিত স্বর্ণদীপ অট্টালিকা-মাকৈ ।
 অক্ষকার-ধ্বংস ক'রে অদ্ভুত বিরাজে ॥
 তাহার সমান শোভা তোমার কণ্ঠার ।
 বিদ্যার রূপের কথা কহা কিছু ভার ॥
 সুমুখী শয়নে যদি থাকেন নীরবে ।
 অভিপ্রায় নাহি হয় না জানি কে হবে ॥
 সুপ্রসন্না হস্তমুখী প্রকুলবদনা ।
 লজ্জাভরে আর্দ্রা হয়ে ললিত-নয়না ॥
 উন্নত গম্ভ জপ যজ্ঞ পূজা যেইরূপ ।
 সত্য কথা কহি রাজা নাহি অনুরূপ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

ধ্বল শব্দেতে শুভ্র অভিধানে জানি ।
 তাহাতে ধ্বল নাম ধরে শূলপাণি ॥

রক্ত-পর্কিত আভা ধ্যানেন্তে বাথানে ।
 তাহার বসতি হয় নিষত শ্মশানে ॥
 শিবের সহিত বাস করে কাত্যায়নৌ ।
 তেঁই শাঁর চিত্তা করি ধবলবেশ্যানি ॥
 সূবর্ণের দীপমালা প্রজ্জলিত হ'লে ।
 তিমির বিনাশ যেন রশ্মি মণ্ডলে ॥
 চুদিপদ্য মাঝে থাকি চৈতন্যকপিনী ।
 অশেষ তিমির ন'শে মহেশমোহিনী ॥
 শ্বশনে আচ্ছন্ন শিব তাহে বিলোচনা ।
 প্রসন্ন-বদনী বালী ভৈরবী ভীষণা ॥
 লজ্জা যাতে লজ্জা পা'য়ে পরিহার মানেন ।
 লজ্জাভয় নাম ধবে তপ্তেব বিধানেন ॥
 লজ্জাভবে শিব হেরে আর্দ্রতনয়না ।
 কালিকাকে বৃথা যায় দেখি বিবেচনা ॥
 এমন জননী যার আছেন ভুবনে ।
 নিজ দাসে হুংখ ত্রিনি দেখেন কেমনে ॥
 রূপা করি যদি মা বন্ধন দেহ মুক্তি ।
 দেশে চলে যাই কালি কালী করি উক্তি ॥ ১৬

অদ্যাপি তাং গলিতবন্ধনকেশপাশাং
 গ্রন্থশ্রুতাং স্মিতসুধামধুবাধরৌষ্ঠীম্ ।
 পীনোন্নতস্তনয়ুগোপরিচাকচুদন-
 মুক্তাবলিং বহসি পদ্মমুখীং স্যবামি ॥ ১০

অস্বার্থ । বিদ্যা-পক্ষে ।

বৃক্ষ কেশ শোভা কবে ত্যজিয়া বন্ধন ।
 পুরাণাদি গ্রন্থ যার শুনেছে শ্রবণ ॥
 সমুদয়মহন-সুখা অবিকতা প্রাশ ।
 হুই ওষ্ঠ আছে অতি মধুরতা তায় ।
 মুক্তাবলী শোভে যুগে পদে বনোপরি ।
 কুমলনয়নী বিদ্যা বিপদেতে দ্বিবি ।

দ্বিতীয়াংশ । কালী-পক্ষে ।

অভয়-চরণে কিছু কবি নিবেদন ।
 যে চরণ-মহিম ভবেনে ত্রিলোচন ॥
 বিবি লিখা অদিগে সঙ্গত বেয়ায়
 বেদান্ত বেদেতে না মমি জনায় ।
 ও পদ পাবন লক্ষ্য কল্যায় তন
 মস্তক হইতে কেশ ত্যজিয়া বন্ধন ॥
 গলিতবন্ধন কেশ হয়েছে ভ্রষণ ।
 আগম নিগম গ্রন্থে মাদ শ্রবণ ।
 সর্ববিদ্যাময়া তুমি সুবাসেতে কয় ।
 সেই হেতু গ্রন্থ যত ওষধি হয় ॥
 সুবাস-বসে অর্ধ ওষ্ঠ হয় দ্বন্দ্ব ।
 মদন মানাবে আছে সুমধুর সার ॥
 উচ্চ কুচযুগোপরে শোভে মতিছাব ।
 ললিতনয়নী কালী চিত্তি বারেবার ॥ ১৭

অদ্যাপি তাং বিরহবহ্নিনিপীড়িতাজীং
তথীং কুরঙ্গনয়নাং সুরতৈকপাত্রীম্ ।
নানাবিচিত্রকৃতমগুনমাবহন্তীং
তাং রাজহংসগমনাং সুদতীং স্মরামি ॥ ১৮

অসার্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

বিরহ অনলসম সকলেতে বলে ।
অধিকতা গুণ আছে বিরহ-অনলে ॥
অনল প্রবেশে ভস্ম কবে একেবারে ॥
তথনি তদন্ত হয় নিস্তারে তাহারে ॥
বাড়বানলের মত বিরহ-আগুন ।
তার মনে চিত্তানল বাড়য়ে দ্বিগুণ ॥
চিত্তানলে ক্ষুদ্রানল অনুগত হয়ে ।
প্রভাকরে একেবারে একস্তরে রয়ে ।
এমন যখন যার কি লব তুলনা ।
যে জ্ঞান ইহার ভাব কর বিবেচনা ॥
বিরহ-বহ্নিতে যার পীড়িত শরীর ।
সে তাপ নিবারি যেবা করয়ে স্থস্থির ॥
তনুকৃশা মধ্যক্ষীণা বিশালনয়না ।
মোর মনে যার আর না দেখি তুলনা ॥
নানা চিত্র বিচিত্র মণ্ডল প্রভা যার ।
রাজহংস মত গতি হইয়াছে তার ॥
শতদল-পদ্ম-মাকো স্ফন্দল সাজে ।
বিদ্যামুখপদ্মে দত্ত তেমতি বিরাজে ॥

যে দেখেছি বারবার না ভুলি তিলেক ।
অদ্যাপি স্মরণ যেন পাষাণের রেখ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

বিরহ অনল-রূপ হতেছে মদন ।
তাহার পীড়নকর্তা দেব ত্রিলোচন ॥
সে দেব সর্বদা যার অঙ্গ-শোভা করে :
এমন শ্রামার পদ চিন্তিত অন্তরে ॥
সুহৃৎভার জ্বলনেতে ক্ষীণ দেহ তায় ।
সঠৈরববোয় ভাষা মুখে শোভা পায় ॥
বিচিত্র-মণ্ডল শোভা কুরঙ্গনঘনা ॥
গমনেতে দেখ রাজহংসের তুলনা ॥
রাজহংস-গমনের অর্থ শুন আর ।
সংক্ষেপে গোপন অর্থ লেখে তন্ত্রসার ॥
ভূতশুদ্ধিসময়ে জানিবে ব্রহ্মপুরে ।
সহস্র-কমল-দল-কর্ণিকাভিতরে ॥
চতুর্থ বিংশতি তন্ত্র করিয়া স্থাপন ।
সর্বদেহ ভস্মদ্রুশি করিলে তখন ॥
পুনর্বার সেই দেহ করিয়া নির্মাণ ।
যে মন্ত্র বলিয়া প্রতিষ্ঠিত কর প্রাণ ॥
সেই যে মন্ত্রের নাম শুনি রাজহংস ।
অধিষ্ঠাত্রী-রূপেতে বিরাজে যেই অংশ ॥
সর্ব জীবে গতি উক্তি মন্ত্র আরোহণ ।
অতএব কালী রাজহংস-সুগমনা ॥

দিবা-নিশি স্নিগ্ধরস করেন ভোজন ।
 সে রসে মগন থাকে সতত দশন ॥
 তাই কালী পুরাণে শীতলদন্ত কয় ।
 মতান্তরে আর কিছু শুনেছি নিশ্চয় ॥
 রুধির-সংযোগ আর কৃষ্ণ-রেখা-লেশ ।
 শ্বেতবর্ণ দন্তে কিবা হয়েছে স্রবশ ॥
 মতান্তে দন্তরা বলি শ্যামাকে বর্ণনে ।
 সেইরূপ ধ্যান করি অদ্যাপি মরণে ॥ ১৮
 অদ্যাপি তাং বিহগিতাং কুচভারনভ্রাং
 মুক্তাকলাপবিমলীকৃতকণ্ঠদেশাম্ ।
 তংকেলিমন্দিরগতাং কুসুমায়ুধস্ত
 কাস্তাং স্মরামি রুচিরোজলধুমকেতুম্ ॥ ১৯

অর্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

অতি হাস্তমুখী বিদ্যা প্রসন্নবদনী ।
 উচ্চ-কুচ-ভারে সদা নভ্র সেই ধনী ॥
 মতিহার শোভা যায় করে কণ্ঠদেশে ।
 প্রভাকর কণ্ঠে যেন নির্মলতা বেশে ॥
 শয়ন-মন্দিরে দেখি শোভা অভিশয় ।
 রতিকেলিস্থল বলি সদা ভ্রম হয় ॥
 শ্বেতবর্ণ আভা তার চপলা প্রকাশে ।
 ধুমকেতু হয় যেন উজ্জ্বল আকাশে ॥
 এমন সুন্দর মোর বিবাহিতা নারী ।
 সঙ্কটেতে পড়ে আমি চিন্তা করি তারি ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালীপক্ষে ।

দেবদেব-বরে ইন্দ্র হ'ল বৃত্রাসুর ॥
 স্বর্গ হ'তে দেবাদিকে করিলেক দূর ॥
 মর্ত্যে আসি দেবদেবী করেন ভ্রমণ ।
 শিববীর্য্যে সন্তানের উৎপত্তি-কারণ ॥
 ঘোর তপে তখন আছেন ত্রিলোচন ।
 ক্রুরপে হইবে তাঁর তপস্তা-ভঞ্জন ॥
 যুক্তি সার করি কাম গেলেন তথার ।
 কোপ-দৃষ্টিপাতে তিনি হন ভস্মকায় ॥
 মদনমন্দিরে রতি বসি একা রয় ।
 লোকমুখে শুনে কাম হৈল ভস্মময় ॥
 আকুলা হইলা অতি ধৈর্য্য না ধরে ।
 কোথা গেলে প্রাণনাথ রতি প্রাণে মরে ।
 উচ্চরবে ডাকে তবে অভীষ্টদেবতা ।
 আত্মকার্য্য সাধিয়া ঘূচালে পতিব্রতা ॥
 রতির রোদন বড় শুনি ভগবতী ।
 তৎকেলিমন্দিরে কালী করিলেন গতি ।
 রতির প্রণামে তুষ্ট হইলেন অতি ।
 কিছু কাল থাক তুমি পাবে নিজ পতি ।
 বহুকাল হয়ে থাক সাবিত্রী সমান ।
 আশীর্ব্বাদ করি শ্যামা হন অন্তর্দান ॥
 মুক্তজিহ্বা হয়ে রতি করিছে বিনয় ।
 কপাল ভেঙ্গেছে মোর শুন পরিচয় ॥

দিলোচন-কোপানলে মারা গেছে মার ।
 এখন কি হবে বল করি যুক্তি মার ॥
 দয়া কবি স্বাম্যি ববদাত্রী হ'লে ।
 অনঙ্গকপেতে কাম রাখিল কুশলে ॥
 শব্দার্থ-প্রমাণ অর্থ এই পুরাণেতে ।
 ইহ ব গোপন অর্থ আছে গোপনেতে ॥
 বীজমাত্র আছে যত জাগ্রতকপিণী ।
 তদ্রূপে বসতি তাতে কর গো তারিণি ॥
 বীজনাম ধর তুমি জীব দিতে জ্ঞান ।
 কামবীজে সদা তুমি কর অধিষ্ঠান ॥
 সেই হেতু কামকেলি-মন্দিব-সঙ্গতা ।
 তদ্বীজের উদ্ধারের কহি কিছু কথা ॥
 কুমুম শব্দের আদি বর্ণ বিবরণ ।
 নাদবিন্দু যুক্ত হ'লে বীজের কারণ ॥
 রতিবাসে গমনের কি বর্ণিব আব ।
 কণ্ঠদেশে কিবা শোভা করে মুক্তাহার ॥
 কুচকুস্ত-ভাবে নম্র কিঞ্চিৎ জানায ।
 সূত্রসঙ্গে হস্তমুখী বিহার তাহায় ॥
 কাস্তা শব্দে নারী মাত্র বলে অভিধানে ।
 মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে বিশেষ বাধানে ॥
 ত্রিঙ্গপেতে আছে যত সমস্ত প্রকৃতি ।
 সকলে বলিছে তুমি শক্তি একাকৃতি ॥
 আর এক শুনিয়াছি কালিকাপুরাণে ।
 ধূত্রবর্ণ বহু শোভা করিছে নিশানে ॥

স্থানে স্থানে বহুরূপা কামরূপা কালী ।

অদ্যাপি মন্দটে ত্রাণ কর মুণ্ডমাণী ॥ ১০

অদ্যাপি চাতুবচনোদ্বিসিতা 'স্বতঃ' তু

তস্তাঃ সখ্যামি সুরতরুণবিস্বনায়াঃ ।

অব্যাজনিস্তিমিতকাতরকাঞ্চক-

সঙ্কীর্ণবর্ণকুচিঃ প্রদনং প্রিয়ারাঃ ॥ ২০

অস্বার্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

কামেতে বিহ্বল রয়ে ' সুশোভন রত হয়ে

সন্তোষ দিলেন নৃপসুতা ।

মদন হরেছে ধ্যান না দেখিয়া অনুষ্ঠান

সহে কেশ হয়ে দুঃখযুতা ॥ ১।

মিথ্যা বাক্য প্রিয় কবে শুনিয়া উন্মাদ-ভরে

যথা হয় সূক্ষ্মাবদন ।

তেমতি ছিল বয়ান ক্রোধ পেয়ে হ'ল স্তান

গুন বলি উপমা যেমন ॥

অকস্মৎ মেঘবর শুনিয়া সত্যয় সব

বজ্রাঘাতে মরিবার ভবে ।

হইয়া ব্যাকুল মনে স্থানে স্থানে পলায়নে

পরস্পরে কাকুবাদ কবে ॥

কেহ হযে পলায়লি শ্রীহরির নামাবলী

স্মরণ করিছে একেবারে ।

কেহ কেহ রাম রাম কেহ বা কৈমিনি নাম

কেহ ভজে ইষ্ট দেবতারে ॥

সবে জান সে সময় বদন যেমন হয়

তরুণ বিদ্যার মুখ মসী ।

যেমন আকাশে আসি পেয়ে রাত পৌর্ণমাসী

গ্রাসিতেছে যেন পূর্ণশশী ॥

মনে হ'লে সেই মুখ অদ্যাপি বিদরে বুক

দেখা হ'লে করি উপকার ।

ইহ জনমের মত মনে রৈল শত শত

বিধিকৃত না হ'ল আমার ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

শিব-উক্তি তনুসার ব্যানেতে প্রকাশ তার

বিপরীত-রতাতুরা বলে ।

স্বরত শব্দেতে শিব কি তাঁর উপমা দিব

সন্তোষ করিলে কিবা ছলে ॥

সন্তোষেতে বহু স্মৃখী পরে হলে ম্লানমুখী

সে স্মৃখের নাহিক তুলনা ।

ঐষৎ যে ছিল হাস ক্রেশে কে করিল নাশ

হ'লে যেন বিরসবদনা ॥

ভূমিকম্পে উদ্ধাপাতে কিম্বা দেখি বজ্রাঘাতে

ম্লানমুখ যেন হয় প্রাণী ।

সে ভাব কে জানে আর কেবল সে সারাৎসার

যে হয় জানেন শূলপাণি ॥

দেখিবারে সে বদন অদ্যাপি আমার মন

মরণেতে চিন্তা সদা করি ।

যদি না নিস্তার তারা নিস্তারিণি ভবদাব
 ন'মের গুণেতে ভবে তবি ॥
 অপাঙ্গে বারেব তাব। দেখ চে। ভবদারা
 তব দাস মশ্যেতে মরে।
 শুনিয়াছি বেদাণমে কাল নাহি কোনক্রমে

কালীনামে ভবসিদ্ধ তবে ॥ ২০

অদ্যাপি তাল্ল রত্ননির্মলিতাক্ষীং
 শ্রুত জ্যষ্টিবসনাং কৃশকেশনাম্।
 গুপ্তাবারিকমলানুভরাজহংসী-
 জন্মান্তরে নিধুবনেহপানুচিন্তয়ামি ॥ ২১

অর্থার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

কামবসে উন্মাদন বর্ষিও নয়ন।
 কুশের সদৃশ কেশ জলদ বনব ॥
 গুপ্তারেব জলমধ্যে কমল-মাথারে।
 রাজহংসী রাজহংস যেমন বিধারে ॥
 হাতে নিবি দিয়া বিধি দৃঢ়ালে আগাবে।
 দেহান্তরে নিধুবনে লইব তাহাবে ॥
 সে শবীবে মন প্রাণ ক'রে সমর্পণ।
 দণ্ডচারি আসি খেন করিয়া এমণ ॥
 অদ্যাপি আমার মনে সেই মুখশলী।
 জন্মান্তরে মম আশা পুরাইব বসি ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

পাষণনন্দিনী তুমি হযেছ পাষণী।
 তথাপি জননী বিনা আর নাহি জানি ॥

জন্মের যে অন্তকাল মৃত্যু বলি তাকে ।
 তদবধি রমণের অভিলাষ থাকে ॥
 অতএব জন্ম'ন্তর শব্দে নিপুৰন ।
 শিবের সহিত যথা করেন ক্রীড়ন ॥
 স্মরত শব্দেতে জেনে দেব ত্রিলোচন ।
 তাতে নিম্নলিখিত যার গণিত নয়ন ॥
 কু শব্দে পৃথিবী তাতে করিয়া শয়ন ।
 কুশ ইতি নাম শিবে হ'ল নিরূপণ ॥
 তদুপরি দিগম্বরী হইয়া মগন ।
 পদতলে শিব শব্দে কেশের পতন ॥
 শব্দ শব্দে পরভাষা শিখা বলে থাকে ।
 তাতে রব করে ভব সদা মুখে থাকে ॥
 তাহাতেই শব্দারব হয় তাঁ'র নাম ।
 সে দেবের অগ্নি হইয়াছে যেন কাম ॥
 তাহার ক্রীড়ন-স্থান জদিপদে সাজে ।
 তাহে রাজহংসীরূপা কালিকা বিরাজে ॥
 অদ্যাপি শ্রামার পদ চিত্তা করি সার ।
 এ বোর সঙ্কটে কালি কর গো নিস্তার ॥ ২১

অদ্যাপি তাং প্রণয়িনীং মৃগশাবকাক্ষীং
 পীযুষপূর্ণকুচকুন্তযুগং বহন্তীম্ ।
 পশ্যাম্যহং যদি পুনর্দিবসাবসানে
 স্বর্গাপবর্গনবরাজ্যমুখং ত্যজামি ॥ ২২

অস্ত্যর্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

প্রাণের অধিক প্রিয়ে মোর প্রণয়িনী ।
 মৃগশাব-মত চক্ষু খঞ্জরীট জিনি ॥
 পীযুষ-পূর্ণিত কুচকুন্ত-বিধারিণী ।
 এমন সময় যদি দেখা দেন তিনি ॥
 যদি বা দর্শন পাই দিবসাবসানে ।
 স্বর্গ মোক্ষ রাজ্য সব ত্যজি তুচ্ছ জ্ঞানে ॥
 অদ্যাপি আমার মনে হতেছে বাসনা ।
 সতত বিদ্যার লাগি করিছে কামনা ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

অতি স্নেহ শব্দকে প্রণয় ক'রে বলে ।
 প্রণয়জননী তাই প্রণয়িনী হ'লে ॥
 কুরঙ্গনয়না কালী ব্রহ্মাণ্ডকারিণী ।
 সূধাপরিপূর্ণ কুচকুন্ত-বিধারিণী ॥
 দিনান্তে বারেক যদি পাই দর্শন ।
 স্বর্গ মোক্ষ রাজ্য সূখে নাহি প্রয়োজন ॥
 অদ্যাপি আমার মনে না হয় সংশয় ।
 তারিণীর বাক্য কভু প্রতারণা নয় ॥ ২২
 অদ্যাপি তাং স্তিমিতবস্ত্রমিবাবলম্বাং
 প্রৌঢ়প্রতাপমদনানলতপ্তদেহাম্ ।
 বালাং মদেকশরণামনুকম্পনীয়্যং
 প্রাণাধিকাং কণমহং নহি বিস্মরামি ॥ ২৩

অর্থার্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

প্রবল প্রতাপ রাখে মদন-অনল ।
তার দেহ-প্রভাবে না হয় স্নশীতল ॥
সে অনলে তপ্ত হয়ে রাজার নন্দিনী ।
আমার দেহের তাপ নাশে বিনোদিনী ॥
স্নিগ্ধ হয়ে দেহ যেন জলমধ্যে থাকে ।
বিদ্যার উলঙ্গ দেহ তেমতি আমাকে ॥
অতুলনা নিক্রপমা কি বলিব আর ।
যাহার তুলনা দিতে সংসারেতে ভার ॥
প্রাণের অধিক প্রিয়া দয়াযুক্তা তায় ।
ক্ৰমে ক্রমে বিস্মরণে মরি হায় হায় ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

ত্রিজগৎ তপ্তকারী হ'ল যে মদন ।
তার দেহ তপ্ত করে দেব ত্রিলোচন ॥
সে দেহেতে দেহ যার লগ্ন হয়ে রয় ॥
তাহার রূপের আর গুন পরিচয় ॥
স্তিমিত শব্দেতে মন্ধ বস্ত্র উপাসনে ।
কুন্তিধাসে দিগম্বর শোভে ত্রিভুবনে ॥
তাহার কামিনী হয়ে সে বসন পরে ।
দিগম্বরী নাম তাঁর সংসার-ভিতরে ॥
অদ্বিতীয়া দয়াময়ী, প্রাণের ঈশ্বরী ।
কর্ণমাত্র আমি যেন নাহিক বিস্মরি ॥
অদ্যাপি আমার মন করিছে ঘোষণ ।
প্রাণ-বিমোচনে যেন পাই ও চরণ ॥ ২৩

অদ্যাপি তাং ক্ষিতিতলে বরকামিনীনাং
 সৰ্ব্বদাশুন্দরতয়া প্রথমৈকরেখাম্ ।
 সংসারনাটকরসোত্তমরত্নপাত্রীং
 কান্তাং স্মরামি কুসুমায়ুধবাণথিম্বাম্ ॥ ২৪

অন্ত্যর্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

ক্ষিতিতলে পৃথিবীতে যতেক সুন্দরী ।
 একে একে সব জনে গণনাকে করি ॥
 বিদ্যার নামেতে রেখা পড়ে অগ্রভাষে ।
 সে কথা সৰ্ব্বদা মোর হৃদিমধ্যে জাগে ॥
 সংসারের মধ্যে নিত্য নৃত্যকারী হয়ে ।
 নর্তন করেন সব হৃদিমধ্যে রয়ে ॥
 সংসারনাটক তাই কন্দর্প বুঝায় ।
 তাহাতে উত্তম রস হয় অভিপ্রায় ॥
 যে রসে মোহিত হয় দেবাদি দানব ।
 পশু পক্ষী কীট আর পতঙ্গ মানব ॥
 সেই রস ধারণের সুবর্ণের পাত্র ।
 সৃজন করেছে বিধি জানি সেই মাত্র ॥
 পুষ্প-ধনু সহ পৃকবাণ অনুপম ।
 কুসুম-আয়ুধ বলে মদনের নাম ॥
 সেই বাণাঘাতে ধিন্ন দেহ হয় যার ।
 এমন কান্তাকে সদা স্মরণ আমার ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

ক্ষিতি যার তলে আছে সেই স্বর্গ হয় ।
 ক্ষিতিতল শব্দে তাই স্বর্গকে নিশ্চয় ॥

ক্ষিতির তলেতে আছে রসাতল জানি ।
 ক্ষিতিল বলে তাতে পাতাল বাখানি ॥
 স্বভাবতঃ ভূমণ্ডল বলে ক্ষিতিলে ।
 ত্রিভুবন-বোধ হয় ক্ষিতিল বলে ॥
 এক দিন দেবগণ সকলেতে মিলে ।
 ত্রিভুবনমধ্যে যত সুন্দরী গণিলে ॥
 ক্রমে ক্রমে একে একে রেখাপাত করে ।
 প্রথম রেখাতে আগে কালী-নাম ধরে ॥
 তার পর আর যত করে নিরূপণ ।
 পুরাণে লিখেছে আমি করেছি শ্রবণ ॥
 আর এক শুন বলি শঙ্করের লীলা ।
 উল্লাসিত হয়ে নৃত্য আরম্ভ করিলা ॥
 পদাঘাতে মহী তাহে করে টলমল ।
 গেল গেল শব্দ হলো যায় রসাতল ॥
 বাহুর পমারে যত সর্গলোকে ছিল ।
 আলু খালু হয়ে কত ভূমিতে পড়িল ॥
 পুনরপি মোহ যায় স্বর্গ সে আপনি ।
 জটার তাড়নে কুর্গ হইল তথনি ॥
 উত্তর দিকেতে হ'ল দক্ষিণের গতি ।
 পশ্চিম দিকেতে পূর্ব দিকের বসতি ॥
 চল্ল সূর্য্য ঋষে পড়ে পৃথিবীর তলে ।
 তারাগণ অচেতন কোথা যাব বলে ॥
 আনুরিকগণ যায় পর্ষত-গহ্বরে ।
 অশ্রু জীব পিতা মাতা বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥

পাতালবাসীর বড় ষটিল প্রমাদ ।
 শঙ্কমাত্র শুনে কিন্তু হইল বিষাদ ॥
 সে দেবে স্থস্থির তুমি করিলে ভবানি ।
 এ সকল কথা ব্রহ্মপুরাণেতে জানি ॥
 সংসারনাটক নাম ধরেন মহেশ ।
 সে দেহে উত্তম রস আছে যে বিশেষ ॥
 সে রস-ধারণে তুমি স্তব্ধ আধার ।
 ব্রহ্মপুর-মাঝে আমি চিন্তা করি তাঁর ॥
 মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে লেখে স্বর্ণাধার ।
 তাহার অন্তরা কথা শুন চমৎকার ॥
 শুভ আর নিশুভ যে দুই মহামুর ।
 শিববরে যুদ্ধে হ'রে নিল ইন্দ্রপুর ॥
 দিকুপাল দেবগণে দিল দূর ক'রে ।
 সূর্য্যাদি-দেবত্ব যত সব নিল হ'রে ॥
 নিজগণ প্রেরণ করিল স্থানে স্থানে ।
 ভ্রমণ করিছে বেগে নাহি কারে মানে ॥
 বনমধ্যে ছিলে তুমি সিংহের উপরে ।
 সেখানেতে শুভ-দূত দেখিল তৎপরে ॥
 রূপেতে করেছ আলো চমকে ভুবন ।
 নৃপতির নারী হৈতে বলিগ ওধন ॥
 কছিল যে ইন্দ্র মোর বহরত্নযোগী ।
 নারী রত্ন হয়ে হও তাহাকে সন্তোগী ॥
 সেই হেতু রত্ন-পাত্র বলিবারে পারি ।
 কাস্তা বলি অভিধানে বাধানিছে নারী ॥

অদ্যাপি সে পদে মন মজিয়াছে যার ।
 তথাপি আমাকে দুখ দেহ বারম্বার ॥ ২৪
 অদ্যাপি তাং প্রথমতো বরসুন্দরী মে
 স্নেহৈকপাত্রবটিতাবিনাথপুত্রী ।
 হে হে জনা মম বিয়োগহতাশতাপান্
 সোঢ়ুং ন শক্যত ইতি প্রতিচিন্তয়ামি ॥ ২৫

অন্ত্যর্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

প্রথম কালেতে সেই প্রেমসী সুন্দরী ।
 স্থাপন করেছে মোরে সযতন করি ॥
 নৃপের নন্দিনী তিনি কি বলিতে পারি ।
 এখন হতাশে মরি অদর্শনে তারি ॥
 তথাপিহ কিছুকাল থাকিতে জীবন ।
 জ্বালায় জ্বলিত করে নিশাচরগণ ॥
 হে হে মহাশয় সব সভাসদৃ জন ।
 কোটালিয়া বেটাদিকে কর না বারণ ॥
 প্রাণে মোর নাহি সহে দেখ অকুয়ার ।
 সকলেতে ব'লে কয়ে কর না উদ্ধার ॥
 তোমরা তিলেক যদি কর নিবারণ ।
 দণ্ড দুই করি আমি বিদ্যার চিন্তন ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

বর-শব্দে মহাদেব তাঁহার কামিনী ।
 আপেতে অধিক দয়া করেছ তারিণী ॥

গিরিরাজ-সুকুমারি বরদাতা হয়ে ।
 মরণ কালেতে দেখা না দিলে অভয়ে ॥
 না দেখে হতাশ তাপে না বাঁচি জীবনে ।
 দ্বিগুণ অনল জলে কোটাল-বচনে ॥
 নৃপতির কোপানলে দুঃখিত শরীর ।
 সভ্যগণ-বচনে না হতে দেয় স্থির ॥
 না সহে প্রাণেতে মোর শুন গো অভয়া ।
 কি জানি কেমন তুমি ছাড়িয়াছ দয়া ॥
 ওহে স্বর্গবাসিগণ করি এ নিয়োগ ।
 আমারে একান্ত কালী হয়েছে বিয়োগ ॥ ২৫

অদ্যাপি বিস্ময়করী ত্রিদেশানু বিহায়
 বুদ্ধির্বলাচলতি তৎ কিমহং করোমি ।
 জ্ঞানরূপি প্রতিমূর্ত্তিমিবাস্তকালে
 রুষ্টা তু বল্লভতরে ময়ি সাত্ত্বীরা ॥ ২৬

অস্তার্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

সুন্দর কহিছে বড় দেখি বিপরীত ।
 সতত বুদ্ধি যে মোর হতেছে বিস্মিত ॥
 জেনে শুনে ভাল মন্দ না ক'রে বিচার ।
 দেবতার প্রতি মতি নাহি থাকে আর ॥
 যদি বা বারেক শুভ চিন্তিবারে চায় ।
 তখনি বিদ্যার পানে ধ'য়ে লয়ে যায় ॥
 ক্ষণে ক্ষণে পলায়ন করে স্বটে হ'তে ।
 কি করিব বারণ না মানে কোন মতে ॥

প্রাণাধিকা প্রেমীকে বহু যত্নে পায় ।
 তার অতি ক্রোধমতি হয়েছে বুঝায় ॥
 কোপের কারণ তার করি অনুমান ।
 গোপনে রোপণ প্রীতি এমতি বিধান ॥
 সে যখন জন্মে যেন বিমান হইতে ।
 বিমান দেখায় সেই প্রকাশ পাইতে ॥
 তার জোরে নিত্য যারে আরাধনা করি ।
 সে কোথা পড়িয়া থাকে অপমানে মরি ॥
 এই যে বিদ্যার দেখি অপমান সার ।
 গর্হিত ভৎসনে তার প্রাণ বাঁচা ভার ॥
 প্রাণপণে জ্বালাতন হয়েছে শরীর ।
 চিন্তানলে বারেবার করিছে অস্থির ॥
 বাপে মায়ে বন্ধুজনে দিতেছে গঞ্জনা ।
 ব্যাপিত হইল তার কলঙ্ক-লাঙ্ঘনা ।
 বিধবা হইবে ব'লে বড় পায় ভয় ।
 সম্মান করিয়া কোলে বিবাহ বা হয় ॥
 মরণ না হয় কেন করিহু এমন ।
 পিরীতের দায়ে ঠেকে ভাবিছে এখন ॥
 এ সকল ভেবে যদি মোরে দেয় দোষ ।
 কি জানি আমাকে যদি ক'রে থাকে রোষ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

মনে মনে করে রাগ কালিকা-ভজন ।
 কি করিবে নৃপ-দূত কি করে শমন ॥

কালীর কিস্কর আমি কালী মাত্র জানি ।
 কালীপদে সমর্পণ আছে মোর প্রাণী ॥
 কালিকা-রূপার কথা কি ব'লে বর্ণিব ।
 শত মুখে কথা নয় আমি কি করিব ॥
 ক্ষণে ক্ষণে যত আমি আরাধনা করি ।
 তখনি সেখানে দেখি ত্রিপুরাসুন্দরী ॥
 কয়েছেন কত বার আমাকে আপনি ।
 তব হেতু দেবগণ ত্যজিব এখনি ॥
 'দেবগণে আরাধনে পূজা করেছিল ।
 মম সন্নিধানে ইষ্ট সাধিতে বসিল ॥
 এগন সময় তুমি পুজিলে আমায় ।
 তখনি ত্যজিয়া সব আইনু হেথায় ॥
 আমাকে এমন দয়া ছিল চিরদিন ।
 নৃত্যকালে ত্যজিলেন হয়ে দম্বাহীন ॥
 নির্দয় দেখিয়া বুদ্ধি হতেছে বিষম ।
 পূর্বমত দয়া-মায়া কিছুই কি নয় ॥
 তাতে অভিপ্রায় হয় করেছেন দোষ ।
 হ'লে হ'তে পারে আমি করেছি মা দোষ
 ভজনেতে ভজ দিয়ে প্রেমে ছিল মতি ।
 ক্ষম অপরাধ মোর হীনবুদ্ধি অতি ॥
 তাতে এক সন্দেহ হতেছে মোর মনে ।
 উমা বুদ্ধি ব্রহ্মলোকে স্থিত বা নির্জনে ॥
 মনের গমন নাহি হয় তত দূরে ।
 শ্যামার কি দোষ আছে আমি আছি দূরে ॥

না হবে এমন বুঝি গেছে সেই স্থান ।
 'অবশ্য যতন পায়ে করিয়া সন্ধান ॥
 শুনেছি যে বুদ্ধি যত সকলি ব্রাহ্মণী ।
 তাতে অনুগত হয়ে আছে কি অমনি ॥
 সেই যে আমার বুদ্ধি বড় প্রিয়তর ।
 বটে হ'তে গেল যদি হব বুদ্ধিহর ॥
 বুদ্ধি ছাড়া হলে হয় পাগলের মত ।
 তাই সকলের কাছে বলি শত শত ॥ ২৬

অদ্যাপি তাং গমনমিত্যাদিতাং মদীয়ং
 শ্রুত্বৈব ভীতহৃবিগীর্ণাশ্চকলাক্ষীয়া ।
 অত্যাकुলাদ্বিগলদশ্চকলাकुलाक्षीং
 সঙ্কিতয়ামি গুরুশোকবিনম্রবক্ত্রাম্ ॥ ২৭

অর্থার্থঃ ! বিদ্যা-পক্ষে ।

যেখানে গোপনে আছেন নির্জনে
 সেখানেতে লোকে যায়ে ।
 সুন্দরের কথা কহিছে সর্বথা
 সৌকি করে লজ্জা খায়ে ॥
 শুনে সমাচার কি বলিব তার
 সে যে সহজে অবলা ।
 শিশু-মৃগী সমা নয়ন-উপমা
 ভীতা আছে সে চকলা ॥
 যেন দেখি তারে সাক্ষাতে আমারে
 মনেতে উদয় কত ।

গুমুরে অন্তরে অশ্রুধারা করে

স্নান মুখ অবিরত ॥

করে দুঃখ ভোগ অন্তরে বিয়োগ

অধোমুখে বসি রয় ।

এমন সুন্দরী তারে চিন্তা করি

মরণে নাহিক ভয় ॥

অদ্যপি আমার এত দুঃখ সাগর

তথাপি ভাবিছি তায় ।

কি করি উপায় প্রয়োজন তায়

বিধি বাদী হল তায় ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

মা হয়ে কখন ত্যজে স্মৃতগণ

এমন না দেখি কারে ।

যদি কুসন্তান তথাপি সন্ধান

করেন অবশ্য তারে ॥

আমার মরণ স্তনে এতক্ষণ

স্নেহের কারণ হয় ।

অতি ক্রেশে থাকি শিশু-মৃগী আঁখি

নিরবধি চায়ে রয় ॥

হয়ে শিশু হারা নয়নের ধারা

পড়িছে অবনিতল ।

শোকোতে গস্তীর হইয়া অস্থির

অধোবদনে বিকল ॥

আমার এমন

সদা হয় মন

সকলুণা দয়াময়ী ।

অদ্যাপি আমাকে

যদি দয়া থাকে

স্মরণেতে হব জয়ী ॥ ২৪

অদ্যাপি বাসাগৃহতে ময়ি নীরমানে

হৃদ্বারভীষণকরৈবদূতকল্লৈঃ ।

কিং কিং তয়া বহুবিধং ন কৃতং মদার্থে

কর্তুং ন পার্যাত ইতি ব্যথতে মনো মে ॥ ২৮

অর্থার্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

এক দিন বিদ্যা সহ শয়ন-আগারে ।

স্বপন দেখিয়া মরি বিপদপাথারে ॥

সে দিনের স্বপনের কি কব বাহার ।

প্রাণ যায় মরি মরি বড়ই বিস্তার ॥

বিবরণ শুন তার শুনে আছি সুখে ।

দৈবাধীন পদাতিক দেখিনু সম্মুখে ॥

ভয়ঙ্কর বেশ আর ঘূর্ণিত নয়ন ।

অসি-চর্চধারী আর বিকটদশন ॥

অঙ্গার হইতে তার কাল তার অঙ্গ ।

ক্ষণে ক্ষণে চায় করে ক্রকুটী জ্জ্বল ॥

কেশের অগ্রেতে মোরে ধরিবারে যায় ।

অস্ত্রাঘাত করিবে বুঝিনু অভিপ্রায় ॥

কল্পিত হৃদয়ে আমি ভাবিলাম তবে ।

বুঝিলাম-এই লোক যমদূত হবে ॥

তবে তারে ভাল ক'রে করি দরশন ।
 দেখি যেন তার সনে আর কত জন ॥
 কেহ বা রক্তের ভার করিয়াছে কাঁধে ।
 কেহ বা কতক জনে রাখিয়াছে বাঁধে ॥
 কেহ বা প্রাণীর অস্থি করিছে চর্ষণ ।
 কেহ করতালি দিয়া করিছে নর্তন ॥
 তাহা দেখে প্রাণ মোর অচেতন প্রায় ।
 উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠি প্রাণ যায় যায় ॥
 তখনি ধরিয়া মোরে বিদ্যা কোলে করে ।
 কর্ণে মোর কালী নাম শুনাগে তৎপরে ॥
 ব্যাকুল হইয়া তোষে নানা মত রীতে ।
 তাহার তুলনা আমি পারি কিমে দিতে ॥
 তার সমুচিত করা মনেতে আছিল ।
 না করিতে পারি বড় বেদনা রহিল ॥

ষষ্ঠীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

এক দিন জপকালে বসিয়া শ্রুশানে ।
 বিভীষিকা ভয় পেয়েছিলাম অজ্ঞানে ॥
 মৃততুল্য হইয়ে যেন শবের আকার ।
 শিবাগণ চতুর্দিকে বেষ্টিত আমার ॥
 মৃতসম দেহ দেখে মাৎস খেতে যায় ।
 যমদূত সম তারা অনিবার তায় ॥
 সে সকল নিবারণ করিলে তারিণী ।
 অচেতনে হ'লে যেন চৈতন্যরূপিনী ॥

প্রাণদান দিলে মোর বহু যতনেতে ।
 সে দিন করেছ রক্ষা ঘোর বিপদেতে ॥
 লায়ন কালীর পদ ভজনা না হয় ।
 হায় বুথা দিন হ'ল বিফলেতে ক্ষয় ॥
 এখন শঙ্করি কিসে হব গো উদ্ধার ।
 প্রাণ যায় এই দায় কর ভবে পার ॥ ২৮

অদ্যাপি তাং ক্ষণবিয়োগনিমীলিতাক্ষীং
 শঙ্কোপুনর্বহতয়া মৃতশোকধারাম্ ।
 মজ্জীবধারণকরীং মদনালসাক্ষীং
 কিং ব্রহ্মকেশবহরেঃ স্মদতীং স্মরামি ॥ ২৯

অন্ত্যর্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

ক্ষণমাত্র অদর্শনে মৃতের আকার ।
 মৃত্যুশোকে ধারারূপা হয়েছে বিদ্যার ॥
 জীবন ধারণ হেতু সেই স্থলোচনা ।
 হরি হর ব্রহ্ম আদি না করি গণনা ॥
 বিদ্যার দর্শন শোভা তুল্য করি কার ।
 অদ্যাপি সন্ধটে আমি চিন্তা করি তার ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

কি হেতু করুণাময়ি ছাড় সব মায়া ।
 ক্ষণেক দর্শনভাবে নাহি থাকে কায়া ॥
 তিলাক্ষি বিচ্ছেদ মানি শতকোটি বর্ষ ॥
 হরি হর ত্যজে যারে জেনেছি নিকর্ষ ॥

মৃত্যুরূপী মহেশের শোকবিধায়িনী ।
 কালকূটপানে ভবে নিস্তারকারিণী ॥
 মম জীব ধারণের হেতু নিস্তারিণী ।
 সঙ্কটেতে স্মরি তাই তার গো তারিণী ॥ ২৯

অদ্যাপি তাং চলচকোরবিলোলনেত্রাং
 শীতাংশুমণ্ডলমুখীং কুটিলাগ্রকেশাম্ ।
 মন্তেভকুন্তসদৃশ-স্তনভারনম্রাং
 বক্কপুষ্পসদৃশোষ্ঠপুটাং স্মরামি ॥ ৩০

অস্বার্থঃ । বিদ্যাপক্ষে ।

চকোরের সদৃশ কোমল নেত্র যার ।
 চন্দ্রের মণ্ডলশোভা মুখেতে বিদ্যার ॥
 কি শোভা পেয়েছে তাতে কুটিলাগ্র কেশে ।
 মন্ত-গজ-কুন্ত ক্চ-ভারে নম্রাবেশে ।
 জবাপুষ্প সম দুই ওষ্ঠ জানি যার ।
 এমন বিন্যাকে মোর পাসরণ ভার ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

চকোরনয়নী শ্যামা শুধাংশুবয়ানী ।
 করিকুন্ত-সমস্তন-ভারে নম্রা জানি ॥
 অস্বর-রুধিরধারা পান নিরন্তর ।
 ওড়পুষ্প সম ওষ্ঠ উত্তম অধর ॥
 মৃত্যুকালে সঙ্গী তায়ে চিন্তি বারেবার ।
 এ হুঃখ-সাগরে তিনি করেন উদ্ধার ॥ ৩০

অদ্যাপি সা নিশি দিবা হৃদয়ং দুনোতি
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখী মম বল্লভা যা ।
লাবণ্যনির্জিতমনো-গুরুকামদর্পা
ভৃগুঃ পুনঃ প্রতিমূর্তনং বিলোক্যতে যৎ ॥ ৩১

অস্বার্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

যার লাগি দিবা নিশি ধৈর্য নাহি ধরে ।
পূর্ণশশিমুখী বিন হৃদয় বিদরে ॥
অতিশয় প্রিয়তরা সম্মোহকারিণী ।
পুনঃপুনঃ কামরসাপেক্ষ নিবারিণী ।
আশ্রাস সদৃশ যার নিবারণ নাই ।
ক্লেণে ক্লেণে সুধাপান পাই^বর ঠাই ॥
এমন বিদ্যাবে আমি কি ক'বে ভুলিব ।
তথাপি স্মরণ করি যতক্ষণ জীব ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

পূর্ণেন্দুসুন্দর-মুখী প্রাণের ঈশ্বরী ।
দিবা নিশি চিন্তা যার হৃদয়েতে করি ॥
জগত-বিজয়ী কামে করি দর্পশেষ ।
কাম-দর্পহারী নাম হইল মহেশ ॥
তঁাহার রমণী যিনি মমেষ্ট দেবতা ।
সেই পদ চিন্তা করি ক'রে তৎপরতা ॥ ৩১

অদ্যাপি তামরহিতাং মনসা চ নিত্যং
সকিস্তয়ামি সততং মম জীবিতেশাম্ ।
লাবণ্যভোগনবধৌবনভারসারাং
জন্মান্তরেহপি মম সৈব গতির্যথা শ্রাং ॥ ৩২

অস্ত্যর্থঃ । বিদ্যা পক্ষে ।

যদি থাকি শতকোট লক্ষ যোজনেতে ।
নেত্রের অঞ্জন যেন দেখি নিকটেতে ॥
মনের মাঝারে নিত্য অবস্থিত হয়ে ।
সকলি সাক্ষাৎ যেন ভোগ দেন রয়ে ॥
জন্ম-অবসানে মনোযোগ যে সন্ধান ।
সেই ফল দেহান্তরে শুনেছি পুরাণে ॥
সেহেতু অধিক চিন্তা বিদ্যা করি সার ।
দেহান্তরে সেই গতি হইবে আমার ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

অন্তরীক্ষে থাকি না দিলেন দরশন ।
মনো-মাঝারেতে সদা করি নিরীক্ষণ ॥
জীবের জীবন-তুল্য আশারূপ তাতে ।
সুখ-মোক্ষ-ভোগদাতা জীবের যাহাতে ॥
পরান-পরাণকালে কালী বলে খাই ।
পুনর্বার দেহে যেন অই গতি পাই ॥ ৩

অদ্যাপি তাং মলয়পঙ্কজগন্ধলুপ্ত-
ভ্রাম্যদ্বিরেকচয়চুশ্চি তপগুদেণাম্ ।
কেশাববৃতকরপল্লবকঙ্কণাঢ্যাং ॥
সন্দ্যোতয়ত্যাতিতরাং সুরতং মদীয়ম্ ॥

অস্ত্যর্থঃ । বিদ্যাপক্ষে ।

সঙ্কেত-বচনে কবি করিছে বর্ণন ।
সহচরী সহিতে বিদ্যার বিবরণ ॥

মলয়-পঙ্কজ-গন্ধে হয়ে আমোদিত ।
 মত্ত অলিকুল সব হইয়া মোহিত ॥
 ভ্রমে ভুলে মুখপদ্ম গওদেশে শোভে ।
 সুধারস-গন্ধ পায়ে থাকে মধু-লোভে ॥
 গৌর গণ্ডে মধুকর কিবা মনোহর ।
 অলকা-আবলি যেন হয় শোভাকর ॥
 কেশের বিভ্রাস যবে করে সখীগণ ।
 করপল্লবেতে হয় কঙ্কণের স্নন ॥
 সেই সখীগণ সব কিবা নিরুপমা ।
 রত্নকে বিভ্রায়োঁ তার। যেন তিলোত্তমা ॥
 মদীয় সুরতচিত্র কঙ্কণের রবে ।
 চমৎকার পাইয়াছে বিদ্যার বৈভবে ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

ইন্দ্র আদি পারিজাতে পুজে দেবী যবে ।
 পুষ্প হ'তে মকরন্দ গওদেশে স্রবে ॥
 সেই মধু-লোভে গণ্ডে শোভে অলিগণ ।
 মলয়-পঙ্কজ-গন্ধ লোভেতে মগন ॥
 আর যত দেবীগণ আছে আবরণ ।
 করপল্লবেতে করে জটী নিবন্ধন ॥
 যোগিনী যতেক তার কুল্লা আদি যত ।
 তাদের কঙ্কণ-রব চমৎকার মত ॥
 আমার হৃদয় তার সুরত হইয়া ।
 আবরণ দেবীগণ সহিত বন্দিয়া ॥ ৩৩

অদ্যাপি তন্নখপদং স্তনমণ্ডলেষু
 দন্তং মঠৈব মধুপানবিমোহিতেন ।
 উদ্ভিন্নরোমপুলকৈব'হভিঃ সমস্তা-
 জ্জাগৰ্ত্তি রক্ষতি বিলোকয়তি প্রযত্নাং ॥ ৩৪

অস্তুার্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

মদন-মোহিত হয়ে মধুপানে মত্ত ।
 সেই কালে নাহি রয় গুণাগুণতত্ত্ব ॥
 কর প্রদানেতে হ'ল কুচে নখাবাত ।
 সুখভোগ ছাড়ি দেখ দুঃখ অকস্মাৎ ॥
 বিদ্যার শরীরে হ'ল কোপের উদয় ।
 লোমহর্ষ তন্ত্রে তায় তথা মৌনে রয় ॥
 আমার কুকর্ষ হতে রসহীন হয় ।
 দীন হীন স্বভাবেতে থাকিলু নিশ্চয় ॥
 সে দুঃখ-বদন মোর হেরে সুলোচনা ।
 তৎক্ষণে আমার প্রতি করে বিবেচনা ॥
 পুনর্বার যতনেতে রক্ষা করে প্রাণ ।
 সমতা করিল সব ত্যাগ্য করি ম'ন ॥
 সেই অপরাধ মোর যবে হয় মনে ।
 নৈরূপে বঞ্চনা করি কব কার সনে ॥

দ্বিতীয়াংশঃ । কালী-পক্ষে ।

শ্রাশানেতে প্রতিদিন জপ করি তাঁর ।
 উপহার নাহি কিছু মানসোপচার ॥
 খপদ নামেতে শূদ্র তাও নাহি দান ।
 স্তনেতে মণ্ডল কিবা বাক্যের বিধান ॥

বিশেষতঃ যধুপানে যন্তরূপ হয়ে ।
 পূজার নৈবেদ্য বিধি কেবা আনে লয়ে ॥
 তন্ত্ৰের লিখন আছে যে যার পূজক ।
 তাঁর প্রসাদেতে সে যে অবশ্য হুঁচক ॥
 অতএব দেখি পূজা ভক্ষ্যাহীন হয়ে ।
 কুপিত করুণাময়ী অবোধতনয়ে ॥
 দেহে লোমাবলি যত উর্দ্ধমুখ হয় ।
 করিয়ে অনেক স্তুতি দয়া উপজয় ॥
 করিলা আমারে রক্ষা অনেক যতনে ।
 অদ্যাপি স্মরণ মোর অভয়া-চরণে ॥ ৩৪
 অদ্যাপি সা শশিমুখী কৃতরাগভারা
 সোচ্চৈর্কক্ষচঃ প্রতিদদাতি যদৈব নন্তম্ ।
 চক্ষামি রোদ্ধিমি ভৃশং পতিতোহস্মি পাদে
 দাসস্তব প্রিয়তমে ভজ মাং স্মরামি ॥ ৩৫

অস্তুার্থঃ । শিদিয়াপক্ষে ।

একদিন দিবসেতে বিদ্যা নিজ মন্দিরেতে
 শয়নে ছিলেন রসবতী ।
 নিশি করে আগরণ রতিরঙ্গ-ক্রেশ মন
 ঘোর নিদ্রা পেয়েছেন অতি ॥
 হুড়কের পথ দিয়ে আমি উপস্থিত 'য়ে
 একাকী শয়নে দেখে তারে ।
 কাছে নাই দাসীগণ নিদ্রাবশে বিবসন
 হস্তপদ পালকে পসারে ॥

মেরুপে হরিল মন দেখিলাম অচেতন
 মদনের যাগ আরম্ভিলু
 নিদ্রাবশে রতি-রঞ্জে সুখেতে পরম রঞ্জে
 শেষে কিছু লজ্জিত হইলু ॥
 রতিরঙ্গ-রাগভরে নিদ্রা হতে উঠি পরে
 রাগ করে গর্ষিত ভৎসন ।
 দেখি কোপে কম্পমান তাজিলাম সেই স্থান
 সিন্দপথে করিলু গমন ॥
 পুনরপি রাত্রিযোগে আইলাম কোন ঘোপে
 তবু দেখি তেমতি কুপিত ।
 পায়ে পড়ি দাস মত রোদন কবিলু কত
 প্রিয়তমা না ছাড়ে নিশ্চিত ॥
 চুম্বনাদি আশ্বিন কত মান বিমর্দন
 করিলাম না হয় গণন ।
 তবে বিধুমুখী তার আহা মরি হায় হায়
 অদ্যাপিও হয় যে স্মরণ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

একদিন দিবসেতে প্রয়োজন শাশানেতে
 ভক্তিভাবে বসিলু পূজাতে ।
 সে সময় বোপমারী ভব-সঙ্গে ভবজায়া
 আছিলৈন রহস্তকথাতে ॥
 পাইয়া আমার ধ্যান করিবারে অপমান
 ক্রোধমুখে আগমন করে ।

কোপযুক্তা উচ্চ ভাষে প্রথমে শুনিয়া ত্রাসে

পলায়ন করিলু অন্তরে ॥

অন্ত গেল দিবাকর হইলাম সকাতর

অপরাধ ভঞ্জন কারণে ।

পড়িলাম পদতলে যা কর মা দাস ব'লে

দুখলেশ জানাই রোদনে ॥

চুম্ব যে কুস্তক গ্রাস ব্রহ্মতত্ত্ব অভিলাষ

বাধিগাম রক্ষা করিবারে ।

বিধুমুখী অতঃপরে কৃপা করি দেখ পরে

অপরাধ নিস্তারে আমারে ॥

অদ্যাপি আমার মন করিতেছে সুস্মরণ

দিবানিশি না ভুলি অন্তরে ।

হয়েছি জননীহারী কোথা ভুলে আছ তারা

প্রাণ ষাশ্ব পড়ে দেশান্তরে ॥ ৩৫

অদ্যাপি ধাবতি মনঃ কিমহং করোমি

সার্কং সবীভিরিতি বাসগৃহে সুকান্তে ।

কাস্তাস্থ গীতপরিহাসবিচিত্রবাদ্য-

ক্রৌড়াস্থৈখরিহ ত্বা তু মদীয়কালঃ ॥ ৩৬

অন্তার্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে

অদ্যাপি সঙ্কটে তবু লজ্জা ভয় নাই ।

সতত ধাবন মন বিদ্যা যেই ঠাঁই ॥

কি করিতে পারি মন ধৈর্য না ধরে ।

বিদ্যার বসতিগৃহে মদ্য বাস করে ॥

যেমন সম্পদ সুখে পূর্বে সুখী ছিল ।
 সখী সহ গীত-বাদ্যে রজনী বকিল ॥
 সে সকল সুখ-লেশ না ভুলি কখন ;
 পাষাণের চিহ্ন মত হৃদয়ে যেমন ॥
 যে সুখ বঞ্চিতা মন হয়েছে পাগল ।
 আমি কি করিব ভাই সতত চকল ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

রতি শব্দে মহাদেব তাহার ভবনে ।
 শ্মশানে বসতি অষ্ট নাট্যকার মনে ॥
 সেইখানে বেদধ্বনি মঙ্গলগায়ন ।
 করতালি নূপুরাদি কিক্বিণী-বাদন ॥
 তত্র সন্নিধানে বসি করি আরাধন ।
 চিত্ত মোর শ্রামা-পদে হয়েছে মগন ॥
 অদ্যাপি পড়েছি দেখ সঙ্কট-মাগরে ।
 তথাপি ধাবন সেই শ্মশানের তরে ॥
 হয়েছে স্বভাব দেখ আমি বা কি করি ।
 নিস্তার করুণাময়ি ভবে হয়ে তরি ॥ ৩৬

অদ্যাপি তাং ন ধলু বেদ্বি কিমৌশপত্নী
 সা বা শচী সুরপতেরথ কৃষ্ণসম্মতিঃ ।
 ধাত্তেব কিং ত্রিজগতাং পরিমোহনায়
 সৃষ্টা কুলে যুবতিরাজিদিদৃক্ষয়েব ॥ ৩৭

অস্ত্যর্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

শুন নরপতি কিছু করি নিবেদন ।
 অদ্যাপি না জানি বিদ্যাবতী সে কেমন ॥

কি কব রূপের কথা না হয় উপমা ।
 মহেশমহিষী হবে কিস্বা হবে রমা ॥
 ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী ।
 এ সব হইতে রূপ অধিক বাখানি ॥
 ত্রিজগৎ মোহ যায় মুনি-মন টলে ।
 এমন যুবতি আমি না দেখি ভূতলে ॥
 অতএব মহারাজ শুন সে কাহিনী ।
 রূপে-গুণে নিরূপমা তোমার নন্দিনী ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে ।

দিবানিশি কালী বলে করি স্তুতি নতি ।
 নাহি জানি কালীরূপ কালার বসতি ॥
 কিছুই নিশ্চয় তাঁর না পারি করিতে ।
 ক্ষণে ক্ষণে বিতর্ক হইছে মোর চিতে ॥
 মহেশমোহিনী কিস্বা শক্তের রমণী ।
 বারেক মনেতে দেখি কৃষ্ণের স্বরণী ॥
 কভু জানি বিধাতার সাধিত্রী বা হন ।
 ভুবনমোহিনী রূপে জগতমোহন ॥
 কখন অভেদ রূপ পুরুষ-প্রকৃতি ।
 জগত-জননী চিরধৌ-বনা আকৃতি ॥
 দিগম্বরী বেশ কিন্তু লজ্জারূপা তিনি ।
 সুকোমল অঙ্গ তাঁর পাষণনন্দিনী ॥
 অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপ ধ্যানে দেখা ভার ।
 হরি হর ব্রহ্মা আদি পদ ভাবে য়ার ॥ ৩৭

অদ্যাপি তাং জগতি বর্ণয়িতুং ন কোহপি

শক্যোত্যদৃষ্টসদৃশপ্রতিরূপলক্ষ্যম্ ।

দৃষ্টং তথা সদৃশরূপমনুক্ষণং চেৎ

শক্যো ভবেদপি স এব পরো ন চাক্তঃ ॥ ৩৮

অন্তার্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

সংসারেতে বিদ্যাকে বর্ণিতে কে পারিবে ।

নিশ্চয় তাহার গুণ কেমনে জানিবে ॥

মূল মূল যদি কিছু করয়ে বর্ণন ।

অদৃষ্ট সমান প্রতিরূপের লক্ষণ ॥

তবে সেই রূপে গুণে বিজ্ঞ কেহ হয়ে ।

চিরদিন সেই রূপ সত্য চিন্তয়ে ॥

নতুবা অস্ত্রের কন্দ কোন মতে নয় ।

সেই রূপ গুণ জ্ঞান কাহার বিষয় ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

শ্যামারূপ বর্ণনের সাধ্য নাহি কার ।

বিধি বিম্বু আদি যারে মানে পরিহার ॥

স্তুতিবাদে যদি কয় জ্ঞান অনুসারে ।

আকাশ বর্ণন যথা হয় নিরাকারে ॥

যথার্থ কি রূপ গুণ গগনমণ্ডল ।

কে করিবে নিরূপণ অবস্ত সকল ॥

আর যথা প্রথা আছে ললাটের লেখা ।

ভুনেছে সকল লোক কার আছে দেখা ॥

এইরূপ অনুমানে যে যত বাধানে ।

তবে তার তুল্য যদি থাকে কোন স্থানে ॥

বর্ণিতে পারিবে সেই ধরে মোর মনে ।
 অপরে না জানে শুনি বেদের বচনে ॥ ৩৮
 অদ্যাপি নির্মলশরচ্ছশিগোরকাস্তিৎ
 চেতো মূনেরপি হরেৎ কিমুতাস্মদীয়ম্ ।
 বক্রং সুধাময়মহং যদি তৎ প্রপদ্যে
 চুম্বামি চাপ্যবিরতং ব্যথতে ন চেতঃ ॥ ৩৯

অর্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

নির্মল শারদ-শশী গোর কাস্তি যার ।
 নিতান্ত হতেছে দেখ যে মুখ শোভার ॥
 ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণে যে মূনি থাকিলে ।
 সে মন হরণ হয় এ মুখ দেখিলে ॥
 কি ছার আমার মন ভুলিতে কি পারে ।
 যে মুখ উপমা হয় সুধার আধারে ॥
 অবিরত সে বদন করিলে চুম্বন ।
 নতুবা ঘৃণিবে নাই মনের বেদন ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

ভূতগুহি কালেতে জানিবে বিবরণ ।
 ললাটে যে চন্দ্রবীজ করিবে স্থাপন ॥
 সে বীজ মুখের শোভা তন্ত্বেতে বাখানে ।
 শরতের শশী যেন নির্মল বিধানে ॥
 চক্রেভেদ ভাবেন যখন যোগিগণ ।
 তাঁহাদের চিত্ত হয়ে আমি কোন্ জন ॥
 ভস্মীকৃত দেহ যবে নির্মাইতে চায় ।
 ও বীজ তখন সুধা-সাগরের প্রায় ॥

সে সূধা লইয়া করে দেহের নিৰ্ম্মাণ ।
 চুম্বকাদি চতুর্থ বিংশতি অধিষ্ঠান ॥
 সে আনন্দে শ্রামারসে থাকি গো সৰ্ব্বদা ।
 না হয় যখন বড় মনে পাই ব্যথা ॥ ৩৯
 অদ্যাপি তে প্রতিমুহঃ প্রতিভাব্যামানা-
 শ্চেতো বহন্তি হরিণীশিশুলোচনায়াঃ ।
 অন্তর্নিমগ্নমধুপাকুলকুন্দবৃন্দ-
 সন্দর্ভহৃন্দরুচো নয়নোঙ্জিপাতাঃ ॥ ৪০

অম্বার্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

অদ্যাপি সে প্রতিক্ষণে হতেছে ভাবনা ।
 নিরবধি করে চিন্ত কামিনী কামনা ॥
 শাবক মৃগের সম নয়ন-ভঙ্গিমা ।
 কি শোভা হতেছে তার নাহি যার মীমা ॥
 অন্তরে নিমগ্ন রূপ আছে অবিরত ।
 যথা মধুপানে অলি না হয় বিরত ॥
 কুন্দশ্রেণী মত আভা হয়েছে দর্শন ।
 সূধাপানে শোভে যেন উজ্জ্বিত নয়ন ॥
 এমন সুন্দর রূপ না দেখি কাহার ।
 ভুলিতে কি পারি আমি সে রূপ বিদ্যার ॥
 আছি সদা তার ।

কি গুণে বাক্কিল মন তনয়া তোমার ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

সুসুমার মধ্যগত আছেন চিত্রিণী ॥
 তাহাতে নিমগ্নরূপা বীজস্বরূপিণী ॥

মূলাধার-চক্র হতে যথা ব্রহ্মপুরে ।
 সর্ব জীবে অধিষ্ঠান নরে সুরাসুরে ॥
 শিশু-মৃগ-লোচনীর বীজেতে আকার ।
 অক্ষিরূপে নাদবিন্দু তাতে শোভা য়ার ॥
 ক্রমে ক্রমে ভাব্যমান হতেছে হৃদয় ।
 চৈতন্যরূপিণী যিনি আছেন সমস্ত ॥ ৪০

অদ্যাপি তৎকমলরেণুসুগন্ধিগন্ধং
 সৎপ্রেমবারিনিকরধ্বজতাপহারি ।
 প্রাপ্নোম্যহং যদি পুনঃ সুরভৈকতীর্থং
 প্রাণাংস্ত্যজামি নিম্নতং পুনরাপ্তিহেতোঃ ॥ ৪১

অর্থার্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

বিদ্যারূপ প্রেমসাগরেতে কিবা বারি ।
 অনঙ্গ-তাপেতে তাপী তার তাপহারী ॥
 সে জলের শোভা কিবা করিব বর্ণন ।
 শতপদ্ম বিকসিত হয়েছে শোভন ॥
 সেই পদরেণু সব উড়ে বায়ুভরে ।
 তজ্জলে পড়িয়া গন্ধে আমোদিত করে ॥
 পুঙ্কর তীর্থের স্থান সংসারের মাঝে ।
 সর্বতীর্থ-সার যেন অঙ্কুর বিরাজে ॥
 সেই তীর্থ পাই যদি এমন সময় ।
 তবে তাতে প্রাণ ত্যজে হই সুখময় ॥
 অধিক বাসনা আমি কিছু করি আর ।
 জন্তামরে পাই যেন তাঁরে পুনর্বার ॥

নিত্য ভাৱ চিন্তা কৰি তাহাতে দুঃখ নিবাৰি
বৰদাতা হও দয়া কৰে ॥

কবি কল্প কল্পপুটে সন্ত্যগণ হেমে উঠে
এবাৰে উদ্ধাৱ হবে চোৱ ।

বিদ্যা হতে বৰ নিলে মশানেতে বলি দিলে
এড়াৰে যমের যত জোৱ ॥

কবি ভাবে সত্য অই আৱ মহাবিদ্যা বই
কেবা আছে নিস্তাৱকাৰিণী ।

পুনৰপি কবি তাৱ শ্ৰামা-পদে অৰ্থ আৱ
কৱিলেন ভাবিয়া তাৱিণী ॥

বিতীয়াৰ্থঃ । কালী-পক্ষে ।

প্ৰিয় ৰাজহংসী তিনি আগম-পুৰাণে যিনি
তাঁৱ অৰ্থ কৰিতে প্ৰচাৱ ।

প্ৰিয় শক্কে মনোনীত তাহাতে কৱেন হিত
তেঁই শিব প্ৰিয় ৰসভাৱ ॥

অজ্ঞ নামে যেন হৱি আৱ ঘেবা হংসোপৱি
থাকে তাতে ব্ৰহ্মাকে বুঝাৱ ।

ত্ৰিদেব-ৰমণী কৰে বাধানেছে একন্তৱে
প্ৰিয়ৰাজহংসী শক তাৱ ॥

কাদম্বে কেশৱ ৰজ ত্ৰিগুণিত সত্ত্ব ৰজ
ক শক্কেতে বিধিকে বাধামি ।

অশ্বক জানিবে হৱ তাৱ পৱে ঘে ঈশৱ
তাহাতে কৃষ্ণেৰ নাম জানি ॥

তাঁদের যে পদরজ্জ ক্ষণমাত্র যদি ভুজ
নদী-নদ-তটে বনাস্তরে।

চপলাঙ্গুষ্টি বামা রোমাংকরী তথা শ্রামা

দুঃখ শেষ করেন তৎপরে ॥ ৪২

অদ্যাপি তাং নৃপতিশেখররাজকন্যাং

সম্পূর্ণযৌবনমদালসভঙ্গগাত্রীম্।

গন্ধর্ব্বযক্ষসুরকিন্নররাজকন্যাং

স্বর্গাদিমাং নিপতিতামিব চিন্তয়ামি ॥ ৪৩

অন্তার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

গবাক্ষের দ্বারে কিবা শোভা নিরূপণ।

স্বর্গ হতে বুঝি এসেছেন দেবগণ ॥

কিন্তু সে গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ বা কিন্নর।

এদের নৃপতি-কন্যা হবে নিরস্তর ॥

অথবা সংসারে যত আছেন নৃপতি।

তাহার উপরে যেবা হইবে অধিপতি ॥

এমন যে মহারাজ কন্যা হবে তাঁর।

তাঁহার রূপের কথা বর্ণে সাধ্য কার ॥

শুন শুন ঠাকুরাণি প্রার্থনা যে করি।

আজ্ঞা কর কোন মতে সঙ্কটেতে তরি ॥

অন্তার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

সম্বোধনে বলে ওগো নৃপতিশেখর।

তোমার কন্যাকে চিন্তা করি বহুতর ॥

বুঝে দেখ সেই কন্যা মানবী যে নয়।

স্বর্গ হতে তব গৃহে দেবীর উদয় ॥

কি জানি গন্ধর্ব্বনারী যক্ষী বা কিন্নরী ।
সম্পূর্ণ যৌবনে কিছু সন্দেহ যে করি ॥
অলস ভঙ্গনে যবে ত্রিভঙ্গিমা গাত্র ।
চমৎকার চিত্তা তার মনে করি মাত্র ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

গিরিরাজ-তনয়ার কে জানিবে লীলা ।
পুরাণে শুনেছি যবে ব্রহ্মকন্যা ছিল ॥
আত্মজা কন্যাকে দেখি পরমেষ্ঠী যিনি ।
মনোহরা রূপেতে মগন হন তিনি ॥
পিতাকে কামুক দেখে কন্যাটী পলায় ।
ওই কন্যা-পাছে ব্রহ্মা ত্রিভুবন ধায় ॥
মর্ত্যে আসি বনবাসী মৃগীরূপ ধরে ।
মৃগী হন তাতে ব্রহ্মা মৃগ হন পরে ॥
এইরূপে বহুকাল ধাবমান বনে ।
বাস্য বেশে তথা শিব বিরোধ ভঞ্জে ॥
স্বর্গ হতে নিপাতন মর্ত্যে আগমন ।
মূর্খন যেরূপ ইচ্ছা তখনি তেমন ॥
সুসাহস গন্ধর্ব্ব কিন্নর তার পতি ।
নাগরাজ স্থাবর জঙ্গমে মাত্র অতি ॥
সে রাজার কন্যা সদা কমলযৌবনা ।
অনন্ত বিহীন অন্ত না পায় তুলনা ॥
সদা চিন্তা করি তাঁর যা হয় উচিত ।
এ ঘোর বিপদ হতে করগো বিহিত ॥ ৪৩

অদ্যাপি তৎসুরতকেলিনিবন্ধবুদ্ধি-
 রক্ষোপবন্ধপতিতস্মিতশূন্তহস্তাম্ ।
 দ্ব্যন্তোষ্ঠপীডননখক্ষতরক্তসিক্তাং
 তস্তাঃ স্মরামি রতিবন্ধনপাত্রযষ্টীম্ ॥ ৪৪

অস্ত্যর্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

সুরত কেলির স্থান যে সকল বিদ্যমান
 বিদ্যার সহিত সে সময় ।
 বুদ্ধি হইবে নির্বন্ধন অদ্যাপি তথায় মন
 সব ত্যাগে নিরবধি বয় ॥
 কি কব তাহার কথা ব্যথা লাগে সনে যথা
 শুন এক তার বিবরণ ।
 বিদ্যা হইবে আনন্দিত উর্দ্ধে বাহ প্রসারিত
 প্রেমভরে দিল আলিঙ্গন ॥
 আমি আনন্দেতে বসি ধরে তার মুখশলী
 চুম্বন করিতে বার বার ।
 তবে হইবে জ্ঞান-হত সুবদনে দস্তকৃত
 ওষ্ঠদেশে চিহ্ন হৈল তার ॥
 আর যে কুকর্ম্ম করি ধরে আমি কুচোপরি
 নখাঘাতে কুধির পতন ।
 ছাড় ছাড় বলে যোঁরে আমি মদনের জোরে
 ছাড়িবারে হয় বিলম্বন ॥
 ত্যজিলাম তার পরে সাধিলাম কত করে
 অপরাধ ক্রমিল আমায় ।

সে সকল রূপ তার মনে হলে পুনর্বার

প্রাণে কিন্তু বেঁচে থাকা ভার ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালৌ-পক্ষে ।

স্মরত যে ত্রিনয়ন তার কেলি যে ভবন

শাশানেতে করেন বসতি :

উল্কে দুই বাহু যাব দশনে পীড়ন আর

ওষ্ঠ আছে সঙ্কোচেতে অতি ॥

সদা নখ ছিন্ন করে অশুর মস্তক হরে

যে কুখির করেছে ধারণ।

সে কুধির আভরণ হয়ে তাতে নিমগন

করিতেছে দনুজ-দমন ॥

অদ্যাপি আমার মন সেই পদে অনুক্ষণ

চিন্তা করে তিলেক না ভুলে।

ଆମି ଅତି ଶିଂସିତ ନା ଜାନି ଭବତି ନତି

যা করিবে এ ভবের কুলে ॥ ৪৪

অদ্যাপি তাং নিজবপুঃকৃতাবনিমধ্যাং

তৎসঙ্গমংবিতস্তু^{১৪} ওনভারনত্রাম্

নানাদিচিত্তকৃতমণ্ডনমণ্ডিতান্দ্রাং

মুপ্তোখিতাং নিশি দিবা নাহি বিস্ময়ামি ॥ ৪৫

অর্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

বেদি-পরিষ্কৃত মন্ডে সুস্থিতি বিদ্যার ।

যে দেহেতে অজস্রন আছে সুধাধার ॥

স্বনভারে বিনম্রা হয়েছে সে কামিনী ।

বহুল বিচিত্র কত মণ্ডনরূপিণী ॥

সুপ্ত শব্দে শয্যা হতে যখন উখিতা !
 সম্মোহকমলরূপা দেখি চমকিতা ॥
 এই রূপে চিন্তা মোর সদা করে মন ।
 দিবা-নিশি কখন না হয় বিস্মরণ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

কাল্পনিক বপু তাঁর স্তনহ লক্ষণ ।
 শুদ্ধ দেহে জ্ঞানরূপে থাকে অবশর্শন ॥
 তাঁর অধিষ্ঠান সদা যে শরীরে থাকে ।
 স্তন শব্দে বাক্য বধ করে নম্রতাকে ॥
 নানা সুবিচিত্র যেন অভরণপ্রায় ।
 বিদ্যা ভূষণেতে সেই মত শোভা পায় ॥
 সুপ্ত শব্দে হৃদয়েতে শয়নরূপিণী ।
 বিচারে উখিত হয়ে জাগ্রতকারিণী ॥
 দেহের মধ্যোতে থাকি না করেন ভার ।
 দিবানিশি সদা আমি চিন্তা করি তাঁর ॥

তৃতীয়ার্থঃ । মহাবিদ্যা-পক্ষে ।

বিদ্যা-শিব যে খট্টায়ে, তিন পায় ।
 সে খটে পরম শিব তাতে মহামায়া ॥
 যার স্তন-সুধা-ভরে নম্র তাকে করে ।
 সে স্তনের দুগ্ধপানে মৃত্যু যার হরে ॥
 অশেষ বিচিত্র কৃত মণ্ডন আকারে ।
 শোভা-বিবরণ তাঁর কে করিতে পারে ॥
 সুপ্ত শব্দে শয়নে আছেন ত্রিলোচন ।
 উখিতা তারিণী তাতে হইয়া মগন ॥

অহর্নিশ তাঁর চিন্তা করি বার বার ।

শয়ন-দমন হয় নূপ কোন ছার ॥ ৪৫

অদ্যাপি তাং কনককান্তিমদালসাস্তীং

ক্রৌড়োংসুকাভিজনভীষণবেপমানাম্ ।

অক্ষাক্ষমঙ্গপরিচুম্বিতমোহভঙ্গ্যং

মজ্জীবনৌষধমিব প্রমদাং স্মরামি ॥ ৪৬

অন্ত্যর্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

মম জীব ধারণের ঔষধ কারণ ।

মনেতে করেছি চিন্তা করিব ধারণ ॥

সুবর্ণষটিত যত ঔষধের সার ।

বিবিধ স্কন্ধন মধু অনুপান তাঁর ॥

কনক বর্ণের তুল্য কান্তির পূজার ।

মদনরসেতে দ্রব্য লালসাস্ত ভার ॥

কামরসে সুখী সখীগণের সহিত ।

কম্পমান তনু তার সতত মোহিত ॥

সেই মৃত্যুহারি মোর ঔষধ আকার ।

আলিঙ্গন চুম্বন যে অনুমত তার ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

কনক বর্ণের শিলা কান্তি বপু য়ার ।

সে শিবের মদরসে অমুষণ তাঁর ॥

লীলাসখী আবরণ-বর্ণের সহিত ।

ভয়ানক কম্পমান হন বিপরীত ॥

অক্ষ শব্দে কলঙ্ক অঙ্কেতে যার স্থিত ।

সেই চন্দ্র ললাটেতে শিবের ভূষিত ॥

তাঁহার চুম্বিত মোহ-ভঙ্গকারী যিনি ।

তিনি মম জীবনের ঔষধরূপিনী ॥

যদি এ সময় সে ঔষধ নাহি নাই ।

তবু প্রাণ দিব বলে কালীর দোহাই ॥ ৪৬

অদ্যাপি তাং নববধূস্বরতাভিযোগাৎ

সম্পূর্ণকালবিধিনা রচিতাং কদাচিৎ ।

পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখীং হরিণায়তাক্ষী-

মুন্নিভ্রকোকনদপত্ননবাং স্মরামি ॥ ৪৭

অন্যার্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

সম্পূর্ণ হয়েছে কাল বাকী নাই আর ।

পূর্ণশিশুমুখী বিদ্যা স্মরি একবার ॥

হরিণের প্রসারিত চক্কের তুলনা ।

ফুল্লরক্ত-পদ্বপত্র নথের বর্ণনা ॥

নব-বধূ সহ যেন সুরত-সংযোগ ।

লীলাছলে কামরসে করেন সন্তোষ ॥

কিছু কাল চিন্তা করি সঙ্কট-জীবনে ।

বিদ্যারূপ হেরি যদি কি চিন্তা মরণে ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

সংসারের সকল সম্পূর্ণকারী যিনি ।

সম্পূর্ণ নামেতে হরি হয়েছেন তিনি ॥

কাল নামে শিষ কালান্তর কর্ষ করে ।

বিধি নাম ধরে খাতা রূপান্তর ধরে ॥

তাহাতে সম্পূর্ণ-কাল বিধি তিন জন ।

তৎকালেতে যার পদ করেন পূজন ॥

সম্পূর্ণ-সুধাংশুমুখী কুরঙ্গনয়না ।
 নববর্ণগণসহ সুরত-মগনা ॥
 প্রকুল পঙ্কজদল তাহার সমান ।
 হয়েছে ষাটশ য়ার নখের বিধান ॥
 মমেষ্টদেবতা তাঁর চিত্তা বারে বার ।
 ব্রহ্মা-হরি-হর বারে চিত্তা করা ভার ॥ ৪৭

অদ্যাপি তদ্বিকসিতাস্মুজগৌরমধ্যং
 গোরোচনাভিলকবিন্দুকটৈতকদেশমু ।
 ঈষদালসবিঘ্নুর্গিতদৃষ্টিপাতং
 কান্তামুখং সখি ময়া সহ গচ্ছতীব ॥ ৪৮

অস্তার্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

বিকসিত ইন্দীবরে গোরোচনা তরুপরে
 যেন কুসুমের রেণু শোভে ।
 গৌরবর্ণ তাহে সাজে মধ্য হেরি মৃগরাজে
 লাজে বনে যায় অতি ক্ষোভে ॥
 বিঘ্নুর্গিত মধুপানে ঈষৎ কটাক্ষ হানে
 মোহিত করিছে প্রতিক্ষেপে ।
 সে মুখ হেরিয়া অলি ভ্রমে যায় পদ্মাবলী
 মধু খাব এই করে মনে ॥
 সখীসহ রসবতী গমন করিলে অতি
 হংসসমূহেতে লাজ পায় ।
 এমন কান্তার মুখ না হেরে বিদরে বুক
 কেমনে ভুলিতে পারি তার ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

সুচিঁত পদ্বের মাঞ্জে গৌরবর্ণে কিবা সাজে

গোরোচনা সমরেণু তায় ।

সে রেণু গণ্ডেতে শোভে অলিকুল মধুলোভে

উড়ে বসে কিবা শোভা পায় ॥

মধুপানে অলসেতে বিদূর্নিত দর্শনেতে

কি শোভিছে কমল বদনে ।

সধী শব্দে প্রিয়তরা তাতে সম্বোধন করা

কৃপা কর করুণা-নয়নে ॥ ৫৮

অদ্যাপ্যহং নববধূস্বরতাভিযোগং

শক্লামি নাশ্রুবিধিনা রচিৎ কদাচিৎ ।

তদ্ভাতরো মরণমেব হি দুঃখশাস্ত্য

বিজ্ঞাপয়ামি বিনয়াং ত্বয়ি শক্তিহীনঃ ॥ ৫৯

অস্ত্যর্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

এখন হয়েছি আমি শক্তিহীন অতি ।

নববধূ-রতিযোগ নাহিক সম্প্রতি ॥

অশ্রু বিধি মত তাহে রতি কদাচিত ।

মরণে হতেছে ভ্রম তাহাতে নিশ্চিত ॥

অতএব এই দুঃখ শান্তির কারণ ।

তোমার সদনে করি ইহার জ্ঞাপন ॥

বিহীন হয়েছি আমি সেই সুলোচনা ।

ভক্তিভাবে করি সদা বিদ্যা-উপাসনা ॥

অদ্যাপি আমার মন না ভুলে বিদ্যায় ।

বারেক হেরিলে ঘুচে মরণের দায় ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

শক্তি নাহি নববধু কুমারী সে যায় ।

অন্ত বিধিমতে সেবি কদাচিৎ তায় ॥

হুখ দূর করিবার জ্ঞাপন কারণে ।

ভক্তিভাবে স্তুতিবাদে জানাই মরণে ॥ ৪৯

অদ্যাপি নোজ্জ্বলতি হরঃ কিল কালকূটং

কুশ্মো বিভর্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন ।

অন্তোনির্বিবহতি দুর্দ্বহবাড়বাগি-

মঙ্গীকৃতং স্কৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি ॥ ৫০

অন্তার্থঃ ।—নৃপং প্রতি দৃষ্টান্তকথনম্ ।

স্কৃতি পুরুষ যত আছেয়ে সংসারে ।

স্কৃতি ন কৰ্ম্ম যদি আপনি স্বীকারে ॥

প্রাণ পণ হলে তবু ত্যাজ্য নহে তার ।

দেবলোক অবধি আছেয়ে ব্যবহার ॥

প্রথমতঃ হল যবে সমুদ্রমন্তন ।

দেবগণ করেছিল সুধা উপার্জন ॥

না জানায়ে শিবে সবে সুধা করে পান ।

সে কথা শ্রবণে শিব করে অভিমান ॥

পুনরপি মন্তন করিয়া পশুপতি ।

প্রতিজ্ঞা করেন এতে যা হবে উৎপত্তি ॥

সমুদ্রায় তাহা আমি করিব ভক্ষণ ।

কালকূট বিষ তাতে হল উপার্জন ॥

যোজন পর্য্যন্ত সেই বিষের জ্বালায় ।

পশু পক্ষী বৃক্ষ আদি সব জ্বলে যায় ॥

তথাপি সে বিষ পান করি গন্ধাধরে ।
 পরল ভক্ষণ হল প্রতিজ্ঞার তরে ॥
 কুর্শ্ব আছে পৃষ্ঠদেশে পৃথিবীকে ধরে ।
 অঙ্গীকার অদ্যাবধি ত্যাগ নাহি করে ॥
 উদ্বিগ্ন রাড়বানল করেছে ধারণ ।
 যত সুখ আছে দেখ করে বিবেচন ॥
 প্রতিজ্ঞা কারণে তেঁই রেখেছে অন্তরে ।
 অদ্যাপি সকল লোক ঘোষণা যে করে ॥
 সেই হেতু বলি মোর দুখ গেল দূর ।
 নিবেদন করিলাম শ্বশুরঠাকুর ॥
 দ্বিতীয়ার্থঃ । কালীপক্ষে ।—পূর্বদৃষ্টান্তসংযোগঃ ।
 দৃষ্টান্ত দর্শিয়া দিয়া নূপতিকে রায় ।
 অন্তরেতে শ্রবণ করিছে কালিকায় ॥
 শুন গো করুণাময়ি ত্রিজগদীশ্বরী ।
 অবোধ বালক আমি নিবেদন করি ॥
 ভাটমুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার ।
 তব আজ্ঞা মত লয়ে করিলাম সার ॥
 বিদ্যালাভ হবে বাপু যাও বর্দ্ধমান ।
 বিপদেতে পড়িলে করিব পরিত্রাণ ॥
 অঙ্গীকার করেছিলে ওমা ভগবতি ।
 এতক উপমা তেঁই বলি তোমা প্রতি ॥ ৫০

চোরপঞ্চাশৎ সমাপ্ত ।

রসমঞ্জরী ।

জয় জয় রাধা-শ্যাম নিত্য নব রসধাম
নিরুপম নাটিকা নাটক ।
সর্বস্বলক্ষণধারী সর্বরসবশকারী
সর্ব প্রতি প্রণয়কারক ॥
বীণা বেণু যন্ত্র গানে রাগ রাগিনীর তানে
বন্দাবনে নাটিকা-নাটক ।
গোপ-গোপীগণ সঙ্গে সদা রাস-রস-রঙ্গে
ভারতের ভক্তি-প্রদায়ক ॥
রাঢ়ীর কেশরী-গ্রামী গোষ্ঠীপতি দ্বিজস্বামী
তপস্বী শাণ্ডিল্য শুদ্ধাচার ।
রাজ-ঋষি গুণযুত রাজা রঘুরাম-সুত
কলিকালে কৃষ্ণ অবতার ॥
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ হুরেন্দ্র ধরণীমাজ
কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী ।
সিদ্ধ-অগ্নি-ব্রাহ্ম-মুখে শশী কাঁপ দেব দুখে
যার যশে হয়ে অভিমানী ॥
তার পরিজন নিজ কুলের মুখটি দ্বিজ
ভরসাজ ভারত ব্রাহ্মণ ।

ভূরিশিট-রাজ্যবাসী নানা কাব্য অভিলাষী

যে বংশে প্রতাপ-নারায়ণ ॥

রাজবল্লভের কার্য কীর্তিচন্দ্র নিল রাজ্য

মহারাজা রাখিল স্থাপিয়া ।

রসমঞ্জরীর রস ভাষায় করিতে বশ

আজ্ঞা দিলা রসে মিশাইয়া ॥

সেই আজ্ঞা অনুসরি গ্রন্থারম্ভে ভয় করি

ছল ধরে পাছে খল জন ।

রসিক পণ্ডিত যত যদি দেখে দুষ্ট মত

সারি দিবা এই নিবেদন ॥

অথ নাগ্নিকাপ্রকরণ ।

শৃঙ্গার বীভৎস হাঙ্গ রোদ্র রীর ভয় ।

করুণা অভূত শাস্তি এই রস নয় ॥

আদ্যরস সকল রসের মধ্যে সার ।

নাগ্নিকা বর্ণিব অগ্রে তাহার আধার ॥

অথ নাগ্নিকার স্বীয়াদি ভেদ ।

স্বীয়া পরকীয়া আর সামান্য বনিতা ।

অগ্রে এই তিন ভেদ পণ্ডিত বর্ণিতা ॥

অথ স্বীয়া নাগ্নিকা ।

কেবল আপন নাথে অনুরাগ যার ।

স্বকীয়া তাহার নাম নাগ্নিকার সার ॥

নয়ন অমৃত-নদী, সর্বদা চকল যদি,
 নিজ পতি বিনা কভু অশ্রু জনে চায় না ।
 হাশ্ব অমৃতের গন্ধু, ভুলায় বিহ্বল ইন্দু,
 কদাচ অধর বিনা অশ্রু দিকে ধায় না ॥
 অমৃতের ধারা ভাষা, পতির শ্রবণে আশা,
 প্রিয় সখা বিনা কভু অশ্রুকাণে যায় না ।
 নতি রতি গতি মতি, কেবল পতির প্রতি,
 ক্রোধ হলে মৌনভাব কেহ টের পায় না ॥

— — — — —
 অথ মুক্কাদি ভেদ ।

মুক্কা মধ্যা প্রগল্ভা তাহার ভেদ তিন ।
 তিনেতে এ তিন ভেদ বুঝাই প্রবীণ ॥

— — — — —
 অথ মুক্কা ।

মুক্কা বলিত্তারে যার অকুর-যৌবন ।
 বয়ঃসন্ধি সেই কালে বুঝা বিচক্ষণ ॥
 দেখিহু নাগরী, রূপের সাগরী,
 বয়স-সন্ধি সময় ।
 শিশুগণ যেনে, র'ধুবাত্তু খেলে,
 পুরুষে কিঞ্চিৎ ভয় ॥
 হংস খঞ্জরীটে, দেখি পদে দিটে,
 কবে হল বিনিময় ।
 হৃদয়-সরোজ, পূজিতে মনোজ,
 পণ্ডিত হয় সংশয় ॥

অথ নবোঢ়া ।

এ যদি রমণে লাজে ভয়ে হয় স্তব্ধ ।

নবোঢ়া তাহাকে বলি প্রশয়বিশুদ্ধ ॥

অথ স্বকীয়া নবোঢ়া ।

হস্তেতে ধরিয়া, শয্যায় আনিয়া,

যদ্যপি কোলে বসায় ।

নানা বাক্যছলে, যত্নে কলে বলে,

বাহিরে যাইতে চায় ॥

নবোঢ়াকে বশ, করণ কর্কশ,

দে রস কহিব'কাষ ।

যেই পারা করে, স্থির করে ধরে

সেজন ব্যামোহ পায় ॥

অথ পরকীয়া নবোঢ়া ।

আপনার পতি আছে, ভয়েতে না শুই কাছে,

গায় হাত দেয় পাছে এই ডরে ডরে হে ।

প্ৰীতির বিষম কাজ, সে ভয়ে পড়িল বাজ,

লাজে পলাইল লাজ আশা-বাসা হরে হে ॥

মুখের বাড়াও প্ৰীতি, হৃদয়ের হর ভীতি,

তার পরে যেরূপ রীতি রাখ ক্ষমা কর হে ।

যৌবন-কমলাঙ্গুর, লোভে না করিও চুর

হিয়া কাঁপে ছুরছুর পাছে যাই মরে হে ॥

অথ সামান্তা নবোঢ়া ।

কি ছার ধনের আশে, আইনু তোমার পাশে,
 আগে জানিতাম নাহি এত দায় হবে হে ।
 মুখ দেখি শোষে মুখ, বুক দেখি কাঁপে বুক,
 মনে হতে মনে পড়ে কিসে প্রাণ রবে হে ॥
 কেবা ইহা সহিবেক, আমা হতে নহিবেক,
 ত্রুঙ্ক হও যদি নিজ ধন ফিরে লবে হে ।
 যেবা তীর্থে নাইলাম, তারি পুণ্য পাইলাম,
 অতঃপর ক্রমা দেহ আমারে না সহে হে ॥

অথ বিপ্রক্সা নবোঢ়া ।

স্তন দুটি করে ছাঁদ্যা, উরু দুটি ভুজে দাঁধ্যা,
 লাজে ভয়ে মুদিল নয়ন ।
 প্রথমেতে নিরুত্তর, না ন না তাহার পর,
 টাল টোল এখন তখন ॥
 যদি খার্যা লাজ ভয়, কিকিত সঙ্কিত হয়,
 তবে আর না যায় ধারণ ।
 নবীন ভূষণ বাস, নব সুধা হাস ভাষ,
 নব রস কে করে গণন ॥

অথ মুগ্ধার ভেদ ।

মুগ্ধার প্রভেদ দুই করিয়ে বর্ণনা ।
 অজ্ঞাত-যৌবনা আর বিজ্ঞাত-যৌবনা ॥

অথ অজ্ঞাত-যৌবনা ।

হয়েছে যৌবন যার নহে অনুভব ।

অজ্ঞাত-যৌবনা তাকে বলে কবি সব ।

সখা সখী মেলি, ধাওয়া-ধাই খেলি,

হারি কহে যেন চোর ।

অশ্রু দিনে ধাই, সবা-আগে ষাই,

আজি কেন হারি মোর ॥

নিতম্ব হৃদয়, ভারী হেন লয়,

চক্ষু কর্ণে পড়ে জোর ।

কটি দেখি ক্ষীণ, ধস্তা পড়ে চীন,

বাড়ে স্বাগরার ডোর ॥

অথ বিজ্ঞাত-যৌবনা ।

নিজ নবযৌবন যে ব্যস্ত করে ছলে ।

বিজ্ঞাত-যৌবনা তাকে কবির বলি ॥

দেখিলাম ঘরে ঘরে, সকলে কাঁচলী পরে,

নানা বর্ণে উড়ায় উড়ানী ।

পরিহাশ্র জন যত, নানা ছলে কহে কত,

বাহিরারে হইল পোড়ানী ॥

দেহের কি কব কথা, সকল শরীরে ব্যথা,

কত শত বিছার জলনী ।

তোরে বলি প্রিয় সই, লাজে কারে নাহি কই,

পাছে জানে জনক-জননী ॥

অথ মধ্যা ।

লজ্জা আর রতি-আশা সমান যাহার ।

রসিক পণ্ডিতে কহে মধ্যা নাম তার ॥

রতিরসে রুতী পতি, মোরে ভাল বাসে অতি,

দেয় নিজাঙ্গুরী কণ্ঠমালা ।

আঁখি-আড়ে নাহি রাখে সদা কাছে কাছে থাকে,

সুখ বটে কিন্তু এক জালা ।

নখাঘাত দেখি বুকে, দন্ত-চিহ্ন দেখি মুখে,

সখী হাসে কর্ণে লাগে তালা ।

শয্যা ঠেকি এই দোষে না শুইলে পতি রোষে

শরীর হইল বালাপালা ॥

অথ প্রগল্ভা ।

প্রগল্ভা সে রতিরসে পূর্ণ আশা যার ।

রতিপীতি-আনন্দেতে মোহ হয় তার ॥

শুন শুন প্রিয় সই রাত্রির কৌতুক কই

শুয়াছিহু পতি সঙ্গে নানা সুখ তাকে লো ।

প্রকৃত কর্ণের বেলা মোহে দোহে হলো মেলা

এ কর্ণেতে কত সুখ বুঝিবার পাকে লো ॥

কিন্তু হলো কোন্ কর্ণ বুঝিতে নারিহু মর্শ্ব

অবশেষে ভাব্যা মরি হাত দিয়া নাকে লো ।

উঠিয়া পরিহু বাস বাঙ্কলাম কেশপাশ

তোর দিব্য যদি আর কিছু মনে থাকে লো ॥

অথ মধ্যা ও প্রগল্ভার ধীরাদি ভেদ ।

মানকালে মধ্যা প্রগল্ভার তিন ভেদ ।

ধীরাধীরা আর ধীরাধীরা পরিচ্ছেদ ॥

মুক্তার এ ভেদ নাই ভয় তার মূল ।

ক্রোধ হলে এক ভাব ক্রন্দন-আকুল ॥

প্রকারে প্রকাশে ক্রোধ যে জন সে ধীরা ।

সোজা-সুজী যার ক্রোধ সে জন অধীরা ॥

কিছু সোজা কিছু বাঁকা যার হয় ক্রোধ ।

ধীরাধীরা বলে তারে পণ্ডিত সুবোধ ॥

অথ মধ্যা ধীরা ।

আজি প্রভু দড় দড় বেশ বস্ত্রায়াছ বড়

খেত-রক্তচন্দনের চাঁদ ভালে ধরেছ ।

মন দেখি ভাঙ্গা ভাঙ্গা নয়ন হয়েছে রাঙ্গা

বুঝি কোন দোষ দেখি মোরে রোষ করেছ ॥

তোমা বিনা প্রভু নাই যাইবার নাহি ঠাই

কুমুদের চাঁদ যেন তেন মন হরেছ ।

অপরাধ ক্ষমা কর নূতন চন্দন পর

এই লগ্ন নব মালা বাসী মালা পরেছ ॥

অথ মধ্যা অধীরা ।

সোহাগ করিয়া নিত্য বলহ আমার ভৃত্য

আজি দেখি একি কৃত্য দর্পণেতে চাও হে ।

অধরে কজ্জল-দাগ নয়নে তাম্বুলরাগ
 অলক্তাক্ত ভালভাগ কার কাছে পাও হে ॥
 মোরে প্রাণ বলে ডাক অস্তুর নিকটে থাক
 বুঝিলাম মন রাখ মন-কলা খাও হে ।
 তোমা দেখে হয় ভীতি কর্ণিন তোমার রীতি
 বুঝিছু তোমার প্রীতি যাও যাও যাও হে ।

—
 অথ মধ্যা ধীরাধীরা ।

তুমি মোর প্রাণপতি কখন করিলা রতি,
 বুঝি স্থখে ভুলেছিছু তেঁই নাই মনে হে ।
 বুকে দেখি নখ-চিহ্ন অধরে দশন ভিন্ন
 ভালে আল্‌তার দাগ রক্তমা নয়নে হে ॥
 অমবাক্ মুগ্ধ ধোও ক্রণেক শয্যায় শোও
 ছুয়া শুদ্ধ কর মালা তাম্বুল চন্দন হে ।
 কত জান ভারি-ভুরি দেখিতে দেখিতে চুরি,
 পরিহার নমস্কার তোমা হেন জনে হে ॥

—
 অথ প্রগল্ভা ধীরা ।

কাজের সময় যত কথা হয়
 এবে কোথা রয় মনে না থাকে ।
 কেমন ধরম কেমন করম
 কেমন মরম কহিব কাকে ॥
 ধিক্ বিধাতায় এহেন আমায়
 দিয়াছে তোমায় ইহারি পাকে

দেখি যে চঞ্চল ছোবে কি অঞ্চল
এ কাজে কি ফল কে তোমা ডাকে ॥

অথ প্রগল্ভা অধীরা ।

কোন ফুলে বঁধু পান কর্যা মধু
হয়্যা আলে যাহু পোড়াতে মোরে ।
আলতা কজ্জল সিন্দূর উজ্জ্বল
জাগিয়া বিকল নয়ন ধোরে ॥
এতেক বলিয়া ক্রোধেতে জলিয়া
কমল ফেলিয়া মারিল ধোরে ।
কাঁদয়ে নাগর গুণের সাগর
কোথায় আদর থাকবে চোরে ॥

অথ প্রগল্ভা ধীরাধীরা ।

জাগিয়া নয়ন তোমার যেমন
আমার তেমন সকল বটে ॥
সব কাজে সম ফলে তর-তম
কিসে আমি কম বুঝিলে স্বটে ॥
বিধি কৈল নারী লাজ দিল ভারী
তুঁই সে না পারি তোমার হটে ।
বৃক্ষমূলে হানি শিরে ঢাল পানী
চরণ দুখানি নৌকায় তটে ॥

অথ জ্যেষ্ঠাদি ভেদ ।

এই ধীরা এ অধীরা এই ধীরাধীরা ।
জ্যেষ্ঠা আর কনিষ্ঠা দ্বিভেদ হয় ফিরা ॥
পতির অধিক স্নেহ যারে সেই জ্যেষ্ঠা ।
অল্প স্নেহ যারে তারে বলয়ে কনিষ্ঠা ॥

— — —

অথ ধীরা জ্যেষ্ঠা ।

স্বীর বুকি ধীর ক্রোধ দূরে গেল শোধ বোধ
বন্ধ করে উপরোধ ধীরে ধীরে কহিছে ।
যদি পায়্য থাক দোষ তবু যুক্ত নহে রোষ
হাস্তে কর পরিতোষ কামানলে দহিছে ॥
রক্তপদ্ম হুটী পায় ভ্রমর নুপুর তায়
নিত্য নানা রস খায় আজি তাই রহিছে ।
আকুল আমার প্রাণ তবু নহে সমাধান
কঠিন তোমার মান পরিণাম নহিছে ॥

— — —

অথ ধীরা কনিষ্ঠা ।

স্বীর দেখি স্থির মান করিবারে সাবধান
বন্ধ করে অপমান ক্রোধে ক্রোধ হরিব ।
কিসে মোর পায়্য্য দোষ কেন কর এত রোষ
কিসে হবে পরিতোষ বল তাই করিব ॥
কেহ বুকি কহিয়াছে গিয়াছিনু কারো কাছে
অঙ্গে বুকি চিহ্ন আছে তবে কিসে তরিব ।

আরস্তিয়াছিল ক্রোধ না করিলা উপরোধ
এত দূরে শোধ বোধ কত সাধ্যা মরিব ॥

অথ অধীরা জ্যেষ্ঠা ।

যদ্যপি অধীরা হয়্যা গালি দিল কটু কয়্যা
তবু থাকিলাম সয়্যা না সয়্যা কি করিব ।
তুমি প্রাণ তুমি ধন তোমা বিনা অন্ত জন
যদি জানে মোর মন পরীক্ষা আচরিব ॥
রুষ্ট হলে কটু কও তুষ্ট হলে কোলে লও
আমা বিনা কারো নও এই গুণে তরিব ।
ছল ছুতা মিছা সাঁচা না জানি বিস্তর পাঁচা
প্রাণেশ্বরী প্রাণ বাঁচা নহে আজি মরিব ॥

অথ অধীরা কনিষ্ঠা ।

বিনা দোষে দেও গালি মাথে কলঙ্কের ডালি
মুখে যেন চূণ কালি কিসে মুখ চাহিব ।
হয়্যাছি তোমার প্রভু কত দোষ পাই তবু
গালি নাহি দেই কতু কত গালি খাইব ।
বিনয়ে নাট্যমানি রোধ যদি নাহি ছাড় ক্রোধ
এত দূরে শোধ বোধ দেশ ছাড়্যা ঘাইব ।
তোমার যেমন মর্শ্ব আমার তেমন কর্শ্ব
ইশাদ থাকিও ধর্ম্ম কার্যকালে পাইব ॥

অথ ধীবাধীরা জ্যোষ্ঠা ।

এক বাক্যে বুঝি রাণ আর বাক্যে অনুরাগ
হৃদয়ে হইল দাগ বুঝিতে না পারিয়া ।
কি করিলে হও হুঃ কি করিলে হও কষ্ট
অদৃষ্ট হংসে হুঃ কিসে যাবে সাবিয়া ॥
যদি অপরাধী হই নিতান্ত কবিতা কই
তে মা বিনা কারো নই দুখে লও তারিয়া ।
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান তুমি মান অপমান
তে মা বিনা নাহি জ্ঞান দেখিছু বিচাৰিয়া ॥

অথ ধীরাবীরা কনিষ্ঠা ।

এক বাক্যে দেখি রোষ আর বাক্যে বুঝি তোষ
না বুঝি গুণ দোষ বড় দাঘ পড়িল ।
কি কবিলে ভাল হবে বা তাই কবি'তবে
নহে স্বর লভ্যা ববে আমার কি বহিল ॥
পদ্বিনী ভ্রমর-প্রিয়া ভ্রমরে খেদায়া দিয়া
তাহারি বিদবে চিয়া বুঝি তাই ফলিল ।
রত্নর সময় নউক আমাব যে হয় হউক
ক্রোধটী তোমার রউক যা হবার হইল ॥

অথ পবকীয়া নাগিকা ।

অপ্রকাশে যার রতি পরপতিসনে ।
পরকীয়া তাহারে বলয়ে কবিগণে ॥

অথ পরকীয়া-ভেদ ।

উঢ়া অগ্নি অনূঢ়া দ্বিভেদ হয় তার ।
 উঢ়া সেই বিবাহ হইয়া থাকে যার ॥
 অনূঢ়া সে জন যার হয় নাহি বিয়া ।
 পিত্রাদি অধীন হেতু সেও পরকীয়া ॥

অথ অনূঢ়া ।

শুন শুন শ্রাণ-বঁধু পিয়াইয়া মুখ-মধু
 এমন করিলে বশ কত গুণ কব হে ।
 অগ্ন-সঙ্গে যদি পিতা করে মোরে বিবাহিতা
 কেমনে তাহার সঙ্গে তোমা ছাড়ি রব হে ॥
 এমন করিবা কণ্ঠ নহে যেন স্ত্রীর ধর্ম
 বৃকে মুখে হলে দাগ কলঙ্কিনী হব হে ।
 যাবৎ না বিভা হয় তাবৎ এমন ভয়
 তাবতি এমত পীড়া হুজনেতে সব হে ॥

অথ উঢ়া ।

আপনার পতি আছে সদা তারে পাই কাছে
 তথাপি দারুণ মন পর লাগি মরে গো ।
 সঙ্কেত-তরুর মূলে সঙ্কেত-নদীর কূলে
 ষাটে ভাঙ্গামঠে মাঠে অন্ধকার ঘরে গো ॥
 কিস্কিনী-কঙ্কণ-রোল লুকায়ে চুশন কোল
 রমণে নাহিক মুখ কোটালের ডরে গো ।

পরপতি-রতি-আশ স্বর ছাড়ি পরবাস
স্থ যদি নহে লোক তবে কেন করে গো ॥

অথ পরকীয়ার।অন্ত ভেদ ।
বিদগ্ধা লক্ষিতা গুপ্তা কুলটা মুদিতা ।
পরকীয়।-নানাভেদ প্রাচীন-লিখিতা ॥

অথ বিদগ্ধা ।
বিদগ্ধা দ্বিমত হয় বাক্য আর কাজে ।
কথা শুনি কার্য্য দেখি বুঝিবা অব্যাঞ্জে ॥

অথ বাগ্ধিদগ্ধা ।
চির পরবাসী স্বামী বিরহে কাতরা আমি
বসন্তে মাতিল কাম কেমনে বা থাকিব ।
প্রভুর কুসুমোদ্যান বড় মনোহর স্থান
মনুষ্যের গম্য নহে সেই স্থানে যাইব ॥
ডাকে পিক-অলিকুল ফুটে নানাজাতি ফুল
গাইয়া প্রভুর গুণ রজনী পোহাইব ।
করিতে আমার তত্ত্ব হইবে যাহার সত্ত্ব
সেই বঁধু তারে দেখা সেইখানে পাইব ॥

অথ ক্রিয়া-বিদগ্ধা ।
সুখে শুধে পতি আছে রামা বসে তার কাছে
ইশারায় উপপতি পিকডাকে ডাকিল ।

রামা বলে হলো দায় পাছে পতি টের পায়
 না দেখি উপায় ভেবে স্তব্ধ হয়ে রহিল ॥
 কোকিল ডাকিছে হোর কাম-ভয়ে পাচে ষোর
 শ্রান্ত আছে নিদ্রা ষাও বল্যা চক্ষু ঢাকিল ।
 জাগ্রত আমার প্রিয় কেন ডাক বনপ্রিয়
 আর কি তোমারে ভয় বল্যা দুই রাখিল ॥

অথ লক্ষিতা ।

পরপতি-রতি-চিহ্ন ঢাকিতে যে নারে ।
 লক্ষিতা করিয়া কবিগণ বলে তারে ॥
 আজি প্রভু দেশে এলে রতি-চিহ্ন কিসে পেলে
 সোহাগ পড়ুক মরে সতীপনা হরিলে ।
 তুমি এলে বাক্তা পায়ে দেখিতে আইনু ধায়ে
 আছাড় খাইনু পথে সে তত্ত্ব না করিলে ॥
 মুখে বল দন্ত-চিহ্ন বুক বল নখে ভিন্ন
 আলু থালু বেশ দেখি বুঝি লতা ধরিলে ।
 নষ্ট হই চুষ্ট হই তোমা বিনা কারো নই
 কলঙ্ক এড়াবে নাহি সে জন না মরিলে ॥

অথ গুপ্তা ।

হয়েছে হতেছে হবে পর-সঙ্গে রতি ।
 গুপ্ত করে যে জন সে জনগুপ্তমতি ॥
 মুখে বুক দেখি দাগ শান্তুড়ী করুন রাগ
 একেতো বিরহে মরি আর অই ভয় লো ॥

কান্দিয়া পোহাই নিশা আবেশে হারাই দিশা

কেমন কেমন করে অধর হৃদয় লো ॥

স্তন নিজ নখাবাতে অধর পীড়িয়া দাঁতে

কোনমতে নিবারণ করি এ সময় লো ।

এইরূপে দিবারান্তি রাখিয়াছি কুল জাতি

চক্ষু খায়ে তবু লোক কত কথা কয় লো ॥

অথ কুলটা ।

পতি-কোলে থাকি যার অনেকেতে কাজ ।

কুলটা তাহারে বলে পণ্ডিতসমাজ ॥

অরে বিধি নিদারুণ কি তোর স্মরিব গুণ

কুলটার আশা পূর্ণ করিতে না পারিলি ।

হস্ত পদ চক্ষু কাণ দিলি দুই দুই খান

উড়িবারে দুইখানি পাখা দিতে নারিলি ॥

চৌদ্দ ভুবনেতে যত পুরুষ বিবিধ মত

সবার বুকিত বল তাই বুঝি সারিলি ।

এ দুখ বা কত সব অস্ত্রের কি কথা কব

চতুর্মুখ রজোশূল তবু তুই নারিলি ॥

অথ মুদিতা ।

পর সঙ্গে রতি-আশে উল্লাসিতা যেই ।

বিঘ্নহীন দেখিয়া মুদিতা হয় সেই ॥

প্রবাসে রয়েছে পতি ননদী প্রস্তুতবতী

বিধবা শাপুড়ী ওই দৃষ্টিহীন রয় গো ।

দেবর বিলাস-রায় শশুর-ভবনে যায়
 মন্দ মন্দ গন্ধবহ বিদরে হৃদয় লো ॥
 অন্ত গেছে দিনমণি যত্নে রসিক ধনি
 ওই স্তন বংশীধ্বনি করয়ে ললিত লো ।
 রোমাঞ্চ হয়েছে মোর খসিছে কাঁচলি ডোর
 কেন সই ওষ্ঠাধর হতেছে কম্পিত লো ॥
 পরকীয় সুখ যত ধরে ধরে স্তনি কত
 অভাগীর ধর্মভয় এত কর্যা মরি লো ।
 পর পুরুষের মুখ দেখিলে যে কত সুখ
 একি জ্বালা সদা জ্বলি হরি হরি হরি লো ॥

অথ সামান্য-বনিতা ।

ধন-লোভে ভজে যেই পুরুষ সকলে ।
 সামান্য বনিতা তারে কবিগণে বলে ॥
 স্বকীয়া ধর্মের বশে পরকীয়া প্রীতি-রসে
 অমূল্য যৌবনধন পুরুষেরে দেই লো ।
 আমার যৌবনধন ভোগ করে যেই জন
 মান বুঝি মূল্য করে দিতে পারে যেই লো ॥
 যখন যে ধন চাই সেই ক্ষণে যদি পাই
 আমার মনের মত বন্ধু হবে সেই লো ।
 ধনিক রসিক জানি নাগর মিলাবে আনি
 আপনার মর্ম-কথা কহ্যা দিহু এই লো ॥

অথ সামান্য-বনিতার ভেদ ।

অন্ত-ভোগ-হুঃখিতা আর বক্রোক্তি-গর্কিতা ।
মানবতী আদি ভেদে সামান্য বনিতা ॥

অথ বক্রোক্তি-গর্কিতা ।

গর্কিতা দ্বি-মত হয় রূপে আর প্রেমে ।
দুইটী একত্র হলে হীরা যেন হেমের ॥

অথ রূপগর্কিতা ।

মুখ দেখি যদি আরশী ধরে ।
বড় বল্যা ছায়া সে লয় হরে ॥
মদনে জানিত অধিক করে ।
দেখিতাম কিন্তু গিয়াছে মরে ॥

অথ প্রেমগর্কিতা ।

অনিমিষ আঁখি স্থির চরিত্র ।
আপনার বঁধু করিয়া চিত্র ॥
আমারে দেখয়ে একি বিচিত্র ।
কেহ বঁধু দখী শত্রু কি মিত্র ॥

অথ অন্তঃসন্তোগ-হুঃখিতা ।

কহ দূতী গিয়াছিলে কোন্ বনে ।
বড় শোভয় অঙ্গ ফুলাভরণে ॥

নিজ বেশ করে দড় আইলি লো ।

কৈ গেলি নরাধম-সন্নিধি লো ॥

ভুলিয়াছিলা আর ভুলাইলি রে ।

মধু গুড় বনে কত পাইলি রে ॥

অথ মানবতী ।

এসো পরাণপুত্তলি এস

মরে যাই কিবা বেশ

আলোতে রহ হে রূপ ভাল করে হেরি হে ।

আলতা-কজ্জলদাগ ভাল

অরুণ প্রকাশ রাহুগালে

ভাবে আছ ভাল জান ভারী-ভুরি ঢেরি হে ॥

অথ নায়িকা সকলের অবস্থাভেদ ।

এ সব নায়িকা পুন অষ্ট মত হয় ।

বিপ্রলস্ত সন্তোগ তাহার পরিচয় ॥

বাসসজ্জা উৎকৃষ্টতা ও অভিসারিকা ।

বিপ্রলস্তা তার পর স্বাধীন-ভর্তৃকা ॥

ধণ্ডিতা তাহার পর কলহাস্তরিতা ।

প্রোষিতভর্তৃকা এই অষ্ট পরিমিতা ॥

অথ বাস-সজ্জা ।

পতি হেতু বাসঘরে যেই করে সাজ ।

বাসসজ্জা বলে তারে পণ্ডিত-সমাজ ॥

আঁচড়িয়া কেশপাশ পরিয়া উত্তম বাস
 সখী-সঙ্গে পরিহাস গীত বাদ্য বটনা ।
 চামর চন্দন চুয়া ফুলমালা পাণ গুয়া
 হাতে লয়া সারীশুয়া কামরস পঠনা ॥
 কিস্কিনী কঙ্কণ হার বাজুবন্ধ সঁতি টাড়
 নৃপুত্রাদি অলঙ্কার নিত্য নব পরনা ।
 যোগী যেন যোগাসনে বসিয়া ভাবয়ে মনে
 কতক্ষণে বন্ধুসনে হইবেক ষটনা ॥

— — — — —
 অথ উৎকৃতিতা ।

স্বামীর বিলম্ব যেই ভাবে অনুক্ষণ ।
 উৎকৃতিতা তাহারে বলয়ে কবিগণ ॥
 হইল বহু নিশি প্রকাশ হয় দিশি
 আইল কেন নাহি কালিয়া ।
 পিকের কলরব ডাকিছে অলি-সব
 অনলে দেও দেহ জালিয়া ॥
 তিমির শনতরে সভয় বনচরে
 ফিরয়ে কিবা পথ ভুলিয়া ।
 অপর সখীরসে রহিল পরবশে
 মদনে মোরে দিল জালিয়া ॥

— — — — —
 অথ অভিসারিকা ।

স্বামীর সঙ্কেতস্থলে যে করে গমন ।
 তারে অভিসারিকা বলয়ে কবিগণ ॥

নিকট সঙ্কেত সময় আইল
 শুনে রসময়ী মুরলী গাইল
 ধরি ধনুশর মদন ধাইল
 চলে নিধুবনে কামিনী ।

পিক-কলকলি সারীশুক-ধ্বনি
 ফুটে বনফুল ভ্রমর-গুনগুনী
 তাহাতে মিলিত নৃপূর-রূপরূপী
 লীল চলে মৃদুগামিনী ॥

বাছিয়া পরিলেক নীল অশ্বর
 মদন হেম-গৃহে মেঘডম্বর
 পথিক-জন-ডর করিতে সম্বর
 কাঁপিল তাহে তনু দামিনী ।

বদন-সরসিজ গন্ধযুত মন
 মোহিত সহচরী ভ্রমর শিশুগণ
 তথি মলয়াচল গতি মন্দ পবন
 বাণল ক্রত সধি যামিনী ॥

— — —
 অথ বিপ্রলক্ষা ।

সঙ্কেতস্থানেতে গিয়া নাহি পায় পতি ।
 বিপ্রলক্ষা তারে বলে পণ্ডিত স্মৃতি ॥
 তিল পরিমাণ মান সদা করি অনুমান
 গুরুভয় লঘুভয় গেলা ।
 গৃহ ছাড়ি ঘন বন করিলাম আরোহণ
 সিদ্ধু তরিনু ধরি ভেলা ॥

হরি হরি মরি মরি উহ্ উহ্ হরি হরি
 তবু নহে হরি-সনে মেলা ।
 পর-দুঃখ পর-শ্রম পর জনে জানে কম
 অপরূপ খল-জন-খেলা ॥

— — —

অথ স্বাধীনভর্তৃকা ।
 কোলে বস্ত্রা যার পতি আজ্ঞার অধীন ।
 স্বাধীনভর্তৃকা তারে বলে সুপ্রবীণ ।
 শুন শুন প্রাণনাথ নিবেদি হে ষোড়হাত
 পুরিল সকল সাধ কিছু শেষ রয় হে ।
 বাধ্যা দেহ মুক্ত কেশ বিনাইয়া দেহ বেশ
 তুমি মোরে ভালবাস লোকে যেন কয় হে ॥
 দেখিয়া তোমার মুখ অতুল হইল সুখ
 পাসরিত্ত যত দুঃখ আছিল যে ভয় হে ।
 যত কাল জীয়া রই তোমা ছাড়া যেন নই
 নিতান্ত করিয়া কই মনে যেন রয় হে ॥

— — —

অথ ঋণিতা ।
 অগ্রভোগচিহ্ন-অঙ্গে আসে যার পতি ।
 ঋণিতা তাহার নাম বলে শুদ্ধমতি ॥
 আইস বঁধু ক্রত হয়্যা কেন আইস রয়্যা রয়্যা
 মরিরে বালাই লয়্যা কিবা শোভা পায়্যাছে ।
 কপালে সিন্দূর-বিন্দু মলিন বদন-ইন্দু
 নয়ন রক্তের সিন্দু মোর দিকে ধায়্যাছে ॥

অধরে কজ্জল-দাগ নয়নে তাম্বুল-রাগ
 বুঝি কেবা পায়্যা লাগ মোর মাথা খায়্যাছে ।
 তোমার কি দোষ দিব বাপ মায় কি বলিব
 হরি হরি শিব শিব যম মোরে ভুল্যাছে ।

অর্থ কলহাস্তুরিতা ।
 কলহে খেদায়্যা পতি পশ্চাৎ-তাপিতা ।
 কবিগণে বলে তারে কলহাস্তুরিতা ॥
 ক্রোধে হয়্যা হতজ্ঞান কৈনু তারে অপমান
 এখন আকুল প্রাণ দেখিতে না পাইয়া ।
 ফুটিছে বিবিধ ফুল ডাকে ভৃঙ্গ অলিকুল
 সামালিব এই শূল কার পানে চাহিয়া ॥
 কাতর হইয়া অতি বিস্তর করিয়া নতি
 চরণে ধরিল পতি না চাহিনু কিরিয়া ।
 করিনু যেমন কন্দ ফলিল তাহার ধর্ম্ম
 মরুক এমত মর্মে হুঃখে যাই মরিয়া ॥

অর্থ প্রোষিত-ভর্তৃক ।
 পরবাসে পতি যার মলিনা বিরহে ।
 প্রোষিত-ভর্তৃক তারে কবিগণ কহে ॥
 অনল চন্দন চূয়া গরল তাম্বুল গুয়া
 কোকিল বিকল করে অতি ।
 বিধাতার মত বেশ অস্থিচর্ম্ম অবশেষ
 তাপে কাম পোড়ায় বসতি ॥

মনোজ তনুজ মত কোদণ্ড করিয়া হত
হাতে লয়ে পিণ্ডের পদ্ধতি ।
সখী-মুখে মান শুনি পতি এলো হেন গণি
দেখিতে স্বাসের গতাগতি ॥

— — —
অর্থ প্রোষ্য-ভর্তৃকা ।

যার কাছে আসে পতি প্রবাস-গমন ।
প্রোষ্য-ভর্তৃকা মধ্যে তাহার গণন ॥
এ আট লক্ষণে তার না মিলে লক্ষণ ।
নবমী নায়িকা হতে পারে কেহ কন ॥
কিন্তু অষ্ট নায়িকা সকল গ্রন্থে কয় ।
নবমী কহিতে গেলে গণ্ডগোল হয় ॥
অতএব দ্বিধা বলি প্রোষিত-ভর্তৃকা ।
প্রোষিত-ভর্তৃকা আর প্রোষ্য-পতিকা ॥

শুন শুন ওহে প্রাণ পতি পরবাসে যান
তুমি করিবে কি এবে সত্যকরি কহিবে ।
এবে জানিলাম দড় তোমা হৈতে পতি বড়
নহে কেন আগে যান তুমি পাছে রহিবে ॥
যদি বড় হতে চাও তবে আগে আগে যাও
নহে তুমি লবু হবে আমার কি বহিবে ।
এবে লুপ্ত দেয় যারা পিছে দুঃখ দিবে তারা
কর্যা অবসর আমি কত জ্বালা সহিবে ॥
ইত্যাদি কহিয়া দিনু নায়িকা যতেক ।
পতির গমনকালে সবার প্রত্যেক ॥

পুথি বাড়ে সকলের করিতে কবিতা।
অনুভবে বুঝে সবে লক্ষণ-মিলিতা ॥

অথ নাস্তিকা-উত্তমাদি-ভেদ।
উত্তমা মধ্যমা আর অধমা নিয়মে।
এ সব নাস্তিকা তিন মত হয় ক্রমে ॥

অথ উত্তমা।
অহিত করিলে পতি যেবা করে হিত।
উত্তমা তাহার নাম বলয়ে পণ্ডিত ॥

অথ মধ্যমা।
হিত কৈলে হিত কবে অহিতে অহিত।
মধ্যমা তাহার নাম মধ্যম-চরিত ॥

অথ অধমা।
হিত কৈলে অহিত করয়ে যেই জন।
অধমা তাহার নাম বলে কবিগণ ॥

অথ চণ্ডী নাস্তিকা।
পতি প্রতি করে যেই অকারণ ক্রোধ
চণ্ডী তার নাম বলে পণ্ডিত সুবোধ

অথ সহচরী-কথন ।

বেশ ভূবা করে দেয় করে পরিহাস ।
কথা কৈতে খাতে শুতে শিখায় বিলাস ॥
যার কাছে বিশ্রাম বিলাস-কথা কয় ।
সহচরী সখী সেই পঞ্চমত হয় ॥
সখী নিত্যসখী প্রিয়সখী প্রাণসখী ।
অতিপ্রিয়সখী এই পঞ্চমত সখী ॥

অথ সখী ।

আমার নিকটে রয়ে মরম আমারে করে
এমন শিখায় কথা সুধারুষ্টি করিবে ।
আঁচড়িয়া দিব কেশ বনাইয়া দিব বেশ
খাকুক পতির মন মুনি-মন ভুলিবে ॥
হাব ভাব লীলা হেলা শিখাইব নানা খেলা
আসিতে আমার কাছে কাহারে না ডরিবে ॥
দোষ যত লুকাইব গুণ যত প্রকাশিব
বড় দায়ে ঠেক যদি আমা হতে তরিবে ॥

অথ দূতী-সখী ।

নাগক নাগিকা ঘেই করয়ে ষটন ।
বিরহ যাপন করে দূতী সেইজন ॥
স্বয়ংদূতী আদ্যদূতী এই সোপ্রকার ॥
আদ্যদূতী তিন মত শুন ভেদ তার ॥
অমিতার্থ নিশ্চয়ার্থ আর পত্রহারী ।
বিশেষ বিশেষ শুন করিয়া বিচারী ॥

ইঙ্গিতে যে কৰ্ম্ম করে অমিতার্থ সেই ।
 নিশ্চয়ার্থ আত্মা পায়ো কৰ্ম্ম করে যেই ॥
 পত্ন লয়া কার্য করে পত্নহারী সেই ।
 বিশেষিয়া বুঝ সবে কর্যা দিনু এই ॥

— — —
 অথ আদ্য-দত্তী ।

সিন্ধুর চন্দন চুয়া ফুল মালা-পান গুয়া
 পড়্যা দিতে পারি যদি ভুলে চন্দ্রবদনী ।
 কুমন্ত্র এমত জানি বিব দেখে রাজা রাণী
 অপ্রীতি করিতে পারি কাম কামকমনী ॥
 যে নারী না নর জানে যে নর না নারী মানে
 তাহারে মিলাতে পারি মিলে করে যামিনী ।
 নাগর নাগরী যত হও যোরে অনুগত
 সিদ্ধি কর মনোরথ যাই দ্রুতগামিনী ॥

— — —
 অথ নায়কপ্রকরণ ।

নায়িকা নায়ক দুই শৃঙ্গারে প্রধাম ।
 নায়িকা বর্ণিতু স্তন নায়ক সঙ্কাম ॥
 পতি উপপতি আর বৈশিক নাগর ।
 স্ত্রীরা পরকীয়া আর সামান্তার বর ॥
 বেদ মত বিভা'বরে যে জন সে পতি ।
 উপপতি সে য'র গিরীতে বসতি ॥
 কোনরূপে ধনলোভে হয় সংঘটন ।
 বৈবহিক বৈশিক নাগর সেইজন ।

অথ পতিভেদ ।

অনুকূল দক্ষিণ ধুই শঠ চারিমত ।
 পতি-ভেদ কেহ বলে তিনে কেহ রত ॥
 একে অনুরাগ যার সেই অনুকূল ।
 দক্ষিণ সে যার ধরে পরে হয় ভুল ॥
 ধুই সেই দোষ করে পুনঃ করে হঠ ।
 কপট বচনে পটু সেই জন শঠ ॥

অথ অনুকূল ।

ওলো ধনি প্রাণধন শুন মোর নিবেদন
 সরোবরে স্নান হেতু যায়ে না লো যায়ে না ।
 অন্যাপি বা বাণ্ড ভুলে অঙ্গুলে ঘোমটা তুলে
 কমল-কানন পানে চায়ে না লো চায়ে না ॥
 মরাল মৃণাল লোভে ভ্রমর কমল ফোভে
 নিকটে আইলে ভয় পায়ে না লো পায়ে না ।
 তোমা বিনা নাহি কেহ বামে পাছে গলে দেহ
 বায় পাছে ভাঙ্গে কটি ধায়ে না লো ধায়ে না ॥

অথ দক্ষিণ ।

ভোম্ব নকটে বত দিব্য কল্প কহি কত
 বাহির হইবামাত্র পর দেখি ভুলিলো ।
 ভোম্বার যেমন প্রীতি পর সঙ্গে সেই রীতি
 কহিলাম আপনার দোষ-গুণ গুলি লো ॥

অথ উপপত্তি ।

নিজ নারী আছে ধরে যাহা বলি তাহা করে
 নানারূপ গুণ ধরে তাহে মন রয় না ।
 করিতে অস্ত্রার সঙ্গ সদাই সরস-অঙ্গ
 এ বড় অপূৰ্ব্ব রঙ্গ ধর্ম-ভয় হয় না ॥
 বাইতে সঙ্কেত-স্থান সতত আকুল প্রাণ
 জ্ঞান মান অপমান কিছু মনে লয় না ।
 ব্যক্ত হলে কালামুখ শয়নে নাহিক সুখ
 রমণেতে নানা দুঃখ তবু ক্ষমা হয় না ॥

অথ বৈশিক-নাগর ।

গিয়াছি সুসোবরে স্নান করিবার তরে
 দেখিয়াছি একজন অপরূপ কামিনী ।
 চক্ষু-মুখ পদ-ছন্দ কিবা ছন্দ কিবা বন্দ
 নীলাম্বরে কাঁপে তমু মেঘে যেন দামিনী ॥
 ঈশ্বর সদয় হন দূতী মিলে একজন
 এইক্ষণে তার কাছে যায় ক্রতগামিনী ।
 যত চাহে দিব ধন দিব নানা আভরণ
 কোন মতে মোর সঙ্গে বঞ্চে এক যামিনী

অথ নায়কদিগের উত্তমাদি-ভেদ ।

উত্তম মধ্যম আর অধম নিয়মে ।

নায়িকার যেই ক্রম নায়ক সে ক্রমে ॥

বাস সজ্জা আদি নাগ্নিকার ভেদ যত ।

নাথকে সে ভেদ হয় লক্ষণ সম্বত ॥

উপপত্তি বৈশিষ্ট্যে সকলি বিদিত ।

পতি প্রতি রসাত্তাস কেবল খণ্ডিত ॥

স্বকীয়ার রসাতাস জান অভিসার ।

পতির ঋণিত ভাব তেমতি প্রকার ॥

সকলজন-সুসম্মত আর ভাব সব ।

উদাহরণেতে দেখে কর অসুভব ॥

अथ वासकसूत्रम् ।

શયન સમય

नक्षत्र वृत्तमयम्

করে রমণী-মোহন সাজ ।

অন্য কার্য্য ছাড়া

শয্যাঘরে চলে

সাধিতে আপন গোপন-কাজ।

ହାତେ ଲଗାଅ ଯନ୍ତ୍ର

গান কাম ভক্ত

মুনে পাশা, লাখ পাশ এ লাখ ।

ভাবে খাটে বসি

আণেব প্রেষণী

ଆମିତେ ନା ଜାନି କତେକ ବାଞ୍ଛ ॥

অথ উৎকଳিত নায়ক ।

কেন না আইন শ্রম?

বিরহে বিদরে হিয়া

জিহ্বা হব কি কবিতা। ধৈর্য্য আর বহে না ।

কিবা কোন কার্যপাকে

ভীত। কিবা দেখে কাকে

নহে এতদ্ব্যপেক্ষ থাকে কামে কি সে দহে না॥

পান গুয়া গন্ধ মালা অগ্নি সম দেয় জ্বালা
করিলেক ঝালাপালা তনু প্রাণ রয়ে না ।
আসিবেক কতক্ষণে তবে স্থপ পাব মনে
বিনা তার দরশনে আর তাপ সছে না ॥

— — — — —
অথ অভিসারক-নাটক ।

দ্বিতীয় প্রহর রাতে মোরে কহিয়াছে যাতে
সময় হইল প্রায় স্থির-মন টলিল ।
স্থখের কে জানে লেখা গেলে মাত্র পাব দেখা
অনেক দিনের পর আজি আশা ফলিল ॥
অন্ধকারে দেখি আলো গৌর লোক দেখি কালো ॥
শত্রু জনে মিত্রতাব জলে স্থল হইল ।
রজনীতে দিবা মত তিমির হইল হত
কুপথে স্থপথ জ্ঞান তাহে মন লইল ॥

— — — — —
অথ বিপ্রলক নাটক ।

স্থখের সময় বরে স্বীয়া নানা রস করে
তাহা ছাড়ি আইলাম পর আশা করিয়া ।
গুরু ভয় লঘু করে অন্ধকারে নাহি ডরে
ছাড়িয়া আপন বেশ পরবশ ধরিয়া ॥
সঙ্কেত স্মরণ করে আসি ছিল বেশ ধরে
আমার বিলম্বে বুঝি বরে গেল ফিরিয়া ।
আসিয়া সঙ্কেত ঠাই দেখিতে পাইল নাই
আহা মরি অশ্রু কেবা লগ্না গেল হরিয়া ॥

অথ স্বাধীনভাষ্য-নায়ক ।

তুমি প্রাণ তুমি ধন তুমি মন তুমি গণ
 হৃদয়ে যে ক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভালো লো ।
 যতজন আর আছে তুচ্ছ করি তোর কাছে
 ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কালো লো ॥
 তোমার বদন-চাঁদ অচল চকল চাঁদ
 আমার মোহন কঁাদ অন্ধকারে আলো লো ।
 করেছি বিস্তর সেবা আজি মোরে মাজাইবা
 আমার মাথার কিরা যদি মোরে টালো লো ॥

অথ খণ্ডিতনায়ক ।

আসিব বলিয়া গেলা অল্প সঙ্গে হলো মেলা
 শরীরেতে চিহ্ন আছে লুকাবে কি বলিয়া ।
 মোর সঙ্গে কথা কয়্যা বকিলা অত্বেরে লয়্যা
 কতেক করিলা ভাব এ কাস্তুরে ছলিয়া ॥
 ভিন্ন ভিন্ন দেখি বেশ আলু থালু দেখি কেশ
 দেখিয়া তোমার ভাব দেহ যায় জলিয়া ।
 কে সাধিল মনোরথ খণ্ডিয়া পিরীতি পথ
 নিজ স্থানে যাও তুমি আমি যাই চলিয়া ॥

অথ কলহাস্তরিত-নায়ক ।

অল্প অপরাধ পায় কেন বা দিনু খেদায়
 এবে কার মুখ চায় কামজ্বালা সারিব ।

বিবেচনা নাহি করি এখন বুঝিয়া মরি
 অমুঝানে ছেন বুঝি রহিতে না পারিব ॥
 পুনঃ দূতী পাঠাইব প্রীতি করি আনাইব
 সবে এক দোষ তাহে পতি হয়্যা হারিব ।
 হারি মানি ঘন্থ যাউক তার অভিমান থাউক
 তাহা বিনা এ সঙ্কটে তরিবারে নাহিব ॥

— — —

অথ প্রোষিতভাৰ্য্যা-নায়ক ।

কোথায় রহিল রামা বিরহে দহিয়া অমা
 নিরন্তর কামজ্বালা কত আর সহিব ।
 পিক ডাকে কুহ কুহ ভ্রমর গুঞ্জে মুহুঃ
 সাপে-থেকো বায়ু জ্বালা কত আর সহিব ॥
 চন্দন-কমলদল পোড়া যেন দাবানল
 সুধাকর বিষধর কত সয়া রহিব ।
 আলো দেখি অন্ধকার পুরস্কার তিরস্কার
 হেন বুদ্ধি অবশেষে উদাসীন হইব ॥

— — —

অথ প্রোষ্য২-পত্নীক-নায়ক ।

যদি যাবে আমা ছাড়্যা প্রাণ কেন লও কাড়্যা
 আপন উদ্দেশ্য হেতু অগ্নি লয়া যাবে লো ।
 তোমা সঙ্গে যাবে তাপ আমি এড়াইব পাপ
 যেতে শুতে অনুজ্ঞা মনস্তাপ পাবে লো ॥
 প্রবোধ করিয়া তায় ঠেকিবে দারুণ দায়
 এমত হইবে ব্যক্ত সন্মিত হারিয়ে লো ।

কর্যা দিহু শেষ মর্শ্ব বুঝিয়া করহ কর্ম
 পদে পদে পাবে জ্বালা কপদ এড়াবে লো ॥
 ইত্যাদি বুঝিবা নাহকের অষ্ট মত ।
 উদাহরণেতে অনুভবে পাব বত ॥

অথ নায়কসহায়কধন ।
 পীঠমর্দ বিট বলি চোট বিদূষক ।
 এই সব ভেদ হয় বিস্তর নায়ক

অথ পীঠমর্দ ।
 রমণী করিলে ক্রোধ যে করে সান্ত্বনা ।
 বন্দনী সচিব পীঠমর্দ সেই জনা ॥
 রমণী-বৃত্ত সহেনা আচ চুটায় অগ্নি পরশে কাঁচ
 করিতে মান দিবে না স্থান বিবে না স্থান ।
 কি করে ক্ষোভ সহে রামার অবলাপ্রাতি মৃদু-আকার
 জ্বালায় বহি নহে সে মান নহে সে মান ॥
 রস তাপে হিয়ে বিনাশে পায় তপনে তাপ সুখ্যায়া যায়
 রসিয়ে মান রবে কোথায় রবে কোথায় ॥
 প্রমদা-বন্ধন সংসারেরি প্রমদা আকর আহ্লাদেরি
 সনত রাখহ সুবহে তার সুরত প্রায় ॥

অথ বিট ।
 কামশাস্ত্রে যেই জন পরম নিপুণ
 বিট বলি তার নাম ধরে নানা গুণ ॥

চুম্ব-আলিঙ্গন

কামের দীপন

মস্ত-ভস্ত-আদি যত ।

যাহে নারী বশ

যাহে বাড়ে রস

এমত জানি বা কত ॥

বেশ ভূষা বাস

সন্দেহ সম্ভাষ

নৃত্য গীত নানামত ।

ফিরি নানা ঠাই

আর কন্ম নাই

আমার এই সতত ॥

অথ চেষ্টক ।

সন্ধান-চতুর সেই সময় ষটক ।

কবিগণ তার নাম বলয়ে চেষ্টক ॥

যখন বিরলে পাব

তখনি নিকটে যাব

যদি ক্রোধে গালি দেয় তবু সয়্যা রহিব ।

নয়নের ভঙ্গী করি

ফল কিম্বা ফুল ধরি

চারি চক্রে এক হলে ইশারায় কহিব ॥

জ্ঞানেতে যখন যায়

ধরিতে বসন তায়

কোতুকে কুস্তীর হয়্যা জলে ডুবে রহিব ।

হুঃখ বিনা নহে হুঃখ

দেখিতে সে চাঁদমুখ

গ্রীষ্ম-হিম-বৃষ্টি-বাতঃ পলায়ুধঃনহিব ॥

অথ বিদূষক ।

কিবা রোবে কিবা তোবে যার পরিহাস ।

বিদূষক তার নাম হাস্তের বিলাস ॥

চন্দন কজ্জল রাগ বদনে যে দেখে দাগ
 অপমান এই দেখে মুখে কালি-চূণ লো
 দেখে দেখে শোভা কিবা চাঁদে আলো যেন দিব
 দোহাই দোহাই তোর কামে কবে খুন লো ॥
 করিবা পরীক্ষা যদি রসের তরঙ্গনদী
 দুইজনে ডুবি আইসে কে হয় নিপুণ লো ॥
 আপনি দোষের স্বর পরীক্ষা করিতে ড-
 আমার মাথায় দোষ এতো বড় গুণ লো ।

অথ শৃঙ্গাব-নিরূপণ ।
 শৃঙ্গারের দুই ভেদ স্তনহ প্রসঙ্গ ।
 প্রথমতঃ বিপ্রলম্ব দ্বিতীয় সম্ভোগ ॥

অথ বিপ্রলম্ব ।
 বিপ্রলম্ব চারি মত স্তনহ প্রকাশ ।
 পূর্ববাগ মান প্রেম-বৈচিত্র্য-প্রবাস ।

অথ পূর্ববাগ ।
 অঙ্গ-সঙ্গ-হৃৎনের পূর্ব যে লালস ।
 তারে বলি পূর্ববাগ তাহে দশা দশ ॥
 লালস উদ্বিগ্ন জড় কুশ জাগরণ ।
 ব্যগ্র রোগ বায়ু মোহ নিদ্রানে মরণ ॥

প্রত্যেক বর্ণিতে হয় কবিতা বিস্তর ।
অনুভবে বুঝে লবে নাগরী নাগর ॥

— — —
অর্থ মান ।

যেই ক্রোধে দম্পতীর রসের বিচ্ছেদ ।
সেই মান অহেতু সহেতু দুই ভেদ ॥
অহেতু যে মান সেই অনায়াসে বধ্য ।
সহেতুর তিন ভেদ গুরু লঘু মধ্য ।
অত্যাঁহ সহিত পতি যদি কথা কয় ।
তাহে জন্মে লঘু মান বাক্যে দূর হয় ॥
অত্যাঁহ-নাম-গুণ পতি যদি কাছে কয় ।
তাহে জন্মে মধ্য মান পরীক্ষায় ক্ষয় ॥
অত্যাঁহ ভোগ চিহ্ন যদি দেখে পতি গায় ।
তাহে জন্মে গুরু মান প্রণামেতে যায় ॥
সাম ভেদ ক্রিয়া দান নতি ত্যাগ রোষ ।
এই সাতে মান ভাঙ্গে হয় পরিতোষ ॥
প্রিয়বাক্যে স্তব করে তারে বলি সাম ।
আত্মগুণ তার দোষ ভেদ তার নাম ॥
সখী দ্বারা ভয় প্রদর্শন, সেই ক্রিয়া ।
দান যাহে বস্তু মাল্য ভূষণাদি দিয়া ॥
নতি সেই যাহে পায় ধর্যা নমস্কার ।
উদাস্ত-প্রকাশ সেই ত্যাগ নাম যার ॥
রোষ সেই যাহে ভয় কষ্টের বিস্তার ।
মানশাস্তি-চিহ্ন অশ্রু লোমাক লীৎকার ॥

অবশ্য এসব রূপে মানের বিনাশ ।
 অসাধ্য হইলে তারে বলি রসাতাস ॥
 প্রত্যেকে ব্রূর্ণিতে হয় কবিতা-বিস্তর ।
 অনুভবে বুকে লবে নাগরী নাগর ॥

অথ প্রেমবৈচিত্র্য ।
 নিকটে শয়ন অনুরাগের নিমিত্ত ।
 হলায় বিরহ হয় সে প্রেম-বৈচিত্র্য ॥

অথ প্রবাস ।
 প্রবাস দ্বিমত হয় নিকট ও দূর ।
 দশ দশা হয় তাহে বিবাদ প্রচুর ॥
 প্রথমেতে চিন্তা দ্বিতীয়েতে জাগরণ ।
 তৃতীয়েতে উদ্বেগ চতুর্থে ক্ষাপ তন ॥
 পঞ্চমে মলিন বসে প্রলাপ বিবাদ ।
 সপ্তমেতে ব্যাধি হয় অষ্টমে উদ্ভাদ ॥
 নবমেতে মোহ হয় দশমে মরণ ।
 অনুভবে বুকে লবে দেখিয়া লক্ষণ ॥

অথ সন্তোষ ।
 সন্তোষের চারি ভেদ করিয়া বাখান ।
 সংকীর্ণ সঙ্কীর্ণ সম্পূর্ণ সমৃদ্ধিমান ॥
 পূর্বরূপ পরে অন্ন চূষ অন্ন কোল ।
 সংকীর্ণ সে রতি তাহে চিত্ত হয় লোল ॥

মানান্তে পুরুষ সঙ্গে মেলন যে হয় ।
 সঙ্কীর্ণ তাহার নাম কবিগণ কর ॥
 কিঙ্কিৎ প্রবাস পরে হয় যে মেলন ।
 দম্পুর্গ তাহার নাম কহে কবিগণ ॥
 সুদর প্রবাস পরে মেলন যে রস ।
 সে রস সমৃদ্ধিমান দম্পতী অবশ ॥

অথ সন্তোগের প্রকার ।

দর্শন স্পর্শন কথা পথরোধ বাস ।
 ননখেল। জলখেলা গীত বাদ্য হাস ॥
 লুকাওন মধুপান আদি নানা মত ।
 অনন্ত অনন্তভাব বিরচিব কত ॥

অথ দর্শন ।

দরশন তিন মত নাগরী নাগরে ।
 সাক্ষাৎ স্বপন আর পটেচিত্র ধরে ॥

অথ সাক্ষাদর্শন ।

নয়নে নয়ন বদনে বদন
 চরণে চরণ আদেশি রহ ।
 হৃদয়ে হৃদয় প্রাণ সমুদয়
 পরাণে আলয় ভাঙ্গিয়া লহ ॥

গমনে গমন রমণে রমণ
 বচনে বচন বিনয় কহ ।
 পান্থ্যাহি দরশ পরম পরশ
 সকলে সরস হইয়া রহ ॥

— — —
 অথ স্বপ্নদর্শন ।

নিদ্রার আবেশে রজনীর শেষে
 মনোহর বেশে বঁধু আসিয়া ।
 প্রেম পারাবার করিল বিস্তার
 নাহি পাই পার যাই ভাসিয়া ॥
 যে রস হইল মনেতে রহিল
 যে কথা কহিল মূহু হাসিয়া ॥
 ধরম করম সরম ভৈরব
 নরম মরম গেল নাশিয়া ॥

— — —
 অথ চিত্রদর্শন ।

দেখিবারে মিত্র করিলাম চিত্র
 এ বড় বিচিত্র হইল তায় ।
 দেখিতে বদন মাণ্ডিল মদন
 ছাড়িয়া সদন চেতন যায় ॥
 না পান্থ দেখিতে নারিহু রাখিতে
 লিখিতে লিখিতে হইল দায় ॥

চিত্রের পুতুল করিল আকুল
হারানু হুকুল চিত্রের প্রায় ।

অথ আলম্বনাদি কথন ।

আলম্বন বিভাবন আর উদ্দীপন ।
এই তিন ভাবের গুনহ বিবরণ ॥
আলম্বন সেই যাহে রমের আশ্রয় ।
নায়ক-নায়িকা দুই তার বিনিময় ॥
নানাবিধ অনুভাবে বলি বিভাবন ।
যাহে রস বাড়ে তাহে বলি উদ্দীপন ॥

অথ উদ্দীপন ।

গুণ যুরা নাম লওয়া নিত্য রূপ দেখা ।
গীত বাদ্য শুনা আর বস্ম রেখা লেখা ॥
সুগন্ধি ভূষণ যেষ পিক-ভঙ্গ রব ।
চল আদি নানামত উদ্দীপন সব ॥

অথ বিভাবন ।

ভাষ হাব হেলা হাস শোভা দীপ্তি কান্তি ।
মধুরতা উদারতা প্রগল্ভতা ক্রান্তি ।
ধৈর্য্য লীলা বিলাস বিচ্ছিত্তি মৌঞ্চ ভ্রম ।
কিলকিকিৎ মোটায়িত কুটমিত শ্রম ।
বিকোক লালিত্য মদ চকিত বিকার ।
নানা মত অনুভব কত কব আর ॥

অথ ভাবহাবাদির পরিচয় ।

চিন্তের প্রথম সেই বিকার যে ভাব।
 গলা চক্ষু ভুরু আদি বিকাশিতে হাব ॥
 বক্ষ কাঁপে বস্ত্র থসে তারে বলি হেলা।
 প্রিয়কৃত-কৰ্ম্মচেষ্টা তারে বলি লীলা ॥
 হাস সেই হাস্তে বলি বৃথা হয় যেই ।
 পরিচ্ছদ বিনা শোভা মধুরতা সেই ॥
 শোভা কান্তি দীপ্তি শ্রম ব্যক্ত আছে এই ।
 শ্রমে অঙ্গ শ্লথ যেই ক্রান্তি হয় সেই ॥
 রতি বিপরীত আদি সেই প্রগল্ভতা ।
 ক্রোধেও বিনয় বাক্য সেই উদারতা ॥
 ধৈর্য্য সেই দুঃখেতে প্রেমের নহে হাস ।
 সাক্ষাতে প্রকৃত অঙ্গ সেই সে বিলাস ॥
 অঙ্গ আভরণে শোভা বিচ্ছিন্নি সে হয় ।
 বিভ্রম হইলে ব্যক্ত বেশ-বিপর্য্যয় ॥
 ক্রন্দনেতে হস্ত আর অভয়েতে ভয় ।
 অক্রোধেতে ক্রোধ কিলকিকিৎ সে হয় ॥
 প্রসঙ্গেতে অঙ্গভঙ্গ সেই মোটান্বিত ।
 অঙ্গ ছুঁলে সূৰ্ণে ক্রোধ সেই কুটম্বিত ॥
 বিবেক বাঞ্ছিত বস্ত্র পায়া অনাদর ।
 অঙ্গভঙ্গ কনককার লালিত্যে সুন্দর ॥
 লজ্জায় না কহে কার্য্য চেষ্টায় জানায় ।
 বিকার তাহারে বলে বুকু অভিপ্রায় ॥
 স্ত্রীততে অজ্ঞান সম মৌন্য সেই হয় ।

চকিত ভ্রমর আদি দর্শনেতে ভয় ॥
 যৌবনাদি অভিমান জন্ত মদ হয় ।
 কেলি তাপ আদি যত কবিগণ কয় ॥
 কেশ বাস বসে অঙ্গমোড়া হাই উঠে ।
 লোমাক প্রফুল্ল গদগদি স্বর্ষ ছুটে ॥

অথ সাঙ্গিকভাব ।

স্তম্ভ হয় স্বর্ষ হয় রোমাক প্রকাশ ।
 দিবর্গ কম্পন অত্র গদগদ ত্রাস ॥
 প্রিয় বিনা মুখ যত দুঃখ সে তো হয় ।
 প্রিয় পাইলে দুঃখে মুখ রাগ তায়ে কয় ॥

অথ যৌবনকথন ।

যৌবনের চারি ভেদ শুন বিবরণ ।
 আগে বয়ঃসন্ধি পরে নবীন যৌবন ॥
 তার পরে যুব-ভাবে উন্মাদ লক্ষণ
 তার পরে বৃদ্ধ-ভাব বুঝ বিচক্ষণ ॥
 যৌবনের সন্ধি কাল ষাটশ বৎসর ।
 দশম নিয়ম কন ব্যাস মুনিবর ॥

যৌবন পরম ধন স্ববশ ইন্দ্রিয়গণ ।

শিশু-বৃদ্ধ দেখি লোক রসকথা কহে না ॥

বালকের নাহি শুদ্ধি বৃদ্ধ হলে হতবুদ্ধি

যুবা বিনা রস আর কোন খানে রহে না ॥

যুবা স্বর্ঘ্য বলবান্ যুবা চন্দ্র দ্যুতিমান্

যুবা বিনা সংসারের ভার অন্তে বহে না ॥

বিনা নর কিবা অশ্রু ঘোঁবনে সকল ধন

ঘোঁবন হইলে নষ্ট দেখি দেহ রহে না ॥

নারীর ঘোঁবন বড় দুঃস্বপ্ন ।

শরীরের মাঝে পোষে বসন্ত ॥

বনোদ বিননে বিনায়্যা বেগী ।

পুরুষ দংশিতে পোষে সাপিণী ॥

কত কত অলি নয়নে ঘোঁরে ।

মধুবাক্যে কত কোকিল ঝোঁরে ॥

মলয় বাতাস স্বাসেতে বহে ।

সৌরভে সুরভি গৌরব নহে ॥

কমল-কানন আননে থাকে ।

বাকুলি মধুর অধরে রাখে ॥

দুখানি বিষণ্ণ নিশান রাখি ।

হৃদয়ে মলয় রাখ্যাছে ঢাকি ॥

লোহিত কমল মৃগাল সাতে ।

আভরণে ঢাকি রাখ্যাছ হাতে ॥

ত্রিবিধি ডোরেতে বান্ধি অনঙ্গ ।

কটিতে খুঁয়া দেখে রে রঙ্গ ॥

সম্বরে অম্বর দিয়া কাস্তার ।

মদন-সদন রস-ভাণ্ডার ॥

কিশলয় করিকরের ভয় ।

চরণের তলে শরণ লয় ॥

যৌবন মরম না জানে যে বা ।
 পণ্ডিত তাহারে বলয়ে কে বা ॥
 তপ জপ জ্ঞান দান যে কিছু ।
 সকলি যৌবন-ধনের পিছু ॥
 যৌবন এ তিন অক্ষর লেখ ।
 যে জন মরম উত্তম দেখ ॥
 যৌবন-মরম যে জানে নাই ।
 প্রথম ছাড়িয়া তাহার ঠাই ॥
 যদিপি যৌবনে উদ্যম করে ।
 প্রথমের মত গলিয়া মরে ॥
 ভারতচন্দ্রের ভারতী-যোগ ।
 যৌবনেতে কর যৌবন-ভোগ ॥

— — —
 অথ স্ত্রীজাতিকথন ।

অতঃপর চারি জাতি বর্ণিব কামিনী ।
 পদ্মিনী চিত্রিনী আর শঙ্খিনী হস্তিনী ॥

— — —
 পদ্মিনী ।

নয়ন কমল কুঞ্চিত কুন্তল
 ঘন কুচস্থল মুহূহাসিনী ।
 স্কুদ্ররক্ত নাসা মৃদু মন্দ ভাষা
 নৃত্যগীতে আশা সত্য-বাদিনী
 দেবদ্বিজে ভক্তি পতি অনুরক্তি
 অঙ্গ রতিশক্তি নিদ্রা ভোগিনী ।

মৃদু-আলয় লোম নাহি হয়
পদ্মগন্ধ কয় সেই পদ্মিনী ॥

— — —

চিত্রিনী ।

প্রমাণ শরীর সর্ব্ব কর্শ্বে স্থির
নাতি সুগভীর মূহুহাসিনী ।
সুকঠিন স্তন চিকুর চিকণ
শয়ন ভোজন মধ্যচারিণী ॥
তিন রেখামুত কর্ণ বিভূষিত
হাস্য অবিরত মন্দগামিনী ।
মদন-আলয় অঙ্গ লোম হয়
স্মরণগন্ধ কয় সেই চিত্রিনী ॥

— — —

শঙ্কিনী ।

দীর্ঘল প্রবণ দীর্ঘল নয়ন-
দীর্ঘল চরণ দীর্ঘল পাণি ।
মদন-আলয় অঙ্গ লোম হয়
মীনগন্ধ কয় শঙ্কিনী জানি ॥

— — —

হস্তিনী ।

স্থূল কলেবর স্থূল পয়োধর
স্থূল পদ কয় ঘোরনাদিনী
আহার বিস্তর নিদ্রা ঘোরতর
রমণে প্রবর পরগামিনী ॥

বর্ষে নাহি ডর দন্ত নিরন্তর
কর্ষেতে তৎপর মিথ্যাবাদিনী
মদন-আলয় বহু লোম হয়
মদনক কয় সেই হস্তিনী ॥

পুরুষজাতিকথন ।

চারি জাতি নায়িকার শুনহ নায়ক ।
শশ, মৃগ, বঘ, অশ্ব, সন্তোষ-দায়ক ॥
পদ্মিনীর শশ পতি মৃগ চিত্রিনীর ।
বুষে শঙ্খিনীর তৃষ্টি অশ্ব হস্তিনীর ॥
রূপ গুণ দোষ সব নায়িকার মত ।
চারি জাতি নায়কেতে লক্ষণ সম্মত ॥
রসভাণ্ড মত রসদণ্ড ভেদ হয় ।
ছয়, আট, দশ, বার পরিমাণ কয় ॥
নরনারী স্বভাবেতে বিশেষ যে হয় ।
কহিতে কবিতা বাড়ে কোভ এই রয় ॥

রসমঞ্জরী সমাপ্ত ।

সত্যপীরের কথা ।

(১)

গণেশাদি রূপধর বন্দ প্রভু শরহর
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষদানু ।
কলিযুগে অবতরি সত্যপীর নাম ধরি
প্রথমহ বিধির বিদ্যতা ॥
দ্বিজ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র কলিযুগে ক্রমে হুদ্র
যবনে করিতে বলবান ।
ককির শরীর ধরি হরি হৈলা অবতরি
এক বৃক্কতলে কৈলা স্থান ॥
লক্ষ্মণান দাড়িগোপ গায় কাঁথা শিরে টোপ
হাতে আশা কাঁধে কোলে ঝুলি ।
ভেজপুঞ্জ ঘেন রবি মুখে বাক্য পীর নবি
নমাজে দগার চুমে ধূলি ॥
জাহির কিরূপে হব কারে বা কিরূপে কব
ভাবেন বৃক্ষের গলে বসি ।
ঈশ্বর ইচ্ছায় কিপ্র বিষ্ণু নামে এক বিপ্র
সেই খানে উত্তরিল আসি ॥
দীন দেখে দ্বিগবরে সত্যপীর কন তাঁরে
প্রকাশ করিতে অবতার ।

যে সত্য জনারগির ক্রীণি বেদে দরপীর
 পুলকে প্রসাদ খাও তাঁর ॥
 দ্বিজ বলে হরি বিনে পূজি নাই অত জনে
 কি বলে ফকির ছাচাচরী ।
 ফকিরের অঙ্গে চায় অঙ্কুত দেখিতে পায়
 শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ।
 সময়ে প্রণতি করি উঠে দেখে নাহি হরি
 শূণ্ণে শুনে সিঁগি ইতিহাস ।
 ক্ষীর চিনি আটা কলা পান গুয়া পুষ্পমালা
 মোকাম পীঠের পরে বাস ॥
 দ্বিজ আসি নিজালয় আনি দ্রব্য সমুদয়
 নিবেদন কৈল সত্যনামে ।
 পূজার প্রসাদ গুণে ধন্ত হৈল ত্রিভুবনে
 অস্ত্রে গেল ত্রিনিবাস ধামে ॥
 দ্বিজ স্থানে ভেদ পেয়ে সাত জন কাঠুরিয়ে
 সিঁগি দিচ্ছে হুজ্জে সত্যপীর ।
 কৃষ্ণ-তিমিরের রবি সকল বিদ্যায় কবি
 অস্ত্রে গেল অনন্ত শরীর ॥
 সদানন্দ নাম বেণে সত্যপীরে সিঁগি মেনে
 কস্তা হেতু করিল কামনা ।
 ঈশ্বর ইচ্ছায় সার অমিল ছহিতা তার
 চন্দ্রমুখী চঞ্চলনয়না ॥
 কাদম্বকোদর ফুলা কাদম্বিনী শুকোমলা
 চন্দ্রমুখী চন্দ্রকলা নাম ।

হাসে হেরে যার পানে ধৈর্য কি তার প্রাণে
 কামিনী কামনা করে কাম ॥
 কতঃ দেখি রূপযুত আনিয়া বণিক্-সুতঃ
 বিবাহ দিলেক সদাগর ।
 দম্পতীদ মনোমত কে জানে কৌতুক কতঃ
 এক ওলু নাগরী-নাগর ॥
 সদাগর মত্ত ধনে মির্গি নাহি পড়ে মনে
 স-জামাতা সাজিল পাতিল ।
 বাজে কাড়া দামা শিলা বাতপায়ী সাত ডিঙ্গা
 দুর্গদেশে দিল দরশন ।
 সত্যপীর ক্রোধ মন রাজভাণ্ডারের ধন
 সাধুর নৌকা যথৈ থরে থরে ।
 দৈব দেখে রাজবলে কোটাল প্রভাতে চলে
 লেং পেয়ে বাঁধে সদাগরে ॥
 নতু হইতে আয়ু রাখে বুঝি পায় বন্দী থাকে
 মেগে খায় নক্সার নফর ।
 যোবনে প্রবাসে পতি কাল নিত্য চাহে রতি
 সাধু-কত্কা হইল ফাঁপর ॥
 ভেদ পেয়ে দ্বিজ স্থানে সত্যপীরে মির্গি মানে
 চন্দ্রকলা কাস্তুর কামনা ।
 প্রভাষে ফকির-রূপ স্বপনে দেখিয়া ভূপ
 ছেড়ে দিলা সাধু দুই জনা ॥
 সাত গুণ ধন লয়ে সাধু চলে নৌকা বেঙ্গে
 প্রভু পথে হইলা ফকির ।

তথাপি নির্যোধ সাধু চিনিতে না পারে বিধু
 ক্রোধে ধন হৈল সব নীর ॥
 বিস্তর করিয়া স্মৃতি পুন পেল অব্যাহতি
 নৌকায় পুরিল গিয়া ধন ।
 অব্যাহতি পেয়ে তনু ডিঙ্গা বেয়ে যায় পুন
 নিজ দেশে দিল দর্শন ॥
 নিজ দেশে উত্তরল সাধু-কত্যা বার্তা পেল
 স্বামীরে দেখিতে নেগে ধায় ।
 প্রসাদ সিরিণি হাতে ফেলে যায় পথে পথে
 লাফানে তা পানে নাহি চায় ॥
 সত্যপীর ক্রোধভরে সাধুর জামাতা মরে
 ক্রন্দন করয়ে চন্দ্রকল ।
 গুরে বিধি হয় হয় এ যৌবন রথা যায়
 যেন রতি কামের অবলা ॥
 ডুবিয়া মরিব জলে থাকিব স্বামীর কোলে
 হেন কালে হৈল দৈববাণী ।
 সিরিণি ফেলাইয়া আলি পুন গিয়া খাও তুলি
 পাবে পতি না কাদিও ধনি ॥
 উপদেশ পেয়ে ধৈর্য সিরিণি কুড়াইয়ে খেয়ে
 মৃতপতি বাঁচাইল প্রাণে ।
 জামাতার মুখ দেখি সদাগর হৈল স্থখী
 সিরিণি করিল সাবধানে ॥
 এ তিন জনার কথা পাঁচালী প্রবন্ধে গাঁথা
 বুদ্ধিরূপ কৈলা নানা জনা ।

দেবানন্দপুর গ্রাম

মেঘের আনন্দ ধাম।

হীরারাম রাঘবের বাসনা ॥

ভারত ব্রাহ্মণ কয়

দয়া কর মহাশয়

নাথকের গোষ্ঠীর সহিত ।

ব্রতকথা সাক্ষ হলে।

সবে হরি হরি বলে;

দোষ ক্ষম্যতেক পণ্ডিত ॥

সত্যপীরের কথা ।

(২)

শুন সবে এক চিত সত্যপীর গুণ গীত

দুই লোকে পাবে প্রীত সিদ্ধ মনস্কামনা ।

গণেশাদি দেবগণ বন্দ সত্য-নারায়ণ ।

সিদ্ধ দেহ অনুক্ষণ যারে যেই ভাবনা ॥

কলির প্রথমে হরি ফকির-শরীর ধরি

অবনীতে অবতরি হরিবারে যন্ত্রণা ।

দ্বিতীয়েতে বিষ্ণু নামে দরিদ্র দ্বিজের ধামে

ধর্ম অর্থ মোক্ষ কামে দানে কৈল মন্ত্রণা ॥

ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় যায় প্রভু দেখা দিলা তায়

হইয়া ফকির-কায় মুখে দ্বিবি দাড়িরে ।

গায় কাঁথা শিরে টোপ গলে ছেলি মুখে গোঁপ

ঝুলিতে ঝুলিতে থোপ হাতে আশাবাড়ি রে ॥

সেলান্ হামারা পাঁড়ে ধূপুমে তোমু কাহেঁ খাড়ে

পরেশান্ দেখে বড়ে মেয়ে বাৎ ধরতো ।

সিরিণি বদে পির বা সতি হামুছো মিরবা
 মোকামে জাহির বা দরব হস্ত তপতো ॥
 বিম্বুমূর্তি দেখি দ্বিজ নিবাসে আসিয়া নিজ
 পূজিল গুরুদ্বন্দ্বজ সিরিণি দিয়া বিহিতে ।
 দেখিয়া বিপ্রেস্বর ধন ঘরে ঘরে সর্স্বজন
 পূজে সত্যনারায়ণ খ্যাতি হৈল ক্ষতিতে ॥
 চতুর্থে উৎকট কষ্ট কাঠুরের হৈল নষ্ট
 জগতে হৈল শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কৈল পালনা ।
 সত্যপীর-গুণ গেয়ে মনোমত ধন পেয়ে
 সিরিণি প্রসাদ খেয়ে সিদ্ধ করে বাসনা ॥
 সদানন্দ নামে বেণে সত্যপীরে সিরিণি মেনে
 পঞ্চমে পাইল কণ্ঠে চল্লকলা নামেতে ।
 কি কব তাহার ছাঁদ কাম ধরিবার ঝাঁদ
 মুখখানি পূর্ণ চাঁদ জিত রতি কামেতে ॥
 কব আনি নীলাম্বর রূপে গুণে মনোহর
 সদানন্দ সদাগর কণ্ঠা দিল দানেতে ।
 চল্লকলা নিকেতনে সত্যদেবে পূজা মানে
 সত্যদেব ভাবি মনে সদা থাকে ধ্যানেন্তে ॥
 কণ্ঠার বিবাহ দিয়ে জামাতারে সঙ্গে নিয়ে
 সিরিণি বিম্বুত হোয়ে পাটনেতে চলিল ।
 পীর ক্রোধ করে তায় ধরা পড়ে চোর-দায়
 গলে ডোর বেড়ি পায় কারাগারে রহিল ॥
 এ সব প্রকার ষষ্ঠে সদাগর মুক্ত কষ্টে
 সপ্তমে সাধুর দৃষ্টে পথে কৈল ছলনা ।

অষ্টমেতে ষরে এলো চন্দ্রকলা বার্তা পেলো ;
 প্রসাদ খাইতেছিল ফেলে করে হেলনা ॥
 জলে ডুবে মরে গতি উভরায় কঁাদে সতী
 কি হবে রামরে গতি প্রভু কোথা গেলে হে ।
 এ নবযৌবন-নিশি হোয়ে তায় পূর্ণশশী
 কোথা আছ অহর্নিশি প্রেমাধীনী ফেলে হে ॥
 যৌবন প্রভুর কাল মদন দাহন জাল
 কোকিল কোকিলা কাল রাখ পদতলে হে ।
 যৌবনে প্রকুল কুল কেবল দুঃখের মূল
 খেদে হয় প্রাণাকুল কাঁপ দিই জলে হে ॥
 স্তবে তুষ্ট জগৎকর্তা বাচাইল তার ভর্তা
 সন্ধানন্দ পেয়ে বার্তা পূজারস্থ করিল ॥
 ভাঙ্গাইয়া কড়ি টাকা সিঁচি কৈল কাঁচা পাক
 যেন শশধর রাকা দুই লোকে তরিল ॥
 ভরদ্বাজ-অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ
 সদা ভাবে হতকংস ভুরসুটে বসতি ।
 নরেন্দ্র রায়ের সূত ভারত ভারতী যুত
 কুলের মুখটি খ্যাত দ্বিজ-পদে স্মৃতি ।
 দেবের আনন্দধাম দেবানন্দপুর নাম
 তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুনসী ।
 ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায়
 হোয়ে মোরে কৃপাদায় পড়াইল পারসী ॥
 সবে কৈল অনুমতি সংক্ষেপে করিতে পুঁথি
 তেমতি করিয়া গতি না করিও দষণা ।

গোষ্ঠীর সহিত তাঁয় হরি হোন্ বরদায়
ব্রত কথা সাজ পায় সনে রুদ্র চৌগুণা ॥
সত্যপীরের কথা সমাপ্ত ।

বিবিধ-বিষয়িণী কবিতা ।

বসন্ত ।

ভাল ছিল শীতকাল সে তো কামানলজাল
হৃদয় সহিত শাল এবে হলো দুরন্ত ৷
না ছিল কোকিল-শব্দ ভ্রমর আছিল জক
উত্তরে বাতাস শুক্ল বৃক্ষ ছিল ভীষন্ত ॥
এবে বায়ু সাপে-থেকে ভুবন করিল ভেঙ্গে
কেবল কামের ডেকে সঙ্গ লয়ে সামন্ত ।
অনঙ্গের অঙ্গ দিল শুক কাঠ মুঞ্জরিল
ভারতেরে তুলাইলি আঃ আরে বসন্ত ॥

বর্ষা ।

(১)

প্রথমেতে জ্যৈষ্ঠমাস নিদাশের পরকাশ
কৃষ্ণনগরেতে বাস গেল এক বর্ষা ।
শরদে অম্বিকাপূজা রাজঘরে দশভূজা ।
দেখিলু মৈনাকানুজা জগত্তের বর্ষা ॥
হিম সীত তার পর জীর্ণ করে কলেবর

পূণ্যবান্দে যাব স্বর সেই ছিল ভরসা।
 বসন্ত নিদাষ শেষ পুন তোর পরবেশ
 ভারত না গেল দেশ আঃ আরে বর্ষা ॥

(২)

ভুবনে করিল তুর্ণ নদ নদী পরিপূর্ণ
 বিরহিণী বেশ চূর্ণ ভাবিয়া অভঙ্গ।।
 বিদ্যুতের চকুমকি ডাহকের মকুমকি
 কামানল ধকুমকি বড় হৈল বর্ষা।।
 ময়ূর ময়ূরী নাচে চাতকিনী পিউ যাচে
 আর কি বিরহী বাঁচে বুঝি নু নিরুধা।।
 ভারতের দুঃখমূল কেবল হৃদয়ে শূল
 কুটালি কদম্বফুল আঃ আরে বর্ষা ॥

 কৃষ্ণের উক্তি।

বয়স আমার অল্প নাহি জানি রসকল্প
 তুমি দেখাইয়া তল্প জাগাইলে যামী।
 ননী ছানা খাওয়াইয়া রসরঙ্গ শিখাইয়া
 অঙ্গ-ভঙ্গ দেখাইয়া তুমি কৈলা কামী
 তুমি বুঝভানুসুতা অশেষ চাতুরী-যুতা
 তোমার ননদী পুতা সব জানি আমি।
 আগে হানি নেত্র-বাণ কাড়িয়া লইলে প্রাণ
 এবে কর অভিমান আঃ আরে মামী ॥

রাধিকার উক্তি (উত্তর) ।

চুড়াটী রাধিয়া চুলে মালা পর বনফুলে
দান মাগে তরুণুলে আমি তেমন মাগিনে ।
মোরে দেখিবারে লেগে অনুরাগ রাগে রেগে
রাত্রি-দিন থাক জেগে আমি তেমন জাগিনে ॥
বুক বাড়ায়েছে নন্দ যার তার সনে হৃন্দ
কোন দিন হবে মন্দ আমি তোমায় লাগিনে ।
গুণ্ডার বিমল কাজ সে ভয়ে পড়ুক বাঁধ
মামী বোলে নাহি লাজ অঃ আরে ভাগিনে ॥

হাওয়া ।

(১)

চন্দনের দণ্ড ধোরে ফণি-ফণা ছত্র কোরে
মলয়-রাজত্ব হোরে আরো রাজ্য চাওয়া ।

(২)

বসন্ত সামন্ত সঙ্গে শৈত্য গন্ধ মান্দ্য অঙ্গে
কাবেরী ভরিয়া রঙ্গে হিমালয়ে ধাওয়া ॥
বিয়োগীয়ে কাঁদাইয়ে সংযোগীয়ে ফাঁদাইয়ে
যোগি-যোগ ভান্ধাইয়ে কামগুণ গাওয়া ।
নন্দীরে প্রকাশিয়ে গন্ধিরে বিনাশিয়ে
নীতল করিলি হিয়ে বাহবা রে হাওয়া ॥
কখনো দারুণ ঝড় শাখী উড়ে শাখি জড়
স্বর ভাঙ্গে উড়ে খড় নাহি যায় চাওয়া

বেশ কে সহিতে পারে মেঘ স্থির হতে নাগে
 তলস্থল পারাবারে প্রলয়ের দাওয়া ॥
 কতু থাক কোন্ গাড়ে তাপে প্রাণী প্রাণ ছাড়ে
 রক্ষ নাহি পাতা নাড়ে আনন্দের পাওয়া ।
 কখনো মধুর মন্দ সুগন্ধ আনন্দ-কন্দ
 শীতল পরমানন্দ বাহবা রে তাওয়া ॥

(৩)

ধূম বড়া ধূম কিয়া খানে শেনে নাহি দিয়া
 চহয়ার ঘোর লিয়া ফোজ কিসি কাওয়া ।
 বালাখানা কোট কিয়া কাণাৎসে ঘের লিয়া
 তঁহুয়ান দাগা দিয়া আগ কিসি তাওয়া ॥
 দেখে নে মে হুয়া চুর ছোড়ু লিয়া মেরি পুর
 তৌহারি বালাই দর আও মেরে বাওয়া ।
 তুজ্ লিয়া নরম সটি উজ্ লিয়া গরম সটি
 চিরণ জিউ ধরম সটি বাহবা রে তাওয়া ॥

 বাসনা ।

বাসনা করায় মন পাই কুবেরের ধন
 সদা করি বিতরণ তুমি যত আশনা ।
 আশ নাই আরো চাই ইন্দের ঐশ্বর্য্য পাই
 ক্ষুধামাত্র সুখ পাই মাম মরি কাঁসনা ॥
 কাঁসনা কেবল রৈল বাসনা পূরণ নৈল
 লাভে হইতে লাভ হৈল লোকে মিথ্যা ভাষনা ।

ভাসনাই পারে বলে ভারত সন্তাপে জলে
কলার বাসনা হোলে আঃ আরে বাসনা ॥

ধেড়ে ও ভেড়ের সমান রূপবর্ণন :

ধেড়ে কুলে জন্ম পেয়ে বিলে খালে ধেয়েধেয়ে
বেড়াইতে ঘূষ ধেয়ে লোকে দিতে তেড়ে ।
তেড়ে না পাইতে মাছ বেড়াইতে পাছ পাছ
এখন বাছের বাছ দিতে ঝলও কেড়ে ॥
কেড়ে লতে কেহ যায় কোঁতুক না বুঝা যায়
ক্রোধে ফোলে বাবপ্রাশ ফোঁস ফোঁস ছেড়ে ।
ছেড়ে গেড়ে ডায়া জল রাজপুরে পেয়ে স্থল
তেল-ভলে কুত্‌হল সাবাস রে ধেড়ে ॥
ধেড়ে বড় দাগাবাজ জলে পেয়ে স্ত্রীসমাজ
বাস্ত কোরে দেয় লাজ কলে ডুব পেড়ে ।
পেড়ে রাজা যত শাড়ী ধোরে করে কাড়াকাড়ি
কেহ দিনে তাড়াতাড়ি প্রবেশয়ে গেড়ে ॥
গেড়ে হোতে পুনঃ আসি ভুস করে উঠে ভাসি
সবে দেখে বলে হাসি বড় ছুঁই ধেড়ে :
ধেড়ে ভেড়ে এক সম বাক্‌ মারিবার যম
কেহ পারে নহে কম ফেরে যেন দৈঁড়ে
দৈঁড়ে মারে দাঁড়খোঁটা মাগুর খাইয়া মোটা
না ছাড়ে কড়ির পাঁটা পোঁচা নোঁচা দেড়ে ।
ধেড়ে দাবাড়িয়া ধরে কাস্তার উপরে চড়ে
সেগুন শালের ডরে ফেরে অহু কেড়ে ॥

ঝেড়ে শরীরের খুলা দিয়া বুলে গোপ ফুলা
 ভাল বিধি কল্পে তুলা ধেড়ে আর ভেড়ে ।
 ভেড়ের ভাঁড়ামি মুখে ধেড়ের বিক্রম বৃকে
 ভেড়ে ধেড়ে ফেরে সুখে স্থল জল নেড়ে ॥

করদোরফ্‌থ ।

কামিনী যামিনী মুখে নিম্নাগতাঃ শুয়ে সুখে
 বীর শঠ তার মুখে চুম্বিতে চুম্বন-সুখে
 ধীরে ধীরে কর্দোরফ্‌থ ।

নিজা হাতে উঠে নারী অলসে অবশ ভারি
 আরমিতে মুখ হেরি চুম্বচিহ্নঃ দৃষ্টি করি
 ভায়ে ভাল কর্দোরফ্‌থ ॥

—
 হিন্দি ভাষায় কবিতা ।

এক সম বুকভানু কুমারী ।
 মাত পিত সব বৈঠ নেহারী ॥
 হয়ে লগ আউসর দ্তীঃ জো আয়ি ।
 ভেট্‌ চল নন্দলাল বোলায়ি ।
 দেখ নহি আঁখ শুন্‌ নহি কাপ ।
 কা কুছ আয়িহো আওল খায়ি ॥
 কাঁহাকে কানায় লাল কাঁহা সো পছান জান
 কাঁহাসো তু আয়ি হ্যায় থাক্‌ পড়
 তেরে ব্রজকি বসনে ॥
 পানি যে আগ লাগাওমে আয়ি ।

কুছ বাত এতোং কো কুছবাং ও তোং কো ।

বাতোন্ শুন বাত হামারি সাং লাগায়ি হায় ॥

— — —

“পায় পায় পায় না ।”

বলিরাজার উক্তি ।

চিনিতে নারিনু আমি আইল জগৎস্বামী

মাগিল ত্রিপদ ভূমি আর কিছু চায় না ।

ধর্ম দেখি উপহাস শেষে একি সর্বনাশ

শুর্গ মর্ত্য দিব আশ তাহে মন ধায় না ॥

গেল সকল সম্পদ এক্ষণে পরম পদ

বাকী আছে এক পদ ঋণ শোধ যায় না ।

হ্যাদে শুন হৃদিপ্রিয়ে বিক্র্যাবেবৌ দেখাসিয়ে

অধিল ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে পায় পায় পায় না ॥

— — —

“পায় পায় পায় ।”

কেঁদে কহে বিক্র্যাবলী বলিরাজ শুন বলি

ছলিবারে বনমালী হলেন উদয় ।

হেন ভাগ্য কবে হবে যার বস্তু সেই লবে

অগতে ঘোষণা রবে। বলি জয় জয় ॥

এক পদ আছে বক্রী প্রকাশ করিলে চক্রী

এ দেহ করিয়া বক্রী ধরহ মাধায় ।

তুমি আমি দুজনের ঘুচিল কণ্ঠের ফের

মিলাইল বামনের পায় পায় পায় ॥

সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পারস্য এবং হিন্দি

ভাষা-মিশ্রিত কবিতা ।

শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর বায়দ কে গোয়দ কুবর
কাতর দেখে আদর কর কাহে মর রো রোয়কে ।
বক্রং বেদং চল্লমা চুংলালা চে রেমা
ক্লোষিতকর দেও ক্ষমা মেটিমে কাহে শোয়কে ।
যদি কিঞ্চিৎ ভুং বদসি দরজানে মন আয়ংখসী
আমার জুয়ে বসি প্রেম কর খোস হোয় কে ।
ভুয় ভুয় রোকদসি ইয়াদং নমুদা জঁ কোসি
আজ্ঞা কর মিলে বসি ভারত ফকিরি খোয়কে ।

বিবিধ বিষয়িণী কবিতা সমাপ্ত ।



চণ্ডী নাটক ।

স্বত্বধার এবং নটীর রাজসভায় প্রবেশ ।

নটীর প্রতি স্বত্বধারের উক্তি ।

সজ্জায়ন্ যদশেষকৌতুককথাঃ পঞ্চাননঃ পূৰ্ণভি-
প্তক্ৰৈৰ্বাদ্যবিশালকৈডমরুকোথানৈশ্চ সংনৃত্যতি ।
যা তন্মিন্ দশবাহভির্দর্শভূজা তালং বিধাতুং গতা
স্যা দুর্গা দশদিক্শু বঃ কলয়তু শ্রেয়াংসি নঃ শ্রেয়সে ॥

নটীর উক্তি ।

শুন শুন ঠাকুর নৃত্যবিশারদ

সভাসদ সারি চতুরী ।

নতন নাটক নৃত্তক কবি কৃত

হাম হৌঁহি নৃতন নারী ॥

ক্যামসে বাতায়ব ভাব ভবানীকো

ভীতি ভৈঁ মুখে ভারি ।

দ'নব-দগনে ধরণীমণ্ডলে

তারিণী লে অবতারী ॥

শুরু সম ধীর বীর সম শুনহ

সম সগুণ মুরারি ।

কৃষ্ণচন্দ্র নৃপ রাজশিরোমণি

ভাবতচন্দ্র বিচারি ॥

সূত্রধারের উক্তি ।

রাজেন্দ্রোহম্ প্রপিতামহো নরপতীকুমোহভবদ্রাবব-
 স্তংপুত্রঃ কিল রামজীবন ইতি খ্যাতঃ ক্ষিতীশো মহান ॥
 তংপুত্রো রঘুরামরায়নৃপতিঃ শাণ্ডিল্যগোত্রাগ্রণী-
 স্তংপুত্রোহমশেষধীরতিলকঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো নৃপঃ ॥
 ভূপস্থাস্ত সন্তানদো বিমলধীঃ শ্রীভারতো ব্রাহ্মণো
 ভূরিশ্রেষ্ঠপুং পুন্দরসমো যত্নাত আসৌ নৃপঃ ।
 রাজ্যাদ্ভ্রষ্ট ইহাগতঃ স নৃপতেঃ পার্শ্বে বভূবশ্রিতঃ
 মূল্যঘোড়পুং দদৌ স নৃপতির্বাসায় গঙ্গাতটে ॥
 তস্মৈ ভারতচন্দ্রায় কবয়ে কাব্যানুরাণীন্দবে
 ভাষা-শ্লোককবি হৃদীতমিলিতং যন্তেন সম্বৰ্ণিতমঃ ॥

চণ্ডী এবং মহিষাসুরের আগমন ।

খট্ মট্ খট্ মট্ খুরোখ-ধ্বনিকৃত-জগতীকর্ণপূরাবরোধঃ
 কোঁ কোঁ কোঁ কোঁতি নাসানিলচলদচলাত্যন্তবিভ্রাস্তলোকঃ ।
 সপ্ সপ্ সপ্ পুচ্ছ্বাতোচ্ছলহৃদপিঞ্জলপ্লাবিত-স্বৰ্গ-মৰ্ত্ত্যো
 স্বৰ্ স্বৰ্ স্বৰ্ স্বোরনাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো বিরূপঃ ॥ ১
 ধো ধো ধো ধো নাগারা গড় গড় গড় গড় চৌবড়ী-বোরাষট্বে্যঃ
 ভৌ ভৌ ভৌরক্ষশকৈর্ঘন ঘন ঘন বাজে চ মন্দীরনাদৈঃ ।
 ভেরী-তুরী-দামামা-দগড়-বড়মসাশকবিস্তদ্ধদৈবৈঃ
 দৈত্যোহমৌ স্বোরনাদৈত্যঃ প্রবিশতি মহিষঃ সার্সভৌমো বভূব ॥ ২

চণ্ডী নাটক ।

মহিষাসুরের উক্তি ।

ভাগেগা দেবদেবী পাথর পাথর
ইন্দ্রকো দাঁধ আগে ।
নৈঋতকো রীত দেমা যমঘর যমকো
আগকো অগলাগে ॥
বারোঁকো রোধকরকে করত বরণ কো
যবতু মো আব মাগে ।
ব্রহ্মসৌ বাসুকি সৌ কতি নহি বাগডো
জ্যেউ কুবেরা ন ভাগে ॥

প্রজার প্রতি মহিষাসুরের উক্তি ।

শোনরে গোয়ার লোগ্ ছোড়্ দে উপাম্ রোগ
মানই আনন্দ ভোগ ভৈষরাজ যোগমে ।
আগ্‌মে লাগাও স্বীউ কাহে কো জলাও জীউ
পক রোজ প্যার পিউ ভোগ এহি লোগ্‌মে ॥
আপুকে লাগাও ভোগ কাম কো জাগাও যোগ
ছোড়্ দেও যাগ যোগ মোক্ষ এহি লোগ্‌মে ।
ক্যা এগান ক্যা বেগান অর্থ নার আব জান্
এহি ধ্যান এহি জ্ঞান আর সর্ব রোগ্‌মে ॥

এই বাক্যে ভগবতীর ক্রোধ ।

প্রথমে হাস্য করিলেন ।

কমঠ করটট ফণি
দ্বিগুজ উলটট ঝপ টট ভায়রে ॥

বসুমতী কল্পত গিরিগণ নম্রত
 জলনিধি কল্পত মাড়বয়সে ॥
 ত্রিভুবন ঘুটত রবিরথ টুটত
 শন শন ছুটত যেও পরলয়রে ।
 বিজলী চট চট স্বর স্বর ষট ষট
 অট অট অট অট আ ক্যায়া হায়ে ॥

পত্রম্ ।

অবগু প্রাপ্তিপাল্যস্ত্রীশ্রীভারতচন্দ্রশ্রমণঃ ।

নমস্তুতীনামানন্ত্যং সবিশেষনিবেদনম্ ॥

মহারাজ রাজাধিরাজ প্রতাপ-

স্কুরস্বীর্বা-স্ব্যোদ্ধসংকীর্তিপদে

স্থিরা রাজপদালয়াস্ত্যং চিরস্থ।

যতোহস্মাকমাস্তে সমস্তং পুংস্ত্যং ॥

যদবধি তব মুখচন্দ্রবিলোকনবিরহিত-নয়নচকোরৌ

তদবধি নিরবধিহুঃখহতাশনপ্রসরণবাসরষোরৌ ॥

আসতো মলয়ানিলো মুকুলিতাঃ শুকক্রমাঃ কোকিলাঃ

কাস্তালাপকুতুহলা মধুকরাঃ কাস্তানুরাগেৎকরাঃ :

নার্যঃ পান্ডুপতিপ্রসঙ্গবিকলাঃ পান্ধাঃ কৃতান্তপ্রিয়া

নো জানে ভবিতা বিচার ইহ কঃ শ্রীমদ্বসন্তে নৃপে ॥

হোলীষং সমুপাগতা গতবতী ক্রৌড়াকথা মাদৃশাং

দূরে ভূপতিক্রম্ভনাঃ পুরজ্ঞনো হুর্গায়না গায়নাঃ ।

বেণা বাদ্যকরা মুখার্গিতকরা নিরুদ্ভরাঃ কাস্তনো

নো জানে ভবিতা কিমত্র নগরে ভণ্ডোহপি ভণ্ডায়তে ॥

পত্রের অনুবাদ ।

অবগুপ্রতিপাল্যত্র শ্রীভারতচন্দ্র শর্মাণঃ ।

নমস্কার কোটি কোটি সবিশেষ নিবেদন ॥

শুন ওহে মহারাজ প্রতাপ তপনে আজ

ফুটিল সরসী মাঝে কীৰ্ত্তিপদ্ম দল হে ।

আলীকাদ করি আমি হুগু পৃথিবীর সামী

রাজলক্ষ্মী অচঞ্চলা হউক কুশল হে ।

ষদবধি কৃষ্ণচন্দ্র তোমার মেমুখচন্দ্র

না দেখিয়া মনোদুঃখী নয়ন সজল হে ।

সে অবধি দুঃখাগুণে জলিতেছি শত গুণে

দুঃখে দিন কাটিতেছি দুঃখই কেবল হে ॥

আইল মলয়ানিল শুক বৃক্ষ মঞ্জরিল

কোকিল-কোকিলা ডাকে কুতূহলে তুজনে ।

মধুকর মধুপানে কান্তা-সহ নানা গানে

নারীগণ পথপানে দেখিতেছে নয়নে ॥

আইল হোলীর কাল ভগবতী কথা-জাল

পুংজন আফ্লাদে গাইতেছে গান হে ।

বেণ্যা বাদ্যকর যত ফাক্সনে ফাক্সনে রত

ভাঁড়ামি করিছে ভাঁড় ছাড়িতেছে তান হে ॥

— — —

চণ্ডী নাটক সমাপ্ত ।

অথ নাগার্কিকম্ ।

গতে রাজ্যে কার্যে কুলবিহিতবীৰ্য্যে পরিচিত্তে
ভবেদেদে শেযে সুরপুরবিশেষে কথমপি ।
স্থিতো মূলাঘোড়ে ভবননুবলাৎ কালহরণং
সমস্তং মে নাগো গ্রাসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ১
বসন্তচারিংশৎ তব সদসি নীতং নৃপ ময়ঃ
কৃত্য সেবা দৈবাদধিকমিতি মত্ৰাপ্যাহরহঃ ।
কৃত্য বাটী গন্ধাভজনপরিপাটী পুটকিতা
সমস্তং মে নাগো গ্রাসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ২
পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুরহ নারী বিরহিণী
হতাশা দাসাদ্যাশ্চকিতমনসো বাক্ৰবগণাঃ ।
যশঃ শাস্ত্রং শস্ত্রং ধনমপি চ বস্ত্রং চিরচিতং
সমস্তং মে নাগো গ্রাসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৩
সমানীতা দেশাদিহ দশভূজা ধাতুরচিতা
শিবাঃ শালগ্রামা হরিহরবধুমূর্তিরতুল্য ।
দ্বিজাস্তংসেবার্থং নিয়মবিনিযুক্তা অতিথয়ঃ
সমস্তং মে নাগো গ্রাসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৪
মহারাজ ক্ষৌণীতিলককমলার্ক ক্ষিতিমণে
দয়ালো ভূপাল দ্বিজকুমুদজালদ্বিজপতে ।
কৃপাপারাবার প্রচুরগুণদার প্রতিধর
সমস্তং মে নাগো গ্রাসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৫
অরে কৃষ্ণ স্বামিন্ স্মরসি নহি কিং কালিযত্নদং
পুরা নাগগ্রস্তং স্থিতমপি সমস্তং জনপদম্ ।

যদীদানীং তং ত্বং নূপ ন কুরুষে নাগদমনং
 সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৬
 গুতং বাক্যং যেন প্রচুরবশুনা কান্তিরতুলা
 যদুস্তপ্তোহত্রাহং তব সদসি গঙ্গাস্নানিকটে ।
 ব্রহ্মীষো গুণীকৃতমনুজমণ্ডকনিকরঃ
 সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৭
 জগৎপ্রাপগ্রাসী বিরলবিলবাসী নতমুখঃ
 কৃষ্ণো গোকর্ণঃ সবিষবদনো বক্রগমনঃ ।
 তদাস্তে কিং রাজন্ ক্ৰিপসি নিজপোষ্যদ্বিজমিতঃ
 সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৮
 শ্রীকৃষ্ণচলনূপপারিষদঃ সুকৰ্ম্মা
 নাগাষ্টিকং ভগতি ভারতচন্দ্রশৰ্ম্মা ।
 এভিজ্ঞানো ভবতি যো মণিঃ স্তবশ্ৰম্য
 তং তারয়েৎ সপদি নাগভয়াং সুধৰ্ম্মা ॥ ৯

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী সমাপ্তা ।

৭৯ নং হারিসন রোড, কলিকাতা ।

বি, বসু, এণ্ড কোম্পানীর

বিজয়া বটিকা ।

বিজয়া বটিকা—সর্বরকম জরের মহৌষধ ।

বিজয়া বটিকা—ম্যালেরিয়া জরের মহৌষধ ।

বিজয়া বটিকা—পাল জরের মহৌষধ ।

বিজয়া বটিকা—কম্প জরের মহৌষধ ।

বিজয়া বটিকা—মজ্জাগত জরের মহৌষধ ।

বিজয়া বটিকা—দোষ জরের মহৌষধ ।

বিজয়া বটিকা—ঘৃণ্মেষ জরের মহৌষধ ।

বিজয়া বটিকা—বাত-জরের মহৌষধ ।

বিজয়া বটিকা—কাল জরের মহৌষধ ।

বিজয়া বটিকা—অমাবস্তাপূর্ণিমার জরের মহৌষধ ।

বিজয়া বটিকা—দৌকালীন জরের মহৌষধ ।

বিজয়া বটিকা—মেহ-বটিক জরের মহৌষধ ।

বিজয়া বটিকা—ইনফ্লুয়েঞ্জা জরের মহৌষধ ।

বিজয়া বটিকা—বিষম জরের মহৌষধ ।

বিজয়া বটিকা—কাস-জরের মহৌষধ ।

বিজয়া বটিকা—প্রীহা-জরের মহৌষধ ।

- বিজয়া বটিকা—যকৃৎ জ্বরের মহৌষধ ।
 বিজয়া বটিকা—পাণ্ডুরোগের মহৌষধ ।
 বিজয়া বটিকা—কাসি-সর্দির মহৌষধ ।
 বিজয়া বটিকা—গাত্রজ্বালার মহৌষধ ।
 বিজয়া বটিকা—হাত-পা জ্বালার মহৌষধ ।
 বিজয়া বটিকা—চক্ষু জ্বালার মহৌষধ ।
 বিজয়া বটিকা—সহজ দান্তপরিষ্কারের মহৌষধ ।
 বিজয়া বটিকা—গাত্র বেদনার মহৌষধ ।
 বিজয়া বটিকা—অশুধা রোগের মহৌষধ ।
 বিজয়া বটিকা—শুক্রবৃদ্ধির মহৌষধ ।
 বিজয়া বটিকা—শোথরোগের মহৌষধ ।
 বিজয়া বটিকা—বলবৃদ্ধির মহৌষধ ।
 বিজয়া বটিকা—মাথাধরার মহৌষধ ।
 বিজয়া বটিকা—মাথাষোরার মহৌষধ ।
 বিজয়া বটিকা—জরবিকারের মহৌষধ ।

অনেক প্রসিদ্ধ ডাক্তার কবিরাজ বলেন,—জ্বরাদি রোগের
 এরূপ মহৌষধ আর কখনও আবিষ্কৃত হয় নাই । জ্বর হইবার
 উপক্রম হইতেছে—গা হাত পা ভাঙ্গিতেছে—হাই উঠিতেছে—
 চক্ষু জলিতেছে—এরূপ স্থলে তিন ঘণ্টা অন্তর এক একটা
 করিয়া দুইটা বিজয়া বটিকা সেবন করিলেই জ্বর আসিবার আশঙ্কা
 থাকিবে না । বিজয়া বটিকা সহজ শরীরে সেবনীয় । সহজ
 শরীরে সেবন করিলে বলবৃদ্ধি হয়, কান্তিবৃদ্ধি হয়, স্মরণশক্তি-বৃদ্ধি
 হয় । সহজ শরীরে সেবন করিলে, অল্প রোগ-কতৃক আক্রান্ত
 হইবার আশঙ্কা থাকে না ।]

বিজয়া বটিক:

কোথায় প্রাপ্তব্য?

কলিকাতা ৭৯ নং হারিসন রোড, পটলডাঙ্গা বিজয়া বটিকা কার্যালয়ে বি, বহু এণ্ড কোম্পানীর নিকটে প্রাপ্তব্য।

বিজয়া বটিকার রঙ্গিন গোল ট্রেডমার্ক এবং

রঙ্গিন লেবেল দেখিয়া লইবেন।

কালো রঙ্গ ছাড়া ট্রেড মার্কে তিন রকম রঙ্গ আছে,—প্রথম হরিদ্রা, দ্বিতীয় লাল, তৃতীয় কীকে-নীল। অক্ষর কালো গায়ে যে লেবেল জড়ান আছে, তাহাও লাল কালিতে মুদ্রিত।

সাবধান! সাবধান!

বিজয়া বটিকা—জাল হইতেছে।

বিজয়া বটিকার—মূল্যের কম-বেশী নাই।

বিজয়া বটিকার মূল্যাদি।

বটিকার	সংখ্যা	মূল্য	ডাঃ মাঃ	প্যাঃ	ভিঃ পি
১নং কোটা	১৮	১০০	১০	১০	১০
২নং কোটা	৩৬	১০০	১০	১০	১০
৩নং কোটা	৫৪	১১০০	১০	১০	১০

বিশেষ বৃহৎ—গার্মেন্ট কোটা অর্থাৎ

৪নং কোটা	১৪৪	৪১০	১০	১০	১০
----------	-----	-----	----	----	----

বিজয় বটিকার পাইকারী বিক্রয়।

১নং কোটা এক ডজন (অর্থাৎ বার কোটা) লইলে, কমিশন এক টাকা অর্থাৎ সাড়ে ছয় টাকাতেই বার কোটা ১নং বিজয় বটিকা পাইবেন ; ডাকমাশুল ও প্যাকিং আট আনা মাত্র, ভিঃ পিঃ কমিশন দুই আনা।

২নং এক ডজন লইলে কমিশন দেড় টাকা অর্থাৎ বার টাকা বার আনাতেই ২নং বার কোটা পাইবেন। ডাক মাশুল ও প্যাকিং বার আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমিশন চারি আনা।

৩নং এক ডজন লইলে, কমিশন দুই টাকা অর্থাৎ সাড়ে সত্তর টাকাতেই ৩নং বার কোটা পাইবেন। ইহার প্যাকিং ও ডাক মাঃ এক টাকা। ভিঃ পিঃ কমিশন চারি আনা।

বার কোটার কম লইলে, এমন কি এগার কোটা লইলেও কেহ কমিশন পাইবেন না।

বিজয়া বটিকার প্রসিদ্ধি।

বিজয়া বটিকা আজ ভারতপ্রসিদ্ধ। অধিক কি পারস্যে, আরবদেশে, মিশরে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, জাপানে এবং লণ্ডন মহান নগরেও বিজয়া বটিকা যাইতেছে। দরিজের কুটীরে, রাজ্যেশ্বর রাজার সিংহাসনসমীপে আজ বিজয়াবটিকা সমভাবে বর্তমান। বিজয়া বটিকা প্রকৃতই যেন ব্রহ্মাণ্ড-বিজয় করিতে বসিয়াছে।

ইংরেজ-রমণীকুলের বিজয়া বটিকা বিশেষ প্রিয় বস্তু। জানি না কেন, কোন্‌ গুণে বিজয়া বটিকা দেশীয় সামগ্রী হইয়াও, ইংরেজ নরনারীর মন আকর্ষণ করিল।

জাপান দেশে বিজয়া বটিকার বড় আদর।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতী মার্ক সালসা।



এই মহাশক্তিরূপা বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবন
করিয়া দেহ এবং মনকে শক্তিসম্পন্ন কর।

ইহা ঠিক সালসা নহে, তবে সালসা নাম না দিলে ইহার
গুণাবলীর বিষয় কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থন হইবেন না, সেই
জন্ত সালসা নাম দিতে হইল। আমরা ইংরেজীভাষাপন্ন হইয়া
পড়িতেছি, এই আয়ুর্বেদীয় ঔষধের নাম তাই বিজ্ঞাতীয় ভাষায়
করিতে বাধ্য হইলাম, নচেৎ উপায় নাই। বলুন দেখি, সোমরস
নাম দিলে সাধারণে কি বুঝিবেন ?

চরক গ্রন্থ অনন্তরত্নের ভাণ্ডার ; মহাকল্পতরুস্বরূপ । সাধক এবং ভক্ত একান্তমনে যাহা খুঁজিবেন, উহাতে তাহাই পাইবেন ।

— — —

এক মহাতেজঃস্বরূপ উত্তর চীনদেশ হইতে আনীত কোন লতাবিশেষের এমন গুণ যে, এ সালসা-সেবনের পন্থা মিনিট পরেই দেহে এবং মনে মহাসুখিত্তি অনুভূত হইবে । এ সালসা সহজ শরীরেও সেবনীয় । নীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, বসন্ত—সমসকালে সর্বসমুদয়ে সেবনীয় । দেহপুষ্টি, লাবণ্যবৃদ্ধি, অবসন্নতামোচন এবং প্রাণ্ডিন্দ্রের জগ্জ এ সালসা সেবন করিলে, পথোষ বা স্নানাদি কোন বাধাবোধি নিম্নম নাই । যেমন সহজ শরীরে স্নানাহাবাদি করিয়া থাকেন, সেইরূপই করিবেন । বেকপ দ্রব্যাদি খাইলে শরীর ভাল থাকে, সহজে হজম হয়, সেইরূপ পথ্যই করিবেন ।

কঠোর পরিশ্রমেব পথ সেবন করিলে সস্ত্র

সস্ত্র প্রাপ্তি দ্রব হয় ।

— — —

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর ।

হাতীমার্ক সালসা ।

সদৃশকৃষ্ণ এবং খাইতে সুস্বাদু ; এ সূক্ষ্ম সর্পরোগহর ।

বাস্কালী ঘোবনে বৃদ্ধ ;—৩২ বৎসর পূর্ণ না হইতেই অনেক বাস্কালীর অঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে ; ৪২ বর্ষ বয়সে প্রকৃতই অনেকে জরাগ্রস্ত হন । বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা ষা সময় সেবন করিলে, মানবদেহে সহজে জবা আক্রমণ করিতে

পারিবে না। শরীর সবল সতেজ সটান থাকিবে। যিনি ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ, অঙ্গের মাংস গাহার লোল হইয়াছে, কটিতট কুজ্জ-ভাব ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছে,—তিনি তিনমাস কাল বি, বস্ এণ্ড কোম্পানীর এই সালসা সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে সত্যসত্যই যেন নবর্যোবনের আদিভাব হইবে। বলবীৰ্য্য বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইবে। ঠিক যেন তিনি নতুন মানুষ হইবেন। গাহারা বিশেষ পরীক্ষা করিতে চাহেন, তাহারা ঔষধসেবনের পূর্বে একবার নিজ দেহের ওজন লইবেন এবং ঔষধসেবনের পর প্রাতঃমাসে এক একবার ওজন লইবেন। দেখিবেন ক্রমশই আপনার ওজন বৃদ্ধি হইতেছে। শিশু, বালক, যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী—সকলেই বি, বস্ এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবন করিতে পারেন।

সালসার মূল্যাদি ।

অগ্রিম কিছু মূল্যাদি না পাঠাইলে, আমরা হাতীমার্ক সালসা ডাকে ভ্যালুপেবলে বা রেলপার্শেলে পাঠাই না।

	মূল্য	ডাঃ মাঃ	প্যাঃ	ভিঃ
১ নং আধপোয়া শিশি	১১/০	১০	১০	১০
২ নং একপোয়া শিশি	১৮/০	১০	১০	১০
৩ নং দেড়পোয়া শিশি	১১/০	১১	১০	১০

তিন বা চারি শিশি অথবা এক ডজন একত্র লইলে ডাকমাণ্ডুল কিছু কম পড়ে। রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে গাহাদের বাড়ী, তাহারা রেলপার্শেলে এই সালসা দুই শিশি, চারি শিশি, ছয় শিশি বা এক ডজন একত্রে লইলে, মাণ্ডুল আরও কম পড়ে।

অনেকে ডজন ডজন (অর্থাৎ ১২ টীর হিসাবে) এ সালসা

লইতেছেন। একেবারে এক ডজন লওয়াই সুবিধা—কেননা ইহাতে কমিশন পাওয়া যায়। এক ডজনের কম, এমন কি ১১ এগার শিশি ঔষধ লইলেও কেহ কমিশন পাইবেন না। ৩নং অর্থাৎ দেড় পোয়া শিশির ১২ বারটার মূল্য ১২।০ সাড়ে উনিশ টাকা; বাদ কমিশন ২, অর্থাৎ সাড়ে সত্তর টাকাতাই ৩নং এক ডজন সালসা পাইবেন। কিন্তু ইহার ডাকমাশুল ৭, সাত টাকা। তবে রেলওয়ে পার্শেলে ঐ ঔষধ লইলে দ্রুত অনুসারে মাশুল ১, ২, ৩ বা ৪ টাকা পড়িয়া থাকে। ৩নং এক ডজনের প্যাকিং চার্জ ৫০ বার আনা ধরা হয়। সুতরাং সাধারণের রেলপার্শেলে ঔষধ লওয়াই সুবিধা। কোন্ রেলস্টেশনে ঔষধ পাঠাইতে হইবে, তাহা পত্রে খুলিয়া লিখিবেন, ইহা ব্যতীত আপন নাম ধাম পোষ্টাফিস ও জেলা লেখা আবশ্যক।

২ নং এক ডজন সালসা লইলে (বাদ কমিশন) মূল্য ১২৫০ বার টাকা বার আনা। ইহা ব্যতীত ডাঃ মাঃ ৫, পাঁচ টাকা। রেলপার্শেলে ঔষধ লইলে সুবিধা। প্যাকিং চার্জ ১০ আট আনা।

১নং এক ডজন সালসা [বাদ কমিশন] মূল্য ৬।০ সাড়ে ছয় টাকা; ইহা ব্যতীত ডাঃ মাঃ ৪, চারি টাকা। রেলপার্শেলে লইলে, মাশুল কম পড়ে। রেলপ্যাকিং চার্জ স্বতন্ত্র।

১নং [আধপোয়া] এক শিশি সালসা ৪ চারি দিন সেবনীয়; ২নং [একপোয়া] এক শিশি ৮ আট দিন সেবনীয়। ৩নং [দেড়পোয়া] এক শিশি ১২ বার দিন সেবনীয়। ৪ চারি দিন সেবন করিলেই উপকার জানিতে পারিবেন।

বি বসু এণ্ড কোম্পানীর দাঁতের মাজন ।

স্ত্রী পুরুষ, —দকলেরই মুখরোগ এবং দন্তরোগ—বি, বসু, এণ্ড কোম্পানীর দাঁতের মাজন দ্বারা আরোগ্য হয়। দাঁত নড়া, দাঁতের গোড়া ফোলা, দাঁত কনকনানি, ব্যথা, দাঁতের গোড়ায় শোষ হওয়া, —ইত্যাদি সমস্তই আরোগ্য হয়। যে কোন কারণেই হউক, তাহার অকালে দাঁত পড়িবার সম্ভাবনা হইয়াছে, প্রত্যহ দুই বেলা এই দাঁতের মাজন ব্যবহার করিলে তাহার আর দাঁত পড়িবে না। ইহাতে দাঁতের গোড়া শক্ত হয়। যন্ত্রণা থাকিবে না। আর ইহাতে মুখ এত পরিষ্কার ও সাফ হয় যে, দাঁত মাজার পর বোধ হইবে,—মুখ জুড়াইল।

প্রত্যেক কোটার মূল্য ১/০ পাঁচ আনা, ডাঃ মাঃ ১০ চারি আনা। প্যাকিং ১/০ এক আনা। ভিঃ পিঃ ১/০ এক আনা। অর্থাৎ ভিঃ পিঃ ডাকে লইলে প্রত্যেক কোটার জন্ত ১১/০ এগার আনা দিতে হয়। কিন্তু একত্রে চারি কোটা লইলে ৩১/০ চারি আনা ডাক-মাসুলেই হয়। একত্রে চারি কোটার প্যাকিং ১/০ দুই আনা, ভিঃ পিঃ ১/০ এক আনা। অর্থাৎ ১১/০ এক টাকা এগার আনাতেই চারি কোটা ডাকে পাওয়া যায়। একত্র এক ডজন [১২ কোটা] লইলে, কমিশন ৫০ বার আনা। ডাকমাসুল ৫০ বার আনা। প্যাকিং ১০ চারি আনা। ভিঃ পিঃ ১/০ এক আনা অর্থাৎ ১২ কোটা দাঁতের মাজন একত্র ডাকে লইলে ৪১/০ চারি টাকা এক আনাতেই পাইবেন।

৭৯ নং হারিসনরোড কলিকাতা ।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর

ফুলেলা ।

ভারতবর্ষ ফুলের ভাণ্ডার । ভারত-কুসুম অমূল্য রত্ন । এ ফুলের তুলনা নাই । সাতটা সদৃশক্যুক্ত ফুলের সার রস বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে একত্র মিলাইয়া (আয়ুর্বেদোক্ত নানা মসলার সহিত) এই ফুলেলা তৈয়ারী হইয়াছে ।

ফুলেলায় মনকে প্রফুল্ল রাখে । যে ঘরে ফুলেলা থাকে, সে ঘর সৌরভে সদা আমোদিত হয়, সর্বভুগ্নক দূর হয় : গৃহস্থের স্বাস্থ্য ভাল থাকে । ফুলেলা দেবী-অন্নের ভূষণ ।

ফুলেলা ব্যবহারে চুলের গোড়া শক্ত হয় । চুল কাল এবং চিকুণ হয় । ফুলেলায় চুল-উঠা দোষ দূর হইয়া চুল বৃদ্ধি পায়,— চামরের স্নায়ু কেশকলাপ হয় । বহুদিন ধরিয়া ফুলেলা মাথিলে টাক রোগ নষ্ট হয় । ফুলেলায় মস্তিষ্ক শীতল হয়, শিরোগ্রন দূর হয় । হাত-পা-জ্বালা ও গাত্র জ্বালা দূর হয় । মাথার খুঁকি এবং চুলকানি নষ্ট হয় । পেটে মাথিলে পেট ঠাণ্ডা হয় । হজম-শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং দাস্ত খোলসা হয় । প্রমেহাদি রোগও আরোগ্য হয় ।

প্রতি শিশি ফুলেলার মূল্য ১৭ এক টাকা, ডাকমান্ডলাদি ৫০ বার আনা । একত্রে বার শিশি ফুলেলা লইলে ১০৭ দশ টাকাতৈই পাইবেন । একত্রে ১২ বার শিশি ফুলেলা লইলে ডাকমান্ডলাদি ২৪৪ আড়াই টাকা মাত্র ।

৭৯ নং হারিসনরোড, কলিকাতা ।

বঙ্গবাসীর পুস্তক বিভাগ ।

সাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ ।

কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস

চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অথবা কলিকাতা বঙ্গবাসী

কার্যালয়ে ৩৮১২ নং ভবানীচরণ দস্তের স্ট্রীটে

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রাপ্তব্য ।

বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকসমূহ ক্রয় কবিবার
অগ্র যখন কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায়কে পত্র লিখিবেন, পত্রে বা মণিঅর্ডার রূপে তখন
স্পষ্টতঃ যেন লেখা থাকে—আমাকে বঙ্গবাসী-কার্যালয় হইতে
প্রকাশিত অমুক অমুক গ্রন্থ পাঠাইবেন ।

বেদব্যাস-বিরচিতং ।

মহাভারতম্ ।

(নীলকণ্ঠকৃতটীকয়া সমেতম্ ।)

উপরে মূল, নীচে টীকা। এই মূল সংস্কৃত সটীক মহাভারত এক বিরাট ব্যাপার। মহাভারত যেরূপ মহাগ্রন্থ, নীলকণ্ঠকৃত টীকাও সেইরূপ মহাটীকা। বোম্বাই হইতে প্রথমে যখন সটীক মূল মহাভারত বিক্রয় হইত, তাহার মূল্য সর্বস্বরকমে ৫১ টাকা পড়িয়াছিল। সেই মহাভারতের সহিত আরও চারিখানি পুঁথি ও গ্রন্থ মিলাইয়া এই সংস্করণ প্রস্তুত হইয়াছে। অধিকন্তু স্থানে স্থানে পাঠান্তর সন্নিবেশিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে সম্পূর্ণ সটীক মূল, মহাভারত এই প্রথম। অথচ, সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য, এই প্রকাণ্ড (দুই খণ্ড) গ্রন্থ অল্পদিন মাত্র ৬ ছয় টাকা মূল্যে বিক্রীত হইবে। ডাঃ মাঃ ১০০ আঠার আনা।

বর্দ্ধমান রাজবাটীর বঙ্গানুবাদ

হরিবংশ ।

বেদব্যাস-বিরচিত হরিবংশ, অষ্টাদশপর্ক মহাভারতের পরিশিষ্ট-স্বরূপ। হরিবংশ-পাঠ বাতীত, মহাভারত-পাঠ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেই হরিবংশের বর্দ্ধমান-রাজবাটীর বঙ্গানুবাদ এক অমূল্য সামগ্রী। মূল্য আপাততঃ ১/০ এক টাকা এক আনা। ডাক-মাসুল ১/০ পাঁচ আনা।

শ্রীমদমহর্ষি-বাল্মীকি-বিরচিতং

রামায়ণম্ ।

উপরে মূল সংস্কৃত এবং নিয়ে বঙ্গানুবাদ । প্রত্যেক শ্লোকের সহিত অনুবাদ মিলযুক্ত । মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত রামায়ণ এরূপ সরল—এরূপ মনোমোহকর যে, অল্পাভিজ্ঞ ব্যক্তিরও ইহার অর্থবোধ করিতে কষ্ট হয় না ! প্রকাণ্ড গ্রন্থ, সুন্দর আকার ; মূল্য ৩ তিন টাকা, ডাকমাণ্ডল ৯০ দশ আনা ।

মহর্ষি-বেদব্যাস-বিরচিত

অধ্যাত্ম-রামায়ণ ।

প্রত্যেক শ্লোকের সহিত মিলযুক্ত বঙ্গানুবাদ । অধ্যাত্ম-রামায়ণ, ভক্ত-ভাবুকের প্রাণ-মন-উদ্ভাসকারী । ইহার স্তব্বাদি পাঠকালে ভক্ত চোখের জল রাধিতে পারিবেন না । ইহাতে অনেক নূতন তত্ত্ব দেখিবেন, অনেক নূতন কথা শুনিবেন । মূল্য ১০ চারি আনা, ডাঃ মাঃ ১০ এক আনা ।

মহর্ষি-বাল্মীকি-বিরচিতম্

অদ্ভুত-রামায়ণম্ ।

মূল এবং বঙ্গানুবাদ । অদ্ভুত রামায়ণ, মূল সপ্তকাণ্ড রামায়ণের পরিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত । অদ্ভুত রামায়ণ—প্রকৃতই ভয়-বিস্ময়াবহ অচিন্ত্যনীয় ও অদ্ভুত । অধিকন্তু শাস্ত ও বৈষ্ণব—

সকল সম্পদায়েই ইহা সমান প্রিয়। এই রামায়ণ অদ্ভুত-
রসময়; ইহার হাস্যরস অদ্ভুত, ইহার করুণ রস অদ্ভুত, ইহার
বীর রোদ্র বীভৎস শাস্ত সকল রসই অদ্ভুত। অসিতাকুপিণী
সীতার হস্তে সহস্রশতাবধির নিধন বর্ণনা পাঠ কর, বীর-
রোদ্র রসে শোণিতপ্রবাহে তরল অনল-তরঙ্গ ছুটিবে। কত
পরিচয় দিব? মূল্য ৥০ আট আনা; ডাকমান্ডল ০ চারি আনা।

—

তুলসীদাসী রামায়ণ।

তুলসীদাস সাধক ও ভক্ত কবি, এবং তাঁহার কাব্য হিন্দি-
রামায়ণ, ভক্তপ্রাণের পূর্ণছবি। এমন ভাবময়, এমন সুমধুর,
এমন ভক্তিময়, এমন ষড়্‌রসময় গ্রন্থ এ বিশ্বে আর কোন ভাষায়
নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যাুক্তি হয় না। ইংরাজী ভাষায় পর্য্যন্ত
এই গ্রন্থের অনুবাদ আছে; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না।
এক্ষণে সুন্দর সুললিত ভাষা-ভাব-ছন্দে তুলসীদাসী রামায়ণের
বঙ্গানুবাদ হইয়াছে। মূল্য—উত্তম বাধাই রাজসংস্করণ ৬০ বার আনা,
কাগজের মলাট গার্হস্থ্য সংস্করণ ৥০ দশ আনা। ডাকমান্ডলাদি
৥০ পাঁচ আনা।

—

মহর্ষি-বেদব্যাস-বিরচিত

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

প্রত্যেক শ্লোকের সহিত মিলযুক্ত বঙ্গানুবাদ। মার্কণ্ডেয়
পুরাণ—একখানি মহাপুরাণ। মহাপুরাণের সর্বলক্ষণ ইহাতে

দেদীপ্যমান। হিন্দু মাত্রেয়ই সমাদরের সামগ্রী। মূল্য ৯০০
দশ আনা। ডাকমাণ্ডল চারি আনা।

মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রণীত।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ।

বঙ্গানুবাদ। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন, কর্তৃক সম্পাদিত। ইহাও এক মহাপুরাণ। বাইশ হাজারের অধিক শ্লোকে এই গ্রন্থ পূর্ণ। অতি সুমধুর, প্রাঞ্জল এবং কৌতুহলপ্রদ। চারিখণ্ডে এই গ্রন্থ বিভক্ত; কিন্তু উহার এক একটা খণ্ডই যেন এক একটি মহাপুরাণ। ১ম, ব্রহ্মখণ্ডে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত আছে; উহা পাঠে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব জানা যায়, দেবদেব বিদূরিত হয়। বৈষ্ণব সারতত্ত্ব এই খণ্ডে বিশদীকৃত। ২য়, প্রকৃতিখণ্ডে দেবদেবী সৃষ্টি, দুর্গা স্বরূপতত্ত্ব গঙ্গা প্রভৃতির ইতিহাস ও উপাখ্যান আছে। বেদোক্ত শক্তি-উপাসনা,—শ্রীরাধা-উপাসনা ইহাতে সন্নিবেশিত। শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয়েরই ইহা ধর্মগ্রন্থ। ৩য়, খণ্ডে গণেশ কার্তিক পরমেশ্বর প্রভৃতির অপূর্ণ তত্ত্বকথা বিবৃত। নূতন কথা অনেক শিথিতে পারা যায়। ৪র্থ, শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড; এই বৃহৎ খণ্ড ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের উত্তমাত্মস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, বস্ত্রহরণ, মাথুর, শ্রীরাধার পুনর্নির্গলন এই সকল তত্ত্বকথা এই খণ্ডে বর্ণিত। মূল্য সুন্দর বিলাতী বাঁধাই ১৮০ এক টাকা তিন আনা, কাগজে বাঁধাই ৮৮০ পনের আনা; ডাকমাণ্ডল ১৮০ ছয় আনা।

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

(বেদব্যাস-বিরচিতম্ দ্বাদশস্কন্ধাক্ষকম্।

বঙ্গাক্ষরে শ্রীধর স্বামীর টীকার সহিত সম্পূর্ণ মূল শ্রীমদ্ভাগবত,
এক অপরূপ বৃহৎ গ্রন্থ। মূল্য বিলাতী বাঁধাই ৩/ তিন টাকা,
ডাকমাণ্ডুল ৥০ আট আনা।

শ্রীমদ্ভাগবত।

সরল গদ্য বঙ্গানুবাদ শ্রীমদ্ভাগবত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন কর্তৃক
সম্পাদিত। বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ভাগবত, অষ্টাদশ পুরাণের এক-
খানি প্রধান পুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। দর্শন, কাব্য, উপাখ্যান—
একাধারে উহাতে বিরাজমান। অথচ যদি মুক্তি লাভেচ্ছু হও,
শ্রীমদ্ভাগবত পড়; যদি জ্ঞান প্রহ্লাদ নারদ প্রভৃতির প্রকৃত তত্ত্ব
জানিতে চাও, শ্রীমদ্ভাগবত পড়। মূল্য কাগজে বাঁধাই ৫০ বার
আনা। উৎকৃষ্ট বিলাতী বাঁধাই ৫৮/০ পনের আনা, ডাক মাণ্ডুল
১০/০ ছয় আনা।

কুর্শ্মপুরাণম্।

মূল সংস্কৃত এবং বঙ্গানুবাদ একত্র বাঁধাই। বেদব্যাস-বিরচিত
এই কুর্শ্মপুরাণ একখানি উৎকৃষ্ট মহাপুরাণ। দুই ভাগে ১৬ টী
অধ্যায়। সৃষ্টিপ্রকরণ, অবতার-বিবরণ, তীর্থমহাত্ম্য-কথন প্রভৃতি
নানা প্রয়োজনীয় তত্ত্বে কুর্শ্মপুরাণ পূর্ণ। মহাভারতীয় শ্রীমদ্ভাগব-

দীপ্ততার স্থায়ী শাস্ত্রমার—ঐশ্বর্যলীলা এই লক্ষ্মীপুরাণের অন্তর্গত।
যোগশিক্ষা ও ব্রহ্মোপদেশের জন্য ইহা বিখ্যাত। মূল কাগজে
বাঁধাই ১০০ চৌদ্দ আনা, উৎকৃষ্ট বিলাতী বাঁধাই ১১০ এক টাকা
এক আনা। ডাকমাণ্ডল ১০০ ছয় আনা।

লিঙ্গপুরাণ।

মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রণীত অষ্টাদশ পুরাণ ইন্দ্ৰ লিঙ্গপুরাণ
অন্ততম। পণ্ডিত পঞ্চানন ও রবীন্দ্র মহাশয় রচিত সঙ্গীত বঙ্গানুবাদ।
ধর্মের গভীর তত্ত্ব, যোগসাধন সম্বন্ধে নানা কথা, ব্রহ্মানুষ্ঠানপদ্ধতি,
অলঙ্কারবৃত্তান্ত এবং লক্ষ্মীনাভের উপায় প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয়
তত্ত্বে পূর্ণ। মূল্য, কাগজে বাঁধাই ১০ বাব আনা, উৎকৃষ্ট বিলাতী
বাঁধাই ১০০ চৌদ্দ আনা ডাক মাণ্ডল ১০ চারি আনা।

পদ্মপুরাণম্—পাতালখণ্ডম্।

মূল সংস্কৃত এবং সরল বঙ্গানুবাদ। মহর্ষি-বেদব্যাস-বিবচিত
এই পদ্মপুরাণ এক অপূর্ণ বৃহৎ পুরাণ, পঞ্চানন হাজার শ্লোকপূর্ণ।
পাতালখণ্ডে এগার হাজার মনোহর শ্লোকে, বহু শিক্ষাপ্রদ ও
কৌতুহলোদ্দীপক ইতিবৃত্ত। এই গ্রন্থ শাস্ত্র, শৈব, বৈষ্ণব
সকলেরই সমাদরের সামগ্রী। খিষ্ণেটর এবং যাত্রার পালা তৈয়ারী
রীর উপকরণ এই গ্রন্থে পাইবেন। মূল্য ১১০ এক টাকা এক
আনা; ডাক মাণ্ডল ১০০ ছয় আনা।

দেবীভাগবতম্ ।

মূল সংস্কৃত দেবীভাগবত বেদব্যাস-বিরচিত অষ্টাদশ মহা-
পুরাণ-মধ্যে গণনীয় । ইহাতে দেবীমাহাত্ম্য কীর্তিত । ১৮ হাজার
শ্লোকপূর্ণ । কেহ কেহ শ্রীমদ্ভাগবতকে মহাপুরাণ বলিয়া দেবী-
ভাগবতকে উপপুরাণ বলেন । কেহ বা দেবীভাগবতকে মহাপুরাণ
বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে উপপুরাণ বলেন । এ বিষয়ে মতভেদ
বিশেষরূপ দৃষ্ট হয় । টীকাকার নীলকণ্ঠ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার
করিয়াছেন । ফল কথা, মহাপুরাণের যে যে লক্ষণ থাকা আবশ্যিক,
দেবীভাগবতে তাহার সমস্তই আছে । শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপ বৈষ্ণবের
পুজিত, দেবীভাগবত তদ্রূপ শাক্তের পুজিত । শ্রীমদ্ভাগবতের
স্তায় দেবীভাগবতে দ্বাদশটি স্বক আছে । মূল্য ২৫০ দেড় টাকা,
ডাকমাল ১/০ পাঁচ আনা ।

পঞ্চদশী ।

সটীক এবং বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ । মূল—শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ-
বিদ্যারণ্য-মুনীশ্বর-কৃত । টীকা—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিরচিত । বঙ্গানুবাদ
—হুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নকর্তৃক সম্পাদিত ।
বেদান্তশাস্ত্র, শাস্ত্রসাগরের অমৃতভাণ্ড ; পঞ্চদশী সেই বেদান্তের
অত্যুৎকৃষ্ট প্রকরণ । যিনি বেদান্তের সমগ্র অর্থকথা সংক্ষেপে
জানিয়া পবিত্র হইতে চাহেন, পঞ্চদশীই তাঁহার একমাত্র পাঠ্য ।
মূল্য—কাগজে বাঁধাই ৫০০ চৌদ্দ আনা, বিলাতী বাঁধাই ১/০ এক
টাকা এক আনা । ডাঃ মাঃ ১/০ পাঁচ আনা ।

সাংখ্যদর্শন।

সাংখ্যদর্শনের নাম সভ্যজগতে সুপ্রসিদ্ধ। বাচস্পতি মিশ্রের টীকা, ভট্টপল্লীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাপন্থ-কৃত ‘পুর্নিমা’ নামী সংস্কৃত দার্শনিক ব্যাখ্যা এবং নূলের বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা একত্র করিয়া এই মহাগ্রন্থ প্রস্তুত। সাংখ্যদর্শনের উপরেই আমাদের পূজা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত, সাংখ্যমত লইয়াই ভূতভুজি ও পীঠপূজা। এই সাংখ্যমত যাঁহাদিগের অপরিজ্ঞাত, হিন্দুধর্মের গুঢ় ভাববোধ,—তাঁহাদিগের পক্ষে অসংগ্রহ। ধর্ম, পাণ্ডিত্য এবং গৌরব যে শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত, সে শাস্ত্র জ্ঞানিতে কাহার না ইচ্ছা হইবে? মূল্য কাগজে বাঁধাই ৫০ বার আনা। উৎকৃষ্ট বিলাতী বাঁধাই ৫৫/০ পনের আনা; ডাকমাণ্ডল ১/০ পাঁচ আনা।

ব্রতমালা-বিধান।

এই গ্রন্থে বিবিধ ব্রত-বিবরণ সংগৃহীত আছে। আমাদের দেশে প্রচলিত ব্রতসমূহ ত আছেই, তন্নির দেশান্তরপ্রচলিত ব্রতও সন্নিবেশিত আছে। ব্রত-কথার মর্মার্থ বাঙ্গালায় বুঝান আছে। কোন্ ব্রত কিরূপে করিতে হয়, ব্রতের মন্ত্রাদি যেটী যেভাবে পাঠ করিতে হয়, এই গ্রন্থে আছে। হিন্দুর গৃহে এই ব্রত-মালার সমাদর হওয়া কর্তব্য। মূল্য উৎকৃষ্ট বাঁধাই ৫৫/০ পনের আনা। ডাকমাণ্ডল ১/০ পাঁচ আনা।

পুস্তকসমূহের মূল্যাদির সূচীপত্র ।

পুস্তক	মূল্য	ডাকমাফুল ।
(১) দেবীভাগবতম্ (মূল)	১৥০	১/০
(২) শ্রীমদ্ভাগবতম্ (দ্বাদশস্কন্ধে সম্পূর্ণ)		
উপরে মূল, নিম্নে শ্রীধর স্বামীর টীকা	৩	৥০
(৩) পদ্মপুরাণম্ (পাতালখণ্ডম্)		
উপরে মূল, নিম্নে বঙ্গানুবাদ	১/০	১৮০
(৪) ব্রহ্মসংহিতা-বিধান	৮৮/০	১/০
(৫) শ্রীমদ্ভাগবত-চরিতামৃত	৮০	১০
(৬) জগৎমঙ্গল এবং চমৎকার-চন্দ্রিকা		
(দুইখানি গ্রন্থ একত্রে)	১৮/০	১০
(৭) করণেশন আলবম	১৮/০	৮/০
(৮) সাংখ্য দর্শন		
(সটীক ও সব্যাখ্যা)	৮৮/০	১/০
(৯) দশকুমার চরিত (বঙ্গানুবাদ)	১০	৮/০
(১০) মনুসংহিতা,		
(মূল, টীকা এবং বঙ্গানুবাদ)	৮৮/০	১০
(১১) উনবিংশ সংহিতা (মূল এবং বঙ্গানুবাদ)	৮৮/০	১/০
(১২) শ্রীমদ্ভাগবত (বঙ্গানুবাদ)	৮৮/০	১৮/০
(১৩) লিঙ্গপুরাণ (বঙ্গানুবাদ)	৮৮/০	১০
(১৪) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ (বঙ্গানুবাদ)	১৮/০	১৮/০
(১৫) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	৮০	১০
(১৬) শিবায়ন	১৮/০	৮/০

